অথর্ববেদীয়া

মাণ্ডূক্যোপনিষদঃ

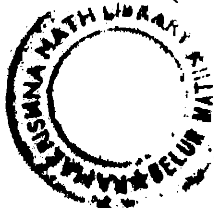
গৌড়পাদীয় কারিকা

শ্রীমৎ পরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্য-ভগবান্ শঙ্করকৃতভাষ্য-সহিতা

(মূল, অন্বয়, ব্যাখ্যা, ভাষ্য ও ভাষ্যানুবাদ সহ)

শ্রীমৎ স্বামী বিশুদ্ধানন্দ গিরি কর্ত্তৃক

সম্পাদিত ও অনূদিত



প্রাপ্তিস্থান:

শ্রীগুরু লাইব্রেরী

২০৪, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬

হরিদ্বার ভোলানন্দ সন্ন্যাসাশ্রম হইতে সন্ন্যাসী সংঘের সভ্য
স্বামী বিশ্বেশ্বরানন্দ গিরি
কর্ত্তৃক প্রকাশিত

আষাঢ় (গুরু পূর্ণিমা), ১৩৬৫
দাম ঃ Rs. 12/- অনুবন্ধসহ টাকা মাত্র

মুদ্রাকর ঃ
শ্রীসরোজকুমার রায়
শ্রীমুদ্রণালয়
১২-সি শঙ্কর ঘোষ লেন,
কলিকাতা—৬

ভূমিকা

ওঁ তৎ সৎ পরমাত্মনে নমঃ।

ব্রহ্মবিদ্‌বরিষ্ঠ আচার্য্য গৌড়পাদ শুকদেবের শিষ্য। তিনি মাণ্ডূক্যোপনিষদের উপর কারিকা রচনা করিয়া অতি সুন্দররূপে অদ্বৈততত্ত্ব ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাঁহার প্রণীত এই কারিকা চারি প্রকরণে বিভক্ত; প্রথম 'আগম প্রকরণ'; দ্বিতীয় 'বৈতথ্য-প্রকরণ'; তৃতীয় 'অদ্বৈত-প্রকরণ' এবং চতুর্থ 'অলাতশান্তি-প্রকরণ'।

নির্গুণ নির্ব্বিশেষ অদ্বৈততত্ত্বে বুদ্ধি সহসা প্রবেশ করিতে সমর্থ হয় না; সর্ব্ব শক্তিমান্, সর্ব্বব্যাপী, অন্তর্যামী সগুণ ব্রহ্মকেও মানবীয় মন কোন প্রকার উপায় অবলম্বন না করিয়া ধারণা করিতে পারে না। এই হেতু ঋষি মাণ্ডূক্য-উপনিষদে সগুণ ও নির্গুণ ব্রহ্মকে আত্মরূপে সাক্ষাৎ উপলব্ধি করিবার নিমিত্ত প্রণব বা ওঙ্কারকে শ্রেষ্ঠ উপায় বা অবলম্বনরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ওঙ্কারের অ, উ এবং ম—এই তিন মাত্রা। সমস্ত জগৎ ওঙ্কারের বিকার, সমস্ত জগৎই ওঙ্কারস্বরূপ। শ্রুতি বলেন—"সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" পরিদৃশ্যমান এই সমস্ত জগৎই ব্রহ্ম এবং এই আত্মাও ব্রহ্ম। ওঙ্কারের যেরূপ তিনটি মাত্রা আছে, আত্মারও সেইরূপ চারিটি পাদ আছে। জাগ্রৎ, অবস্থাভিমানী স্থূলভুক্ বিশ্ব আত্মার প্রথম পাদ, স্বপ্নাভিমানী সূক্ষ্মভুক্ তৈজস আত্মার দ্বিতীয় পাদ, সুষুপ্তাভিমানী অজ্ঞান আবৃত প্রাজ্ঞ আত্মার তৃতীয় পাদ। আচার্য্য গৌড়পাদ নিম্নলিখিত শ্লোকে ইহা সুন্দররূপে প্রদর্শন করিয়াছেন—

বহিঃপ্রজ্ঞো বিভুর্ব্বিশ্বো হ্যন্তঃ প্রজ্ঞস্তু তৈজসঃ।
ঘনপ্রজ্ঞস্তথা প্রাজ্ঞ এক এব ত্রিধা স্থিতঃ॥

একই স্বপ্রকাশ চৈতন্যস্বরূপ আত্মা স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ দেহাভিমানী হইয়া ক্রমশঃ জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি অবস্থা ভোগ করেন। ওঙ্কারের প্রথম মাত্রা 'অ' আত্মার প্রথম পাদ জাগ্রৎ অবস্থায় স্থূলদেহাভিমানী "বিশ্ব", ওঙ্কারের দ্বিতীয়

মাত্রা 'উ' আত্মার দ্বিতীয় পাদ স্বপ্নাবস্থায় সূক্ষ্ম দেহাভিমানী "তৈজস", ওঙ্কারের তৃতীয় মাত্রা 'ম' আত্মার তৃতীয় পাদ সুষুপ্তাবস্থায় কারণ দেহাভিমানী "প্রাজ্ঞ"। ওঙ্কারকে অবলম্বন করিয়া চৈতন্যস্বরূপ আত্মতত্ত্বের মনন ও নিদিধ্যাসন করিতে করিতে সাধক ক্রমে ক্রমে বিরাট, হিরণ্যগর্ভ এবং ঈশ্বরপদ প্রাপ্ত হন; তাঁহার ব্যষ্টিভাব অর্থাৎ দেশ, কাল, বস্তু দ্বারা পরিচ্ছিন্নত্ব ক্রমে ক্রমে দূরীভূত হইয়া যায়; পরে অবাঙ্‌মনসোগোচর, প্রপঞ্চোপশম, তুরীয় বা চতুর্থ পাদরূপ অদ্বৈত শিবপদে প্রতিষ্ঠিত হন।

প্রণবং হীশ্বরং বিদ্যাৎ সর্ব্বস্য হৃদি সংস্থিতম্।
সর্ব্বব্যাপী নমোঙ্কারং মত্বা ধীরো ন শোচতি॥
অমাত্রোঽনন্তমাত্রশ্চ দ্বৈতস্যোপশমঃ শিবঃ।
ওঙ্কারো বিদিতো যেন স মুনির্নেতরো জনঃ॥

প্রণবই সর্ব্বপ্রাণীর হৃদয়স্থিত ঈশ্বর। ধীর ব্যক্তি এই সর্ব্বব্যাপী প্রণবকে আত্মরূপে উপলব্ধি করিয়া শোক করেন না। মাত্রাহীন অর্থাৎ দেশ-কাল-বস্তু পরিচ্ছেদ রহিত দ্বৈতপ্রপঞ্চবিহীন এই প্রণবকে যিনি আত্মরূপে সাক্ষাৎ উপলব্ধি করেন, তিনিই মুনি, অপর ব্যক্তি নহে।

আচার্য্যপ্রবর গৌড়পাদ আগম-প্রকরণে শ্রুতি-উপদিষ্ট অদ্বৈততত্ত্ব বিস্পষ্টরূপে ব্যাখ্যা করিয়া পরবর্ত্তী প্রকরণসমূহে অকাট্য যুক্তিসমূহ দ্বারা শ্রুতিসিদ্ধ সেই অদ্বৈততত্ত্ব পুনরায় স্থাপন করিয়াছেন। অদ্বৈত তখনই সম্ভব, যখন দ্বৈতের মিথ্যাত্ব সুনিশ্চিতরূপে প্রমাণিত হয়। এইজন্য আচার্য্য গৌড়পাদ বৈতথ্য-প্রকরণে সুন্দর যুক্তি দ্বারা দ্বৈতের মিথ্যাত্ব প্রতিপাদনপূর্ব্বক অদ্বৈত-প্রকরণে এক, অদ্বিতীয়, নির্গুণ, নির্ব্বিশেষ পরমার্থ বস্তু প্রতিপাদন করিয়াছেন। গৌড়-পাদাচার্য্য অজাতবাদী, তাঁহার মতে সৃষ্টি যথার্থ হয় নাই। জীব-জগৎ এবং ঈশ্বর কেবল অজ্ঞানকল্পিত। অজ্ঞানবশে যেমন একই সময়ে রজ্জুতে সর্প এবং সর্প-জ্ঞান হইয়া থাকে, সেইরূপ অজ্ঞানহেতু একই সময়ে নির্ম্মল চৈতন্যস্বরূপ

পারমার্থ সৎ বস্তুতে জীব, জগৎ এবং ঈশ্বর ও তাহাদের জ্ঞান উৎপন্ন হয়। স্বপ্নকালীন পদার্থসমূহ যেরূপ প্রাতিভাসিক, জাগ্রৎকালীন পদার্থসমূহও সেইরূপ প্রাতিভাসিক, উহাদের কেবলমাত্র প্রাতীতিক সত্তা আছে, পারমার্থিক সত্তা নাই। কার্য্যকারণের জ্ঞানও সেই সেই পদার্থের জ্ঞানসমকালেই উৎপন্ন হইয়া থাকে, পরমার্থতঃ কার্য্যকারণ বলিয়া কোন কিছুই নাই। শ্রুতিতে যে সমস্ত বাক্যে সৃষ্টি এবং কার্য্যকারণের বর্ণনা দৃষ্ট হয়, সেই সমস্ত শ্রুতিবাক্যের তাৎপর্য্য হইতেছে বুদ্ধিকে অদ্বৈতে আরূঢ় করিবার উপায় মাত্র। "জ্ঞাতে দ্বৈতং ন বিদ্যতে", পরমার্থ সত্য বস্তু জ্ঞাত হইলে দ্বৈত থাকে না। দ্বৈত সত্য হইলে সুষুপ্তি ও নির্ব্বিকল্প সমাধিতে দ্বৈতের অসদ্ভাব হইত না। পরম কারুণিক গৌড়পাদাচার্য্য মানবের কল্যাণের জন্য বৌদ্ধ ও জৈনমত, দ্বৈতবাদ, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ, ভেদাভেদবাদ প্রভৃতি অসৎ মতবাদসমূহ খণ্ডনপূর্ব্বক শ্রুতিসিদ্ধ অদ্বৈতবাদ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। সুধীগণ সমাহিত চিত্তে আচার্য্য প্রণীত কারিকা পাঠ করিয়া নিঃসংশয়রূপে অদ্বৈততত্ত্ব পরোক্ষ ভাবেও অবগত হইয়া আনন্দ লাভ করিবেন, সন্দেহ নাই।

ভোলানন্দ সন্ন্যাস আশ্রম,
হরিদ্বার।
২৪শে ফাল্গুন, ১৩৬১

স্বামী বিশুদ্ধানন্দ গিরি

বিষয়-সূচী

আগম-প্রকরণ

বৈতথ্য-প্রকরণ

অদ্বৈত-প্রকরণ

বিষয় শ্লোকসংখ্যা

অলাত-শান্তি-প্রকরণ

প্রথম অধ্যায়

মাণ্ডূক্যোপনিষৎ আগম-প্রকরণ

গৌড়পাদীয়-কারিকা

মঙ্গলাচরণম্

প্রজ্ঞানাংশুপ্রতানৈঃ স্থিরচরনিকরব্যাপিভির্ব্বাপ্য লোকান্
ভুক্ত্বা ভোগান্ স্থবিষ্ঠান্ পুনরপি ধিষণোদ্ভাসিতান্ কামজন্যান্।
পীত্বা সর্ব্বান্ বিশেষান্ স্বপিতি মধুরভুঙ্ মায়য়া ভোজয়ন্ নঃ
মায়াসংখ্যাতুরীয়ং পরমমৃতমজং ব্রহ্ম যত্তন্নতোঽস্মি ॥১॥

অন্বয় ঃ—যৎ (যিনি) স্থিরচরনিকরব্যাপিভিঃ (স্থাবর-জঙ্গমব্যাপনশীল) প্রজ্ঞানাংশুপ্রতানৈঃ (চৈতন্যরশ্মির বিস্তার দ্বারা) লোকান্ (নিখিল জগৎ প্রপঞ্চ) ব্যাপ্য (পরিব্যাপ্ত করিয়া) স্থবিষ্ঠান্ (জাগ্রৎ সময়ে স্থূল) ভোগান্ (ভোগ্যপদার্থ সমূহ) ভুক্ত্বা (ভোগপূর্ব্বক) পুনরপি (পুনরায় স্বপ্ন সময়ে) ধিষণোদ্ভাসিতান্ (চৈতন্যময়ী বুদ্ধিদ্বারা উদ্ভাসিত) কামজন্যান্ (বাসনা হইতে উদ্ভূত সূক্ষ্ম বিষয় সমূহ [ভোগ করিয়া]) সর্ব্বান্ বিশেষান্ (জাগ্রৎ, স্বপ্নরূপ সমস্ত বিশেষ বিশেষ অবস্থা সমূহকে) পীত্বা (সুষুপ্তি সময়ে আপনাতে লীন করিয়া) নঃ (আমাদিগকে) মায়য়া (মায়া দ্বারা) ভোজয়ন্ (ভোগ করাইয়া) স্বপিতি আনন্দভুক্ (আনন্দভুক্ হইয়া নিদ্রা যান) মায়াসংখ্যা-তুরীয়ং (জাগ্রৎস্বপ্নাদি অবস্থাত্রয়ের অপেক্ষায় তুরীয় নামে অভিহিত) তৎ অমৃতমজং পরং ব্রহ্ম (সেই অমৃতস্বরূপ উৎপত্তি-বিনাশহীন পরব্রহ্মকে) নতোঽস্মি (নমস্কার করি) ॥১॥

অনুবাদ ঃ—যিনি স্থাবরজঙ্গমব্যাপনশীল চৈতন্যরশ্মির বিস্তারদ্বারা নিখিল জগৎপ্রপঞ্চ পরিব্যাপ্ত করিয়া, জাগ্রৎ সময়ে স্থূল ভোগ্যপদার্থসমূহ

ভোগ-পূর্ব্বক স্বপ্নসময়ে পুনরায় চৈতন্যময়ী বুদ্ধিদ্বারা উদ্ভাসিত বাসনা হইতে **উদ্ভূত সূক্ষ্মবিষয় সমূহ** ভোগ করিয়া, জাগ্রৎ স্বপ্ন সমস্ত বিশেষ বিশেষ অবস্থা **সমূহকে সুষুপ্তি** সময়ে আপনাতে লীন করিয়া এবং আমাদিগকে ভোগ **করাইয়া** আনন্দভুক্ হইয়া নিদ্রা যান, মায়া কল্পিত জাগ্রৎ-স্বপ্ন-সুষুপ্তি এই **অবস্থাত্রয়ের** অপেক্ষায় যাঁহাকে তুরীয় সংজ্ঞায় অভিহিত করা হয়, শ্রুতিপ্রসিদ্ধ **সেই** অমৃতস্বরূপ, উৎপত্তি-বিনাশহীন পরব্রহ্মকে নমস্কার করি ॥১॥

যো বিশ্বাত্মা বিধিজবিষয়ান্* প্রাশ্য ভোগান্ স্থবিষ্ঠান্
পশ্চাচ্চান্যান্ স্বমতিবিভবান্ জ্যোতিষা স্বেন সূক্ষ্মান্ ।
সর্ব্বানেতান্ পুনরপি শনৈঃ স্বাত্মনি স্থাপয়িত্বা
হিত্বা সর্ব্বান্ বিগতগুণগণঃ পাত্বসৌ নস্তুরীয়ঃ ॥২॥

অন্বয় ঃ—যঃ (যে) বিশ্বাত্মা (সমষ্টি স্থূল জগৎ যাহার শরীর) বিধিজ-বিষয়ান্ (ধর্ম্মাধর্ম্ম হইতে উৎপন্ন বিষয় সমূহকে) স্থবিষ্ঠান্ (স্থূল) ভোগান্ (ভোগ্যপদার্থ সমূহকে) প্রাশ্য (প্রকৃষ্টরূপে ভোগ করিয়া) পশ্চাৎ (অনন্তর স্বপ্ন সময়ে) স্বমতিবিভবান্ (স্বীয় বুদ্ধি হইতে উৎপন্ন বিবিধ) সূক্ষ্মান্ (সূক্ষ্ম) অন্যান্ (অন্য ভোগ্যপদার্থ সমূহ) স্বেন জ্যোতিষা (স্বীয় আত্মজ্যোতির দ্বারা) পুনরপি (পুনরায়) শনৈঃ (ক্রমে ক্রমে) এতান্ সর্ব্বান্ (এই সমস্তকে) স্বাত্মনি (স্বীয় আত্মাতে) স্থাপয়িত্বা (স্থাপন করিয়া) সর্ব্বান্ বিশেষান্ হিত্বা (সমস্ত বিশেষ বিশেষ ভাব সমূহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক) বিগতগুণগণঃ (সত্ত্বাদি-গুণ সমূহ হইতে নির্ম্মুক্ত) অসৌ (সেই) তুরীয়ঃ (তুরীয়ব্রহ্ম) নঃ (আমাদিগকে) পাতু (রক্ষা করুন) ॥২॥

অনুবাদ ঃ—সমষ্টি স্থূল জগতের অভিমানী যে আত্মা, জাগ্রৎকালে ধর্ম্মাধর্ম্ম হইতে উৎপন্ন স্থূল ভোগ্য পদার্থসমূহ ভোগ করিয়া অনন্তর স্বপ্ন সময়ে স্বীয় আত্মজ্যোতি দ্বারা প্রকাশিত, বুদ্ধি হইতে উৎপন্ন অন্যান্য সূক্ষ্মবিষয় সমূহ

* বিবিধ ইতি বা পাঠঃ ।

ভোগপূর্ব্বক পুনরায় সুষুপ্তিকালে জাগ্রৎ ও স্বপ্নকালীন এই সমস্ত ভোগ্যপদার্থ সমূহকে স্বীয় আত্মাতে লীন করিয়া, অবশেষে জাগ্রদাদি অবস্থাত্রয়ের সর্ব্ব-প্রকার বিশেষ বিশেষ ভাব সমূহকে পরিত্যাগ-পূর্ব্বক সত্ত্বাদিগুণত্রয় হইতে বিমুক্ত হন, সেই নিগুর্ণ নির্ব্বিশেষ তুরীয় ব্রহ্ম আমাদিগকে (মায়া ও তৎ-কার্য্য এই সংসার হইতে) রক্ষা করুন ॥২॥

[গৌড়পাদীয় কারিকারম্ভঃ]

এক্ষণে গৌড়পাদাচার্য্যকৃত কারিকা আরম্ভ হইতেছে। মাণ্ডুক্য উপনিষদে প্রথম হইতে পঞ্চম শ্লোক পর্য্যন্ত ঋষি সমস্ত জগৎ ওঁকারাত্মক এবং পরিদৃশ্য-মান এই জগৎ সর্ব্বই ব্রহ্ম এবং প্রতিশরীরে প্রত্যক্ষ অনুভূত এই আত্মাই ব্রহ্ম এবং ব্রহ্মস্বরূপ আত্মার জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি ও তুরীয় এই চারিটী পাদ বা বিভাগের উপদেশ দিয়াছেন। এক্ষণে গৌড়পাদাচার্য্য পূর্ব্বোক্ত বিষয় স্বরচিত শ্লোকদ্বারা ব্যাখ্যা করিতেছেন।

বহিঃপ্রজ্ঞো বিভুর্ব্বিশ্বো হ্যন্তঃপ্রজ্ঞস্তু তৈজসঃ।
ঘনপ্রজ্ঞস্তথা প্রাজ্ঞ এক এব ত্রিধা স্থিতঃ* ॥১॥

অন্বয় ঃ—বহিঃপ্রজ্ঞঃ (বহির্বিষয়ক জ্ঞানসম্পন্ন) বিভুঃ (ব্যাপী) বিশ্বঃ (বিশ্ব নামা) হি (পূর্ব্বোক্ত শ্রুতি কথিত অধ্যাত্ম ও অধিদৈবের অভিন্নতা সূচনার্থ হি শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। শ্রুতিবাক্য বলিয়া হি শব্দ নিশ্চয়তা বোধক) তু (কিন্তু, পুনরায়) অন্তঃপ্রজ্ঞঃ (বাহ্যেন্দ্রিয় অপেক্ষায় মন অন্তঃস্থ বলিয়া স্বপ্নে জাগরিত বাসনাবাসিত সেই অন্তঃস্থ মন, জ্ঞান-জ্ঞেয়রূপে পরিণাম প্রাপ্ত হইয়া প্রকাশ পাইতে থাকে। স্বপ্রকাশ দ্রষ্টা স্বপ্নে জ্ঞান-জ্ঞেয়রূপে পরিণত সেই অন্তঃস্থ মনে অভিমান বশতঃ অন্তঃপ্রজ্ঞ হন) তৈজসঃ (স্থূলশরীরাদিহীন কেবল মাত্র জাগ্রৎবাসনাবাসিত মনের আশ্রয়রূপে প্রকাশমান স্বপ্নদ্রষ্টা তৈজসনামা) তথা (সেইরূপ পুনরায়) ঘনপ্রজ্ঞঃ (সুষুপ্তিকালে জাগ্রৎ ও

---

* স্মৃত ইতি বা পাঠঃ।

স্বপ্নাবস্থায় বিশেষ বিশেষ বুদ্ধিজ্ঞান সমূহ একীভূত হওয়ায় সুষুপ্তিদ্রষ্টা ঘনপ্রজ্ঞ) প্রাজ্ঞঃ (অজ্ঞানাভিভূত হওয়ায় সুষুপ্তি অভিমানী স্বপ্রকাশ দ্রষ্টা প্রাজ্ঞ নামে অভিহিত হন)। এক এব (একই স্বপ্রকাশ চৈতন্যস্বরূপ আত্মা) ত্রিধা (তিন প্রকারে অর্থাৎ স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ দেহাভিমানী হইয়া বিশ্ব, তৈজস এবং প্রাজ্ঞ এই তিনরূপে) স্থিতঃ (অবস্থিত আছেন) ॥১॥

অনুবাদঃ—জাগ্রৎ কালে স্থূলদেহাভিমানী চৈতন্যস্বরূপ স্বপ্রকাশ আত্মা বহির্বিষয়ক জ্ঞান-সম্পন্ন, ব্যাপী বিশ্ব নামে অভিহিত হন; কিন্তু স্বপ্নসময়ে সেই স্বপ্রকাশ আত্মা জাগ্রৎ-বাসনা-বাসিত মনে অভিমান বশতঃ অন্তঃপ্রজ্ঞ তৈজস সংজ্ঞা প্রাপ্ত হন, পুনরায় সুষুপ্তি অবস্থায় জাগ্রৎস্বপ্নের বিশেষ বিশেষ জ্ঞান সমূহ একীভূত হইলে, সুষুপ্তি অবস্থায় অভিমানী আত্মা ঘনপ্রজ্ঞ প্রাজ্ঞ নামে অভিহিত হন। এইরূপে একই স্বপ্রকাশ চৈতন্যস্বরূপ আত্মা উপাধি ভেদ বশতঃ বিশ্ব, তৈজস, প্রাজ্ঞ এই তিন রূপে অবস্থিত আছেন ॥১॥

শাঙ্করভাষ্যম্ঃ—অত্র এতস্মিন্ যথোক্তেঽর্থে এতে শ্লোকা কবন্তি —বহিঃপ্রজ্ঞ ইতি। পর্য্যায়েণ ত্রিস্থানত্বাৎ সোঽহমিতি স্মৃত্যা প্রতিসন্ধানাৎ স্থানত্রয়ব্যতিরিক্তত্বমেকত্বং শুদ্ধত্বমসঙ্গত্বঞ্চ সিদ্ধমিত্যভিপ্রায়ঃ, মহামৎস্যাদি দৃষ্টান্তশ্রুতেঃ ॥১॥

ভাষ্যানুবাদঃ—মাণ্ডূক্যোপনিষদে কথিত বিষয় সম্বন্ধে "বহিঃপ্রজ্ঞ" ইত্যাদি শ্লোক সমূহ আছে। চৈতন্য যেরূপ আত্মার স্বভাব সিদ্ধ, জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি এই স্থানত্রয় সেরূপ আত্মার স্বভাব নহে; কারণ, স্বভাবের কখনও ব্যভিচার হয় না; কিন্তু পূর্ব্বোক্ত স্থানত্রয়ের ব্যভিচার দৃষ্ট হয়; সেই হেতু স্বপ্রকাশ চৈতন্যস্বরূপ আত্মা পূর্ব্বোক্ত স্থানত্রয় হইতে বিলক্ষণ। পর্য্যায়-ক্রমে জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্তির সহিত আত্মার সম্বন্ধ হওয়ায় এবং "যে আমি এক্ষণে জাগিয়া আছি, সেই আমিই স্বপ্নে দেখিয়াছি এবং সেই আমিই সুপ্ত ছিলাম" এইরূপ আত্মানুসন্ধান হেতু এবং ধর্ম্মাধর্ম্ম, রাগদ্বেষাদি অবস্থাত্রয়ের ধর্ম্ম বলিয়া এবং শ্রুতিতেঁ উদাহৃত তিমি প্রভৃতি মহামৎস্য যেরূপ নদীর উভয় কূলে

পর্য্যায় ক্রমে বিচরণ করিলেও, উভয় কূল হইতে স্বতন্ত্র এবং উভয় কূলের দোষগুণে লিপ্ত হয় না, এই দৃষ্টান্ত অনুসারে আত্মা জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্তি এই স্থানত্রয়ে পর্য্যায়ক্রমে অবস্থান করিলেও, স্থানত্রয় হইতে স্বতন্ত্র, এক, শুদ্ধ ও অসঙ্গ।[1] স্থানত্রয় হইতে আত্মার স্বতন্ত্রতা, আত্মার একত্ব, শুদ্ধত্ব ও অসঙ্গত্ব সিদ্ধ হইল; ইহাই এই শ্লোকের তাৎপর্য্য ॥১॥

দক্ষিণাক্ষিমুখে বিশ্বো মনস্যন্তস্তু তৈজসঃ।
আকাশে চ হৃদি প্রাজ্ঞস্ত্রিধা দেহে ব্যবস্থিতঃ ॥২॥

অন্বয় ঃ—বিশ্বঃ (স্থূলদেহাভিমানী, স্থূলবিষয়দর্শী বিশ্ব ও বিরাট্ সংজ্ঞক আত্মা) দক্ষিণাক্ষিমুখে (অন্যান্য ইন্দ্রিয় অপেক্ষায় প্রধানতঃ দক্ষিণ চক্ষু যাঁহার উপলব্ধি স্থান সেই দক্ষিণ চক্ষুতে) তু (পুনরায়) তৈজসঃ (বাসনা বাসিত মনের সূক্ষ্ম সংস্কার সমূহের দ্রষ্টা ও স্মরণকর্ত্তা সূক্ষ্মদেহাভিমানী তৈজস সংজ্ঞক আত্মা) মনসি অন্তঃ (বাহ্যেন্দ্রিয় অপেক্ষায় অভ্যন্তরে স্থিত মনে) হৃদি আকাশে (হৃদয়াকাশে) চ (এবং) প্রাজ্ঞঃ (ঘনপ্রজ্ঞ) (প্রাজ্ঞনামা আত্মা) ত্রিধা (তিনরূপে) দেহে (শরীরে) ব্যবস্থিতঃ (বিশেষরূপে অবস্থান করেন) ॥২॥

অনুবাদ ঃ—জাগ্রৎ অবস্থায় একই দেহে, একই আত্মার তিন প্রকার উপলব্ধি হইয়া থাকে, তাহাই এক্ষণে প্রদর্শিত হইতেছে। আত্মা যখন প্রধানতঃ দক্ষিণ চক্ষুদ্বারা স্থূল বিষয় সমূহ দর্শন করেন, তখন সেই স্থূলদর্শী আত্মা বিশ্বসংজ্ঞা প্রাপ্ত হন এবং ধ্যাননিষ্ঠ ব্যক্তিগণ প্রধানতঃ দক্ষিণ চক্ষু দ্বারা সমষ্টি স্থূল জগতের অভিমানী বিরাট্ পুরুষকে উপলব্ধি করেন বলিয়া দক্ষিণ চক্ষুতে বিশ্ব ও বিরাট্ অবস্থান করেন। আবার সেই একই আত্মা যখন মনোমধ্যে সূক্ষ্ম সংস্কার সমূহ স্মরণ করেন, তখন তিনি তৈজস নামা হন। ধ্যানশীল সাধক স্থূল বিষয় পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিমীলিত নেত্রে মনোমধ্যে তৈজস এবং সমষ্টি সূক্ষ্ম জগতের অভিমানী হিরণ্যগর্ভকে উপলব্ধি করেন বলিয়া মনোমধ্যে তৈজস ও হিরণ্যগর্ভ অবস্থান করেন বলা হইয়াছে। হৃদয়াকাশে ঘনপ্রজ্ঞ প্রাজ্ঞ আত্মার এবং ঈশ্বরের অনুভূতি

স্বপ্নাবস্থায় বিশেষ বিশেষ বুদ্ধিজ্ঞান সমূহ একীভূত হওয়ায় সুষুপ্তিদ্রষ্টা ঘনপ্রজ্ঞ) প্রাজ্ঞঃ (অজ্ঞানাভিভূত হওয়ায় সুষুপ্তি অভিমানী স্বপ্রকাশ দ্রষ্টা প্রাজ্ঞ নামে অভিহিত হন)। এক এব (একই স্বপ্রকাশ চৈতন্যস্বরূপ আত্মা) ত্রিধা (তিন প্রকারে অর্থাৎ স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ দেহাভিমানী হইয়া বিশ্ব, তৈজস এবং প্রাজ্ঞ এই তিনরূপে) স্থিতঃ (অবস্থিত আছেন) ॥১॥

অনুবাদ ঃ—জাগ্রৎ কালে স্থূলদেহাভিমানী চৈতন্যস্বরূপ স্বপ্রকাশ আত্মা বহির্বিষয়ক জ্ঞান-সম্পন্ন, ব্যাপী বিশ্ব নামে অভিহিত হন ; কিন্তু স্বপ্নসময়ে সেই স্বপ্রকাশ আত্মা জাগ্রৎ-বাসনা-বাসিত মনে অভিমান বশতঃ অন্তঃপ্রজ্ঞ তৈজস সংজ্ঞা প্রাপ্ত হন, পুনরায় সুষুপ্তি অবস্থায় জাগ্রৎস্বপ্নের বিশেষ বিশেষ জ্ঞান সমূহ একীভূত হইলে, সুষুপ্তি অবস্থায় অভিমানী আত্মা ঘনপ্রজ্ঞ প্রাজ্ঞ নামে অভিহিত হন। এইরূপে একই স্বপ্রকাশ চৈতন্যস্বরূপ আত্মা উপাধির ভেদ বশতঃ বিশ্ব, তৈজস, প্রাজ্ঞ এই তিন রূপে অবস্থিত আছেন ॥ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ—অত্র এতস্মিন্ যথোক্তেঽর্থে এতে শ্লোকা কবন্তি —বহিঃপ্রজ্ঞ ইতি। পর্য্যায়েণ ত্রিস্থানত্বাৎ সোঽহমিতি স্মৃত্যা প্রতিসন্ধানাচ্চ স্থানত্রয়ব্যতিরিক্তত্বমেকত্বং শুদ্ধত্বমসঙ্গত্বঞ্চ সিদ্ধমিত্যভিপ্রায়ঃ, মহামৎস্যাদি দৃষ্টান্তশ্রুতেঃ ॥১॥

ভাষ্যানুবাদ ঃ—মাণ্ডূক্যোপনিষদে কথিত বিষয় সম্বন্ধে "বহিঃপ্রজ্ঞঃ" ইত্যাদি শ্লোক সমূহ আছে। চৈতন্য যেরূপ আত্মার স্বভাব সিদ্ধ, জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি এই স্থানত্রয় সেরূপ আত্মার স্বভাব নহে ; কারণ, স্বভাবের কখন ব্যভিচার হয় না ; কিন্তু পূর্ব্বোক্ত স্থানত্রয়ের ব্যভিচার দৃষ্ট হয় ; সেই হেতু স্বপ্রকাশ চৈতন্যস্বরূপ আত্মা পূর্ব্বোক্ত স্থানত্রয় হইতে বিলক্ষণ। পর্য্যায়ক্রমে জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্তির সহিত আত্মার সম্বন্ধ হওয়ায় এবং "যে আমি এক্ষণে জাগিয়া আছি, সেই আমিই স্বপ্নে দেখিয়াছি এবং সেই আমিই সুপ্ত ছিলাম" এইরূপ আত্মানুসন্ধান হেতু এবং ধর্ম্মাধর্ম্ম, রাগদ্বেষাদি অবস্থাত্রয়ের ধর্ম্ম বলিয়া এবং শ্রুতিতে উদাহৃত তিমি প্রভৃতি মহামৎস্য যেরূপ নদীর উভয় কূলে

পর্য্যায় ক্রমে বিচরণ করিলেও, উভয় কূল হইতে স্বতন্ত্র এবং উভয় কূলের দোষগুণে লিপ্ত হয় না, এই দৃষ্টান্ত অনুসারে আত্মা জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্তি এই স্থানত্রয়ে পর্য্যায়ক্রমে অবস্থান করিলেও, স্থানত্রয় হইতে স্বতন্ত্র, এক, শুদ্ধ ও অসঙ্গ। স্থানত্রয় হইতে আত্মার স্বতন্ত্রতা, আত্মার একত্ব, শুদ্ধত্ব ও অসঙ্গত্ব সিদ্ধ হইল ; ইহাই এই শ্লোকের তাৎপর্য্য ॥১॥

দক্ষিণাক্ষিমুখে বিশ্বো মনস্যন্তস্তু তৈজসঃ।
আকাশে চ হৃদি প্রাজ্ঞস্ত্রিধা দেহে ব্যবস্থিতঃ ॥২॥

অন্বয় ঃ—বিশ্বঃ (স্থূলদেহাভিমানী, স্থূলবিষয়দর্শী বিশ্ব ও বিরাট্ সংজ্ঞক আত্মা) দক্ষিণাক্ষিমুখে (অন্যান্য ইন্দ্রিয় অপেক্ষায় প্রধানতঃ দক্ষিণ চক্ষু যাঁহার উপলব্ধি স্থান সেই দক্ষিণ চক্ষুতে) তু (পুনরায়) তৈজসঃ (বাসনা বাসিত মনের সূক্ষ্ম সংস্কার সমূহের দ্রষ্টা ও স্মরণকর্ত্তা সূক্ষ্মদেহাভিমানী তৈজস সংজ্ঞক আত্মা) মনসি অন্তঃ (বাহ্যেন্দ্রিয় অপেক্ষায় অভ্যন্তরে স্থিত মনে) হৃদি আকাশে (হৃদয়াকাশে) চ (এবং) প্রাজ্ঞঃ (ঘনপ্রজ্ঞ) (প্রাজ্ঞনামা আত্মা) ত্রিধা (তিনরূপে) দেহে (শরীরে) ব্যবস্থিতঃ (বিশেষরূপে অবস্থান করেন) ॥২॥

অনুবাদ ঃ—জাগ্রৎ অবস্থায় একই দেহে, একই আত্মার তিন প্রকার উপলব্ধি হইয়া থাকে, তাহাই এক্ষণে প্রদর্শিত হইতেছে। আত্মা যখন প্রধানতঃ দক্ষিণ চক্ষুদ্বারা স্থূল বিষয় সমূহ দর্শন করেন, তখন সেই স্থূলদর্শী আত্মা বিশ্বসংজ্ঞা প্রাপ্ত হন এবং ধ্যাননিষ্ঠ ব্যক্তিগণ প্রধানতঃ দক্ষিণ চক্ষু দ্বারা সমষ্টি স্থূল জগতের অভিমানী বিরাট্ পুরুষকে উপলব্ধি করেন বলিয়া দক্ষিণ চক্ষুতে বিশ্ব ও বিরাট্ অবস্থান করেন। আবার সেই একই আত্মা যখন মনোমধ্যে সূক্ষ্ম সংস্কার সমূহ স্মরণ করেন, তখন তিনি তৈজস নামা হন। ধ্যানশীল সাধক স্থূল বিষয় পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিমীলিত নেত্রে মনোমধ্যে তৈজস এবং সমষ্টি সূক্ষ্ম জগতের অভিমানী হিরণ্যগর্ভকে উপলব্ধি করেন বলিয়া মনোমধ্যে তৈজস ও হিরণ্যগর্ভ অবস্থান করেন বলা হইয়াছে। হৃদয়াকাশে ঘনপ্রজ্ঞ প্রাজ্ঞ আত্মার এবং ঈশ্বরের অনুভূতি

হওয়ায় হৃদয়াকাশে প্রাজ্ঞ আত্মা অবস্থিত এইরূপ উক্ত হইয়াছে, এক আত্মা এইরূপে এই শরীরে জাগরিত অবস্থায় তিনরূপে অবস্থি আছেন ॥২॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ—জাগরিতাবস্থায়ামেব বিশ্বাদীনাং ত্রয়াণামনুভবপ্রদর্শনার্থোঽয়ং শ্লোকঃ—দক্ষিণাক্ষীতি। দক্ষিণমক্ষ্যেব মুখং তস্মিন্ প্রাধান্যেন দ্রষ্টা স্থূলানাং বিশ্বোঽনুভূয়তে, "ইন্ধো হ বৈ নামৈষঃ, যোঽয়ং দক্ষিণেঽক্ষ পুরুষঃ" ইতি শ্রুতেঃ। ইন্ধো দীপ্তিগুণো বৈশ্বানর আদিত্যান্তর্গতে বৈরাজ আত্মা চক্ষুষি চ দ্রষ্টা একঃ।

নন্বন্যো হিরণ্যগর্ভঃ, ক্ষেত্রজ্ঞো দক্ষিণেঽক্ষিণি অক্ষ্ণোর্নিয়ন্তা দ্রষ্টা চান্যো দেহস্বামী ; ন, স্বতো ভেদানভ্যুপগমাৎ ; "একো দেবঃ সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ" ইতি শ্রুতেঃ। "ক্ষেত্রজ্ঞঞ্চাপি মাং বিদ্ধি সর্ব্বক্ষেত্রেষু ভারত!" "অবিভক্তং ভূতেষু বিভক্তমিব চ স্থিতম্" ইতি স্মৃতেশ্চ। সর্ব্বেষু করণেষু অবিশেষেঽপি দক্ষিণাক্ষিণ্যুপলব্ধিপাটবদর্শনাৎ তত্র বিশেষেণ নির্দ্দেশো বিশ্বস্য।

দক্ষিণাক্ষিগতো রূপং দৃষ্ট্বা নিমীলিতাক্ষস্তদেব স্মরন্ মনস্যন্তঃ স্বপ্ন ইব তদেব বাসনারূপাভিব্যক্তং পশ্যতি। যথা তত্র, তথা স্বপ্নে ; অতো মনসি অন্তস্ তৈজসোঽপি বিশ্ব এব। আকাশে চ হৃদি স্মরণাখ্যব্যাপারোপরমে প্রাজ্ঞ একীভূতো ঘনপ্রজ্ঞ এব ভবতি, মনোব্যাপারাভাবাৎ। দর্শন-স্মরণে এব হি মনঃ-স্পন্দিতম্ ; তদভাবে হৃদ্যেবাবিশেষেণ প্রাণাত্মনাবস্থানম্ "প্রাণো হ্যেবৈতান্ সর্ব্বান্ সংবৃঙ্ক্তে" ইতি শ্রুতেঃ। তৈজসো হিরণ্যগর্ভো মনঃস্থত্বাৎ "লিঙ্গং মনঃ" "মনোময়োঽয়ং পুরুষঃ" ইত্যাদি শ্রুতিভ্যঃ।

নন্থ ব্যাকৃতঃ প্রাণঃ সুষুপ্তে, তদাত্মকানি করণানি ভবন্তি ; কথমব্যাকৃততা ? নৈষ দোষঃ, অব্যাকৃতস্য দেশকালবিশেষাভাবাৎ। যদ্যপি প্রাণাভিমানে সতি ব্যাকৃততৈব প্রাণস্য, তথাপি পিণ্ড-পরিচ্ছিন্নবিশেষাভিমাননিরোধঃ প্রাণে ভবতীতি অব্যাকৃত এব প্রাণঃ সুষুপ্তে পরিচ্ছিন্নাভিমানবতাম্। যথা প্রাণলয়ে পরিচ্ছিন্নাভিমানিনাং প্রাণোঽব্যাকৃতঃ, তথা প্রাণাভিমানিনোঽপ্যবিশেষা-

পত্তাবব্যাকৃততা সমানা, প্রসববীজাত্মকত্বঞ্চ; তদধ্যক্ষশ্চৈকোঽব্যাকৃতাবস্থঃ। পরিচ্ছিন্নাভিমানিনামধ্যক্ষাণাঞ্চ তেনৈকত্বমিতি পূর্ব্বোক্তং বিশেষণম্— 'একীভূতঃ প্রজ্ঞানঘনঃ' ইত্যাদ্যুপপন্নম্। তস্মিন্নেতস্মিন্ উক্তহেতুসত্ত্বাচ্চ। কথং প্রাণশব্দত্বমব্যাকৃতস্য? "প্রাণবন্ধনং হি সৌম্য মনঃ" ইতি শ্রুতেঃ।

নন্বু, তত্র "সদেব সৌম্য" ইতি প্রকৃতং সদ্ব্রহ্ম প্রাণশব্দবাচ্যম্। নৈষ দোষঃ; বীজাত্মকত্বাভ্যুপগমাৎ সতঃ। যদ্যপি সদ্ব্রহ্ম প্রাণশব্দবাচ্যং তত্র, তথাপি জীবপ্রসববীজাত্মকত্বমপরিত্যজ্যৈব প্রাণশব্দত্বং সতঃ সচ্ছব্দবাচ্যতা চ। যদি হি নির্ব্বীজরূপং বিবক্ষিতং ব্রহ্ম অভবিষ্যৎ, "নেতি নেতি," "যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে" "অন্যদেব তদ্বিদিতাদথো অবিদিতাদধি" ইত্যবক্ষ্যৎ। "ন সৎ তৎ নাসদুচ্যতে" ইতি স্মৃতেঃ। নির্ব্বীজতয়ৈব চেৎ, সতি লীনানাং সম্পন্নানাং সুষুপ্তিপ্রলয়য়োঃ পুনরুত্থানানুপপত্তিঃ স্যাৎ, মুক্তানাঞ্চ পুনরুৎপত্তিপ্রসঙ্গঃ, বীজাভাবাবিশেষাৎ। জ্ঞানদাহ্য-বীজাভাবে চ জ্ঞানানর্থক্য-প্রসঙ্গঃ। তস্মাৎ সবীজত্বাভ্যুপগমেনৈব সতঃ প্রাণত্বব্যপদেশঃ, সর্ব্বশ্রুতিষু চ কারণত্বব্যপদেশঃ। অতএব "অক্ষরাৎ পরতঃ পরঃ।" "স বাহ্যাভ্যন্তরো হ্যজঃ।" "যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে।" "নেতি নেতি" ইত্যাদিনা বীজত্বাপনয়নেন ব্যপদেশঃ। তামবীজাবস্থাং তস্যৈব প্রাজ্ঞশব্দবাচ্যস্য তুরীয়ত্বেন দেহাদিসম্বন্ধ-জাগ্রদাদিরহিতাং পারমার্থিকীং পৃথগ্ বক্ষ্যতি। বীজাবস্থাপি 'ন কিঞ্চিদ-বেদিষম্' ইত্যুত্থিতস্য প্রত্যয়দর্শনাদ্দেহে অনুভূয়ত এব, ইতি ত্রিধা দেহে ব্যবস্থিত ইত্যুচ্যতে ॥২॥

ভাষ্যানুবাদ ঃ—জাগ্রত অবস্থাতেই বিশ্ব, তৈজস, প্রাজ্ঞ—এই তিনের কিরূপে অনুভব হয় তাহাই প্রদর্শনার্থ এই শ্লোক কথিত হইতেছে— দক্ষিণাক্ষি ইত্যাদি। দক্ষিণ চক্ষুই মুখ অর্থাৎ উপলব্ধি স্থান, সেই দক্ষিণ চক্ষুতে প্রধানতঃ স্থূল বিষয়ের দ্রষ্টা বিশ্ব অনুভূত হইয়া থাকেন। শ্রুতিও বলেন—"এই যে দক্ষিণ চক্ষুতে বিদ্যমান পুরুষ ইনিই "ইন্ধ" নামে

প্রসিদ্ধ। 'ইন্ধ' অর্থ দীপ্তিগুণ-বিশিষ্ট বৈশ্বানর, আদিত্যমণ্ডলান্তর্গত বিরাট্ আত্মা এবং চক্ষুতে দ্রষ্টারূপে অবস্থিত বিশ্ব এই উভয়ই এক।"

এক্ষণে শঙ্কা হইতেছে এই যে—সূর্য্যমণ্ডলান্তর্গত সূক্ষ্ম প্রপঞ্চাভিমানী, সূক্ষ্ম সমষ্টি দেহ লিঙ্গাত্মা হিরণ্যগর্ভ স্বতন্ত্র, সমষ্টি স্থূল প্রপঞ্চাভিমানী বিরাট্ স্বতন্ত্র, ব্যষ্টিদেহে অবস্থিত এবং দক্ষিণ চক্ষুতে বিদ্যমান ইন্দ্রিয়গণের নিয়ামক কার্য্যকারণরূপ দেহস্বামী দ্রষ্টা ক্ষেত্রজ্ঞ বিশ্ব পূর্ব্বোক্ত হিরণ্যগর্ভও বিরাট্ হইতে স্বতন্ত্র; সুতরাং, বিশ্ব ও বিরাটের একত্ব কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? উভয়ের বাস্তবভেদ স্বীকৃত না হওয়ায় এইরূপ শঙ্কা হইতে পারে না, "একই স্বপ্রকাশ পরমাত্মা সমস্ত ভূতে সমষ্টি ব্যষ্টিরূপে প্রচ্ছন্ন হইয়া অবস্থিত আছেন।" এই শ্রুতি বাক্যই আত্মার একত্ব প্রতিপাদন করিতেছে। "হে অর্জ্জুন, সমস্ত ভূতে বিবিধরূপে অবস্থিত আমাকে ক্ষেত্রজ্ঞ বলিয়াও জানিবে।" ভগবানের এই বাক্য হইতেও আত্মার বাস্তব ভেদ যে অসিদ্ধ, তাহা প্রমাণিত হইতেছে। সর্ব্বভূতে ক্ষেত্র রূপে যদি একই আত্মা বিদ্যমান থাকেন, তাহা হইলে প্রতিভূতে ভিন্ন ভিন্ন দেহস্বামীর জ্ঞান কেন হয়? এই শঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন, ভিন্ন ভিন্ন দেহে আত্মা স্বরূপতঃ এক হইলেও ভিন্ন ভিন্ন দেহের কল্পনাহেতু আত্মা সম্বন্ধেও ভিন্ন বুদ্ধি হইয়া থাকে। 'সর্ব্বভূতে অবিভক্তরূপে অবস্থিত হইলেও বিভক্তের ন্যায় অবস্থিত" গীতোক্ত এই বাক্যই এবিষয়ে প্রমাণ। ব্যষ্টি স্থূল দেহাভিমানী বিশ্বনামা আত্মার সমস্ত ইন্দ্রিয়ে অবিশেষরূপে সম্বন্ধ থাকিলেও অর্থাৎ বিশ্বাত্মা সমানভাবে সমস্ত ইন্দ্রিয়ে অবস্থান করিলেও প্রধানতঃ দক্ষিণ চক্ষুতে উপলব্ধ হন বলিয়া বিশেষরূপে দক্ষিণ চক্ষুই তাঁর উপলব্ধির স্থান এইরূপ নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।

জাগ্রৎ অবস্থায় দক্ষিণ চক্ষুতে বিশ্ব অনুভূত হন; কিন্তু তৈজস কি প্রকারে জাগ্রৎ অবস্থায় অনুভূত হইয়া থাকেন? এই প্রশ্নের উত্তরে বলিতেছেন—যেরূপ স্বপ্নাবস্থায় জাগ্রৎকালীন বাসনা রূপে অভিব্যক্ত

বিষয় সমূহ দ্রষ্টা দর্শন করিয়া থাকেন, সেইরূপ জাগরিত অবস্থাতেও দ্রষ্টা প্রধানতঃ দক্ষিণ চক্ষুতে অবস্থান করিয়া নিকটস্থরূপ দর্শন পূর্ব্বক নিমীলিত নেত্র হইলে পূর্ব্বদৃষ্টরূপ হইতে উৎপন্ন বাসনাত্মক সেইরূপ স্মরণ করিয়া মনোমধ্যে দর্শন করেন। যেরূপ এখানে, স্বপ্নেও ঠিক সেইরূপ। অতএব মনোমধ্যে অবস্থিত তৈজসও প্রকৃতপক্ষে বিশ্বই। এক্ষণে জাগ্রৎ অবস্থায় সুষুপ্তি প্রদর্শিত হইতেছে, যিনি বিশ্ব তিনিই তৈজস, আবার তিনিই স্মরণাখ্য মনোব্যাপার নিবৃত্ত হইলে হৃদয়াকাশে স্থিত হইয়া বিষয়ী-বিষয়-বিরহিত ঘনপ্রজ্ঞ প্রাজ্ঞ হন, কারণ, তখন মনের কোন ব্যাপার থাকে না, মন নির্বিষয় হইলে হৃদয়াকাশে প্রাজ্ঞ অনুভূত হইয়া থাকেন। রূপাদিদর্শন এবং তাহার স্মরণ মনেরই স্পন্দন মাত্র। মনের সেই স্পন্দনের অভাব হইলে হৃদয়ে অবিশেষভাবে প্রাণরূপে অবস্থানই জাগ্রৎ অবস্থায় সুষুপ্তি। শ্রুতিও বলেন, প্রাণই এই সমস্ত ইন্দ্রিয়গণকে আপনাতে উপসংহৃত করেন। মনের অধিষ্ঠাতা বলিয়া তৈজস হিরণ্যগর্ভই। পূর্ব্বে বিশ্ব ও বিরাটের একত্ব সিদ্ধ হইয়াছে, তৎপরে সুষুপ্তি ও প্রাণ এবং অব্যাকৃতের একত্ব দর্শিত হইয়াছে। এক্ষণে তৈজস ও হিরণ্যগর্ভের একত্ব দর্শিত হইল। সমষ্টিমনের অধিষ্ঠাতা হইতেছেন হিরণ্যগর্ভ এবং তৈজস হইতেছেন ব্যষ্টিমনের অধিষ্ঠাতা; সমষ্টিব্যষ্টি মন এক; সুতরাং তদ্‌গত হিরণ্যগর্ভ এবং তৈজস একই। 'লিঙ্গশরীরই মন' "মনোময়োঽয়ং পুরুষঃ" এই পুরুষ অর্থাৎ জীব মনোময় অর্থাৎ মনঃ প্রধান ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য হইতে তৈজস এবং হিরণ্যগর্ভের একত্ব প্রমাণিত হয়; কারণ, তৈজসের ন্যায় হিরণ্যগর্ভও পুরুষ বিশেষ এবং মনঃ প্রধান।

এক্ষণে শঙ্কা হইতেছে যে, সুষুপ্ত অবস্থায় প্রাণ ব্যাপারবান দৃষ্ট হয় এবং বাক্ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণ প্রাণাত্মক হইয়া অবস্থান করে; সুতরাং সুষুপ্তিতে প্রাণ ত ব্যাপৃত হইয়াই অবস্থান করে; অতএব প্রাণ কিরূপে সুষুপ্তি অবস্থায় অব্যাকৃত হইবে? এই শঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন, না, ইহাতে দোষ

হয় না; কারণ অব্যাকৃতের দেশ-কাল বিশেষের অভাবই দৃষ্ট হয়। অর্থাৎ অব্যাকৃত দেশকাল-বস্তু-পরিচ্ছেদ রহিত। প্রাণও সুষুপ্ত অবস্থায় দেশ-কাল-পরিচ্ছেদ শূন্য। সুতরাং একই লক্ষণহেতু অব্যাকৃত এবং প্রাণের একত্ব যুক্তিযুক্ত। যদিও "আমার প্রাণ তাহার প্রাণ" এইরূপে ভিন্ন ভিন্ন দেহে প্রাণের ব্যাকৃততা অর্থাৎ ব্যক্তভাব দৃষ্ট হয়, তথাপি সুষুপ্তি অবস্থায় দেহ পরিচ্ছিন্ন যে বিশেষ অর্থাৎ আমার প্রাণ এই অভিমানের নিরোধ হইয়া যায়। অতএব জাগ্রত দৃষ্টিতে বিশেষ বিশেষ অভিমান হেতু প্রাণের ব্যাকৃততা হইলেও সুষুপ্তি দৃষ্টিতে সেই বিশেষ বিশেষ অভিমান নিরুদ্ধ হওয়ায় দেহ পরিচ্ছিন্ন প্রাণাভিমানীদিগের প্রাণ অব্যাকৃত-রূপেই অবস্থান করে। দেহ পরিচ্ছিন্ন প্রাণে অভিমানী ব্যক্তিদিগের প্রাণ লয়ে অর্থাৎ মৃত্যু হইলে তাহাদের প্রাণ যেরূপ দেহ-পরিচ্ছিন্ন-শূন্য হইয়া অব্যাকৃত রূপে অবস্থান করে, সেইরূপ প্রাণাভিমানী ব্যক্তির সুষুপ্ত অবস্থায় প্রাণাভিমান নিবৃত্ত হইলে প্রাণ অব্যাকৃতরূপে অবস্থান করে। অতএব উভয়ত্র প্রাণের অব্যাকৃতা সমান। আরও অব্যাকৃত হইতে যেরূপ জগৎ উৎপন্ন হয়, সেইরূপ সুষুপ্তি অবস্থায় স্থিত অব্যাকৃত প্রাণ হইতে জাগ্রৎস্বপ্ন উৎপন্ন হয়। সুতরাং অব্যাকৃত এবং প্রাণ জগৎরূপ কার্য্যের উৎপত্তির কারণ বলিয়া উভয়ই এক, অব্যাকৃত এবং সুষুপ্তি এই দুই উপাধির অধ্যক্ষ এক চৈতন্য। সেই হেতু সুষুপ্তির ও অব্যাকৃতের একত্ব যুক্তিযুক্ত। অতএব পরিচ্ছিন্নাভিমানী এবং অধ্যক্ষ সমূহের একত্ব প্রমাণিত হওয়ায় পূর্ব্বোক্ত "একীভূতঃ প্রজ্ঞানঃ ঘনঃ" এই বিশেষণদ্বয়ও সঙ্গত হইয়াছে। আরও অধ্যাত্ম এবং অধিদৈব এই উভয়ের একত্ব হেতু সেই এই সুষুপ্ত অবস্থায় প্রাণ-স্বরূপে স্থিত অব্যাকৃত প্রাজ্ঞে পূর্ব্বোক্ত বিশেষণ সঙ্গতই হইয়াছে। আচ্ছা, প্রাণ শব্দ বায়ুর বিকার প্রাণাপানাদিতে রূঢ় দেখা যায়; সুতরাং প্রাণ কি প্রকারে অব্যাকৃত হইতে পারে; কারণ, রূঢ়ি সর্ব্বত্র বলবান্। প্রাণাপানাদিতে প্রাণশব্দ রূঢ় হইলেও শ্রুতিবাক্য সর্ব্বত্র অধিকতর বলবৎ

হওয়ায় প্রাণশব্দ অব্যাকৃত অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। শ্রুতি বলেন, হে সৌম্য মন প্রাণের অধীন, অর্থাৎ প্রাণই মনের কারণ।

পুনরায় শঙ্কা করা হইতেছে—আচ্ছা, "প্রাণবন্ধনং হি সৌম্য মনঃ" এই শ্রুতি বাক্য যে প্রকরণে পঠিত হইয়াছে উহা ত ব্রহ্মপ্রকরণ ; কারণ, শ্রুতি প্রথমেই "হে সৌম্য এই জগৎ সৃষ্টির পূর্ব্বে একমাত্র সৎ ব্রহ্মই ছিল" এই বাক্য দ্বারা ব্রহ্মপ্রকরণ আরম্ভ করিয়াছেন; সুতরাং সেই প্রকরণে প্রাণ শব্দের প্রয়োগ হেতু, প্রাণশব্দ ব্রহ্মকেই বুঝাইতেছে, উহা কখনই অব্যাকৃত হইতে পারে না, তাহা হইলে প্রকরণ বিরোধ হইয়া পড়ে। এই শঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন—না, উহা দোষাবহ নহে ; কারণ, ব্রহ্মপ্রকরণ হইলেও সেখানে "সৎ" শব্দের বীজাত্মকত্ব স্বীকৃত হইয়াছে অর্থাৎ জগতের বীজভূত অব্যাকৃত মায়াশবলিত ব্রহ্মই 'সৎ' শব্দদ্বারা উক্ত হইয়াছেন। যদিও "প্রাণবন্ধনং হি সৌম্য মনঃ" এই বাক্যে সৎ ব্রহ্মই প্রাণ শব্দবাচ্য বলিয়া উক্ত হইয়াছেন ; তথাপি সেই প্রকরণে সমস্ত জগতের বীজস্বরূপ উপাধি পরিত্যাগ না করিয়াই সৎ ব্রহ্মকে প্রাণ শব্দদ্বারা অভিহিত করা হইয়াছে। যদি নির্গুণ নিরুপাধিক, নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মই শ্রুতির বলিবার অভিলাষ হইত তাহা হইলে, 'ব্রহ্ম ইহা নহে, ইহা নহে' এইরূপ প্রপঞ্চের নিষেধ করিয়া, প্রপঞ্চ নিষেধের অবধিরূপে, 'যাহা হইতে বাক্য নিবর্ত্তিত হয়' এই প্রকার অবাঙ্‌মনসগোচররূপে, "ব্রহ্ম বিদিত হইতে অর্থাৎ কার্য্য হইতে ভিন্ন এবং অবিদিত অর্থাৎ কারণ স্বরূপ অব্যাকৃত হইতে বিলক্ষণ" এইরূপ বীজস্বরূপ অজ্ঞানরহিতরূপে ব্রহ্মকে নির্দ্দেশ করিতেন। ব্রহ্মকে নির্গুণ নির্ব্বিশেষ, পরিশুদ্ধরূপে শ্রুতিই যে কেবল নির্দ্ধারণ করিয়াছেন তাহা নহে, স্মৃতিশাস্ত্রও বলেন, পরব্রহ্ম সৎও নহেন অসৎও নহেন, অর্থাৎ ব্রহ্ম কার্য্যরূপ এই নামরূপাত্মক জগৎ নহেন কিংবা জগতের কারণ জড় অব্যাকৃতও নহেন। যদি পূর্ব্বোক্ত প্রকরণে সৎব্রহ্ম নির্বীজরূপে অর্থাৎ অজ্ঞানরহিতরূপে উপদিষ্ট হইতেন, তাহা হইলে সুষুপ্তি ও প্রলয়ে সদ্‌ব্রহ্মে লীন জীবগণের পুনরুত্থান

হইত না এবং মুক্তপুরুষদিগেরও পুনরায় উৎপত্তি হইত; কারণ, উভয়ত্র বীজস্বরূপ অজ্ঞানের অভাব তুল্য। জীবগণ সুষুপ্তি অবস্থায় পরিশুদ্ধ সদ্ ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হইয়াও যদি পুনরায় জাগ্রত ও স্বপ্নাবস্থা প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে মুক্তপুরুষেরাও স্বীয় স্বরূপ স্বপ্রকাশ চৈতন্যস্বরূপ শুদ্ধব্রহ্মকে প্রাপ্ত হইয়াও পুনরায় সংসারে উৎপন্ন হইয়া বদ্ধ হইতেন। আরও স্বরূপ বিষয়ক অজ্ঞান, স্বরূপ বিষয়ক জ্ঞান দ্বারাই দগ্ধ হয়, যদি সুষুপ্তি এবং প্রলয়ে অজ্ঞান আপনা আপনিই নিবৃত্ত হইয়া যায়, তাহা হইলে সংসারে বীজভূত, জ্ঞানদাহ্য অজ্ঞানের অভাবে তত্ত্বজ্ঞান অনর্থক হইয়া পড়ে; সুতরাং নিরুপাধিক ব্রহ্মকে নির্দ্দেশ করা পূর্ব্বোক্ত প্রকরণ এবং শ্রুতিবাক্যের অভিপ্রায় নহে, সেই হেতু অজ্ঞানশবলিত মায়োপাধিক ব্রহ্ম পূর্ব্বোক্ত প্রকরণে "সৎ" শব্দ দ্বারা অভিহিত হওয়ায় সৎ বস্তুতে প্রাণ শব্দের ব্যবহার বা প্রয়োগ হইয়াছে। সর্ব্ব শ্রুতিতে অব্যাকৃত প্রাণ বা অজ্ঞানশবল ব্রহ্মেরই জগৎকারণত্ব কথিত হইয়াছে এবং ব্রহ্মের সেই কারণত্ব "অক্ষরাৎ পরতঃ পরঃ" "স বাহ্যাভ্যন্তরো হ্যজঃ," "যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে", "নেতি নেতি" ইত্যাদি শ্রুতি বাক্য দ্বারা নিষেধ পূর্ব্বক, নিরুপাধিক, নির্ব্বিশেষ, পরিশুদ্ধ ব্রহ্ম উপদিষ্ট হইয়াছেন। 'অক্ষর' অর্থ অব্যাকৃত সেই অব্যাকৃত কার্য্য হইতে পর এবং অব্যাকৃত হইতে পর হইতেছেন শুদ্ধ ব্রহ্ম। "ব্রহ্ম উৎপত্তি বিনাশহীন, তিনি কার্য্য—কারণাতীত" শুদ্ধ ব্রহ্ম বাক্যমনের অগোচর," "তিনি ইহা নহেন, ইহা নহেন" এইরূপে সকারণ প্রপঞ্চ নিষেধ পূর্ব্বকই সর্ব্ব শ্রুতিতে শুদ্ধ ব্রহ্ম উপদিষ্ট হইয়াছেন। অজ্ঞান-বিশিষ্ট সেই প্রাজ্ঞেরই তুরীয় রূপে দেহাদি সম্বন্ধহীন পারমার্থিক সেই নির্বীজ অবস্থা শ্রুতি পৃথকরূপে পরে বলিবেন। সুষুপ্তি হইতে উত্থিত পুরুষের "আমি কিছুই এতক্ষণ জানিতে পারি নাই" এই স্মৃতিজ্ঞান হইতে এই দেহেই বীজাবস্থা অনুভূত হইয়া থাকে। এই হেতু "দেহে তিন প্রকারে অবস্থিত" এইরূপ বলা হইয়াছে ॥২॥

বিশ্বো হি স্থূলভুঙ্ নিত্যং তৈজসঃ প্রবিবিক্তভুক্।
আনন্দভুক্ তথা প্রাজ্ঞস্ত্রিধা ভোগং নিবোধত ॥৩॥

[ইদানীং বিশ্বাদিভেদেন ভোগমপি ত্রিধা বিভজতে "বিশ্বঃ" ইত্যাদিনা]

অন্বয়ঃ—বিশ্বঃ (স্থূলদেহাভিমানী বিশ্বসংজ্ঞক আত্মা) নিত্যং (সর্ব্বদা) হি (নিশ্চয়ই) স্থূলভুক্ (স্থূলবিষয়ের ভোক্তা) তৈজসঃ (সূক্ষ্মদেহাভিমানী তৈজসনামা আত্মা) প্রবিবিক্তভুক্ (সূক্ষ্মবিষয়ের ভোক্তা) তথা (সেইরূপ) প্রাজ্ঞঃ (কারণদেহাভিমানী প্রাজ্ঞ আত্মা) আনন্দভুক্ (আনন্দের ভোক্তা) ভোগং (ভোগ) ত্রিধা (তিনপ্রকার) নিবোধত (জানিবে) ॥৩॥

অনুবাদ ঃ—এক্ষণে জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি এই অবস্থাত্রয় ভেদে ভোগের ত্রৈবিধ্য বর্ণিত হইতেছে—জাগ্রৎ অবস্থায় স্থূলদেহাভিমানী বিশ্বসংজ্ঞক আত্মা স্থূলবিষয় ভোগ করেন, স্বপ্নাবস্থায় সূক্ষ্মদেহাভিমানী তৈজস সূক্ষ্মবিষয়ের ভোক্তা, সেইরূপ সুষুপ্তি অবস্থায় কারণদেহাভিমানী প্রাজ্ঞ আনন্দ ভোগ করেন, এই ভোগ অবস্থাভেদে তিন প্রকার জানিবে ॥৩॥

স্থূলং তর্পয়তে বিশ্বং প্রবিবিক্তন্তু তৈজসম্।
আনন্দশ্চ তথা প্রাজ্ঞং ত্রিধা তৃপ্তিং নিবোধত ॥৪॥

অন্বয়ঃ—স্থূলং (স্থূল বিষয়) বিশ্বং (বিশ্বকে) তর্পয়তে (তৃপ্তি প্রদান করে) প্রবিবিক্তং (সূক্ষ্ম বিষয়) তৈজসং (তৈজসকে) তথা (সেইরূপ) আনন্দঃ চ (আনন্দ) প্রাজ্ঞং (প্রাজ্ঞকে) তৃপ্তিং (ভোগ নিমিত্ত তৃপ্তি) ত্রিধা নিবোধত (তিন প্রকার জানিবে) ॥৪॥

অনুবাদ ঃ—জাগ্রদাদি অবস্থাভেদে বিশ্ব-তৈজস-প্রাজ্ঞের ভোগজ তৃপ্তি তিন প্রকার কথিত হইতেছে—জাগ্রৎ অবস্থায় স্থূল বিষয় বিশ্বকে তৃপ্তি প্রদান করে অর্থাৎ বিশ্বের তৃপ্তি জাগ্রৎকালীন স্থূল-বিষয়-ভোগ-জনিত। স্বপ্নকালীন সূক্ষ্মবিষয় ভোগজনিত তৃপ্তি তৈজসের, সেইরূপ সুষুপ্তি অবস্থায় প্রাজ্ঞের আনন্দ জনিত তৃপ্তি হইয়া থাকে। এইরূপে জাগ্রদাদি অবস্থা ভেদে

একই আত্মা বিশ্বাদি তিন রূপে অবস্থিত হইয়া একই ভোগ এবং ভোগজনিত একই তৃপ্তি তিন প্রকারে অনুভব করেন ॥৪॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ—উক্তার্থৌ হি শ্লোকৌ ॥৩—৪॥

ভাষ্যানুবাদ ঃ—এই দুই শ্লোকের অর্থ পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে ॥৩—৪॥

ত্রিষু ধামসু যদ্ভোজ্যং ভোক্তা যশ্চ প্রকীর্ত্তিতঃ।
বেদৈতদুভয়ং যস্তু স ভুঞ্জানো ন লিপ্যতে ॥৫॥

অন্বয়ঃ—ত্রিষু ধামসু (জাগ্রৎ-স্বপ্ন-সুষুপ্তি অবস্থাত্রয়ে) যৎ (যাহা) ভোজ্যং (ভোগ্য বিষয়) চ (এবং) যঃ ভোক্তা (যে ভোক্তা) প্রকীর্ত্তিতঃ (উত্তমরূপে কথিত হইল) তু (পুনরায়) যঃ (যে ব্যক্তি) এতৎ উভয়ং (ভোজ্য ও ভোক্তা এই উভয়কে) বেদ (জানেন) সঃ (সেই ব্যক্তি) ভুঞ্জানঃ (ভোগ করিয়া) ন লিপ্যতে (লিপ্ত হন না) ॥৫॥

অনুবাদ ঃ—জাগ্রৎ-স্বপ্ন-সুষুপ্তি এই অবস্থাত্রয়ে ভোগের যোগ্য যে ভোজ্য বিষয় এবং সেই বিষয়ের ভোক্তা প্রকৃষ্টরূপে কথিত হইল। ভোজ্য ও ভোক্তা এই উভয়কে যিনি জানেন, তিনি ভোগ করিয়াও ভোজ্য বিষয়ে এবং ভোক্তৃত্বাভিমানে লিপ্ত হন না। অবস্থাত্রয়ে ভিন্নবৎ প্রতীত হইলেও স্বপ্রকাশ চৈতন্যস্বরূপ আত্মা স্বরূপতঃ এক, অদ্বিতীয় অবিদ্যাকল্পিত ভোজ্যও এক। যিনি আত্মার একত্ব এবং অবস্থাত্রয় ও তৎকালীন ভোজ্য বিষয়ের কল্পিতত্ব অবগত হন, তিনি বস্তুতঃ ভোগ করেন না ॥৫॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ—ত্রিষু ধামসু জাগ্রদাদিষু স্থূল-প্রবিবিক্তানন্দাখ্যং যদ্ ভোজ্যমেকং ত্রিধাভূতম্; যশ্চ বিশ্ব-তৈজস-প্রাজ্ঞাখ্যো ভোক্তৈকঃ 'সোঽহম্' ইত্যেকত্বেন প্রতিসন্ধানাৎ দ্রষ্টৃত্বাবিশেষাচ্চ প্রকীর্ত্তিতঃ; যো বেদ এতদুভয়ং ভোজ্যভোক্তৃতয়া অনেকধা ভিন্নম্, স ভুঞ্জানো ন লিপ্যতে, ভোজ্যস্য সর্ব্বস্য একভোক্তৃভোজ্যত্বাৎ। ন হি যস্য যো বিষয়ঃ, স তেন হীয়তে বর্দ্ধতে বা। ন হ্যগ্নিঃ স্ববিষয়ং দগ্ধ্বা কাষ্ঠাদি, তদ্বৎ ॥৫॥

ভাষ্যানুবাদ ঃ—জাগ্রৎ, স্বপ্ন এবং সুষুপ্তি এই তিন স্থানে একই ভোজ্য স্থূল, সূক্ষ্ম এবং আনন্দ এই তিন নামে বিভক্ত, যে আমি এক্ষণে জাগিয়া আছি সেই আমিই স্বপ্ন দেখিয়াছি এবং সেই আমিই সুপ্ত ছিলাম এইরূপে জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই অবস্থাত্রয়ের একই আমির বিদ্যমানতা হেতু বিশ্ব তৈজস, প্রাজ্ঞাখ্য ভোক্তা একই। আরও জাগ্রদাদি অবস্থাত্রয়ে অজ্ঞান ও তৎকার্য্যের দ্রষ্টা একই। ভোজ্য ও ভোক্তৃরূপে অনেক প্রকারে বিভক্ত ভোজ্য ও ভোক্তা এই উভয়কেই যিনি জানেন, তিনি ভোগ করিয়াও ভোগে লিপ্ত হন না ; কারণ, সমস্ত ভোজ্য পদার্থের ভোক্তা এক, সেই এক ভোক্তার সমস্ত ভোজ্যপদার্থই বিষয়, যে পদার্থ যাহার বিষয় হইয়া থাকে, সেই পদার্থ দ্বারা তিনি হ্রাস প্রাপ্ত বা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হন না, যেমন অগ্নি স্বীয় বিষয় কাষ্ঠাদি দগ্ধ করিয়া সেই কাষ্ঠাদি দ্বারা হ্রাস কিংবা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হন না ॥৫॥

প্রভবঃ সর্ব্বভাবানাং সতামিতি বিনিশ্চয়ঃ।
সর্ব্বং জনয়তি প্রাণশ্চেতোঽংশূন্ পুরুষঃ পৃথক্ ॥৬॥

অন্বয় ঃ—সতাং (বিদ্যমান) সর্ব্বভাবানাং (সমস্ত ভাব পদার্থসমূহের) প্রভবঃ (উৎপত্তি) ইতি বিনিশ্চয়ঃ (ইহাই সিদ্ধান্ত), প্রাণঃ (অব্যাকৃত বা মায়া। স্বপ্রকাশ চৈতন্য স্বরূপ ঈশ্বরের সহিত মায়া অবিভাগপন্না হওয়ায়, মায়াশবল ব্রহ্ম প্রাণ শব্দে অভিহিত) সর্ব্বং (সমস্ত অচেতন জগৎ) জনয়তি (সৃষ্টি করেন) পুরুষঃ (পরিপূর্ণ স্বভাব চৈতন্যস্বরূপ ঈশ্বর) চেতোঽংশূন্ (চৈতন্যের কিরণ অর্থাৎ চিদাভাস জীবগণকে) পৃথক্ (অচেতনরূপরসাদি বিষয় হইতে পৃথক সৃষ্টি করেন) ॥৬॥

অনুবাদ ঃ—প্রাণশব্দিত মায়া শবল ব্রহ্ম তমঃপ্রধান উপাধি গ্রহণপূর্ব্বক সমস্ত অচেতন জগৎ সৃষ্টি করেন এবং চৈতন্য প্রধান হইয়া চৈতন্যের কিরণের ন্যায় অবস্থিত, ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব সদৃশ চেতন জীবসমূহকে পৃথক্ উৎপন্ন করেন ॥৬॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ—সতাং বিদ্যমানানাং স্বেন অবিদ্যাকৃত-নামরূপমায়া-স্বরূপেণ সর্ব্বভাবানাং বিশ্ব-তৈজস-প্রাজ্ঞভেদানাং প্রভব উৎপত্তিঃ। বক্ষ্যতি চ—"বন্ধ্যাপুত্রো ন তত্ত্বেন মায়য়া বাপি জায়তে" ইতি। যদি হ্যসতামেব জন্ম স্যাৎ, ব্রহ্মণোঽব্যবহার্য্যস্য গ্রহণদ্বারাভাবাদসত্ত্বপ্রসঙ্গঃ। দৃষ্টঞ্চ রজ্জুসর্পাদীনামবিদ্যাকৃত-মায়াবীজোৎপন্নানাং রজ্জ্বাদ্যাত্মনা সত্ত্বম্, ন হি নিরাস্পদা রজ্জুসর্পমৃগতৃষ্ণিকাদয়ঃ কচিদুপলভ্যন্তে কেনচিৎ। যথা রজ্জ্বাং প্রাক্ সর্পোৎপত্তেঃ রজ্জ্বাত্মনা সর্পঃ সন্নেবাসীৎ, এবং সর্ব্বভাবানামুৎপত্তেঃ প্রাক্ প্রাণবীজাত্মনৈব সত্ত্বমিতি। শ্রুতিরপি বক্তি—"ব্রহ্মৈবেদম্" "আত্মৈবেদমগ্র আসীৎ" ইতি।

অতঃ সর্ব্বং জনয়তি প্রাণশ্চেতোঽংশূন্ অংশব ইব রবেশ্চিদাত্মকস্য পুরুষস্য চেতোরূপা জলার্কসমাঃ প্রাজ্ঞতৈজস-বিশ্বভেদেন দেব-মনুষ্য-তির্য্যগাদি-দেহভেদেষু বিভাব্যমানাশ্চেতোঽংশবো যে, তান্ পুরুষঃ পৃথক্ সৃজতি—বিষয়ভাববিলক্ষণানগ্নিবিস্ফুলিঙ্গবৎ সলক্ষণান্ জলার্কবচ্চ জীবলক্ষণাংস্ত ইতরান্ সর্ব্বভাবান্ প্রাণো বীজাত্মা জনয়তি, "যথোর্ণনাভিঃ" "যথাগ্নেঃ ক্ষুদ্রা বিস্ফুলিঙ্গাঃ" ইত্যাদি শ্রুতেঃ ॥৬॥

ভাষ্যানুবাদ ঃ—"সতাং" অর্থ স্বীয় অবিদ্যাকৃত নামরূপাত্মক মায়া স্বরূপে বর্ত্তমান সমস্ত পদার্থ সমূহের বিশ্ব, তৈজস ও প্রাজ্ঞ এই বিভিন্নরূপে উৎপত্তি হইয়া থাকে। সৎ হইতে সতের উৎপত্তি হইলে অতি প্রসঙ্গরূপ দোষ হয়। কার্য্য যদি সৎ হয় তাহা হইলে সেই কার্য্য ত সর্ব্বদাই বিদ্যমান আছে; সুতরাং তাহার আবার উৎপত্তি কি? কার্য্যরূপ এই জগৎ প্রপঞ্চ অধিষ্ঠান চৈতন্যরূপে সৎ কিন্তু জগৎরূপে সৎ নহে; জগতের স্বীয় বাস্তব সত্তা নাই। উহা অধিষ্ঠানরূপ ব্রহ্মচৈতন্যে অবিদ্যা দ্বারা আরোপিত কল্পিত মাত্র, সেইজন্য স্বীয় অধিষ্ঠানরূপে বিদ্যমান মায়াময় পদার্থসমূহের উৎপত্তি সম্ভব হয়। গৌড়পাদাচার্য্য পরে বলিবেন অলীক অসৎ "বন্ধ্যাপুত্র যথার্থতঃ কিংবা মায়িকরূপেও উৎপন্ন হয় না।" উৎপত্তির পূর্ব্বে সমস্ত কার্য্য (পদার্থ)

মিথ্যা হইলে 'সতাং প্রভবঃ' 'সৎপদার্থ সমূহের উৎপত্তি' আচার্য্যের এই উক্তি নিরর্থক হইয়া পড়ে। এই আশঙ্কার উত্তরে ভাষ্যকার বলিতেছেন— কার্য্য দ্বারা কারণের অনুমান হইয়া থাকে, এই জগৎরূপ কার্য্যদর্শনে জগতের কারণ সৎব্রহ্ম আছেন ইহা অবগত হওয়া যায়। কার্য্য যদি একেবারে আকাশকুসুমবৎ অসৎ হয়, তাহা হইলে ব্রহ্মকে জানিবার কোন লিঙ্গ বা হেতু থাকে না এবং কারণের সহিত ব্রহ্মের কোন সম্বন্ধ না থাকায় ব্রহ্মও অসৎ হইয়া পড়েন। অবিদ্যাকৃত মায়া বীজ হইতে রজ্জু প্রভৃতিতে উৎপন্ন কল্পিত সর্প প্রভৃতি তাহাদের অধিষ্ঠান রজ্জু প্রভৃতি স্বরূপে সত্য দৃষ্ট হইয়া থাকে, সেইরূপ এই জগৎ রজ্জুসর্পবৎ কল্পিত হওয়ায় সৎব্রহ্মই ইহার উপাদান। কেহ কখন কোথায়ও আশ্রয়হীন রজ্জুসর্প, মৃগতৃষ্ণা প্রভৃতি কল্পিত পদার্থ দর্শন করে নাই। যেরূপ রজ্জুতে সর্পোৎপত্তির পূর্ব্বে সর্প রজ্জুস্বরূপে সৎরূপে বিদ্যমান ছিল, সেইরূপ সমস্ত ভাব পদার্থ উৎপত্তির পূর্ব্বে প্রাণশব্দিত মায়াশবল সৎব্রহ্মরূপেই বিদ্যমান ছিল। এই হেতু শ্রুতি বলেন—"এই পরিদৃশ্যমান জগৎ ব্রহ্মই, সৃষ্টির পূর্ব্বে সব আত্মাই ছিল।" মায়াশবল প্রাণশব্দিত ব্রহ্ম তমঃপ্রধান উপাধি গ্রহণপূর্ব্বক সমস্ত অচেতন জগৎ সৃষ্টি করেন এবং চৈতন্য প্রধান উপাধি গ্রহণপূর্ব্বক সূর্য্যের কিরণবৎ চৈতন্যের কিরণ সমূহের ন্যায় প্রতিবিম্বস্বরূপ চৈতন্যাভাসজীবসমূহকে সৃষ্টি করেন, উহা এক্ষণে উক্ত হইতেছে। প্রাণশব্দিত সৎব্রহ্ম সমস্ত সৃষ্টি করেন। সূর্য্যে কিরণের ন্যায় চৈতন্যস্বরূপ পুরুষের কিরণের ন্যায় চৈতন্যরূপজলমধ্যগত সূর্য্য প্রতিবিম্ব তুল্য প্রাজ্ঞ, তৈজস, বিশ্বভেদে দেব-তির্য্যক্ প্রভৃতি দেহ ভেদে চৈতন্যের কিরণ সমূহ সম, চৈতন্যাভাসরূপ যে জীব সমূহ প্রতীয়মান হয়, সেই জীব সমূহকে সৃষ্টি করেন। অগ্নি হইতে অভিন্ন অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় সূর্য্য হইতে অভিন্ন জলমধ্যগত সূর্য্য প্রতিবিম্বের ন্যায় রূপ-রসাদি বিষয় হইতে বিলক্ষণ চৈতন্যস্বরূপ জীবগণকে পৃথক্ সৃষ্টি করেন এবং অন্যান্য সমস্ত ভাব পদার্থ সৃষ্টি করিয়া থাকেন; "যেরূপ মাকড়সা স্বীয় শরীর হইতে

জাল সৃষ্টি করে।" "যেরূপ অগ্নি হইতে অগ্নির সমান বিস্ফুলিঙ্গসমূহ নির্গত হয়" তদ্বৎ ॥৬॥

বিভূতিং প্রসবন্ত্বন্যে মন্যন্তে সৃষ্টিচিন্তকাঃ।
স্বপ্নমায়াসরূপেতি সৃষ্টিরন্যৈর্বিকল্পিতা ॥৭॥

অন্বয় ঃ—তু (কিন্তু) সৃষ্টিচিন্তকাঃ (সৃষ্টিতত্ত্বচিন্তাপরায়ণ) অন্যে (কেহ কেহ) প্রসবং (সৃষ্টিকে) বিভূতিং (ঈশ্বরের ঐশ্বর্য্য বিস্তার) মন্যন্তে (মনে করেন) অন্যৈঃ (পরমার্থতত্ত্বচিন্তাপরায়ণ ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক) সৃষ্টিঃ (চেতনাচেতনাত্মক এই সৃষ্টি) স্বপ্নমায়াসরূপা (স্বপ্ন ও মায়া সদৃশা) ইতি বিকল্পিতা (এইরূপে কল্পিত হইয়াছে) ॥৭॥

অনুবাদ ঃ—সৃষ্টিচিন্তাপরায়ণ কেহ কেহ মনে করেন, এই সৃষ্টি ঈশ্বরের ঐশ্বর্য্য অর্থাৎ স্বীয় মহিমা বিস্তারের জন্যই ঈশ্বর সৃষ্টি করিয়াছেন। পরমার্থচিন্তাপরায়ণ অপর ব্যক্তিগণ বলেন, এই সৃষ্টি কল্পিত, স্বপ্ন ও মায়া সদৃশ মিথ্যা ॥৭॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ—বিভূতির্ব্বিস্তার ঈশ্বরস্য সৃষ্টিরিতি সৃষ্টিচিন্তকা মন্যন্তে; ন তু পরমার্থচিন্তকানাং সৃষ্টাবাদর ইত্যর্থঃ, "ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরূপ ঈয়তে" ইতি শ্রুতেঃ। ন হি মায়াবিনং সূত্রমাকাশে নিক্ষিপ্য তেন সায়ুধমারুহ্য চক্ষুর্গোচরতামতীত্য যুদ্ধেন খণ্ডশশ্ছিন্নং পতিতং পুনরুত্থিতঞ্চ পশ্যতাং তৎকৃতমায়াদিসতত্ত্বচিন্তায়ামাদরো ভবতি। তথৈবায়ং মায়াবিনঃ সূত্রপ্রসারণসমঃ সুষুপ্ত-স্বপ্নাদিবিকাসঃ, তদারূঢ়মায়াবিসমশ্চ তৎস্থঃ প্রাজ্ঞ-তৈজসাদিঃ, সূত্র-তদারূঢ়াভ্যামন্যঃ পরমার্থমায়াবী। স এব ভূমিষ্ঠো মায়াচ্ছন্নোঽদৃশ্যমান এব স্থিতো যথা, তথা তুরীয়াখ্যং পরমার্থতত্ত্বম্। অতস্তচ্চিন্তায়ামেবাদরো মুমুক্ষুণামার্য্যাণাম্, ন নিষ্প্রয়োজনায়াং সৃষ্টাবাদর ইতি। অতঃ সৃষ্টিচিন্তকানামেবৈতে বিকল্পা ইত্যাহ—স্বপ্ন-মায়াসরূপেতি, স্বপ্নসরূপা, মায়াসরূপা চেতি ॥৭॥

ভাষ্যানুবাদ :—সৃষ্টিচিন্তাপরায়ণ ব্যক্তিগণ মনে করেন, ঈশ্বরের ঐশ্বর্য্য বিস্তারই সৃষ্টি; কিন্তু তত্ত্বদর্শী পরমার্থ চিন্তাশীল ব্যক্তিগণের সৃষ্টি বিষয়ে আগ্রহাশয় নাই। শ্রুতি বলেন,—"ঈশ্বর মায়া দ্বারা বহুরূপে বিভাত হন।" সুতরাং মায়াময়ী সৃষ্টিতে তত্ত্ববিদ্গণের আগ্রহ নাই। লোকে দেখা যায়, মায়াবী একখণ্ড সূত্র আকাশে নিক্ষেপ করিয়া সেই সূত্র অবলম্বনপূর্ব্বক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া আকাশে উত্থিত হইয়া দৃষ্টি বহির্ভূত হইল, পরে যুদ্ধে খণ্ড খণ্ড কলেবর হইয়া ভূপতিত এবং পুনরায় উত্থিত হইল। যাঁহারা এই মায়াবীকে দর্শন করিতেছেন, তাঁহাদের মায়াবীকৃত মায়া ও তৎকার্য্যে আদর হয় না; কারণ, তাঁহারা উহা মিথ্যা বলিয়াই জানেন। ঠিক সেইরূপ, পূর্ব্বোক্ত মায়াবীর আকাশে সূত্র প্রসারণের ন্যায়, পরমানন্দ বোধস্বরূপ, শান্ত চিদাকাশে জাগ্রত, স্বপ্ন, সুষুপ্তি এই অবস্থাত্রয় প্রকাশ পাইয়া থাকে, সূত্রাবলম্বনে আকাশে উত্থিত পূর্ব্বোক্ত মায়াবীর ন্যায়, জাগ্রদাদি অবস্থাপন্ন বিশ্ব, তৈজস এবং প্রাজ্ঞ। পূর্ব্বোক্ত প্রকৃত মায়াবী যেরূপ সূত্র ও সূত্রারূঢ় মায়াবী হইতে ভিন্ন এবং সেই মায়াবী ভূমিষ্ঠ থাকিয়াও, মায়াচ্ছন্ন হওয়ায় যেরূপ লোকচক্ষুর অগোচর সেইরূপ এক, অদ্বিতীয়, পরমানন্দবোধস্বরূপ, তুরীয়সংজ্ঞক পরমার্থতত্ত্ব ও সেইরূপ জাগ্রদাদি অবস্থাত্রয় এবং এই তিন অবস্থাপ্রাপ্ত, বিশ্ব তৈজস প্রাজ্ঞ হইতে ভিন্ন এবং অনাদি, অনির্বাচ্য-মায়াহেতু আত্মরূপে সাক্ষাৎ উপলব্ধ হন না। সম্যক্ দর্শন দ্বারাই পরমার্থ-তত্ত্বচিন্তা ফলবতী হইয়া থাকে। এই হেতু নরশ্রেষ্ঠ মুমুক্ষুদিগের পরমার্থ-তত্ত্বচিন্তায় আগ্রহাতিশয় হইয়া থাকে। নিষ্প্রয়োজন সৃষ্টিচিন্তায় আদর বা আগ্রহ হয় না। অতএব সৃষ্টি-চিন্তাপরায়ণদিগেরই সৃষ্টি সম্বন্ধে এই সব বিকল্প হইয়া থাকে। এই হেতু বলিতেছেন—সৃষ্টি স্বপ্নের ন্যায়, মায়ার ন্যায়॥৭॥

ইচ্ছামাত্রং প্রভোঃ সৃষ্টিরিতি সৃষ্টৌ বিনিশ্চিতাঃ।
কালাৎ প্রসূতিং ভূতানাং মন্যন্তে কালচিন্তকাঃ॥৮॥

অন্বয় ঃ—প্রভোঃ (ঈশ্বরের) ইচ্ছামাত্রং (সঙ্কল্পমাত্রই) সৃষ্টিঃ (সৃষ্টি) ইতি (এইরূপ) সৃষ্টৌ (সৃষ্টি বিষয়ে) বিনিশ্চিতাঃ (স্থিরসিদ্ধান্তসম্পন্ন) কালচিন্তকা (জ্যোতির্বিদ্‌গণ) মন্যন্তে (মনে করেন) কালাৎ (কাল হইতে) ভূতানাং (ভূত সমূহের) প্রসূতিং (উৎপত্তি) ॥৮॥

অনুবাদ ঃ—কোন কোন ঈশ্বরবাদীর সৃষ্টিবিষয়ে স্থিরসিদ্ধান্ত এই যে, ঈশ্বরের সঙ্কল্পমাত্রই সৃষ্টি হইয়া থাকে, আবার জ্যোতির্বিদ্‌গণ মনে করেন, কাল উৎপত্তি হইতেই ভূতসমূহের উৎপত্তি হয় ॥৮॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ—ইচ্ছামাত্রং প্রভোঃ সত্যসঙ্কল্পত্বাৎ সৃষ্টির্ঘটাদীনাং সঙ্কল্পনামাত্রম্, ন সঙ্কল্পনাতিরিক্তম্। কালাদেব সৃষ্টিরিতি কেচিৎ ॥৮॥

ভাষ্যানুবাদ ঃ—ঈশ্বর সত্যসঙ্কল্পহেতু তাঁহার ইচ্ছামাত্রই সৃষ্টি। কুম্ভকার যেরূপ মনোমধ্যে নামরূপ দ্বারা ঘটরূপ কার্য্য সঙ্কল্প করিয়া পশ্চাৎ বাহিরের ঘট নির্ম্মাণ করে, সেইরূপ ঈশ্বরের সঙ্কল্পই নামরূপাত্মক সৃষ্টিরূপে প্রকাশ পায়। সঙ্কল্পাতিরিক্ত সৃষ্টি বলিয়া কিছু নাই। কেহ কেহ কাল হইতেই সৃষ্টি হয় বলিয়া থাকেন ॥৮॥

ভোগার্থং সৃষ্টিরিত্যন্যে ক্রীড়ার্থমিতি চাপরে।
দেবস্যৈষ স্বভাবোঽয়মাপ্তকামস্য কা স্পৃহা ॥৯॥

অন্বয় ঃ—অন্যে (অপর কেহ কেহ) সৃষ্টিঃ (সৃষ্টি) ভোগার্থং ইতি (ভোগের নিমিত্ত) অপরে (অন্য কেহ কেহ) ক্রীড়ার্থং ইতি (ক্রীড়ার নিমিত্ত) এষঃ (সৃষ্টিরূপ এই সংসার) দেবস্য (ঈশ্বরের) অয়ং স্বভাবঃ (এই স্বভাব) আপ্তকামস্য (পূর্ণ কাম ঈশ্বরের) কা (কি) স্পৃহা (আকাঙ্ক্ষা) ॥৯॥

অনুবাদ ঃ—কেহ কেহ মনে করেন, জীবের ভোগের নিমিত্তই পরমেশ্বর সৃষ্টি করেন। কেহ কেহ বলেন, সৃষ্টি পরমেশ্বরের ক্রীড়ামাত্র। অপর কেহ কেহ মনে করেন, ঈশ্বরের স্বভাবই এই সৃষ্টি; কিন্তু পূর্ণকাম ঈশ্বরের সৃষ্টি বিষয়ে স্পৃহা কি প্রকারে থাকিতে পারে? ॥৯॥

শাঙ্করভাষ্যম্ঃ—অন্যে ভোগার্থং ক্রীড়ার্থমিতি চ সৃষ্টিং মন্যন্তে। অনয়োঃ পক্ষয়োর্দূষণং দেবস্যৈষ স্বভাবোঽয়মিতি। দেবস্য স্বভাবপক্ষমাশ্রিত্য সর্ব্বেষাং বা পক্ষাণাম্ আপ্তকামস্য কা স্পৃহেতি। নহি রজ্জ্বাদীনাম্ অবিদ্যা-স্বভাবব্যতিরেকেণ সর্পাদ্যাভাসত্বে কারণং শক্যং বক্তুম্ ॥৯॥

ভাষ্যানুবাদঃ—অপর কেহ কেহ মনে করেন, ভোগের নিমিত্ত কিংবা ক্রীড়ার নিমিত্তই এই সৃষ্টি। এই উভয় পক্ষে দোষ প্রদর্শনার্থ বলিতেছেন—"ঈশ্বরের স্বভাবই এই সৃষ্টি। স্বভাব শব্দের অর্থ মায়া, এই সৃষ্টিমায়া-বিনির্ম্মিতা। ঈশ্বরের এই স্বভাবপক্ষ অবলম্বন করিয়া অর্থাৎ ঈশ্বরের মায়া বিনির্ম্মিতা, সৃষ্টি এই মত সিদ্ধান্তরূপে গ্রহণ করিয়া পূর্ণকাম ঈশ্বরের আবার স্পৃহা কি?" এই বাক্য দ্বারা সৃষ্টি সম্বন্ধীয় সমস্ত মতবাদে দোষ প্রদর্শন করিতেছেন, পরমানন্দ-বোধ-স্বরূপ পরমেশ্বরের মায়া ব্যতীত ইচ্ছা সম্ভব হইতে পারে না; অতএব ঈশ্বরের এই সৃষ্টি মায়াময়ী, রজ্জু প্রভৃতি অধিষ্ঠানসমূহে সর্পাদি যে আভাস দৃষ্ট হয়, তাহার একমাত্র কারণ স্বীয় অবিদ্যা বা অজ্ঞান ব্যতীত আর কি হইতে পারে? রজ্জুতে সর্পের আভাসত্ব বিষয়ে অবিদ্যা ব্যতীত অন্য কোন কারণ কেহই বলিতে সমর্থ নহেন ॥৯॥

নিবৃত্তেঃ সর্ব্বদুঃখানামীশানঃ প্রভুরব্যয়ঃ।
অদ্বৈতঃ সর্ব্বভাবানাং দেবস্তুর্য্যো বিভুঃ স্মৃতঃ ॥১০॥

অন্বয়ঃ—সর্ব্বভাবানাং (সমস্ত পদার্থের মিথ্যাত্ব বা কল্পিতত্বহেতু) **অদ্বৈতঃ** (এক অদ্বিতীয়) অব্যয়ঃ (সর্ব্বদা স্বস্বরূপে স্থিত, হ্রাসবৃদ্ধিহীন) **বিভুঃ** (যাহা হইতে জাগ্রদাদি অবস্থাত্রয় এবং সেই অবস্থাত্রয়ে অভিমানী বিবিধ বিশ্বতৈজসাদি উৎপন্ন হইয়া প্রকাশ পাইয়া থাকে, কিংবা যিনি তরঙ্গে জলের ন্যায় সমস্ত ব্যাপিয়া বর্ত্তমান) দেবঃ (স্বপ্রকাশ চৈতন্যস্বরূপ) **তুর্য্যঃ** (নিখিলপ্রপঞ্চ নিষেধের অবধি স্বরূপ, বিশ্বাদি হইতে অতীত, সকলের

অধিষ্ঠানস্বরূপ পরব্রহ্ম) সর্ব্বদুঃখানাং (জাগ্রদাদি অবস্থাত্রয়, স্থূল সূক্ষ্ম কারণ দেহ ত্রয় এবং সেই সেই দেহে ও অবস্থাত্রয়ে অভিমানী বিশ্ব তৈজস প্রাজ্ঞরূপ সর্ব্ব দুঃখের) নিবৃত্তেঃ (আত্যন্তিক নিবৃত্তি বিষয়ে) ঈশানঃ প্রভুঃ (সমর্থ) স্মৃতঃ (কথিত) ॥১০॥

অনুবাদঃ—সমস্ত পদার্থের মিথ্যাত্ব বা কল্পিতত্ব হেতু এক, অদ্বিতীয়, সর্ব্বদা স্বীয় স্বরূপে স্থিত, তরঙ্গে জলের ন্যায় সর্ব্ব ব্যাপী নিখিলপ্রপঞ্চ-নিষেধের অবধিস্বরূপ, স্বপ্রকাশ চৈতন্যস্বরূপ পরব্রহ্মই সর্ব্ব দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি করিতে সমর্থ। তুরীয় ব্রহ্ম নিত্য বলিয়া দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি সব সময়ে হউক এরূপ শঙ্কা হইতে পারে; কিন্তু যে পর্য্যন্ত সাধক আত্মরূপে সেই পরব্রহ্মকে সাক্ষাৎ উপলব্ধি না করেন, ততক্ষণ দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি হয় না ॥১০॥

শাঙ্করভাষ্যম্ঃ—অত্রৈতে শ্লোকা ভবন্তি। প্রাজ্ঞ-তৈজস-বিশ্বলক্ষণানাং সর্ব্বদুঃখানাং নিবৃত্তেঃ ঈশানস্তুরীয় আত্মা। ঈশান ইত্যস্য পদস্য ব্যাখ্যানং প্রভুরিতি। দুঃখনিবৃত্তিং প্রতি প্রভুর্ভবতীত্যর্থঃ; তদ্‌বিজ্ঞাননিমিত্তত্বাৎ দুঃখনিবৃত্তেঃ। অব্যয়ো ন-ব্যেতি স্বরূপাৎ ন ব্যভিচরতি ন চ্যবত ইত্যেতৎ। কুতঃ? যস্মাদদ্বৈতঃ, সর্ব্বভাবানাং সর্পাদীনাং রজ্জুবদ্বয়া সত্যা চ এবং তুরীয়ঃ, নহি দ্রষ্টুঃ "দৃষ্টের্বিপরিলোপো বিদ্যতে" ইতি শ্রুতেঃ, অতো রজ্জুসর্পবৎ মৃষাত্বাৎ। স এষ দেবো দ্যোতনাৎ, তুর্য্যশ্চতুর্থঃ, বিভুর্ব্যাপী স্মৃতঃ ॥১০॥

ভাষ্যানুবাদঃ—মাণ্ডুক্য উপনিষদে "নান্তঃ প্রজ্ঞঃ" ইত্যাদি মন্ত্রোক্ত অর্থের বিবরণ রূপ এই শ্লোক সমূহ আছে—প্রাজ্ঞ-তৈজস-বিশ্বরূপ সর্ব্বদুঃখের নিবৃত্তি বিষয়ে তুরীয় আত্মা সমর্থ; 'ঈশানঃ' এই পদের অর্থ হইতেছে প্রভু অর্থাৎ সমর্থ। শ্লোকে ঈশানঃ এবং প্রভুঃ এই দুইটী পদ আছে, পাছে পুনরুক্তি দোষ হয় এইজন্য ভাষ্যকার বলিলেন, ঈশান এই পদের ব্যাখ্যা হইতেছে প্রভু, অর্থাৎ দুঃখ নিবৃত্তির প্রতি সমর্থ। পাছে কেহ মনে করে, দুঃখনিবৃত্তির প্রতি তুরীয় আত্মার সামর্থ্য ত নিত্যই রহিয়াছে; সুতরাং কখনও দুঃখ হওয়া

উচিত নয়। এই আশঙ্কার উত্তরে ভগবান্ ভাষ্যকার বলিতেছেন—"তুরীয় আত্মার সাক্ষাৎ আত্মরূপে উপলব্ধিই দুঃখনিবৃত্তির কারণ, "অব্যয়ঃ" পদের অর্থ যিনি স্বরূপ হইতে কখনও ভ্রষ্ট হন না, কেন ভ্রষ্ট হন না? যেহেতু তিনি অদ্বৈত; কারণ, সমস্ত পদার্থ রজ্জুসর্পবৎ মিথ্যা; তাঁহাতে কল্পিত, সেইজন্য তুরীয় আত্মা এক অদ্বিতীয়, মায়াকল্পিত জাগ্রদাদি অবস্থাত্রয়ে অভিমানী বিশ্ব তৈজস প্রাজ্ঞের অপেক্ষায় যাঁহাকে তুরীয় অর্থাৎ চতুর্থ বলিয়া অভিহিত করা হয়; সেই স্বপ্রকাশ চৈতন্যস্বরূপ তুরীয় আত্মা বিভু অর্থাৎ তরঙ্গে জলের ন্যায় সর্ব্বব্যাপী ॥১০॥

কার্য্যকারণবদ্ধৌ তাবিষ্যেতে বিশ্বতৈজসৌ।
প্রাজ্ঞঃ কারণবদ্ধস্তু দ্বৌ তৌ তুর্য্যে ন সিধ্যতঃ ॥১১॥

অন্বয়ঃ—তৌ বিশ্বতৈজসৌ (সেই বিশ্ব এবং তৈজস) কার্য্যকারণবদ্ধৌ (কার্য্যকারণ বদ্ধ) প্রাজ্ঞঃ তু (কিন্তু প্রাজ্ঞ) কারণবদ্ধঃ (কারণ বদ্ধ) তৌ দ্বৌ (সেই কার্য্য কারণ বন্ধন রূপ দুইটি) তুর্য্যে (চৈতন্যস্বরূপ তুরীয় আত্মাতে) ন সিধ্যতঃ (সম্ভব হয় না) ॥১১॥

অনুবাদঃ—জাগ্রৎ অবস্থায় স্থূল দেহাভিমানী বিশ্ব এবং স্বপ্নাবস্থায় সূক্ষ্মদেহাভিমানী তৈজস এই উভয়েই অজ্ঞান এবং অজ্ঞানের কার্য্য স্থূল সূক্ষ্ম দেহদ্বয়দ্বারা বদ্ধ; কিন্তু সুষুপ্তি অবস্থায় অজ্ঞানরূপ কারণ দেহাভিমানী প্রাজ্ঞ কেবল অজ্ঞানরূপ কারণ দ্বারা বদ্ধ। সেই দুইটি অর্থাৎ অজ্ঞানরূপ কারণ এবং অজ্ঞানের কার্য্য স্থূল সূক্ষ্ম, দেহাভিমান বিশ্বতৈজস এবং কারণ দেহাভিমানপ্রাজ্ঞ এই দেহত্রয় চৈতন্যমাত্রস্বরূপ তুরীয় আত্মাতে বিদ্যমান নাই ॥১১॥

শাঙ্করভাষ্যম্ঃ—বিশ্বাদীনাং সামান্যবিশেষভাবো নিরূপ্যতে তুর্য্যযাথাত্ম্যাবধারণার্থম্—কার্য্যং ক্রিয়তে ইতি ফলভাবঃ, কারণং—করোতীতি বীজভাবঃ, তত্ত্বাগ্রহণান্যথাগ্রহণাভ্যাং বীজফলভাবাভ্যাং তৌ যথোক্তৌ বিশ্বতৈজসৌ বদ্ধৌ সংগৃহীতৌ ইষ্যেতে। প্রাজ্ঞস্তু বীজভাবেনৈব বদ্ধঃ। তত্ত্বাপ্রতিবোধমাত্রমেব হি বীজং প্রাজ্ঞত্বে নিমিত্তম্। ততো দ্বৌ তৌ বীজফল-

ভাবৌ তত্ত্বাগ্রহণান্যথাগ্রহণে তুরীয়ে ন সিধ্যতঃ ন বিদ্যেতে, ন সম্ভবত ইত্যর্থঃ ॥১১॥

ভাষ্যানুবাদঃ—তুরীয় আত্মার যথার্থস্বরূপ নির্দ্ধারণের জন্য বিশ্ব প্রভৃতির সামান্য বিশেষ ভাব নিরূপিত হইতেছে। 'কার্য্য' অর্থ যাহা কৃত হয় অর্থাৎ ফলস্বরূপ, 'কারণং' অর্থ যে করে অর্থাৎ বীজস্বরূপ। আত্মা স্বরূপবিষয়ক অগ্রহণ অর্থাৎ অজ্ঞান এবং আত্মবিষয়ক অন্যথা গ্রহণ অর্থাৎ বিপরীত জ্ঞান এই বীজ ও ফলভাব অর্থাৎ কারণ ও কার্য্য, অজ্ঞানরূপ কারণ এবং অজ্ঞানের কার্য্যরূপ স্থূল সূক্ষ্ম দেহদ্বয় এই উভয় অর্থাৎ অজ্ঞান ও বিপরীত জ্ঞান দ্বারা পূর্ব্বোক্ত সেই বিশ্ব এবং তৈজস উভয় একত্র বদ্ধ। কিন্তু প্রাজ্ঞ কেবল বীজভাব অর্থাৎ কারণরূপ তত্ত্ববিষয়ক অজ্ঞান দ্বারা বদ্ধ। তত্ত্ব সম্বন্ধে অপ্রতিবোধ অর্থাৎ অজ্ঞানই প্রাজ্ঞ রূপ কার্য্যের বীজস্বরূপ অর্থাৎ নিমিত্ত। সেই হেতু সে দুইটি অর্থাৎ অজ্ঞানস্বরূপ বীজভাব এবং দেহত্রয়রূপ ফলভাব অর্থাৎ আত্মস্বরূপ বিষয়ক অজ্ঞান এবং দেহত্রয়ে অভিমান-রূপ বিপরীত জ্ঞান এই দুইটি অর্থাৎ কারণ ও কার্য্য, অজ্ঞান ও বিপরীত জ্ঞান চৈতন্য-মাত্র-স্বরূপ তুরীয়ে বিদ্যমান নাই অর্থাৎ তুরীয়ে অজ্ঞান ও বিপরীত জ্ঞানের বিদ্যমানতা সম্ভব হয় না ॥১১॥

নাত্মানং ন পরাংশ্চৈব ন সত্যং নাপি চানৃতম্।
প্রাজ্ঞঃ কিঞ্চন সংবেত্তি, তুর্য্যং তৎ সর্ব্বদৃক্ সদা ॥১২॥

অন্বয়ঃ—প্রাজ্ঞঃ (সুষুপ্তাবস্থায় কারণদেহাভিমানী প্রাজ্ঞ) আত্মানং (নিজেকে) পরান্ চ এব (এবং অপরকেও) সত্যং (সত্যং, সদ্বস্তু) অনৃতং চ (এবং মিথ্যা) কিঞ্চন (কিছুই) ন সংবেত্তি (জানে না) তুর্য্যং (তুরীয়) তৎ সর্ব্বদৃক্ (সেই সবের দ্রষ্টা) সদা (সর্ব্বদা) ॥১২॥

---

(১২) …পরশ্চৈব ইতি বা পাঠঃ।

অনুবাদ ঃ—সুষুপ্তাভিমানী প্রাজ্ঞ আত্মা নিজেকে এবং অপর কাহাকেও জানে না। সত্য-মিথ্যা কিছুই জানিতে পারে না। তুরীয় আত্মা সর্ব্বদা সেই সমস্তের দ্রষ্টা ॥১২॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ—কথং পুনঃ কারণবদ্ধত্বং প্রাজ্ঞস্য, তুরীয়ে বা তত্ত্বাগ্রহণান্যথাগ্রহণলক্ষণৌ বন্ধৌ ন সিধ্যতঃ? ইতি। যস্মাৎ—আত্মানম্, বিলক্ষণম্, অবিদ্যাবীজপ্রসূতং বেদ্যং বাহ্যং দ্বৈতং—প্রাজ্ঞো ন কিঞ্চন সংবেত্তি, যথা বিশ্ব-তৈজসৌ; ততশ্চাসৌ তত্ত্বাগ্রহণেন তমসা অন্যথাগ্রহণবীজভূতেন বদ্ধো ভবতি। যস্মাৎ তুর্য্যং তৎসর্ব্বদৃক্ সদা তুরীয়াদন্যস্যাভাবাৎ সর্ব্বদা সদৈব ভবতি, সর্ব্বঞ্চ তদ্ দৃক্‌চেতি সর্ব্বদৃক্, তস্মাৎ ন তত্ত্বাগ্রহণলক্ষণং বীজং তত্র, তৎ প্রসূতস্যান্যথাগ্রহণস্যাপি অতএবাভাবঃ। ন হি সবিতরি সদা প্রকাশাত্মকে তদ্‌বিরুদ্ধমপ্রকাশনম্ অন্যথাপ্রকাশনং বা সম্ভবতি, "ন হি দ্রষ্টুর্দৃষ্টের্ব্বিপরিলোপো বিদ্যতে" ইতি শ্রুতেঃ। অথবা জাগ্রৎ-স্বপ্নয়োঃ সর্ব্বভূতাবস্থঃ সর্ব্ববস্তুদৃগাভাসস্তুরীয় এবেতি সর্ব্বদৃক্ সদা, "নান্যদতোঽস্তি দ্রষ্টৃ" ইত্যাদি শ্রুতেঃ ॥১২॥

ভাষ্যানুবাদ ঃ—আচ্ছা, প্রাজ্ঞের কেবল অজ্ঞানরূপ কারণবদ্ধত্ব এবং তুরীয়ে তত্ত্বের অগ্রহণ অর্থাৎ আত্মস্বরূপ বিষয়ক অজ্ঞান এবং অন্যথাগ্রহণরূপ বিপরীত জ্ঞান এই দুইটি বন্ধনের অভাব কি প্রকারে সম্ভব হইতে পারে? এই প্রশ্নের উত্তরে ভাষ্যকার বলিতেছেন, যেহেতু পূর্ব্বোক্ত বিশ্ব ও তৈজস যেরূপ নিজেকে এবং নিজ হইতে পৃথক্, অবিদ্যারূপ কারণ হইতে উৎপন্ন বাহ্য, বেদ্য, দ্বৈত পদার্থসমূহকে জানে, প্রাজ্ঞ সেইরূপ নিজেকে এবং আপনা হইতে বিলক্ষণ অবিদ্যা প্রসূত দ্বৈত বেদ্য পদার্থ সমূহকে জানে না, সেই হেতু প্রাজ্ঞ কেবল বিপরীত জ্ঞানের কারণভূত অন্ধকার সদৃশ তত্ত্ববিষয়ক অজ্ঞান দ্বারা বদ্ধ হইয়া থাকে। যেহেতু তুরীয় হইতে অন্য বস্তুর অভাবহেতু তুরীয়ই সব এবং সর্ব্বদা দ্রষ্টা স্বরূপ, সেইহেতু পরিপূর্ণ স্বভাব চৈতন্যমাত্র স্বরূপ তুরীয়ে অজ্ঞান নাই; সুতরাং কারণাভাবে

অজ্ঞানরূপ কারণ হইতে উৎপন্ন বিপরীত জ্ঞান রূপ দ্বৈতের অভাবই তুরীয়ে সিদ্ধ হইয়া থাকে। নিত্য প্রকাশমান সূর্য্যে তাহার বিরোধী অপ্রকাশ এবং বিপরীত রূপে প্রকাশ সম্ভব হয় না। শ্রুতিও বলেন, "দ্রষ্টার দৃষ্টির কখন বিপরিলোপ হয় না।" অথবা সর্ব্বভূতস্থিত চৈতন্যাভাস রূপে যে সর্ব্ববস্তুর দ্রষ্টা সে দ্রষ্টাও তুরীয়ই ; কারণ, শ্রুতি বলেন "এই চৈতন্য মাত্র স্বরূপ তুরীয় আত্মা হইতে অপর কোন দ্রষ্টা নাই" ॥১২॥

দ্বৈতস্যাগ্রহণং তুল্যমূভয়োঃ প্রাজ্ঞতুর্য্যয়োঃ ।
বীজ-নিদ্রাযুতঃ প্রাজ্ঞঃ, সা চ তুর্য্যে ন বিদ্যতে ॥১৩॥

অন্বয় ঃ—প্রাজ্ঞতুর্য্যয়োঃ (প্রাজ্ঞ এবং তুরীয় আত্মা) উভয়োঃ (এই উভয়ের) দ্বৈতস্য অগ্রহণং (দ্বৈত জ্ঞানের অভাব) তুল্যং (সমান) প্রাজ্ঞঃ (প্রাজ্ঞ আত্মা) বীজনিদ্রাযুতঃ (অজ্ঞানরূপ নিদ্রা যুক্ত) সা চ (কিন্তু সেই অজ্ঞান রূপ নিদ্রা) তুর্য্যে (তুরীয় আত্মাতে) ন বিদ্যতে (বিদ্যমান নাই) ॥১৩॥

অনুবাদ ঃ—প্রাজ্ঞ এবং তুরীয় আত্মা এই উভয়ের দ্বৈতজ্ঞানের অভাব সমান, প্রাজ্ঞ আত্মা দ্বৈতের কারণভূত অজ্ঞানরূপ নিদ্রাযুক্ত ; কিন্তু সেই অজ্ঞানরূপ নিদ্রা তুরীয় আত্মাতে বিদ্যমান নাই ॥১৩॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ—নিমিত্তান্তরপ্রাপ্তাশঙ্কানিবৃত্ত্যর্থোঽয়ং শ্লোকঃ—কথং দ্বৈতাগ্রহণস্য তুল্যত্বে কারণবদ্ধত্বং প্রাজ্ঞস্যৈব, ন তুরীয়স্যেতি প্রাপ্তা আশঙ্কা নিবর্ত্ত্যতে। যস্মাদ্ বীজনিদ্রাযুতঃ, তত্ত্বাপ্রতিবোধো নিদ্রা ; সৈব চ বিশেষপ্রতিবোধপ্রসবস্য বীজম্, সা বীজনিদ্রা ; তয়া যুতঃ প্রাজ্ঞঃ, সদা সর্ব্বদৃক্‌স্বভাবাৎ, তত্ত্বাপ্রতিবোধলক্ষণা বীজনিদ্রা তুর্য্যে ন বিদ্যতে ; অতো ন কারণবদ্ধস্তস্মিন্ ইত্যভিপ্রায়ঃ ॥১৩॥

ভাষ্যানুবাদ ঃ—তুরীয় কারণ বদ্ধ, দ্বৈত জ্ঞানের অভাবহেতু, প্রাজ্ঞবৎ, এই অনুমান প্রযুক্ত আশঙ্কা নিবৃত্তির জন্য এই শ্লোক কথিত হইতেছে। দ্বৈত জ্ঞানের অভাব উভয়ে যখন তুল্যরূপে বিদ্যমান, তখন প্রাজ্ঞই কেন

কারণ বদ্ধ হইবে, তুরীয় কেন হইবে না? এই আশঙ্কার নিবৃত্তি করা হইতেছে, আত্মতত্ত্বের অপ্রতিবোধ অর্থাৎ অজ্ঞান, স্বরূপবিষয়ক এই অজ্ঞান জগতের বীজস্বরূপ, জগতের বীজস্বরূপ এই অজ্ঞানই নিদ্রা নামে অভিহিত; সেই অজ্ঞান বিশেষ বিশেষ ভাবের অর্থাৎ জাগ্রৎ, স্বপ্ন সুষুপ্তি, বিশ্ব, তৈজস, প্রাজ্ঞ প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ নানা দ্বৈতজ্ঞানের উৎপত্তির বীজ বা কারণ। যেহেতু প্রাজ্ঞ নানা দ্বৈতজ্ঞানের কারণভূত, স্বরূপবিষয়ক অজ্ঞানরূপ নিদ্রাযুক্ত কিন্তু তুরীয় সর্ব্বদা বিশুদ্ধ, স্বপ্রকাশ চৈতন্যস্বরূপ, সকলের দ্রষ্টা; সেই হেতু নিখিল দ্বৈতের কারণভূত, স্বরূপ বিষয়ক অজ্ঞানরূপ বীজ নিদ্রা তুরীয়ে বিদ্যমান নাই; এই হেতু তুরীয়ে কারণ বন্ধন বিদ্যমান নাই। ইহাই এই শ্লোকের অভিপ্রায়। [পূর্ব্বে অনুমান করা হইয়াছিল "তুরীয়ঃ কারণবদ্ধঃ' দ্বৈতাগ্রহণত্বাৎ প্রাজ্ঞবৎ।" এখানে সাধ্য হইতেছে কারণবদ্ধত্ব, পক্ষ হইতেছে তুরীয়, হেতু হইতেছে দ্বৈতের অগ্রহণ এবং দৃষ্টান্ত হইতেছে প্রাজ্ঞ। অনুমান যদি উপাধিযুক্ত হয়, তাহা হইলে সেই অনুমানের দ্বারা পক্ষে সাধ্য নির্ণয় হয় না। উপাধি হইতেছে—"সাধ্যব্যাপকত্বে সতি সাধনা-ব্যাপকত্বম্।" সাধ্যের ব্যাপক কিন্তু সাধনের অব্যাপক। এখানে সাধ্য হইতেছে কারণবদ্ধত্ব এবং সাধন হইতেছে দ্বৈতের অগ্রহণ। সুষুপ্তিরূপ কারণ হইতে জাগ্রৎস্বপ্ন রূপ কার্য্য উৎপন্ন হয়, সুষুপ্তাভিমানী প্রাজ্ঞ পূর্ব্বভাবী এবং জাগ্রদাদিরূপ কার্য্য উত্তরভাবী; এই উত্তরাভাবি জাগ্রদাদি কার্য্যের অপেক্ষায় তুরীয়ের নিয়ত পূর্ব্বভাবিত্ব নাই। তুরীয় সর্ব্বদা স্বপ্রকাশ চৈতন্য-স্বরূপ। ভাব, অভাব, কার্য্য, কারণবদ্ধত্বের হেতু হইতে পারে না। সুষুপ্ত অবস্থায় দ্বৈতের অগ্রহণ যেরূপ কারণবদ্ধত্বের হেতু, জাগ্রৎ স্বপ্নাবস্থায় দ্বৈতের অগ্রহণ ত কারণবদ্ধত্বে হেতু নহে; সুতরাং দ্বৈতের অগ্রহণ দ্বারা কারণবদ্ধত্ব প্রমাণিত হয় না। পূর্ব্বোক্ত অনুমান সোপাধিক হওয়ায় উহা দুষ্ট অনুমান। অতএব স্বপ্রকাশ চৈতন্যস্বরূপ বিশুদ্ধ তুরীয়ে কারণবদ্ধত্ব অসম্ভব] ॥১৩॥

স্বপ্ননিদ্রাযুতাবাদ্যৌ প্রাজ্ঞস্ত্বস্বপ্ননিদ্রয়া।
ন নিদ্রাং নৈব চ স্বপ্নং তুর্য্যে পশ্যন্তি নিশ্চিতাঃ ॥১৪॥

অন্বয় ঃ—আদ্যৌ (বিশ্ব এবং তৈজস) স্বপ্ননিদ্রাযুতৌ (অন্যথা গ্রহণ রূপ স্বপ্ন এবং অজ্ঞানরূপ নিদ্রাযুক্ত) প্রাজ্ঞঃ তু (কিন্তু প্রাজ্ঞ) অস্বপ্ননিদ্রয়া (স্বপ্নরহিত কেবল অজ্ঞানরূপ নিদ্রাযুক্ত) নিশ্চিতাঃ (তত্ত্বদর্শিগণ) তুর্য্যে (নিত্যস্বপ্রকাশ চৈতন্যস্বরূপ তুরীয় আত্মাতে) ন নিদ্রাং ন চ স্বপ্নং এব পশ্যন্তি (অজ্ঞানরূপ নিদ্রা এবং অন্যথা গ্রহণরূপ স্বপ্ন দর্শন করেন না) ॥১৪।

অনুবাদ ঃ—আত্মা বা আমি দেহাদি হইতে বিলক্ষণ; দেহাদি জড়, আমি চৈতন্যস্বরূপ; দেহাদি দৃশ্য, আমি দ্রষ্টা; কিন্তু অজ্ঞানবশতঃ আমি নিজেকে অন্যরূপে গ্রহণ করি, অর্থাৎ কি জাগ্রৎ, কি স্বপ্ন উভয় অবস্থাতেই আমি নিজেকে দেহ বলিয়া মনে করিয়া থাকি। এই জন্য অন্যথা গ্রহণরূপ স্বপ্ন বিশ্ব এবং তৈজস এই উভয়েতেই তুল্য, সেইজন্য বলিতেছেন বিশ্ব এবং তৈজস অন্যথা গ্রহণরূপ স্বপ্ন এবং স্বরূপবিষয়ক অজ্ঞানরূপ নিদ্রা দ্বারা যুক্ত; কিন্তু সুষুপ্তাভিমানী প্রাজ্ঞ অন্যথা গ্রহণরূপ স্বপ্ন বর্জ্জিত, কেবল স্বরূপবিষয়ক অজ্ঞানরূপ নিদ্রা দ্বারা যুক্ত। তত্ত্বদর্শিগণ নিত্য স্বপ্রকাশ চৈতন্যস্বরূপ তুরীয়ে অজ্ঞানরূপ নিদ্রা এবং অন্যথা গ্রহণরূপ স্বপ্ন দর্শন করেন না ॥১৪॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ—স্বপ্নঃ অন্যথাগ্রহণং সর্প ইব রজ্জ্বাম্, নিদ্রা উক্তা তত্ত্বাপ্রতিবোধলক্ষণং তম ইতি। তাভ্যাং স্বপ্ন-নিদ্রাভ্যাং যুতৌ বিশ্ব-তৈজসৌ; অতস্তৌ কার্য্যকারণবদ্ধাবিত্যুক্তৌ। প্রাজ্ঞস্তু স্বপ্নবর্জ্জিতয়া কেবলয়ৈব নিদ্রয়া যুত ইতি কারণবদ্ধ ইত্যুক্তম্। নোভয়ং পশ্যন্তি তুরীয়ে নিশ্চিতা ব্রহ্মবিদ ইত্যর্থঃ, বিরুদ্ধত্বাৎ সবিতরীব তমঃ; অতো ন কার্য্য-কারণবদ্ধ ইত্যুক্তস্তুরীয়ঃ ॥১৪॥

ভাষ্যানুবাদ ঃ—"স্বপ্নঃ" অর্থ রজ্জুতে সর্পদর্শনের ন্যায় অন্যথাগ্রহণ অর্থাৎ যে বস্তু যাহা নয় তাহাতে তদ্বুদ্ধি; রজ্জু সর্প নয় কিন্তু রজ্জুতে সর্প-

বুদ্ধি হইতেছে অন্যথা গ্রহণ, সেইরূপ আত্মা দেহ নহে কিন্তু জাগ্রৎ, স্বপ্নাবস্থায় আত্মাকে দেহ বলিয়া মনে করা হইতেছে অন্যথা গ্রহণরূপ স্বপ্ন ; এবং তত্ত্বের অপ্রতিবোধরূপ তমঃ বা অজ্ঞান হইতেছে নিদ্রা, বিশ্ব এবং তৈজস সেই স্বপ্ন এবং নিদ্রার দ্বারা যুক্ত, অতএব উভয়েই কার্য্যরূপ দেহ এবং কারণরূপ অজ্ঞান দ্বারা বদ্ধ এইরূপ বলা হইয়াছে ; কিন্তু সুষুপ্তাভিমানী প্রাজ্ঞ স্বপ্নবর্জিত কেবল নিদ্রারূপ অজ্ঞান দ্বারা যুক্ত হওয়ায় তাহাকে কারণবদ্ধ বলা হইয়াছে। ব্রহ্মবিদ্‌গণ তুরীয়ে পূর্ব্বোক্ত অন্যথাগ্রহণ রূপ স্বপ্ন এবং অজ্ঞানরূপ নিদ্রাএই উভয়ই দর্শন করেন না ; কারণ, সূর্য্যে অন্ধকারের ন্যায় নিত্য স্বপ্রকাশ চৈতন্যস্বরূপ তুরীয় অজ্ঞান ও তৎকার্য্য অন্যথা গ্রহণের বিরোধী। এই হেতু উক্ত হইয়াছে—তুরীয় কার্য্যকারণবদ্ধ নহেন ॥১৪॥

অন্যথা গৃহ্ণতঃ স্বপ্নো নিদ্রা তত্ত্বমজানতঃ।
বিপর্য্যাসে তয়োঃ ক্ষীণে তুরীয়ং পদমশ্নুতে ॥১৫॥

অন্বয়ঃ—অন্যথা (অন্য প্রকারে অর্থাৎ এক বস্তুকে অন্যরূপে) গৃহ্ণতঃ (**গ্রহণকারীর**) স্বপ্নঃ (স্বপ্নরূপ ভ্রান্ত জ্ঞান হয়) তত্ত্বম্ (আত্মস্বরূপ) অজানতঃ (**যিনি জানেন** না সেই অজ্ঞ ব্যক্তির) নিদ্রা (স্বরূপ বিষয়ক অজ্ঞানরূপ **নিদ্রা হয়**)। **তয়োঃ** (অন্যথা-গ্রহণকারী এবং স্বরূপ বিষয়ক অজ্ঞান দ্বারা **অভিভূত অজ্ঞ ব্যক্তি** এই উভয়ের) বিপর্য্যাসে (অন্যথা গ্রহণ এবং অগ্রহণ **অর্থাৎ বিপরীত জ্ঞান** ও স্বরূপ বিষয়ক অজ্ঞান) ক্ষীণে (ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে) **তুরীয়ং পদং** (**তুরীয়** পদ) অশ্নুতে (প্রাপ্ত হন) ॥১৫॥

অনুবাদঃ—অন্যথা-গ্রহণকারী দেহাত্মাভিমানী স্বপ্ন এবং তত্ত্ব সম্বন্ধে অজ্ঞ **ব্যক্তির নিদ্রা হইয়া থাকে**। স্বরূপ সম্বন্ধে অজ্ঞ দেহাভিমানী ব্যক্তির সেই **অজ্ঞান ও বিপরীত জ্ঞানরূপ ভ্রম** ক্ষয় প্রাপ্ত হইলে, তিনি তুরীয়পদ **প্রাপ্ত হন ॥১৫॥**

শাঙ্করভাষ্যম্ঃ—কদা তুরীয়ে নিশ্চিতো ভবতীতি উচ্যতে—স্বপ্নজাগরিতয়োঃ অন্যথা রজ্জ্বাং সর্পবৎ গৃহ্ণতঃ তত্ত্বং স্বপ্নো ভবতি, নিদ্রা তত্ত্বমজানতঃ তিসৃষু অবস্থাসু তুল্যা। স্বপ্ননিদ্রয়োস্তুল্যত্বাদ্‌বিশ্বতৈজসয়োঃ একরাশিত্বম্। অন্যথাগ্রহণপ্রাধান্যাচ্চ গুণভূতা নিদ্রেতি তস্মিন্ বিপর্য্যাসঃ স্বপ্নঃ। তৃতীয়ে তু স্থানে তত্ত্বাগ্রহণলক্ষণা নিদ্রৈব কেবলা বিপর্য্যাসঃ। অতস্তয়োঃ কার্য্যকারণস্থানয়োঃ অন্যথাগ্রহণ-তত্ত্বাগ্রহণলক্ষণবিপর্য্যাসে কার্য্য-কারণবন্ধ-রূপে পরমার্থতত্ত্বপ্রতিবোধতঃ ক্ষীণে তুরীয়ং পদম্ অশ্নুতে ; তদা উভয়লক্ষণং বন্ধনং তত্রাপশ্যন্ তুরীয়ে নিশ্চিতো ভবতীত্যর্থঃ ॥১৫॥

ভাষ্যানুবাদঃ—মনুষ্য কখন নিঃসংশয়রূপে তুরীয় পদে প্রতিষ্ঠিত হয়? তাহা কথিত হইতেছে। অন্যথা গ্রহণই স্বপ্ন ; যে বস্তু যাহা নয়, তাহাকে সেইরূপ মনে করাই অন্যথা গ্রহণরূপ স্বপ্ন; সেইজন্য ভাষ্যকার বলিতেছেন—স্বপ্ন এবং জাগ্রত সময়ে রজ্জুতে সর্পের ন্যায় অন্যথা গ্রহণ-কারীর অবস্থাই স্বপ্ন ; আত্মতত্ত্ব বিষয়ে অনভিজ্ঞ ব্যক্তির অবস্থা নিদ্রা নামে অভিহিত হইয়া থাকে ; এই অজ্ঞানরূপ নিদ্রা জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই তিন অবস্থাতেই সমান। জাগ্রৎ, স্বপ্ন এবং সুষুপ্তি এই অবস্থাত্রয়ে অজ্ঞানরূপ নিদ্রা সমানভাবে বিদ্যমান থাকায় স্বপ্ন ও নিদ্রার তুল্যতা হেতু স্বপ্নাবস্থাভিমানী অন্যথাগ্রহণকারী বিশ্ব ও তৈজস এক শ্রেণীভুক্ত ; কারণ, জাগ্রৎ ও স্বপ্ন এই উভয় অবস্থায় অন্যথা গ্রহণকারীরূপ বিপরীত জ্ঞানই প্রধান এবং আত্মতত্ত্ববিষয়ক অজ্ঞানরূপ নিদ্রা গৌণ অর্থাৎ অপ্রধান। জাগ্রৎ অবস্থায় ও স্বপ্নে অন্যথা গ্রহণ হয় বলিয়া উভয়ই স্বপ্ন; সেই উভয় অবস্থাতে যে বিপর্য্যাস বা বিপরীত জ্ঞান তাহাই স্বপ্ন নামে অভিহিত। সুষুপ্তিরূপ তৃতীয় অবস্থায় আত্মতত্ত্ব বিষয়ক অজ্ঞানরূপ নিদ্রাই একমাত্র বিপর্য্যাস। দুইটি ভ্রম হইতেছে, একটি জাগ্রৎ ও স্বপ্ন অবস্থায় কার্য্যকারণ দ্বারা দেহাভিমান ও অজ্ঞান দ্বারা বন্ধন, অপরটি হইতেছে সুষুপ্তি অবস্থায় আত্মতত্ত্ববিষয়ক অজ্ঞানরূপ কারণ দ্বারা বন্ধন, অতএব সেই জাগ্রৎ-স্বপ্নরূপ

কার্য্য এবং সুষুপ্তি কারণ এই কার্য্য-কারণ অবস্থাদ্বয়ে অন্যথাগ্রহণ ও তত্ত্ব বিষয়ক অজ্ঞানরূপ দুইটি বিপর্য্যাস বা কার্য্যকারণ বন্ধনরূপ ভ্রম যখন পরম তত্ত্বজ্ঞান হেতু ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, তখন মনুষ্য তুরীয় পদ প্রাপ্ত হইয়া থাকে তখন পূর্ব্বোক্ত উভয়বিধ বন্ধন দর্শন করে না বলিয়া তুরীয় পদে নিঃসংশয়রূপে স্থিতি লাভ করে ॥১৫॥

অনাদিমায়য়া সুপ্তো যদা জীবঃ প্রবুধ্যতে ।
অজমনিদ্রমস্বপ্নমদ্বৈতং বুধ্যতে তদা ॥১৬॥

অন্বয় ঃ—অনাদিমায়য়া (অনাদি মায়া বা অজ্ঞান দ্বারা) সুপ্তঃ (নিদ্রিত তত্ত্বজ্ঞানবিমূঢ়) জীবঃ (জীব) যদা (যখন) প্রবুধ্যতে (জাগরিত হয়, তত্ত্বজ্ঞান লাভ করে) তদা (তখন) অজং (উৎপত্তিবিনাশহীন) অস্বপ্নং (স্বপ্নরহিত অন্যথাগ্রহণরূপ বিপরীত জ্ঞানবর্জ্জিত) অনিদ্রং (নিদ্রারহিত অর্থাৎ অজ্ঞানলেশ-শূন্য) অদ্বৈতং (অদ্বৈত ব্রহ্মাত্মতত্ত্ব) বুধ্যতে (জানিতে সমর্থ হয়) ॥১৬॥

অনুবাদ ঃ—অনাদিমায়া বিমোহিত, অজ্ঞাননিদ্রায় সুপ্ত, তত্ত্বজ্ঞানবিমূঢ় জীব যখন জাগরিত হয় অর্থাৎ গুরু কর্ত্তৃক উপদিষ্ট হইয়া শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন এবং অহং ব্রহ্মাস্মি এই সব সাধন অবলম্বন পূর্ব্বক ব্রহ্মাত্মৈক্য জ্ঞান লাভ করে, তখন সেই সাধক জন্ম-মৃত্যুরহিত, অন্যথাগ্রহণরূপ বিপরীত জ্ঞানবর্জ্জিত, অজ্ঞাননিদ্রা রহিত অদ্বৈত ব্রহ্মাত্মতত্ত্ব অবগত হয় ॥১৬॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ—যোঽয়ং সংসারী জীবঃ, স উভয়লক্ষণেন তত্ত্বাপ্রতি-বোধরূপেণ বীজাত্মনা, অন্যথাগ্রহণলক্ষণেন চানাদিকালপ্রবৃত্তেন মায়ালক্ষণেন স্বপ্নেন মমায়ং পিতা পুত্রোঽয়ং নপ্তা ক্ষেত্রং গৃহং পশবঃ অহমেষাং স্বামী সুখী দুঃখী, ক্ষয়িতোঽহমনেন, বর্দ্ধিতশ্চানেন, ইত্যেবংপ্রকারান্ স্বপ্নান্ স্থানদ্বয়েঽপি পশ্যন্ সুপ্তঃ যদা বেদান্তার্থতত্ত্বাভিজ্ঞেন পরমকারুণিকেন গুরুণা 'নাস্যেবং ত্বং হেতুফলাত্মকঃ, কিন্তু তত্ত্বমসি, ইতি প্রতিবোধ্যমানঃ তদৈবং প্রতিবুধ্যতে । কথম্ ? নাস্মিন্ বাহ্যমাভ্যন্তরং বা জন্মাদিভাববিকারোঽস্তি, অতঃ অজং "স বাহ্যাভ্যন্তরো হ্যজঃ" ইতি শ্রুতেঃ সর্ব্বভাববিকারবর্জ্জিত-

স্বপ্নত্যর্থঃ। যস্মাৎ জন্মাদিকারণভূতং নাস্মিন্ অবিদ্যা-তমোবীজং নিদ্রা বিদ্যত ইতি অনিদ্রম্। অনিদ্রং হি তত্তুরীয়ম্, অতএব অস্বপ্নম্; তন্নিমিত্তত্বাৎ অন্যথাগ্রহণস্য। যস্মাচ্চ অনিদ্রমস্বপ্নম্, তস্মাদজমদ্বৈতং তুরীয়মাত্মানং বুধ্যতে তদা ॥১৬॥

ভাষ্যানুবাদ—যে এই সংসারী জীব, সেই জীব অনাদিকাল হইতে প্রবৃত্ত মায়ারূপ নিদ্রায় নিদ্রিত আছে, বিপরীত জ্ঞানের বীজস্বরূপ পরমার্থতত্ত্ববিষয়ক অজ্ঞানরূপ এই মায়া উভয়াত্মিকা অর্থাৎ কার্য্যকারণাত্মিকা, অজ্ঞান হইতেছে কারণ এবং সমষ্টিব্যষ্টিরূপ ভোক্তৃভোগাত্মক এই জগৎ হইতেছে কার্য্য। তত্ত্ববিষয়ক অজ্ঞান এবং অজ্ঞানের কার্য্যরূপ অন্যথাগ্রহণ এই উভয়াত্মিকা মায়া দ্বারা জীব বিমোহিত হইয়া যেন সুপ্ত রহিয়াছে। অজ্ঞানরূপ নিদ্রার কার্য্য অন্যথাগ্রহণরূপ বিপরীত জ্ঞান, এক্ষণে অজ্ঞান নিদ্রায় সুপ্ত জীবের বিপরীত জ্ঞান বর্ণিত হইতেছে—জীব, জাগ্রৎ ও স্বপ্নে মনে করে 'এই আমার পিতা, আমার পুত্র, এই আমার পৌত্র, এই আমার ক্ষেত্র পশুগণ; আমি ইহাদের স্বামী, আমি সুখী, আমি দুঃখী, আমি ইহা দ্বারা ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়াছি, ইহা দ্বারা বর্দ্ধিত হইয়াছি' এই প্রকার স্বপ্নসমূহ মায়াভিভূত হইয়া দর্শন করে। সেই জীব যখন বেদান্তশাস্ত্রের তাৎপর্য্য এবং তত্ত্বাভিজ্ঞ পরমকরুণাময় গুরু কর্ত্তৃক এইরূপে উপদিষ্ট হন—"তুমি এই রূপ নহ অর্থাৎ অজ্ঞানরূপ হেতু ও তাহার ফলস্বরূপ দেহাদি নহ, তুমি পরব্রহ্মস্বরূপ" এইরূপে যখন গুরু কর্ত্তৃক প্রতিবুদ্ধ হয়, তখন সে স্বীয় ব্রহ্মস্বরূপ অবগত হয়। কি প্রকারে জ্ঞানলাভ করে? তাহা বলা হইতেছে—এই আত্মাতে বাহ্য অর্থাৎ কার্য্য এবং অভ্যন্তর অর্থাৎ কারণ নাই, আত্মা কার্য্যকারণ রহিত, জন্মাদিভাববিকার আত্মাতে নাই, অতএব আত্মা উৎপত্তি-বিনাশহীন, কার্য্যকারণ এবং সর্ব্বভাববিকারবর্জিত, যেহেতু আত্মা অনিদ্র সেই নিত্য স্বপ্রকাশ চৈতন্যস্বরূপ তুরীয় আত্মাই অনিদ্র অর্থাৎ অজ্ঞানলেশ-রহিত, অতএব অজ্ঞানের কার্য্যরূপ স্বপ্নবর্জ্জিত, কারণ অবিদ্যা বা তত্ত্ববিষয়ক

ও তৎকার্য্যের সম্ভাবনা নাই সেই হেতু আত্মা অজ এবং অদ্বৈত। জীব যখন গুরু কর্ত্তৃক পূর্ব্বোক্তরূপে প্রবুদ্ধ হয় তখন সে নিজেকে দেহত্রয় হইতে সম্পূর্ণ বিলক্ষণ, সকৃৎবিভাত, চৈতন্যমাত্রস্বরূপ তুরীয় আত্মারূপে সাক্ষাৎ উপলব্ধি করে ॥ ১৬ ॥

প্রপঞ্চো যদি বিদ্যেত নিবর্ত্তেত ন সংশয়ঃ।
মায়ামাত্রমিদং দ্বৈতমদ্বৈতং পরমার্থতঃ॥ ১৭ ॥

অন্বয় ঃ—যদি (যদি) প্রপঞ্চ (পরিদৃশ্যমান এই দ্বৈত জগৎ) বিদ্যেত (সত্যরূপে বিদ্যমান থাকিত) নিবর্ত্তেত (নিবৃত্ত হইত) ন সংশয়ঃ (এ বিষয়ে কোন সংশয় নাই) ইদং দ্বৈতং (এই দ্বৈত প্রপঞ্চ) মায়ামাত্রং (কেবল মায়াময়, অসৎ) অদ্বৈতং (দ্বৈত সংস্পর্শহীন অদ্বৈত) পরমার্থতঃ (যথার্থতঃ সৎ-বস্তু) ॥ ১৭

অনুবাদ ঃ—জগতের মিথ্যাত্ব প্রমাণিত না হইলে অদ্বৈতসিদ্ধি সম্ভব হয় না; এইজন্য জগতের মিথ্যাত্ব প্রদর্শিত হইতেছে—এই জগৎ প্রপঞ্চ যদি তিন কালে অবাধিত সত্য বস্তু হইত তাহা হইলে ইহার নিবৃত্তি এবং এই জগত প্রপঞ্চ সত্য হওয়ায় অদ্বৈতসিদ্ধি হইত না; কিন্তু এই জগৎ প্রপঞ্চ কেবল মায়া, ইন্দ্রজাল ইহার কোন বাস্তব পারমার্থিক সত্তা নাই। দ্বৈত সংস্পর্শহীন অদ্বৈত তুরীয়ই পারমার্থিক সৎবস্তু ॥১৭ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্ ঃ—প্রপঞ্চনিবৃত্ত্যা চেৎ প্রতিবুধ্যতে, অনিবৃত্তে প্রপঞ্চে কথমদ্বৈতমিতি। উচ্যতে—সত্যমেবং স্যাৎ প্রপঞ্চো যদি বিদ্যেত; রজ্জ্বাং সর্প ইব কল্পিতত্বাৎ ন তু স বিদ্যতে। বিদ্যমানশ্চেৎ, নিবর্ত্তেত ন সংশয়ঃ। ন হি রজ্জ্বাং ভ্রান্তিবুদ্ধ্যা কল্পিতঃ সর্পো বিদ্যমানঃ সন্ বিবেকতো নিবৃত্তঃ; নৈব মায়া মায়াবিনা প্রযুক্তা তদ্দর্শিনাং চক্ষুর্ব্বন্ধাপগমে বিদ্যমানা সতী নিবৃত্তা; তথেদং প্রপঞ্চাখ্যং মায়ামাত্রং দ্বৈতং, রজ্জুবৎ মায়াবিবচ্চ অদ্বৈতং পরমার্থতঃ; তস্মান্ন কশ্চিৎ প্রপঞ্চঃ প্রবৃত্তো নিবৃত্তো বাস্তীত্যভিপ্রায়ঃ॥ ১৭ ॥

ভাষ্যানুবাদ ঃ—যদি প্রপঞ্চ নিবৃত্তিহেতু ব্রহ্মাত্মৈক্যজ্ঞান লাভ হয়, তাহা

হইলে প্রপঞ্চ যদি নিবৃত্তি না হয় তবে কি প্রকারে অদ্বৈতসিদ্ধি হইতে পারে? বলা হইতেছে—প্রপঞ্চ যদি বিদ্যমান থাকিত অর্থাৎ পরমার্থতঃ সত্যবস্তু হইত তাহা হইলে পূর্ব্বোক্ত আশঙ্কা সম্ভব হইত কিন্তু রজ্জুতে সর্পের ন্যায় এই প্রপঞ্চ কল্পিত বলিয়া, ইহা পরমার্থতঃ নাই। যদি ইহা পরমার্থতঃ বিদ্যমান থাকিত তাহা হইলে নিশ্চয়ই নিবৃত্ত হইত। ভ্রান্তিবশতঃ রজ্জুতে সর্প কল্পিত হইয়া থাকে। সেই কল্পিত সর্প পারমার্থিক সত্তা লাভ করিয়া রজ্জুতে বিদ্যমান থাকিয়া পরে বিবেকবুদ্ধি দ্বারা 'ইহা সর্প নয় রজ্জুই' এই প্রকার নিশ্চয়াত্মক বুদ্ধি দ্বারা নিবৃত্ত হয় না। যাহা জ্ঞান দ্বারা বাধিত হইয়া যায় তাহার তিনকালেই বাস্তব সত্তার অভাবই হইয়া থাকে। মায়াবী কর্তৃক প্রদর্শিত মায়া বা ইন্দ্রজাল মায়াবীর পার্শ্বস্থিত দর্শকবৃন্দের চক্ষুগত সম্যকদর্শনের প্রতিবন্ধক অপনীত হইলে মায়া নিবৃত্ত হইয়া যায়। সম্যকদর্শন দ্বারা অপনীত সেই মায়া পারমার্থিক সত্তা লাভ করিয়া নিবৃত্ত হয় না। সেইরূপ এই দ্বৈতপ্রপঞ্চ মায়ামাত্র, ইহা অসৎ পরমার্থতঃ বিদ্যমান নাই। রজ্জু এবং মায়াবীর ন্যায় পরমার্থ অদ্বৈত তত্ত্বই বিদ্যমান আছে। অভিপ্রায় এই যে, কোন দ্বৈতপ্রপঞ্চ না প্রবৃত্ত হয়, না নিবৃত্ত হয় ॥ ১৭ ॥

বিকল্পো বিনিবর্ত্তেত কল্পিতো যদি কেনচিৎ।
উপদেশাদয়ং বাদো জ্ঞাতে দ্বৈতং ন বিদ্যতে ॥ ১৮ ॥

অন্বয় ঃ—বিকল্পঃ (গুরুশিষ্যাদি বিভাগ) যদি কেনচিৎ (যদি কোন কারণে) কল্পিতঃ (কল্পিত হয়) বিনিবর্ত্তেত (নিবৃত্ত হইয়া থাকে) উপদেশাৎ (তত্ত্বজ্ঞানের উপদেশের জন্যই) অয়ং বাদঃ (গুরুশিষ্যাদি এই বিভাগ কল্পিত হইয়াছে) জ্ঞাতে (পরমার্থতত্ত্ব জ্ঞাত হইলে) দ্বৈতং ন বিদ্যতে (গুরুশিষ্য শাস্ত্র প্রভৃতি বিভাগ রূপ দ্বৈত থাকে না) ॥ ১৮ ॥

অনুবাদ ঃ—যদি কোন কারণে অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞান লাভের জন্য গুরু শিষ্য শাস্ত্র বিকল্পিত হইয়া থাকে তাহা হইলেও সেই কল্পিত গুরুশিষ্যাদি বিভাগ বাধিত বা নিবৃত্ত হইয়া যায়। তত্ত্বজ্ঞান লাভের পূর্ব্বে গুরুশিষ্যাদি বিভাগ

কারণ হয়। ব্রহ্মাত্মৈক্যজ্ঞান হইলে গুরুশিষ্যাদি বিভাগরূপ দ্বৈত থাকে না। সমগ্র দ্বৈত প্রপঞ্চই যখন কল্পিত এবং তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা বাধিত হয় তখন দ্বৈত প্রপঞ্চের অন্তর্গত গুরুশিষ্যাদি বিভাগ যে বাধিত হইবে ইহাতে আর বলিবার কি আছে ? ॥ ১৮ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্ :—ননু শাস্তা শাস্ত্রং শিষ্য ইতি বিকল্পঃ কথং নিবৃত্ত ইতি, উচ্যতে—বিকল্পো বিনিবর্ত্তেত যদি কেনচিৎ কল্পিতঃ স্যাৎ। যথা অয়ং প্রপঞ্চো মায়ারজ্জুসর্পবৎ, তথাহয়ং শিষ্যাদিভেদ-বিকল্পোহপি প্রাক্প্রতিবোধাদেব উপদেশ-নিমিত্তো, অতঃ উপদেশাদয়ং বাদঃ—শিষ্যঃ শাস্তা শাস্ত্রমিতি উপদেশকার্য্যে তু জ্ঞানে নিবৃত্তে, জ্ঞাতে পরমার্থতত্ত্বে, দ্বৈতং ন বিদ্যতে ॥ ১৮ ॥

ভাষ্যানুবাদ :—আচ্ছা, গুরু, শাস্ত্র ও শিষ্য এই বিভাগ কিরূপে নিবৃত্ত হয় ? এই শঙ্কার উত্তরে বলা হইতেছে—যদি কোন কারণবশতঃ পূর্ব্বোক্ত বিভাগ কল্পিত হইয়া থাকে তাহা হইলে উহা নিবৃত্ত হইবে। যেরূপ এই দৃশ্য প্রপঞ্চ মায়ামাত্র, রজ্জুসর্পবৎ অসৎ হওয়ায় বাধিত হইয়া যায় সেইরূপ এই গুরুশিষ্যাদি বিভাগরূপ বিকল্প ও তত্ত্বজ্ঞান লাভের পূর্ব্বে উপদেশের নিমিত্ত কল্পিত হইয়া থাকে, অতএব তত্ত্বজ্ঞান বিষয়ক উপদেশের নিমিত্ত এই গুরু-শিষ্যাদি বিভাগরূপ দ্বৈত, উপদেশের ফল স্বরূপ পরমার্থতত্ত্ব পরিজ্ঞাত হইলে আর থাকে না, দ্বৈত বাধিত হইয়া যায় ॥ ১৮ ॥

বিশ্বস্যাত্ব-বিবক্ষায়ামাদিসামান্যমুৎকটম্ ।
মাত্রা-সম্প্রতিপত্তৌ স্যাদাপ্তিসামান্যমেব চ ॥ ১৯ ॥

অন্বয় : বিশ্বস্য (বিশ্বনামা আত্মার) অত্ব-বিবক্ষায়াং ('অ' কার এই মাত্রাস্বরূপ বলিবার ইচ্ছায়) আদি-সামান্যং (আদি অর্থাৎ প্রথমত্বরূপ সাদৃশ্য বা উভয়ের সাধারণ ধর্ম্ম) উৎকটং (মুখ্য, প্রধান) মাত্রাসম্প্রতিপত্তৌ (মাত্রা-স্বরূপ প্রতিপাদন বিষয়ে) আপ্তি সামান্যং এব (ব্যাপকত্বরূপ সাদৃশ্য বা সাধারণ ধর্ম্ম) স্যাৎ (প্রকাশ হয়) ॥ ১৯ ॥

অনুবাদ :—জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি এই অবস্থাত্রয়ে অভিমানী একই আত্মা

বিশ্ব তৈজস ও প্রাজ্ঞ নামে অভিহিত হন। এই তিনটি আত্মার তিনটি পাদ বা বিভাগ, ওঙ্কারের অ, উ এবং ম এই তিনটি মাত্রার সহিত বিশ্ব তৈজস ও প্রাজ্ঞের একত্ব প্রদর্শিত হইতেছে। ওঁকার হইতেছে ঈশ্বরের প্রিয়তম নাম। নাম ও নামী এক। অকার ও বিশ্বের একত্ব এই শ্লোকে প্রদর্শন করা হইতেছে। অকার যেরূপ সমুদয় বর্ণের আদি বিশ্বও সেইরূপ আত্মার পাদ-ত্রয়ের মধ্যে প্রথম; অকার যেমন সমস্ত বর্ণে ব্যাপ্ত বিশ্ব বা বিরাট বৈশ্বানরও সেইরূপ ব্যষ্টি সমষ্টি স্থূল জগৎ ব্যাপিয়া বিদ্যমান রহিয়াছেন। আদিত্ব এবং ব্যাপকত্ব অকার এবং বিশ্ব এই উভয়ের সাধারণ ধর্ম্ম হওয়ায় ওঙ্কারের প্রথম মাত্রা অ হইতেছে আত্মার প্রথমপাদ বিশ্ব বা বৈশ্বানর। ওঙ্কারকে অবলম্বন করিয়া ঈশ্বরের উপাসনা করিতে থাকিলে প্রথমে বিরাটের অনুভূতি হয়, সেইজন্য বিশ্ব বা বৈশ্বানরকে আত্মার প্রথমপাদ বলা হইয়াছে॥ ১৯॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্ :—অত্র এতে শ্লোকা—মন্ত্রা ভবন্তি। বিশ্বস্য অত্বমকারমাত্রত্বং যদা বিবক্ষ্যতে, তদা আদিত্বসামান্যম্ উক্তন্যায়েন উৎকটম্ উদ্ভূতং দৃশ্যত ইত্যর্থঃ। অত্ব-বিবক্ষায়ামিত্যস্য ব্যাখ্যানম্—মাত্রাসম্প্রতিপত্তৌ ইতি; বিশ্বস্য অকার-মাত্রত্বং যদা সম্প্রতিপদ্যতে ইত্যর্থঃ। আপ্তিসামান্যমেব চ উৎকটমিত্যনুবর্ত্ততে, চ-শব্দাৎ॥ ১৯॥

ভাষ্যানুবাদ :—আত্মা যে ওঙ্কার সে বিষয়ের ব্যাখ্যানস্বরূপ এই শ্লোক-গুলি কথিত হইয়া থাকে—আত্মার প্রথমপাদ বিশ্বকে যখন ওঙ্কারের প্রথম মাত্রা 'অ' এই অক্ষররূপে নির্দ্দেশ করা হয় তখন উক্ত যুক্তি অনুসারে উভয়ের আদিত্ব বা প্রাথমিকত্ব প্রধান হইয়া উঠে, অর্থাৎ পরিদৃষ্ট হয়। ওঙ্কারের প্রথম মাত্রা অকারই আত্মার প্রথমপাদ বিশ্ব এইরূপ বলিবার অভিপ্রায়ের ব্যাখ্যাস্বরূপ 'মাত্রাসম্প্রতিপত্তৌ' এই পদটি ব্যবহৃত হইয়াছে। যখন বিশ্বসংজ্ঞক আত্মার অকার মাত্রত্ব গৃহীত হয় সেই সময় উভয়ের সাধর্ম্ম্য ব্যাপকত্বই প্রধান-রূপে দৃষ্ট হয়। 'চ' শব্দ হইতে বুঝিতে হইবে যে শ্লোকস্থ 'আপ্তি সামান্যং'

এই পদের সহিত 'উৎকট' পদের সম্বন্ধ রহিয়াছে অর্থাৎ বিশ্ব ও অকারের ব্যাপকত্বরূপ সাধর্ম্যটি উৎকট বা প্রধানরূপে দৃষ্ট হয় ॥ ১৯ ॥

তৈজসস্যোত্ববিজ্ঞানে উৎকর্ষো দৃশ্যতে স্ফুটম্ ।
মাত্রাসম্প্রতিপত্তৌ স্যাদুভয়ত্বং তথাবিধম্ ॥ ২০ ॥

অন্বয় :—তৈজসস্য (স্বপ্নাবস্থাভিমানী আত্মাতৈজসের) উত্ব-বিজ্ঞানে (উকারত্ব জ্ঞান বিষয়ে) উৎকর্ষঃ (প্রাধান্য অর্থাৎ আত্মার প্রথম পাদ বিশ্ব হইতে তৈজস উৎকৃষ্ট) স্ফুটম্ (স্পষ্ট) দৃশ্যতে (দৃষ্ট হয়) মাত্রাসম্প্রতিপত্তৌ (মাত্রাস্বরূপ প্রতিপাদন বিষয়ে) উভয়ত্বং (উভয়ের মধ্যবর্ত্তিত্ব অর্থাৎ অকার এবং মকারের মধ্যস্থানে উকার এবং বিশ্ব ও প্রাজ্ঞের মধ্যস্থলে তৈজস এই উভয় মধ্যবর্ত্তিত্ব) তথাবিধং (সেইরূপ অর্থাৎ স্পষ্ট) স্যাৎ (হয়) ॥ ২০ ॥

অনুবাদ :—আত্মার দ্বিতীয় পাদ তৈজসের উকারত্ব বিজ্ঞান বিষয়ে উৎকর্ষ স্পষ্টরূপে দৃষ্ট হইয়া থাকে। মাত্রা বিজ্ঞানে উভয়ত্বই পরিস্ফুট। বিশ্ব হইতে তৈজস এবং অকার হইতে উকার উৎকৃষ্ট। সেইরূপ অকার ও মকারের মধ্যে উকার এবং বিশ্ব ও প্রাজ্ঞের মধ্যে তৈজসের অবস্থান—উৎকর্ষ এবং উভয়ের মধ্যস্থলে অবস্থান-হেতু তৈজস উকার এবং উকার তৈজস আত্মা ॥ ২০ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্ :—তৈজসস্য উত্ব-বিজ্ঞানে উকারত্ববিবক্ষায়াম্ উৎকর্ষো দৃশ্যতে স্ফুটং স্পষ্টমিত্যর্থঃ। উভয়ত্বঞ্চ স্ফুটমেবেতি। পূর্ব্ববৎ সর্ব্বম্ ॥ ২০ ॥

ভাষ্যানুবাদ :—তৈজস আত্মার "উ" ত্ব বিজ্ঞান বিষয়ে অর্থাৎ তৈজসের উকারত্ব বিবক্ষায় উৎকর্ষই স্পষ্ট দৃষ্ট হয়। উভয়ত্ব ও স্পষ্টই। আর সব পূর্ব্বোক্ত ব্যাখ্যার ন্যায় ॥ ২০ ॥

মকারভাবে প্রাজ্ঞস্য মান-সামান্যমুৎকটম্ ।
মাত্রাসম্প্রতিপত্তৌ তু লয়সামান্যমেব চ ॥ ২১ ॥

অন্বয় ।—প্রাজ্ঞস্য (আত্মার তৃতীয় পাদ প্রাজ্ঞের) মকারভাবে

(ওঙ্কারের তৃতীয়মাত্রা মকারত্ব বিজ্ঞান বিষয়ে) মান-সামান্যম্ (পরিমাপকত্ব-রূপ সাধর্ম্মাই) উৎকটম্ (প্রধান) মাত্রাসম্প্রতিপত্তৌ (মাত্রাবিজ্ঞানে) তু (এবং) লয় সামান্যম্ চ (লয়স্থানরূপ সাধর্ম্ম্যই স্পষ্ট) ॥ ২১ ॥

অনুবাদ ঃ—আত্মার তৃতীয়পাদ প্রাজ্ঞের মকারত্ব বিজ্ঞানে পরিমাপকত্ব রূপ সাধর্ম্ম্যই প্রধান ; মাত্রা বিজ্ঞানে লয়স্থানরূপ সাধর্ম্ম্যই স্পষ্ট ॥ ২১ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্ ঃ—মকারত্বে প্রাজ্ঞস্য মিতি-লয়াবুৎকৃষ্টে সামান্যে ইত্যর্থঃ ॥ ২১ ॥

ভাষ্যানুবাদ ঃ—প্রাজ্ঞে মকারত্ব বিজ্ঞানে পরিমাপকত্ব এবং লয় এই দুইটি সাধর্ম্ম্যই কারণ ॥ ২১ ॥

ত্রিষু ধামসু যৎ তুল্যং সামান্যং বেত্তি নিশ্চিতঃ।
স পূজ্যঃ সর্ব্ব-ভূতানাং বন্দ্যশ্চৈব মহামুনিঃ ॥ ২২ ॥

অন্বয় ঃ—ত্রিষু ধামসু (জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই স্থানত্রয়ে) তুল্যং সামান্যং (বিশ্ব, তৈজস, প্রাজ্ঞ, আত্মার এই তিন পাদ এবং ওঙ্কারের অ, উ, ম এই তিন মাত্রা, এই পাদত্রয় ও মাত্রাত্রয়ের আদিত্ব, ব্যাপকত্ব, উৎকর্ষ, উভয়ত্ব, আপ্তি ও পরিমাপকত্বরূপ সমান সাধর্ম্ম্য) নিশ্চিতঃ (নিঃসংশয় হইয়া) বেত্তি (যিনি জানেন) মহামুনিঃ (সেই মুনিশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মবিৎ) সর্ব্বভূতানাং (সর্ব্বভূতের) পূজ্যঃ (পূজনীয়) বন্দ্যং চ এব (এবং নিশ্চয়ই বন্দনীয় হন) ॥ ২২ ॥

অনুবাদ ঃ—যিনি জাগ্রৎ, স্বপ্ন এবং সুষুপ্তি এই স্থানত্রয়ে আত্মার তিনপাদ বিশ্ব, তৈজস ও প্রাজ্ঞ এবং ওঙ্কারের তিনমাত্রা অ, উ, ম এই উভয়ের সমান সাধর্ম্ম্য সংশয়রহিত হইয়া জানেন সেই মুনিশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মবিৎ নিশ্চয়ই সকলের পূজনীয় এবং বন্দনীয় হন। বিবেক বৈরাগ্যবান মুমুক্ষু-সাধক ওঙ্কারকে অবলম্বনপূর্ব্বক সচ্চিদানন্দ পরমেশ্বরের অভেদে উপাসনা করিতে থাকিলে প্রথমে বিরাট পদ তৎপরে হিরণ্যগর্ভপদ এবং তৎপরে

ঈশ্বরপদ প্রাপ্ত হইয়া কৃতকৃত্য হন। তখন সেই ব্রহ্মবিৎ নিশ্চয়ই জগৎপূজ্য **হন,** ইহাই এই শ্লোকের অভিপ্রায় ॥ ২২ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্ ঃ—যথোক্তস্থানত্রয়ে যঃ তুল্যমুক্তং সামান্যং বেত্তি এবমেবৈতদিতি নিশ্চিতঃ সন্ সঃ পূজ্যো বন্দ্যশ্চ ব্রহ্মবিদ্ লোকে ভবতি ॥২২ ॥

ভাষ্যানুবাদ ঃ—যে ব্যক্তি পূর্ব্বোক্ত স্থানত্রয়ে পূর্ব্বোক্ত সমান সাধর্ম্ম্য, **ইহা এইরূপ এই প্রকার নিশ্চিতভাবে জানেন। সেই ব্রহ্মবিৎ জগতে পূজ্য এবং বন্দনীয় হন** ॥ ২২ ॥

অকারো নয়তে বিশ্বমুকারশ্চাপি তৈজসম্।
মকারশ্চ পুনঃ প্রাজ্ঞং নামাত্রে বিদ্যতে গতিঃ ॥ ২৩ ॥

অন্বয় ঃ—অকারঃ (ওঙ্কারকে অবলম্বনপূর্ব্বক ধ্যানশীল পুরুষকে ওঙ্কারের প্রথম মাত্রা অকার) বিশ্বং (বিশ্বং অর্থাৎ সমষ্টি স্থূল প্রপঞ্চাভিমানী, স্থূল প্রপঞ্চব্যাপী বিরাট পুরুষকে) নয়তে (প্রাপ্ত করাইয়া দেয়) অপিচ উকারঃ (এবং ওঙ্কারের দ্বিতীয় মাত্রা উকার ওঙ্কারের ধ্যানশীল ব্যক্তিকে) তৈজসম্ (তৈজস অর্থাৎ সমষ্টি সূক্ষ্ম প্রপঞ্চাভিমানী ; স্থূল সূক্ষ্ম প্রপঞ্চব্যাপী হিরণ্যগর্ভকে) পুনঃ (আবার) মকারঃ চ (ওঙ্কারের তৃতীয় মাত্রা মকার) প্রাজ্ঞং (প্রাজ্ঞ অর্থাৎ মায়াধীশ, সর্ব্বব্যাপী ঈশ্বরকে প্রাপ্ত করাইয়া দেয়) অমাত্রে (মাত্রাহীন, দেশ-কাল-বস্তু দ্বারা অপরিচ্ছিন্ন তুরীয়ে) গতিঃ (গমন) ন বিদ্যতে (বিদ্যমান নাই) ॥ ২৩ ॥

অনুবাদ ঃ—ওঙ্কারকে অবলম্বনপূর্ব্বক ধ্যানশীল পুরুষকে ওঙ্কারের প্রথম মাত্রা অকার বিরাটপদ, ওঙ্কারের দ্বিতীয় মাত্রা উকার হিরণ্যগর্ভপদ এবং ওঙ্কারের তৃতীয় মাত্রা মকার ঈশ্বরপদপ্রাপ্ত করাইয়া দেয়। মাত্রাহীন ওঙ্কারস্বরূপ তুরীয়ে গতি বিদ্যমান নাই। অর্থাৎ তুরীয়ে অজ্ঞানের অভাবহেতু অজ্ঞানের কার্য্য প্রাপ্তৃ-প্রাপ্তব্য-প্রাপ্তি থাকে না, সুতরাং মাত্রাহীন তুরীয়ে কোন গতি নাই ॥ ২৩॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম ঃ—যথোক্তৈঃ সামান্যৈঃ আত্মপাদানাং মাত্রাভিঃ সহ

একত্বং কৃত্বা যথোক্তোঙ্কারং প্রতিপদ্যতে যো ধ্যায়ী, তম্ অকারো নয়তে বিশ্বং প্রাপয়তি। অকারালম্বনমোঙ্কারং বিদ্বান্ বৈশ্বানরো ভবতীত্যর্থঃ। তথা উকারস্তৈজসম্। মকারশ্চাপি পুনঃ প্রাজ্ঞং, 'চ'-শব্দাৎ নয়ত ইত্যনুবর্ত্ততে। ক্ষীণে তু মকারে বীজভাবক্ষয়াৎ অমাত্রে ওঙ্কারে গতিঃ ন বিদ্যতে কচিদিত্যর্থঃ ॥ ২৩ ॥

ভাষ্যানুবাদ ঃ—পূর্ব্বোক্ত সাধর্ম্ম্য দ্বারা আত্মার বিশ্বতৈজসাদি পাদসমূহের ওঙ্কারের অ, উ, ম এই মাত্রাত্রয়ের সহিত একত্ব সম্পাদন করিয়া যে ধ্যানশীল ব্যক্তি যথোক্ত ওঙ্কারের উপাসনা করেন তাঁহাকে অকার বিশ্বকে প্রাপ্ত করাইয়া দেয়। অকারপ্রধান ওঙ্কারকে অবলম্বন করিয়া ধ্যানশীল ব্যক্তি বৈশানর বা বিরাট্ হন। সেইরূপ উকার তৈজসকে এবং মকার আবার প্রাজ্ঞকে প্রাপ্ত করাইয়া দেয়। 'চ' শব্দ হইতে বুঝিতে হইবে যে 'নয়তে' এই ক্রিয়া পদটি অনুগত রহিয়াছে অর্থাৎ উকার এবং মকারের পর নয়তে এই ক্রিয়াপদটি বসাইতে হইবে। মকারে অজ্ঞানরূপ যে বীজ আছে সেই অজ্ঞানবীজ ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে মাত্রাহীন ওঙ্কারে কখন গতি বিদ্যমান থাকে না ॥ ২৩ ॥

অত্রৈতে শ্লোকা ভবন্তি—

ওঙ্কারং পাদশো বিদ্যাৎ পাদা মাত্রা ন সংশয়ঃ।
ওঙ্কারং পাদশো জ্ঞাত্বা ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ ॥ ২৪ ॥

অন্বয় ঃ—পাদশঃ (পাদক্রমে) ওঙ্কারং বিদ্যাৎ (ওঙ্কারকে জানিবে) পাদাঃ (বিশ্বাদি পাদসমূহ) মাত্রাঃ (ওঙ্কারের মাত্রাসমূহ) ন সংশয়ঃ (ইহাতে সংশয় নাই) ওঙ্কার পাদশঃ জ্ঞাত্বা (ওঙ্কারকে পাদক্রমে জানিয়া) কিঞ্চিদপি (অন্য কিছুই) ন চিন্তয়েৎ (চিন্তা করিবে না) ॥ ২৪ ॥

অনুবাদ ঃ—আত্মার বিশ্ব, তৈজস, প্রাজ্ঞ এই তিন পাদ বিভাগ। ওঙ্কারকে আত্মার পাদরূপে জানিবে ; কারণ পাদ ও মাত্রা একই। অ,

উ, ম এই তিন মাত্রাত্মক ওঙ্কারই বিশ্ব তৈজস প্রাজ্ঞ এই তিন বিভাগাত্ম আত্মা, ইহাতে কোন সংশয় নাই। ওঙ্কার এবং আত্মা অভিন্ন এইরূপ জানিয়া ওঙ্কার ব্রহ্মবুদ্ধি স্থাপনপূর্ব্বক ধ্যান করিবে এবং ব্রহ্ম ব্যতীত অন্য কিছু চিন্তা করিবে না ॥ ২৪ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্ ঃ—পূর্ব্ববদত্রেতে শ্লোকা ভবন্তি। যথোক্তৈঃ সামান্যৈঃ পাদা এব মাত্রা মাত্রাশ্চ পাদাঃ তস্মাৎ ওঙ্কারং পাদশো বিদ্যাৎ ইত্যর্থঃ। এবমোঙ্কারে জ্ঞাতে দৃষ্টার্থমদৃষ্টার্থং বা ন কিঞ্চিদপি প্রয়োজনং চিন্তয়েৎ, কৃতার্থত্বাদিত্যর্থঃ ॥ ২৪ ॥

ভাষ্যানুবাদ ঃ—পূর্ব্বের ন্যায় শ্রুত্যুক্ত মন্ত্র সম্বন্ধে এই শ্লোকসমূহ আছে—পূর্ব্বোক্ত সাধর্ম্ম্য দ্বারা জানা গিয়াছে যে, আত্মার পাদসমূহ ওঙ্কারের মাত্রা এবং ওঙ্কারের মাত্রাসমূহ আত্মার পাদ-ত্রয়; সেইহেতু ওঙ্কারকে আত্মার পাদক্রমে জানিবে অর্থাৎ ওঙ্কার ও আত্মার মধ্যে কোন প্রভেদ নাই। ইহাই শ্লোকের তাৎপর্য্য। ওঙ্কার এইরূপে জ্ঞাত হইলে জীবন সফল হইবে। কৃতার্থতালাভ-হেতু ঐহিক বা পারলৌকিক অন্য কোন প্রয়োজন চিন্তা করিবে না ॥ ২৪ ॥

যুঞ্জীত প্রণবে চেতঃ প্রণবো ব্রহ্ম নির্ভয়ম্।
প্রণবে নিত্যযুক্তস্য ন ভয়ং বিদ্যতে ক্বচিৎ ॥ ২৫ ॥

অন্বয় ঃ—প্রণবে (সংসার সাগর উত্তীর্ণ হইবার নৌকাস্বরূপ ওঙ্কারে) চেতঃ (চিত্ত) যুঞ্জীত (সমাহিত করিবে) প্রণবঃ নির্ভয়ং ব্রহ্ম (প্রণব অভয় ব্রহ্মস্বরূপ) প্রণবে নিত্যযুক্তস্য (প্রণবে সদা সমাহিত ব্যক্তির) ক্বচিৎ (কোথায়ও) ভয়ং ন বিদ্যতে (ভয় থাকে না) ॥ ২৫ ॥

অনুবাদ ঃ—প্রণবে চিত্ত সমাহিত করিবে। কারণ প্রণব অভয় ব্রহ্মস্বরূপ। প্রণবে সতত সমাহিত চিত্ত ব্যক্তির কোথাও ভয় থাকেনা ॥ ২৫ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্। যুঞ্জীত সমাদধ্যাৎ যথাব্যাখ্যাতে পরমার্থরূপে প্রণবে

চেতো মনঃ, যস্মাৎপ্রণবো ব্রহ্মনির্ভয়ম্। ন হি তত্র সদাযুক্তস্য ভয়ং বিদ্যতে ক্বচিৎ "বিদ্বান্ন বিভেতি কুতশ্চন" ইতি শ্রুতেঃ ॥ ২৫ ॥

ভাষ্যানুবাদঃ—"যুঞ্জীত" অর্থ সমাহিত করিবে, পূর্ব্বোক্ত প্রকারে উপদিষ্ট পরমার্থস্বরূপ প্রণবে 'চেতঃ' অর্থ মন; (পূর্ব্বোক্ত প্রকারে উপদিষ্ট পরমার্থ স্বরূপ প্রণবে মনকে সমাহিত করিবে), যেহেতু প্রণব নির্ভয় ব্রহ্মস্বরূপ। সেই প্রণবরূপ নির্ভয় পরব্রহ্মে সদাযুক্ত ব্যক্তির কোথাও হইতে ভয় থাকে না। শ্রুতিও বলেন—"আনন্দ স্বরূপ ব্রহ্মকে জানিয়া কোথাও হইতে ভীত হন না" ॥ ২৫ ॥

প্রণবো হ্যপরং ব্রহ্ম প্রণবশ্চ পরং স্মৃতঃ।
অপূর্ব্বোঽনন্তরোঽবাহ্যোঽনপরঃ প্রণবোঽব্যয়ঃ ॥ ২৬ ॥

অন্বয়ঃ—প্রণবঃ (ওঙ্কার) হি (নিশ্চয়ই) অপরং ব্রহ্ম (সোপাধিক ব্রহ্ম) প্রণবঃ চ পরং (এবং ওঙ্কার পরব্রহ্ম) স্মৃতঃ (তত্ত্বদর্শিগণ বলিয়া থাকেন) অপূর্ব্ব (কারণ রহিত) অনন্তরঃ (বিজাতীয় ভেদরহিত) অবাহ্যঃ (সজাতীয় ভেদরহিত) অনপরঃ (কার্য্যরহিত) অব্যয়ঃ (হ্রাস বৃদ্ধিহীন, জন্মমৃত্যু রহিত) ॥ ২৬ ॥

অনুবাদঃ—প্রণব নিশ্চয়ই পরব্রহ্ম এবং অপরব্রহ্ম অর্থাৎ সোপাধিক ও নিরুপাধিক, তত্ত্বদর্শিগণ এইরূপ বলিয়া থাকেন। এই প্রণব পরমার্থতঃ কার্য্যকারণ বর্জিত, সজাতীয় বিজাতীয় ভেদরহিত, হ্রাসবৃদ্ধিহীন অর্থাৎ নির্ব্বিকার ॥ ২৬ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্ঃ—পরাপরে ব্রহ্মণী প্রণবঃ, পরমার্থতঃ ক্ষীণেষু মাত্রা-পাদেষু পর এবাত্মা ব্রহ্মেতি; ন পূর্ব্বং কারণমস্য বিদ্যতে ইত্যপূর্ব্বঃ, নাস্য অন্তরং ভিন্নজাতীয়ং কিঞ্চিদ্‌বিদ্যত-ইত্যনন্তরঃ; তথাবাহ্যমন্যৎ ন বিদ্যত ইত্যবাহ্যঃ; অপরং কার্য্যমস্য ন বিদ্যত ইত্যনপরঃ; "স বাহ্যভ্যন্তরো হ্যজঃ" সৈন্ধবঘনবৎ প্রজ্ঞানঘন ইত্যর্থঃ ॥ ২৬ ॥

ভাষ্যানুবাদঃ—প্রণব পরব্রহ্ম এবং অপরব্রহ্ম; মাত্রা এবং পাদ-সমূহ পরমার্থতঃ ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে আত্মাই পরব্রহ্ম-স্বরূপ হন। ইহার

'পূর্ব্ব' অর্থাৎ কারণ নাই সেইহেতু ইনি অপূর্ব্ব, ইঁহার 'অন্তরং' অর্থাৎ ইহা হইতে ভিন্ন জাতীয় কিছুই নাই সেইজন্য ইনি অনন্তর, সেইরূপ ইহা হইতে অন্য কিছুই নাই সেইহেতু ইনি অবাহ্য, ইহার "অপরং" অর্থাৎ কার্য্য নাই সেইহেতু ইনি অনপর, সৈন্ধব খণ্ডের ন্যায় বাহিরে অভ্যন্তরে একরস এবং উৎপত্তিহীন, কেবল চৈতন্যমাত্র স্বরূপ, ইহাই শ্লোকের তাৎপর্য্য ॥ ২৬ ॥

সর্ব্বস্য প্রণবো হ্যাদির্ম্মধ্যমন্তস্তথৈব চ।
এবং হি প্রণবং জ্ঞাত্বা ব্যশ্নুতে তদনন্তরম্ ॥ ২৭ ॥

অন্বয় ঃ—প্রণবঃ (পূর্ব্বোক্ত বিশেষণ বিশিষ্ট ওঙ্কার) সর্ব্বস্য (উৎপাদ্যমান সকল পদার্থের) আদিঃ (কারণ) মধ্যঃ (স্থিতিহেতু) তথৈব চ (এবং সেইরূপ বিনাশ হেতু) প্রণবং (প্রণবকে) এবং (এইরূপে) হি (নিশ্চিতরূপে) জ্ঞাত্বা (জানিয়া) তদনন্তরং (তৎপরে) ব্যশ্নুতে (বিশেষরূপে প্রাপ্ত হয়) ॥২৭॥

অনুবাদ ঃ—এক্ষণে প্রণবের সর্ব্বাত্মকত্ব প্রদর্শিত হইতেছে। প্রণবই জগতের উৎপত্তি, স্থিতি লয়ের কারণ অতএব এই পরিদৃশ্যমান যাহা কিছু সবই প্রণব। প্রণবই ব্রহ্ম এবং প্রত্যগাত্মস্বরূপ। প্রণবকে অবলম্বনপূর্ব্বক ধ্যান করিতে থাকিলে ক্রমে ঈশ্বরকে আত্মরূপে সাক্ষাৎ উপলব্ধি করিয়া ব্রহ্মাত্মৈক্যজ্ঞান লাভপূর্ব্বক সাধক স্বীয় পরমানন্দ বোধস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হন ॥ ২৭ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্ ঃ—আদিমধ্যান্তা উৎপত্তি-স্থিতি-প্রলয়াঃ সর্ব্বস্য প্রণব এব। মায়াহস্তি-রজ্জু-সর্প-মৃগতৃষ্ণিকা-স্বপ্নাদিবদুৎপদ্যমানস্য বিয়দাদিপ্রপঞ্চস্য যথা মায়াব্যাদয়ঃ, এবং হি প্রণবমাত্মানং মায়াব্যাদিস্থানীয়ং জ্ঞাত্বা তৎক্ষণাদেব তদাত্মভাবং ব্যশ্নুতে ইত্যর্থঃ ॥ ২৭ ॥

ভাষ্যানুবাদ ঃ—প্রণবই সকলের 'আদিমধ্যান্তাঃ' অর্থাৎ উৎপত্তি, স্থিতি এবং প্রলয় স্বরূপ। মায়াহস্তী, রজ্জু-সর্প, মৃগতৃষ্ণিকা এবং স্বপ্ন প্রভৃতি প্রতীতি-গোচর হইলেও উহারা যেরূপ অসৎ অর্থাৎ উহাদের যেরূপ পারমার্থিক বাস্তব সত্তা নাই এবং মায়াবী, রজ্জু প্রভৃতি যেরূপ সত্য সেইরূপ অর্থাৎ মায়াহস্তি-

রজ্জু-সর্প-মৃগতৃষ্ণিকা-স্বপ্নাদির ন্যায় উৎপদ্যমান আকাশাদি প্রপঞ্চ ও অসৎ অর্থাৎ এই জগতের পারমার্থিক বাস্তব সত্তা নাই; স্বপ্নাদির ন্যায় কেবল প্রাতীতিক সত্তা আছে মাত্র; এবং মায়াবী রজ্জু প্রভৃতি স্থানীয় হইতেছেন প্রণব। ব্রহ্মস্বরূপ প্রণবই এক মাত্র সত্য বস্তু। এইরূপে মায়াবী স্থানীয় ব্রহ্মাত্মস্বরূপ প্রণবকে আত্মস্বরূপে সাক্ষাৎ উপলব্ধি করিবার পরক্ষণেই সাধক ব্রহ্মাত্মভাব প্রাপ্ত হয়॥ ২৭ ॥

প্রণবং হীশ্বরং বিদ্যাৎ সর্ব্বস্য হৃদি সংস্থিতম্।
সর্ব্বব্যাপিনমোঙ্কারং মত্বা ধীরো ন শোচতি ॥ ২৮ ॥

অন্বয় ঃ—প্রণবং (ওঙ্কারকে) হি (নিশ্চয়ই) ঈশ্বরং বিদ্যাৎ (জানিবে) সর্ব্বস্য (সকল প্রাণীর) হৃদি সংস্থিতং (হৃদয়েস্থিত) সর্ব্বব্যাপিনং (সর্ব্বব্যাপি) মত্বা (মনন নিদিধ্যাসন পূর্ব্বক আত্মরূপে জানিয়া) ধীরঃ (স্থিতধী ব্যক্তি) ন শোচতি (শোক করেন না)॥ ২৮॥

অনুবাদ ঃ—প্রণবকে নিশ্চয়ই ঈশ্বর বলিয়া জানিবে। প্রাণিসমূহের হৃদয়ে স্থিত সর্ব্বব্যাপী ওঙ্কারকে মনন-নিদিধ্যাসন পূর্ব্বক সাক্ষাৎ আত্মরূপে উপলব্ধি করিয়া পরমার্থদর্শী, স্থিতধী ব্যক্তি শোক করেন না। আত্মবিষয়ক অজ্ঞানই শোকের কারণ হইয়া থাকে। আত্মজ্ঞান হইলে অজ্ঞান বিনষ্ট হওয়ায় তাহার কার্য্য শোক সম্ভবপর হয় না॥ ২৮ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্ ঃ—সর্ব্বস্য প্রাণীজাতস্য স্মৃতিপ্রত্যয়াস্পদে হৃদয়ে স্থিতমীশ্বরং প্রণবং বিদ্যাৎ। সর্ব্বব্যাপিনং ব্যোমবৎ ওঙ্কারমাত্মানমসংসারিণং ধীরো বুদ্ধিমান মত্বা ন শোচতি শোকনিমিত্তানুপপত্তেঃ, "তরতি শোকমাত্মবিৎ" ইত্যাদি শ্রুতিভ্যঃ॥ ২৮ ॥

ভাষ্যানুবাদ ঃ—প্রণবকে সর্ব্ব প্রাণিসমূহের স্মৃতি ও প্রত্যক্ষ জ্ঞানের আশ্রয় হৃদয়ে অবস্থিত ঈশ্বর বলিয়া জানিবে। আকাশবৎ সর্ব্বব্যাপী, অসংসারী ওঙ্কারকে আত্মরূপে জানিয়া বুদ্ধিমান ব্যক্তি শোক করেন না; কারণ শোকের

কারণ অজ্ঞান না থাকায় শোক সম্ভব হয় না, "আত্মজ্ঞ ব্যক্তি শোককে অতিক্রম করেন" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য এ বিষয়ে প্রমাণ ॥ ২৮ ॥

অমাত্রোঽনন্তমাত্রশ্চ দ্বৈতস্যোপশমঃ শিবঃ।
ওঙ্কারো বিদিতো যেন স মুনির্নেতরো জনঃ ॥ ২৯ ॥

অন্বয় ঃ—যেন (যে সাধক কর্ত্তৃক) অমাত্র (মাত্রা বা পরিচ্ছেদ রহিত) অনন্তমাত্রঃ (পরিচ্ছেদ দ্বারা যাহাকে সীমাবদ্ধ করিতে পারা যায় না অর্থাৎ অনন্ত) দ্বৈতস্য (দ্বৈতজগতের) উপশমঃ (নিবৃত্তির অবধি বা উপশমস্থান) শিবঃ (পরম কল্যাণ স্বরূপ) ওঙ্কারঃ (ওঙ্কার) বিদিতঃ (জ্ঞাত হন) স মুনিঃ (তিনি সাক্ষাৎ দ্রষ্টা মুনি) ইতরঃ (অন্য) জনঃ (ব্যক্তি) ন (নহে) ॥ ২৯ ॥

অনুবাদ ঃ—পূর্ব্বোক্ত পাদমাত্রাদি-বিভাগ-পরিশূন্য অনন্ত, অপরিচ্ছিন্ন, সমস্ত দ্বৈত প্রপঞ্চের নিবৃত্তিস্বরূপ, পরম কল্যাণ রূপ ওঙ্কারকে যিনি সাক্ষাৎ উপলব্ধি করেন তিনিই মুনি, অন্য কেহ নহেন ॥ ২৯

শাঙ্কর-ভাষ্যম্ ঃ—অমাত্রস্তুরীয় ওঙ্কারঃ, মীয়তেঽনয়েতি মাত্রা পরিচ্ছিত্তিঃ, সা অনন্তা যস্য, সোঽনন্তমাত্রঃ, নৈতাবত্ত্বমস্য পরিচ্ছেত্তুং শক্যতে ইত্যর্থঃ। সর্ব্বদ্বৈতোপশমত্বাদেব শিবঃ; ওঙ্কারো যথা ব্যাখ্যাতো বিদিতো যেন, স এব পরমার্থতত্ত্বস্য মননাৎ মুনিঃ নেতরো জনঃ শাস্ত্রবিদপীত্যর্থঃ ॥ ২৯ ॥

ইতি—শ্রীগোবিন্দভগবৎপূজ্যপাদশিষ্যস্য পরমহংস-পরিব্রাজকাচার্য্যস্য শঙ্কর-ভগবতঃ কৃতাবাগমশাস্ত্রবিবরণে গৌড়পাদীয়-কারিকাসহিতমাণ্ডূক্যোপনিষদ্ভাষ্যে প্রথমমাগমপ্রকরণং সম্পূর্ণম্ ॥ ১

ভাষ্যানুবাদ ঃ—মাত্রাহীন তুরীয় ওঙ্কার, যাহাদ্বারা পরিমিত করা যায় তাহা মাত্রা অর্থাৎ পরিচ্ছেদ, সেই পরিচ্ছিন্নতা যাহার অনন্ত তাহা অনন্তমাত্র, "তুরীয় ওঙ্কার এই পর্য্যন্ত" এইরূপে কেহই তুরীয় ব্রহ্ম ওঙ্কারকে পরিচ্ছিন্ন করিতে সমর্থ হয় না। ইহাই "অনন্ত মাত্রঃ" এই পদের তাৎপর্য্য। সমস্ত দ্বৈত প্রপঞ্চের উপশমহেতু তুরীয় ব্রহ্ম এই ওঙ্কার শিবস্বরূপ। পূর্ব্বোক্ত প্রকারে

ব্যাখ্যাত এই ওঙ্কারকে যিনি জানেন, পরমার্থতত্ত্বের মনন হেতু তিনিই মুনি ; শাস্ত্রবিদ হইলেও পরমাত্মার মনন হেতু অন্য কেহ মুনি পদবাচ্য নহেন ॥

পূজ্যপাদ শ্রীভগবান্ গোবিন্দপাদের শিষ্য পরমহংস, পরিব্রাজকাচার্য্য ভগবান্ শঙ্করকৃত বেদোক্ত মন্ত্রসমূহের বিবরণরূপ গৌড়পাদীয় কারিকা সহিত মাণ্ডূক্য উপনিষদের প্রথম "আগম প্রকরণের" শাঙ্করভাষ্য সম্পূর্ণ হইল ॥ ওঁ তৎ সৎ ওঁ ॥

দ্বিতীয় অধ্যায়

বৈতথ্য প্রকরণম্

বৈতথ্যং সর্ব্বভাবানাং স্বপ্ন আহুর্ম্মনীষিণঃ ।
অন্তঃস্থানাত্তু ভাবানাং সংবৃতত্বেন হেতুনা ॥ ১ ॥

অন্বয় :—মনীষিণঃ (প্রমাণকুশল পণ্ডিতগণ) স্বপ্নে (স্বপ্নাবস্থায়) সর্ব্ব ভাবানাং (দৃশ্যমান সমস্ত পদার্থের) বৈতথ্যং (মিথ্যাত্ব) আহুঃ (বলিয়া থাকেন) ভাবানাং (স্বপ্নদৃষ্ট পদার্থসমূহের) অন্তঃ (শরীরের অভ্যন্তরে) স্থানাৎ (অবস্থান বশতঃ) তু (নিশ্চয়ই) সংবৃতত্বেন (সঙ্কুচিতত্ব, অতি সূক্ষ্মত্ব) হেতুনা (কারণ, হেতু) ॥ ১ ॥

অনুবাদ :—বৈতথ্যং পদের অর্থ বিতথের ভাব, 'বিতথ' অর্থ বিগত হইয়াছে তথা যাহার সে বিতথ ; তথা শব্দের অর্থ সত্য। সুতরাং বিতথ অর্থ যাহা হইতে সত্য বিগত হইয়াছে অর্থাৎ মিথ্যা ; অতএব বৈতথ্য অর্থ মিথ্যাত্ব। প্রমাণকুশল পণ্ডিতগণ স্বপ্নে দৃশ্যমান সমস্ত পদার্থের মিথ্যাত্ব বলিয়া থাকেন। এই বিষয়ে তাঁহারা দুইটি যুক্তি প্রদর্শন করিয়া থাকেন ; প্রথম যুক্তিটি হইতেছে স্বপ্নদৃষ্ট পদার্থসমূহের শরীরের অভ্যন্তরে অবস্থান ; দ্বিতীয় যুক্তিটি হইতেছে

শরীরাভ্যন্তরের সঙ্কীর্ণতা, অতি সূক্ষ্মতা। শরীরাভ্যন্তর অতি সঙ্কীর্ণ এবং নাড়ী প্রভৃতি অতি সূক্ষ্ম বলিয়া শরীরাভ্যন্তরে দৃষ্ট স্বাপ্নিক হস্তী, পর্ব্বত প্রভৃতির মিথ্যাত্ব মনীষিগণ বলিয়া থাকেন ॥ ১ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্ :—'জ্ঞাতে দ্বৈতং ন বিদ্যতে' ইত্যুক্তম্ "একমেবাদ্বিতীয়ম্" ইত্যাদি শ্রুতিভ্যঃ। আগমমাত্রং তৎ; তত্রোপপত্ত্যাপি দ্বৈতস্য বৈতথ্যং শাক্যংমবধারয়িতুমিতি দ্বিতীয়ং প্রকরণম্ আরভ্যতে—বৈতথ্যমিত্যাদিনা।

বিতথস্য ভাবো বৈতথ্যং অসত্যত্বমিত্যর্থঃ। কস্য ? সর্ব্বেষাং বাহ্যাধ্যাত্মিকানাং ভাবানাং পদার্থানাং স্বপ্নে উপলভ্যমানানাম্ আহুঃ কথয়ন্তি মনীষিণঃ প্রমাণ-কুশলাঃ। বৈতথ্যে হেতুমাহ—অন্তঃস্থানাৎ, অন্তঃশরীরস্য মধ্যে স্থানং যেষাম্; তত্র হি ভাবা উপলভ্যন্তে পর্ব্বতহস্ত্যাদয়ঃ ন বহিঃ শরীরাৎ, তস্মাৎ তে বিতথা ভবিতুমর্হন্তি।

নন্ব অপাবরকাদ্যন্তরুপলভ্যমানৈর্ঘটাদিভিরনৈকান্তিকো হেতুরিত্যাশঙ্কাহ—সংবৃতত্বেন হেতুনেতি। অন্তঃসংবৃতস্থানাদিত্যর্থঃ। ন হ্যন্তঃ সংবৃতে দেহান্তর্নাড়ীষু পর্ব্বতহস্ত্যাদীনাং ভাবোঽস্তি; নহি দেহে পর্ব্বতোঽস্তি ॥ ৩০ ॥ ১

ভাষ্যানুবাদ :—"পরমেশ্বর এক অদ্বিতীয়" এই শ্রুতিবাক্য অনুসারে তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হইলে দ্বৈত থাকে না এইরূপ উক্ত হইয়াছে, কিন্তু দ্বৈতের মিথ্যাত্ব বিষয়ে কেবলমাত্র শ্রুতি প্রমাণই প্রদত্ত হইয়াছে। সে বিষয়ে যুক্তি দ্বারাও যে দ্বৈতের মিথ্যাত্ব অবধারণ করিতে পারা যায় তাহাই প্রদর্শন করিবার জন্য এই দ্বিতীয় প্রকরণ আরব্ধ হইতেছে। বৈতথ্য ইত্যাদি শ্লোক দ্বারা প্রদর্শিত হইতেছে।

বিতথের স্বভাব বা ধর্ম বৈতথ্য অর্থাৎ অসত্যত্ব। কাহার মিথ্যাত্ব ? স্বপ্নে অনুভূয়মান হস্তী প্রভৃতি বাহ্য পদার্থ এবং সুখ দুঃখাদি আভ্যন্তরিক পদার্থসমূহের। প্রমাণকুশল মনীষিগণ বলিয়া থাকেন, স্বপ্নদৃষ্ট পদার্থের মিথ্যাত্ব সম্বন্ধে কারণ নির্দ্দেশ করিতেছেন—অন্তঃস্থানুবৎ অন্তঃ অর্থাৎ শরীরের মধ্য-স্থান যাহাদের সেই শরীরের মধ্যেই পর্ব্বত হস্তী প্রভৃতি পদার্থ সমূহ উপলব্ধ

হইয়া থাকে শরীরের বাহিরে নহে; সেইহেতু সেই পদার্থসমূহ মিথ্যা হওয়াই যুক্তিযুক্ত। আচ্ছা, শরীরের অবস্থান কি প্রকারে স্বপ্নদৃষ্ট পদার্থসমূহের মিথ্যাত্বের কারণ হইতে পারে? এক পদার্থের অভ্যন্তরে অন্য পদার্থের অবস্থান যদি সেই পদার্থের মিথ্যাত্বের কারণ হইত তাহা হইলে বস্ত্রাদি আবরকের অভ্যন্তরে ঘট প্রভৃতি পদার্থ মিথ্যা হইত; কিন্তু তাহা ত হয় না; সুতরাং স্বপ্ন পদার্থের শরীরাভ্যন্তরে অবস্থান তাহাদের মিথ্যাত্বের ঐকান্তিক অর্থাৎ অব্যভিচারী-হেতু হইতে পারে না। এইরূপ আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন— সংবৃতত্ব-হেতু অর্থাৎ সঙ্কুচিতত্ব-হেতু শরীরের অভ্যন্তর অতি সংকীর্ণ; সুতরাং সেই সংকীর্ণ শরীরাভ্যন্তরে অতি সূক্ষ্ম নাড়ীসমূহে পর্ব্বত হস্তী প্রভৃতির বিদ্যমানতা কখনই সম্ভবপর নহে। এই স্থূলদেহে পর্ব্বত প্রভৃতির অবস্থানই যখন সম্ভবপর নহে তখন স্থূলদেহ হইতে অতি সূক্ষ্মতর নাড়ীসমূহ তাহাতে যে পর্ব্বতাদির অবস্থান সম্ভবপর হয় না সে বিষয়ে আর কি বলিব? ॥ ১ ॥

অদীর্ঘত্বাচ্চ কালস্য গত্বা দেহান্ন পশ্যতি।
প্রতিবুদ্ধশ্চ বৈ সর্ব্বস্তস্মিন্ দেশে ন বিদ্যতে ॥ ৩১ ॥ ২

অন্বয় ঃ—কালস্য (সময়ের) অদীর্ঘত্বাৎ (স্বল্পত্ব হেতু) দেহাৎ (দেহ হইতে) গত্বা (বহির্গত হইয়া) ন পশ্যতি (স্বপ্নদৃষ্ট পদার্থসমূহ দর্শন করে না) সর্ব্বঃ (সমস্ত স্বপ্নদর্শী ব্যক্তি) প্রতিবুদ্ধঃ চ (এবং জাগরিত হইয়া) তস্মিন্ দেশে (সেই স্থানে) বৈ (নিশ্চয়ই) ন বিদ্যতে (বিদ্যমান থাকে না) ॥ ২ ॥

অনুবাদ ঃ—সময়ের স্বল্পত্ব হেতু স্বপ্নদর্শী ব্যক্তি দেহ হইতে বহির্গত হইয়া দূরদেশে গমনপূর্ব্বক স্বপ্নদৃষ্ট পদার্থসমূহ দর্শন করে না। শয়ন করিয়া কোন স্বপ্নদ্রষ্টা দেখে সে হিমালয়ে গমনপূর্ব্বক কেদারনাথ দর্শন করিতেছে; অত অল্প সময়ের মধ্যে তাহার পক্ষে কেদারনাথে যাওয়া সম্ভব হয় না; সেইহেতু স্বপ্নদ্রষ্টা দেহ হইতে বহির্গত না হইয়া দেহেই অবস্থানপূর্ব্বক স্বপ্ন দর্শন করে; এবং সব স্বপ্নদ্রষ্টা জাগরিত হইয়া যে স্থানে স্বপ্ন দেখিয়াছিল সেই স্থানে বিদ্যমান থাকে না ॥ ২ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্ঃ—স্বপ্নদৃশ্যানাং ভাবানামন্তঃ সংবৃতস্থানমিত্যেতদসিদ্ধম্; যস্মাৎ প্রাচ্যেষু সুপ্ত উদক্ষু স্বপ্নান্ পশ্যন্নিব দৃশ্যতে, ইত্যেতদাশঙ্কাহ—ন দেহাৎ বহির্দ্দেশান্তরং গত্বা স্বপ্নান্ পশ্যতি। যস্মাৎ সুপ্তমাত্র এব দেহদেশাদ্‌যোজন-শতান্তরিতে মাসমাত্রপ্রাপ্যে দেশে স্বপ্নান্ পশ্যন্নিব দৃশ্যতে। ন চ তদ্দেশ-প্রাপ্তেরাগমনস্য চ দীর্ঘঃ কালোঽস্তি। অতঃ অদীর্ঘত্বাচ্চ কালস্য ন স্বপ্নদৃক্ দেশান্তরং গচ্ছতি। কিঞ্চ, প্রতিবুদ্ধশ্চ বৈ সর্ব্বঃ স্বপ্নদৃক্ স্বপ্নদর্শনদেশে ন বিদ্যতে। যদি চ স্বপ্নে দেশান্তরং গচ্ছেৎ, যস্মিন্ দেশে স্বপ্নান্ পশ্যেৎ, তত্রৈব প্রতিবুধ্যতে। নচৈতদস্তি; রাত্রৌ সুপ্তোঽহনি ইব ভাবান্ পশ্যতি, বহুভিঃ সঙ্গতো ভবতি, যৈশ্চ সঙ্গতঃ, স তৈর্গৃহ্যেত, নচ গৃহ্যতে। গৃহীতশ্চেৎ 'ত্বামদ্য তত্রোপলব্ধবন্তো বয়ম্' ইতি ব্রূয়ুঃ; নচৈতদস্তি। তস্মান্ন দেশান্তরং গচ্ছতি স্বপ্নে॥ ৩১ ।২

ভাষ্যানুবাদঃ—স্বপ্নদৃশ্য পদার্থসমূহের শরীরাভ্যন্তরে অতিশয় সঙ্কুচিত স্থানে অবস্থান হেতু তাহারা মিথ্যা এই যে পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে তাহা অসিদ্ধ অর্থাৎ সেই উক্তি প্রমাণিত নহে; যেহেতু প্রায়ই দেখা যায়, যে ব্যক্তি পূর্ব্ব দিকে নিদ্রিত হইয়া রহিয়াছে সে যেন উত্তর দিকে স্বপ্ন দেখিতেছে; সুতরাং সে ব্যক্তি দেহ হইতে নির্গত হইয়া উত্তর দিকে গমনপূর্ব্বকই স্বপ্নদর্শন করে, দেহ মধ্যে করে না। এই আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন—না; সে ব্যক্তি দেহ হইতে বহির্গত হইয়া অন্যদেশে গমনপূর্ব্বক স্বপ্নদর্শন করে না; কারণ নিদ্রিত হইবামাত্রই সে ব্যক্তি দেহ হইতে শত যোজন দূরবর্ত্তী একমাস গম্য দেশে যেন স্বপ্ন দেখিতেছে এইরূপ দেখা যায়। সেই দূরবর্ত্তী দেশে গমন এবং তথা হইতে আগমনের জন্য যে দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন সেই দীর্ঘকালও বিদ্যমান নাই। অতএব কালের স্বল্পত্বহেতু স্বপ্নদ্রষ্টা দেহ হইতে অন্য প্রদেশে গমন করে না। আরও, সব স্বপ্নদ্রষ্টাই জাগরিত হইয়া যে স্থানে স্বপ্ন দেখিয়াছিল সেই স্থানে বিদ্যমান থাকে না। যদি অন্য দেশে গমনপূর্ব্বক স্বপ্ন দেখিত তাহা হইলে সেই স্থানেই জাগরিত হইত; কিন্তু এরূপ ত হয় না। রাত্রিতে নিদ্রিত হইয়া যেন দিনের বেলায় পদার্থসমূহ দর্শন করে;

বহু লোকের সহিত নিজেকে সম্মিলিত দর্শন করে; যদি এইরূপ দর্শন সত্য হইত তাহা হইলে সেই স্বপ্নদ্রষ্টা যাহাদের সহিত মিলিত হইয়াছিল তাহাদেরও সেইরূপ জ্ঞান হইত কিন্তু সেরূপ ত হয় না; যদি হইত তাহা হইলে তাহারা নিশ্চয়ই সেই স্বপ্নদ্রষ্টাকে বলিত "অদ্য আমরা তোমাকে সেই স্থানে দর্শন করিয়াছিলাম"; কিন্তু এরূপ ত কেহ বলে না সেইহেতু স্বপ্নাবস্থায় স্বপ্নদ্রষ্টা দেহ হইতে বহির্গত হইয়া অন্যদেশে গমন করে না। ॥ ২ ॥

অভাবশ্চ রথাদীনাং শ্রূয়তে ন্যায়পূর্ব্বকম্।
বৈতথ্যং তেন বৈ প্রাপ্তং স্বপ্নআহুঃ প্রকাশিতম্ ॥ ৩২॥৩

অন্বয় ঃ—স্বপ্নে (স্বপ্নাবস্থায়) রথাদীনাং (রথ প্রভৃতির) অভাবঃ (অভাব, অবিদ্যমানতা) ন্যায়পূর্ব্বকং (যুক্তি প্রদর্শন পূর্ব্বক) শ্রূয়তে (শ্রুতিতে কথিত হইয়াছে) তেন (সেই যুক্তি দ্বারা) বৈতথ্যং (স্বপ্ন দৃশ্যসমূহের মিথ্যাত্ব) বৈ (নিশ্চয়ই) প্রাপ্তং (প্রমাণিত) আহুঃ (ব্রহ্মবিদগণ বলেন) প্রকাশিতং (পূর্ব্বোক্ত যুক্তি দ্বারা স্বপ্নদৃশ্যের মিথ্যাত্ব শ্রুতি কর্তৃক প্রতিপাদিত হইয়াছে) ॥ ৩ ॥

অনুবাদ ঃ—স্বপ্নাবস্থায় সূর্য্যচন্দ্রাদির অভাবহেতু স্বপ্নদৃষ্ট পদার্থসমূহ আত্ম-জ্যোতি দ্বারা প্রকাশিত হইয়া থাকে, এইরূপে স্বপ্নে আত্মার স্বপ্রকাশত্ব প্রদর্শন করিতে যাইয়া শ্রুতি যোগ্য দেশকালের অভাবরূপ যুক্তি অবলম্বন পূর্ব্বক বলিয়াছেন—স্বপ্নে রথ অশ্ব পথ প্রভৃতির বাস্তব বিদ্যমানতা নাই। এই হেতু স্বপ্নদৃশ্য পদার্থসমূহ নিশ্চয়ই মিথ্যা। ব্রহ্মবিদ্‌গণ পূর্ব্বোক্ত যুক্তি অর্থাৎ দেহাভ্যন্তর ও নাড়ীসমূহ অতিশয় সূক্ষ্ম বলিয়া তথায় পর্ব্বতাদির অবস্থান অসম্ভব—এই যুক্তি দ্বারা স্বপ্নদৃষ্ট পদার্থসমূহের মিথ্যাত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন ॥ ৩ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্ ঃ—ইতশ্চ স্বপ্নদৃশ্যা ভাবা বিতথাঃ, যতঃ অভাবশ্চৈব রথাদীনাং স্বপ্নদৃশ্যানাং শ্রূয়তে, ন্যায়পূর্ব্বকং যুক্তিতঃ শ্রুতৌ "ন তত্র রথাঃ" ইত্যত্র। তেনান্তঃস্থানসংবৃতত্বাদিহেতুনা প্রাপ্তং বৈতথ্যং তদনুবাদিন্যা শ্রুত্যা স্বপ্নে স্বয়ং-জ্যোতিষ্ট্বপ্রতিপাদনপরয়া প্রকাশিতমাহুর্ব্রহ্মবিদঃ ॥ ৩২ ॥৩

ভাষ্যানুবাদঃ—এই কারণেও স্বপ্নদৃশ্য পদার্থসমূহ মিথ্যা; যেহেতু শ্রুতিতে স্বপ্নাবস্থায় স্বপ্নদৃশ্য রথ, অশ্ব, পথ প্রভৃতির অভাবই উক্ত হইয়াছে। ন্যায়পূর্ব্বকং অর্থ যুক্তিদ্বারা শ্রুতিতে কথিত হইয়াছে "ন তত্র রথাঃ" স্বপ্নে যে রথসমূহ দৃষ্ট হয় বস্তুতঃ তাহারা তথায় বিদ্যমান থাকে না। সেই দেহাভ্যন্তরের সঙ্কীর্ণতা রূপ যুক্তিদ্বারা স্বপ্নদৃশ্যসমূহের মিথ্যাত্বই প্রমাণিত হইতেছে। ব্রহ্মবিদগণ বলেন, স্বপ্নে আত্মার স্বয়ং জ্যোতিষ্ট্ব অর্থাৎ স্বপ্রকাশত্ব প্রতিপাদনপরা শ্রুতি পূর্ব্বোক্ত যুক্তি অবলম্বনপূর্ব্বক স্বপ্নদৃষ্ট পদার্থসমূহের মিথ্যাত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন ॥ ৩ ॥

অন্তঃস্থানাত্তু ভেদানাং তস্মাজ্জাগরিতে স্মৃতম্।
যথা তত্র, তথা স্বপ্নে সংবৃতত্বেন ভিদ্যতে ॥ ৩৩ ॥ ৪ ॥

অন্বয়ঃ—ভেদানাং তু (স্বপ্নাবস্থায় স্বপ্নদৃষ্ট বিশেষ বিশেষ পদার্থসমূহের) অন্তঃস্থানাৎ (দেহ মধ্যে সঙ্কীর্ণ স্থানে অবস্থান হেতু) তস্মাৎ (দৃশ্যত্বহেতু) জাগরিতে (জাগ্রৎ অবস্থায় দৃশ্যসমূহের মিথ্যাত্ব) স্মৃতম্ (উক্ত হইয়াছে) যথা (যেরূপ) তত্র (জাগ্রদাবস্থায়) তথা স্বপ্নে (সেইরূপ স্বপ্নে) সংবৃতত্বেন (সঙ্কীর্ণতা হেতু) ভিদ্যতে (পরস্পর বিভিন্ন) ॥ ৪ ॥

অনুবাদঃ—স্বপ্নাবস্থায় বিশেষ বিশেষ দৃশ্য পদার্থসমূহের দেহ মধ্যে সঙ্কীর্ণ স্থানে অবস্থান অসম্ভব বলিয়া তাহারা মিথ্যা; স্বপ্নাবস্থায় পদার্থসমূহ দৃশ্য হইয়া মিথ্যা; এই দৃশ্যত্বকে হেতু করিয়া জাগ্রৎ অবস্থার দৃশ্যসমূহের মিথ্যাত্ব প্রতিপাদন করা হইতেছে অর্থাৎ জাগ্রৎ মিথ্যা—দৃশ্যত্বাৎ স্বপ্নবৎ। যেরূপ জাগ্রৎ সেইরূপ স্বপ্ন অর্থাৎ উভয়ই দৃশ্য বলিয়া মিথ্যা, উভয়ের মধ্যে বৈষম্য শুধু স্বপ্নে উপযুক্ত দেশকালাদির অভাব, জাগ্রতে তাহা নাই এই মাত্র বিভেদ ॥ ৪ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্ঃ—জাগ্রদ্দৃশ্যানাং ভাবানাং বৈতথ্যমিতি প্রতিজ্ঞা, দৃশ্যত্বাৎ ইতি হেতুঃ; স্বপ্নদৃশ্যভাববৎ ইতি দৃষ্টান্তঃ। যথা তত্র স্বপ্নে দৃশ্যানাং ভাবানাং বৈতথ্যং, তথা জাগরিতেঽপি দৃশ্যত্বমবিশিষ্টমিতি হেতূপনয়ঃ। তস্মাজ্জাগ-

রিতেঽপি বৈতথ্যং স্মৃতমিতি নিগমনম্। অন্তঃস্থানাৎ সংবৃতত্বেন চ স্বপ্নদৃশ্যানাং ভাবানাং জাগ্রদ্দৃশ্যেভ্যো ভেদঃ। দৃশ্যত্বমসত্যত্বঞ্চাবিশিষ্টমুভয়ত্র ॥ ৩৩ ॥ ৪

ভাষ্যানুবাদঃ—জাগ্রৎ অবস্থায় দৃশ্যপদার্থসমূহ মিথ্যা এইটি হইতেছে প্রতিজ্ঞা—কারণ জাগ্রৎকালীন পদার্থসমূহ দৃশ্য; দৃশ্যত্ব হইতেছে হেতু; স্বপ্ন-দৃশ্য পদার্থের ন্যায় এইটি হইতেছে দৃষ্টান্ত। যেরূপ স্বপ্নে দৃশ্য পদার্থসমূহের মিথ্যাত্ব; সেইরূপ জাগ্রদাবস্থায়ও দৃশ্য পদার্থসমূহ মিথ্যা কারণ দৃশ্যত্ব হেতুটি উভয়ত্র সমান; ইহাই হেতুর উপনয়। সেইহেতু জাগ্রৎ অবস্থায় দৃশ্যসমূহ মিথ্যা এইটি হইতেছে নিগমন। জাগ্রৎ দৃশ্যসমূহ হইতে স্বপ্নদৃশ্য পদার্থ-সমূহের পার্থক্য শুধু দেহমধ্যস্থ স্থানের সঙ্কীর্ণতা, উভয়ত্র দৃশ্যত্ব এবং অসত্যত্ব সমান ॥ ৪ ॥

ভেদানাং হি সমত্বেন প্রসিদ্ধেনৈব হেতুনা।
স্বপ্ন-জাগরিতে স্থানে হ্যেকমাহুর্মনীষিণঃ ॥ ৩৪ ॥ ৫

অন্বয়ঃ—মনীষিণঃ (বিবেকী ব্রহ্মবিদগণ) প্রসিদ্ধেন (লোকপ্রসিদ্ধ বা প্রকৃষ্টরূপে প্রমাণিত) হেতুনা (দ্রষ্টা-দৃশ্য গ্রাহ্যগ্রাহকরূপ কারণবশতঃ) স্বপ্ন-জাগরিতে স্থানে (স্বপ্ন ও জাগ্রৎ অবস্থার) ভেদানাং (বিশেষ বিশেষ পদার্থ সমূহের) হি (নিশ্চয়ই) সমত্বেন (তুল্য হেতু) হি (নিশ্চয়ই) একং (এক অর্থাৎ অসৎ) আহুঃ (বলেন) ॥ ৫ ॥

অনুবাদঃ—মনীষিগণ লোকপ্রসিদ্ধ গ্রাহ্যগ্রাহকরূপ কারণবশতঃ স্বপ্ন ও জাগ্রৎ সময়ে দৃষ্ট বিশেষ বিশেষ পদার্থসমূহের তুল্যত্বহেতু উভয়ই এক অর্থাৎ অসৎ বলিয়া থাকেন ॥ ৫ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্ঃ—প্রসিদ্ধেনৈব ভেদানাং গ্রাহ্যগ্রাহকত্বেন হেতুনা সমত্বেন স্বপ্নজাগরিতস্থানয়োরেকত্বমাহুঃ বিবেকিন ইতি পূর্ব্বপ্রমাণসিদ্ধস্যৈব ফলম্ ॥ ৩৪ ॥ ৫

ভাষ্যানুবাদঃ—জাগ্রৎ ও স্বপ্নে দৃষ্ট বিশেষ বিশেষ পদার্থসমূহের লোক-প্রসিদ্ধ গ্রাহ্যগ্রাহকরূপ হেতুর সহিত তুল্যতা হতু; বিবেকিগণ স্বপ্ন ও জাগ্রৎ

এই উভয়ের একত্ব বলিয়া থাকেন, ইহা পূর্ব্বপ্রমাণ দ্বারা সিদ্ধ হেতুরই ফল-স্বরূপ ॥ ৫ ॥

আদাবন্তে চ যন্নাস্তি বর্ত্তমানেঽপি তৎ তথা।
বিতথৈঃ সদৃশাঃ সন্তোঽবিতথা ইব লক্ষিতাঃ ॥ ৩৫ ॥ ৬

অন্বয়ঃ—যৎ (যে বস্তু) আদৌ (আবির্ভাবের পূর্ব্বে উৎপত্তি অর্থাৎ দৃষ্টিগোচর হইবার পূর্ব্বে) অন্তেচ (তিরোভাবে) নাস্তি (থাকে না) তৎ (সেই বস্তু) বর্ত্তমানে অপি (স্থিতি সময়েও) তথা (সেইরূপ মিথ্যা) বিতথৈঃ (রজ্জু সর্প প্রভৃতি অসৎ পদার্থের সহিত) সদৃশ্যাঃ (তুল্য) সন্তঃ (হইয়া) অবিতথ (সত্য পদার্থসমূহের) ইব (ন্যায়) লক্ষিতাঃ (দৃষ্ট হইয়া থাকে) ॥ ৬ ॥

অনুবাদঃ—যে বস্তু আদিতে ও অন্তে থাকে না বর্ত্তমানেও উহা সেইরূপ অর্থাৎ বাস্তব-সত্তাহীন, অসৎ। রজ্জু সর্প প্রভৃতি অসৎ পদার্থের সদৃশ হইয়া তাহারা সত্যবৎ দৃষ্ট হইয়া থাকে। যদি জাগ্রৎ দৃশ্যসমূহ অসৎ হয় তাহা হইলে মা আছে বাপ আছে স্ত্রীপুত্র আছে এইরূপ জাগ্রৎ দৃশ্য সত্যরূপে কেন প্রতীত হয়? প্রতীতির বিষয় হইলেই যে বস্তু সত্য হয় তাহার কোন প্রমাণ নাই। মরুতে জল, রজ্জুতে সর্প প্রতীত হইলেও উহারা সত্য নহে। জাগ্রৎ দৃশ্য মিথ্যা, আদিমত্ব এবং অন্তবত্বহেতু যেমন স্বপ্ন দৃশ্য। এই অনুমান প্রমাণ দ্বারা জাগ্রৎ মিথ্যাত্ব প্রমাণিত হয়। যাহা আদিবৎ এবং অন্তবৎ তাহা মিথ্যা যেমন মৃগতৃষ্ণা, রজ্জুসর্প। গন্ধর্ব্ব নগরাদির ন্যায় জাগ্রৎ দৃশ্য-সমূহের কেবল প্রাতীতিক সত্তা আছে পরমার্থিক সত্তা নাই ॥ ৬ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্ঃ—ইতশ্চ বৈতথ্যং জাগ্রদ্দৃশ্যানাং ভেদানামাদ্যন্তয়োরভাবাৎ, যৎ আদৌ অন্তে চ নাস্তি মৃগতৃষ্ণিকাদি, তৎ মধ্যেঽপি নাস্তীতি নিশ্চিতং লোকে। তথা ইমে জাগ্রদ্দৃশ্যা ভেদাঃ আদ্যন্তয়োরভাবাদ্বিতথৈরেব মৃগতৃষ্ণিকাদিভিঃ সদৃশত্বাদ্বিতথা এব; তথাঽপ্যবিতথা ইব লক্ষিতা মূঢ়ৈরনাত্মবিদ্ভিঃ ॥ ৩৫ ॥ ৬

ভাষ্যানুবাদঃ—এই কারণে ও জাগ্রৎ অবস্থায় দৃষ্ট বিশেষ বিশেষ

পদার্থসমূহের মিথ্যাত্ব প্রমাণিত হয়; কারণ আদিতে এবং অন্তে উহাদের অভাবই দৃষ্ট হয়। মৃগতৃষ্ণিকাদির ন্যায় যাহা আদিতে এবং অন্তে থাকে না তাহা মধ্যেও অর্থাৎ বর্ত্তমানেও সৎরূপে বিদ্যমান থাকে না; ইহা লোকে নিশ্চিত আছে। সেইরূপ এই বিশেষ বিশেষ জাগ্রৎ দৃশ্যসমূহ আদি ও অন্তে অভাবহেতু মৃগতৃষ্ণিকাসদৃশ মিথ্যাই। মিথ্যা হইলেও অজ্ঞ অনাত্মবিদ্‌গণ কর্ত্তৃক সত্যের ন্যায় পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে ॥ ৬ ॥

সপ্রয়োজনতা তেষাং স্বপ্নে বিপ্রতিপদ্যতে।
তস্মাদাদ্যন্তবত্ত্বেন মিথ্যৈব খলু তে স্মৃতাঃ ॥ ৩৬ ॥ ৭

অন্বয়ঃ—তেষাং (জাগ্রৎ অবস্থায় দৃষ্ট পদার্থসমূহের) সপ্রয়োজনতা (প্রয়োজন সাধকত্ব) স্বপ্নে (স্বপ্নাবস্থায়) বিপ্রতিপদ্যতে (বিপরীত ভাব প্রাপ্ত হয়) তস্মাৎ (সেই হেতু) তে (জাগ্রৎকালীন দৃশ্যসমূহ) আদ্যন্তবত্ত্বেন (উৎপত্তি বিনাশ ধর্ম্মযুক্ত হেতু) খলু (নিশ্চয়) মিথ্যৈব (মিথ্যাই) স্মৃতাঃ (প্রমাণিত হইয়াছে) ॥ ৭ ॥

অনুবাদঃ—জাগ্রদ্দৃশ্যসমূহের প্রয়োজন সাধকত্ব স্বপ্নে বিপরীত ভাব প্রাপ্ত হয়। অভিপ্রায় এই যে জাগ্রৎকালীন দৃশ্যসমূহ আমাদের প্রয়োজন সাধন করে অর্থাৎ জল, অন্ন স্ত্রীপুত্রাদি বিষয়সমূহ আমাদের ক্ষুধা তৃষ্ণা প্রভৃতি প্রয়োজন সম্পন্ন করে অর্থাৎ তাহারা ফল উৎপাদন করিয়া পর্য্যবসিত হয় সুতরাং জাগ্রৎ দৃশ্য স্বপ্নের ন্যায় কি প্রকারে মিথ্যা হইবে, কারণ স্বপ্নদৃশ্যের প্রয়োজন সাধনতা নাই; স্বপ্নে রাজা হইলে, সেই রাজত্ব জাগ্রতে থাকে না, কিন্তু জাগ্রতে রাজা হইলে সেই রাজত্ব থাকিয়া যায়। এই আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন যে, জাগ্রৎ দৃশ্যের যে প্রয়োজন সাধকতা তাহা স্বপ্নে থাকে না; কারণ জাগ্রৎ অবস্থায় পরিতোষপূর্ব্বক ভোজন করিয়া নিদ্রিত হইলে স্বপ্নাবস্থায় নিজেকে ক্ষুধার্ত্ত মনে করে। এই জাগ্রৎকালীন দৃশ্যসমূহ আদিমান্ ও অন্তবান্ অর্থাৎ তাহাদের আবির্ভাব হয় আবার তিরোভাব হয়, এই আদ্যন্ত-বত্ত্ব হেতু তাহারা মিথ্যা বলিয়াই নিশ্চিত হইয়াছে ॥ ৭ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্ঃ—স্বপ্নদৃশ্যবৎ জাগরিতদৃশ্যানাম্ অপি অসত্ত্বমিতি যদুক্তম্, তদযুক্তম্। তস্মাৎ জাগ্রদ্দৃশ্যা অন্নপানবাহনাদয়ঃ ক্ষুৎপিপাসাদিনিবৃত্তিং কুর্ব্বন্তঃ গমনাগমনাদিকার্য্যঞ্চ সপ্রয়োজনা দৃষ্টাঃ ; ন তু স্বপ্নদৃশ্যানাং তদস্তি ; তস্মাৎ স্বপ্নদৃশ্যবৎ জাগ্রদ্দৃশ্যানাম্ অসত্ত্বং মনোরথমাত্রমিতি। তৎ ন ; কস্মাৎ ? যস্মাৎ যা সপ্রয়োজনতা দৃষ্টা অন্নপানাদীনাং সা, স্বপ্নে বিপ্রতিপদ্যতে। জাগরিতে হি ভুক্ত্বা পীত্বা চ তৃপ্তো বিনিবর্ত্তিততৃট্ সুপ্তমাত্র এব ক্ষুৎপিপাসাদ্যার্ত্তম্ অহোরাত্রোষিতম্ অভুক্তবন্তমাত্মানং মন্যতে। যথা স্বপ্নে ভুক্ত্বা পীত্বা চাতৃপ্তোত্থিতঃ, তথা। তস্মাৎ জাগ্রদ্দৃশ্যানাং স্বপ্নে বিপ্রতিপত্তিদৃষ্টা। অতো মন্যামহে—তেষামপি অসত্ত্বং স্বপ্নদৃশ্যবদনাশঙ্কনীয়মিতি। তস্মাৎ আদ্যন্তবত্ত্বমুভয়ত্র সমানমিতি মিথ্যৈব খলু তে স্মৃতাঃ ॥ ৩৬ ॥ ৭

ভাষ্যানুবাদঃ—স্বপ্নদৃশ্যের ন্যায় জাগরিত দৃশ্যসমূহের যে মিথ্যাত্ব পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে তাহা যুক্তিযুক্ত নহে। কারণ অন্নপান যানবাহনাদি জাগ্রদ্দৃশ্য সমূহ ক্ষুধা পিপাসাদির নিবৃত্তি করিয়া এবং গমনাগমনাদি কার্য্য সম্পাদন পূর্ব্বক সপ্রয়োজন অর্থাৎ সফলদৃষ্ট হইয়া থাকে ; কিন্তু স্বপ্নদৃশ্যসমূহের সেই সফলতা বা প্রয়োজন সাধকতা নাই ; সেই হেতু স্বপ্নদৃশ্যের ন্যায় জাগ্রৎদৃশ্যসমূহ অসৎ এইরূপ উক্তি মনোরথ মাত্র। না উহা মনোরথ মাত্র নহে ; কেন ? যেহেতু অন্নপান প্রভৃতির যে সপ্রয়োজনতা অর্থাৎ প্রয়োজন সাধকতা জাগ্রৎকালে দৃষ্ট হইয়া থাকে তাহা স্বপ্নে বিপরীত ভাব প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ তাহার ব্যভিচার হইয়া থাকে। জাগরিত অবস্থায় মনুষ্য ভোজন করিয়া পান করিয়া তৃপ্ত হইয়া তৃষ্ণারহিত অবস্থায় নিদ্রিত হইবামাত্রই স্বপ্নে নিজেকে ক্ষুধা পিপাসাপীড়িত অভুক্ত অহোরাত্র উপবাসী বলিয়া মনে করে ; যেরূপ স্বপ্নে ভোজন ও পান করিয়া অতৃপ্ত হইয়া জাগরিত হয় সেইরূপ। সুতরাং স্বপ্নে জাগ্রদ্দৃশ্যসমূহের বিপরীত ভাবই দৃষ্ট হইয়া থাকে। অতএব আমরা মনে করি জাগ্রদ্দৃশ্যসমূহ স্বপ্নদৃশ্যের ন্যায় অসৎ, এবিষয়ে আশঙ্কা করা উচিত নহে।

সেই হেতু আদ্যন্তবত্ত্ব উভয়ত্র সমান হওয়ায় জাগ্রৎ ও স্বপ্ন উভয়ই মিথ্যা বলিয়া নিশ্চিত হইয়াছে ॥ ৭ ॥

অপূর্ব্বং স্থানিধর্ম্মো হি যথা স্বর্গনিবাসিনাম্।
তানয়ং প্রেক্ষতে গত্বা যথৈবেহ সুশিক্ষিতঃ ॥ ৩৭ ॥ ৮

অন্বয় ঃ—যথা (যেরূপ) স্বর্গনিবাসিনাম্ (স্বর্গে নিবাসকারী ইন্দ্র প্রভৃতির সহস্র চক্ষু ইত্যাদি ধর্ম্মশ্রুত হয়) অপূর্ব্বং (সেইরূপ স্বপ্নে অপূর্ব্ব দর্শন) হি (নিশ্চয়ই) স্থানিধর্ম্মঃ (স্বপ্নাবস্থা প্রাপ্ত স্বপ্নদ্রষ্টারই ধর্ম্ম) যথা (যেরূপ) ইহ (জাগ্রত অবস্থায়) সুশিক্ষিতঃ (পথ বিষয়ে উত্তমরূপে অভিজ্ঞ ব্যক্তি) গত্বা (সেই পথ দিয়া অন্যদেশে গমনপূর্ব্বক সেই দেশস্থ পদার্থসমূহকে অবলোকন করে) অয়ং (সেইরূপ এই স্বপ্নদ্রষ্টা পুরুষ স্বপ্নাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া) তান্ (স্বপ্নাবস্থায় স্থিত সেই অপূর্ব্ব পদার্থসমূহ) প্রেক্ষতে (দর্শন করে) ॥ ৮ ॥

অনুবাদ ঃ—যেরূপ স্বর্গে নিবাসকারী ইন্দ্র প্রভৃতির সহস্র চক্ষু ইত্যাদি অলৌকিক ধর্ম্ম শ্রুত হয়, সেইরূপ স্বপ্নে অপূর্ব্ব দর্শন নিশ্চয়ই স্বপ্নাবস্থাপ্রাপ্ত স্বপ্নদ্রষ্টার ধর্ম্ম। যেরূপ জাগ্রৎ অবস্থায় অন্যদেশে গমন করিবার পথ বিষয়ে উত্তমরূপে অভিজ্ঞ ব্যক্তি সেই পথ দিয়া অন্যদেশে গমনপূর্ব্বক সেই দেশস্থ পদার্থসমূহকে অবলোকন করে সেইরূপ এই স্বপ্নদ্রষ্টা পুরুষ স্বপ্নাবস্থাপ্রাপ্ত হইয়া স্বপ্নাবস্থায় স্থিত সেই অপূর্ব্ব পদার্থসমূহ দর্শন করিয়া থাকে। অভিপ্রায় এই যে স্বপ্ন স্থানিধর্ম্ম হওয়ায় রজ্জু সর্পবৎ মিথ্যা। স্বপ্নে অপূর্ব্ব দর্শন স্বপ্নদ্রষ্টার ধর্ম্ম হইলেও উহা চৈতন্যের ন্যায় স্বাভাবিক ধর্ম্ম নহে, উহা অবিদ্যা কল্পিত ॥ ৮ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্ ঃ—স্বপ্নজাগ্রদ্ভেদয়োঃ সমত্বাৎ জাগ্রদ্ভেদানামসত্ত্বমিতি যদুক্তং, তদসৎ। কস্মাৎ? দৃষ্টান্তস্যাসিদ্ধত্বাৎ। কথং? নহি জাগ্রদ্দৃষ্টা এবৈতে ভেদাঃ স্বপ্নে দৃশ্যন্তে; কিন্তর্হি? অপূর্ব্বং স্বপ্নে পশ্যতি—চতুর্দ্দন্তগজমারূঢ়মষ্ট-ভুজমাত্মানং মন্যতে। অন্যদপ্যেবংপ্রকারমপূর্ব্বং পশ্যতি স্বপ্নে। তৎ নান্যে-নাসতা সমমিতি সদেব। অতঃ দৃষ্টান্তোঽসিদ্ধঃ, তস্মাৎ স্বপ্নবজ্জাগরিতস্যাসত্ত্ব-মিত্যযুক্তম্। তত্র স্বপ্নে দৃষ্টমপূর্ব্বং যৎ মন্যসে, ন তৎ স্বতঃসিদ্ধম্। কিন্তর্হি?

অপূর্ব্বঃ স্থানিধর্ম্মো হি স্থানিনো দ্রষ্টুরেব হি স্বপ্নস্থানবতো ধর্ম্মঃ; যথা স্বর্গনিবাসিনামিন্দ্রাদীনাং সহস্রাক্ষত্বাদি; তথা স্বপ্নদৃশোঽপূর্ব্বোঽয়ং ধর্ম্মঃ; ন স্বতঃ সিদ্ধো দ্রষ্টুঃ স্বরূপবৎ। তানেবং প্রকারান্ অপূর্ব্বান্ স্বচিত্তবিকল্পানয়ং স্থানী স্বপ্নদৃক্ স্বপ্নস্থানং গত্বা প্রেক্ষতে। যথৈবেহ লোকে সুশিক্ষিতো দেশান্তরমার্গস্তেন মার্গেণ দেশান্তরং গত্বা তান্ পদার্থান্ পশ্যতি, তদ্বৎ। তস্মাদ্ যথা স্থানিধর্ম্মাণাং রজ্জুসর্প-মৃগতৃষ্ণিকাদীনামসত্ত্বং, তথা স্বপ্নদৃশ্যানামপূর্ব্বাণাং স্থানিধর্ম্মত্বমেবেত্যসত্ত্বং, অতো ন স্বপ্নদৃষ্টান্তস্যাসিদ্ধত্বম্॥ ৩৭॥ ৮

ভাষ্যানুবাদঃ—স্বপ্ন এবং জাগ্রৎ অবস্থার পদার্থসমূহের সমত্বনিবন্ধন জাগ্রৎকালীন পদার্থসমূহের যে মিথ্যাত্ব কথিত হইয়াছে তাহা সমীচীন নহে। কেন সমীচীন নহে? কারণ দৃষ্টান্তই অসিদ্ধ অর্থাৎ স্বপ্নদৃষ্ট পদার্থ ও জাগ্রৎকালীন পদার্থ সমান নহে। অতএব স্বপ্নরূপ দৃষ্টান্তই অসিদ্ধ। কি প্রকারে অসিদ্ধ? জাগ্রৎ অবস্থায় দৃষ্ট পদার্থসমূহ-ই ত আর স্বপ্নে দৃষ্ট হয় না। তাহা হইলে কিরূপ পদার্থ স্বপ্নে দৃষ্ট হয়? যাহা পূর্ব্বে কখনও দর্শন করে নাই; অনুভব করে নাই সেই অপূর্ব্ব পদার্থই দর্শন করে, নিজেকে চতুর্দ্দন্তগজে সমারূঢ় অষ্টভুজবিশিষ্ট বলিয়া মনে করে; এইরূপ অন্য অন্য অপূর্ব্ব পদার্থও স্বপ্নে দর্শন করে; সেই অপূর্ব্ব পদার্থসকল ত অন্য অসৎ পদার্থের সমান নহে, সুতরাং উহারা নিশ্চয় সৎ। অতএব স্বপ্নদৃষ্টান্তটি অসিদ্ধ অর্থাৎ অপ্রমাণিত সেই হেতু স্বপ্নের ন্যায় জাগ্রৎ অসৎ এইরূপ উক্তি যুক্তিযুক্ত নহে। না, এরূপ হইতে পারে না। তুমি স্বপ্নে দৃষ্ট যে পদার্থকে অপূর্ব্ব বলিয়া মনে করিতেছ উহা স্বতঃসিদ্ধ নহে, কারণ জড় পদার্থ কখন স্বতঃসিদ্ধ হইতে পারে না। তাহা হইলে উহা কি? উহা নিশ্চয়ই অপূর্ব্ব স্থানিধর্ম্ম; স্বপ্নাবস্থাপ্রাপ্ত স্বপ্নদ্রষ্টারই ধর্ম্ম। যেরূপ স্বর্গনিবাসী ইন্দ্র প্রভৃতির সহস্র চক্ষুত্বাদি ধর্ম্ম সেইরূপ স্বপ্নদ্রষ্টার এই অপূর্ব্ব ধর্ম্ম কিন্তু দ্রষ্টার স্বরূপ চৈতন্যের ন্যায় ইহা স্বতঃসিদ্ধ ধর্ম্ম নহে, কারণ স্বপ্নকালীন এই অপূর্ব্ব ধর্ম্মের বাধ হইয়া থাকে, কিন্তু চৈতন্যের কখন বাধ হয় না। এই

প্রকার সেই অপূর্ব্বসমূহ স্বপ্নদর্শী ব্যক্তির স্বীয়চিত্তের বিকল্প মাত্র, এই স্থানী স্বপ্নদ্রষ্টা স্বপ্নাবস্থাপ্রাপ্ত হইয়া স্বীয় চিত্ত বিকল্পিত সেই অপূর্ব্বসমূহ দর্শন করে। যেরূপ এই জগতে পথবিষয়ে সুশিক্ষিত ব্যক্তি পথ অবলম্বন করিয়া অন্যদেশে গমনপূর্ব্বক সেই দেশস্থ পদার্থসমূহ দর্শন করে উহাও ঠিক সেইরূপ। অতএব রজ্জুসর্প মৃগতৃষ্ণিকা স্থানিধর্ম্ম অর্থাৎ দ্রষ্টার মনঃকল্পিত বলিয়া যেরূপ অসৎ সেইরূপ স্বপ্নদৃশ্য অপূর্ব্ব পদার্থসমূহও স্থানিধর্ম্ম অর্থাৎ স্বপ্নদ্রষ্টার মনঃকল্পিত বলিয়া অসৎ, অতএব স্বপ্নদৃষ্টান্ত অসিদ্ধ হইল না॥ ৮॥

স্বপ্নবৃত্তাবপি ত্বন্তশ্চেতসা কল্পিতন্ত্বসৎ।
বহিশ্চেতোগৃহীতং সদ্দৃষ্টং বৈতথ্যমেতয়োঃ॥ ৩৮॥৯

অন্বয়ঃ—স্বপ্নবৃত্তৌ (স্বপ্নাবস্থায়) অপি তু (আরও) অন্তঃ (অভ্যন্তরে) চেতসা (চিত্তদ্বারা) কল্পিতং (পরিকল্পিত) তু (নিশ্চয়ই) অসৎ (মিথ্যা) বহিঃ (স্বপ্নাবস্থায় বাহিরে) চেতোগৃহীতং (চিত্তদ্বারা অনুভূত) সৎ (সত্য) এতয়োঃ (এই উভয়ের) বৈতথ্যং (মিথ্যাত্ব) দৃষ্টং (দৃষ্ট হয়)॥ ৯॥

অনুবাদঃ—আরও স্বপ্নাবস্থায় অভ্যন্তরে মনঃকল্পিত পদার্থসমূহ অসৎ আবার সেই স্বপ্নেই বাহিরে চিত্ত যে সমুদয় ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যবস্তু গ্রহণ করে তাহাকে সৎ বলিয়াই অনুভব করিয়া থাকে, কিন্তু দেহের অভ্যন্তরে মনঃকল্পিত অসৎ পদার্থ এবং দেহের বাহিরে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য "সৎ" বলিয়া অনুভূত পদার্থ এই উভয়েরই মিথ্যাত্ব স্বপ্নে পরিলক্ষিত হয়, কারণ উভয়ই বাধাপ্রাপ্ত হইয়া থাকে॥ ৯॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্ঃ—অপূর্ব্বত্বাশঙ্কাং নিরাকৃত্য স্বপ্নদৃষ্টান্তস্য পুনঃ স্বপ্নতুল্যতাং জাগ্রদ্ভেদানাং প্রপঞ্চয়ন্নাহ—স্বপ্নবৃত্তাবপি স্বপ্নস্থানে অপ্যন্তশ্চেতসা মনোরথসঙ্কল্পিতমসৎ; সঙ্কল্পানন্তরসমকালমেবাদর্শনাৎ। তত্রৈব স্বপ্নে বহিশ্চেতসা গৃহীতং চক্ষুরাদিদ্বারেণোপলব্ধং ঘটাদি সৎ ইত্যেবমসত্যমিতি নিশ্চিতেঽপি সদসদ্বিভাগো দৃষ্টঃ। উভয়োরপি অন্তর্ব্বহিশ্চেতঃ কল্পিতয়োর্ব্বৈতথ্যমেব দৃষ্টম্॥ ৩৮॥ ৯

ভাষ্যানুবাদঃ—স্বপ্নদৃষ্টান্ত বিষয়ে যে অপূর্ব্বত্বশঙ্কা উত্থাপিত হইয়াছিল

তাহা নিরাকৃত করিয়া পুনরায় জাগ্রৎকালীন পদার্থসমূহের স্বপ্নতুল্যতা প্রদর্শনার্থ বলিতেছেন স্বপ্নাবস্থায় ও দেহের অভ্যন্তরে মনোরথ সঙ্কল্পিত পদার্থসমূহ অসৎ কারণ মনঃ কল্পনার অনন্তর সঙ্কল্পের সঙ্গে সঙ্গেই সেই কল্পিত পদার্থসমূহ অদৃশ্য হইয়া যায়। আবার সেই স্বপ্নেই দেহের বাহিরে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়দ্বারা উপলব্ধ সৎ বলিয়া অভিহিত ঘটাদি পদার্থ অসৎরূপে নিশ্চিত হইলেও সদসদ্ বিভাগ পরিদৃষ্ট হয়। কিন্তু স্বপ্নাবস্থায় দেহের অভ্যন্তরে এবং বাহিরে উভয়ত্রই মনঃকল্পিত পদার্থসমূহের মিথ্যাত্বই পরিদৃষ্ট হয়, কারণ উভয়েই বাধাপ্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥ ৯ ॥

জাগ্রদ্বৃত্তাবপি ত্বন্তশ্চেতসা কল্পিতং ত্বসৎ।
বহিশ্চেতো-গৃহীতং সদ্‌যুক্তং বৈতথ্যমেতয়োঃ ॥ ৩৯ ॥ ১০

অন্বয়ঃ—জাগ্রদ্বৃত্তৌ অপিতু (জাগ্রদবস্থাতেও) অন্তঃ (দেহের অভ্যন্তরে) চেতসাকল্পিতং (মনঃকল্পিত পদার্থসমূহ) তু অসৎ (মিথ্যাই) বহিঃ (দেহের বাহিরে) চেতো গৃহীতং (চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়দ্বারা গৃহীত) সৎ (সত্য বলিয়া অনুভূত পদার্থসমূহ) এতয়োঃ (এই উভয়ের) বৈতথ্যং (মিথ্যাত্ব) যুক্তং (যুক্তিযুক্ত) ॥ ১০ ॥

অনুবাদঃ—জাগ্রদবস্থাতে ও দেহের অভ্যন্তরে মনঃকল্পিত পদার্থ অসৎ এবং দেহের বাহিরে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পদার্থ সৎ বলিয়া অনুভূত হয়। এই উভয়ের মিথ্যাত্ব যুক্তিযুক্ত।

শাঙ্কর-ভাষ্যম্ঃ—সদসতোর্বৈতথ্যং যুক্তম্; অন্তর্বহিশ্চেতঃকল্পিতত্বা-বিশেষাদিতি। ব্যাখ্যাতমন্যৎ ॥ ৩৯ ॥ ১০

ভাষ্যানুবাদঃ—সৎ এবং অসৎ এই উভয়েরই মিথ্যাত্ব যুক্তিযুক্ত; কারণ দেহের অভ্যন্তরে ও দেহের বাহিরে দৃষ্ট পদার্থসমূহ মনঃকল্পিত; ইহাতে কিছুমাত্র বিশেষ নাই। অন্য অংশ পূর্ব্বেই ব্যাখ্যাত হইয়াছে ॥ ১০ ॥

উভয়োরপি বৈতথ্যং ভেদানাং স্থানয়োর্যদি।
ক এতান্ বুধ্যতে ভেদান্ কো বৈ তেষাং বিকল্পকঃ ॥ ৪০ ॥ ১১

অন্বয় ঃ—যদি উভয়ো স্থানয়োরপি (যদি স্বপ্ন এবং জাগ্রৎ এই উভয়স্থানেরই) ভেদানাং (বিভিন্ন পদার্থসমূহের) বৈতথ্যং (মিথ্যাত্ব) কঃ (কে) এতান্ ভেদান্ (এই বিভিন্ন পদার্থসমূহ) বুধ্যতে (অনুভব করে) কঃ বৈ (কেই বা) তেষাং (তাহাদের) বিকল্পকঃ (নির্ম্মাতা রচয়িতা) ॥ ১১ ॥

অনুবাদ ঃ—জাগ্রৎ এবং স্বপ্ন উভয়ই যদি মিথ্যা হয় তাহা হইলেত জ্ঞাতৃজ্ঞেয় দ্রষ্টৃদৃশ্য এবং প্রমাতৃ প্রামেয়াদি ব্যবহারই অসম্ভব হইয়া পড়ে ; স্বপ্ন এবং জাগ্রৎ এই উভয় স্থানেরই বিভিন্ন পদার্থসমূহ যদি মিথ্যা হয়, তাহা হইলে কে বিভিন্ন পদার্থসমূহ অনুভব করে এবং কেই বা ইহাদের নির্ম্মাতা ? ॥ ১১ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্ ঃ—চোদক আহ—স্বপ্নজাগ্রৎস্থানয়োর্ভেদানাং যদি বৈতথ্যং, ক এতান্ অন্তর্ব্বহিঃ চেতঃ-কল্পিতান্ বুধ্যতে ? কো বৈ তেষাং বিকল্পকঃ স্মৃতিজ্ঞানয়োঃ ক অলম্বনম্ ? ইত্যভিপ্রায়ঃ ; ন চেন্নিরাত্মবাদ ইষ্টঃ ॥ ৪০ ॥ ১১

ভাষ্যানুবাদ ঃ—পূর্ব্বপক্ষী বলিতেছেন—স্বপ্ন এবং জাগ্রৎ এই উভয় স্থানেরই বিশেষ বিশেষ পদার্থসমূহের যদি মিথ্যাত্ব সিদ্ধ হয় তাহা হইলে দেহের অভ্যন্তরে এবং বাহিরে চিত্ত পরিকল্পিত এই পদার্থসমূহকে কে জানে এবং কেই বা তাহাদের নির্ম্মাতা ? স্মৃতি ও প্রত্যক্ষ জ্ঞানের আশ্রয়ই বা কে ? ইহা পূর্ব্বপক্ষীর অভিপ্রায় ! নিরাত্মবাদ অর্থাৎ শূন্যবাদ ত কাহারও ইষ্ট নহে। আরও আত্মাকে নিরসন করা সম্ভবপর নয় কারণ যে আত্মাকে অস্বীকার করিবে সেই অসৎ হইয়া যাইবে। লোকে দেখা যায় যে কর্ত্তা তাহার পূর্ব্বানুভূত বিষয় স্মরণ করিয়া তজ্জাতীয় পদার্থসমূহ নির্ম্মাণ করে সুতরাং সবই মিথ্যা এরূপ হইতে পারে না তাহা হইলে কোন প্রকার ব্যবস্থাই সম্ভব হয় না ইহাই পূর্ব্বপক্ষীর শঙ্কা ॥ ১১ ॥

কল্পয়ত্যাত্মনাত্মানমাত্মা দেবঃ স্বমায়য়া।
স এব বুধ্যতে ভেদানিতি বেদান্তনিশ্চয়ঃ ॥৪১॥১২

অন্বয় ঃ—দেবঃ (স্বপ্রকাশ) আত্মা (চৈতন্যমাত্র স্বরূপ আত্মা) স্বমায়য়া (স্বীয় মায়াদ্বারা) আত্মানম্ (নিজেকে) কল্পয়তি (স্রষ্টা দ্রষ্টব্য সৃজন প্রমাতা

প্রমেয়, প্রমাণ ইত্যাদিরূপে কল্পনা করেন) স এব (সেই আত্মাই) ভেদানাং (বিবিধ পদার্থসমূহ) বুধ্যতে (অনুভব করেন) ইতি (ইহাই) বেদান্তনিশ্চয়ঃ (বেদান্ত সিদ্ধান্ত) ॥১২॥

অনুবাদঃ—স্বপ্রকাশ চৈতন্যমাত্রস্বরূপ আত্মা স্বীয় মায়া দ্বারা নিজেকে কর্ত্তা কারণ কার্য্য প্রমাতা প্রমেয় প্রমাণ ইত্যাদিরূপে কল্পিত করেন। আত্মাই স্বীয় মায়া দ্বারা জীবজগৎ ঈশ্বররূপে বিবর্ত্তিত হন। এক অদ্বিতীয় চৈতন্যস্বরূপ আত্মায় মায়াকল্পিত ভেদনিবন্ধন সমস্ত ব্যবস্থা উপপন্ন হয়। আত্মাই বিভিন্ন পদার্থসমূহ অনুভব করেন। ইহাই বেদান্ত সিদ্ধান্ত। এক আত্মাই মায়া প্রতিবিম্বিত হইয়া জগৎ-স্রষ্টা বুদ্ধি প্রতিম্বিত হইয়া জীব ইন্দ্রিয় প্রতিম্বিত হইয়া প্রমাণ এবং শব্দাদি বিষয় প্রতিবিম্বিত হইয়া প্রমেয়রূপে বিবর্ত্তিত হন। বিবর্ত্ত-বাদই বেদান্তের সিদ্ধান্ত।

শাঙ্কর-ভাষ্যম্ঃ—স্বয়ং স্বমায়য়া স্বমাত্মানমাত্মা দেব আত্মন্যেববক্ষ্যমাণং ভেদাকারং কল্পয়তি রজ্জ্বাদাবিব সর্পাদীন্; স্বয়মেব চ তান্ বুধ্যতে ভেদান্ তদ্বদেব; ইত্যেবং বেদান্তনিশ্চয়ঃ। নাহন্যোহস্তি জ্ঞান-স্মৃত্যাশ্রয়ঃ। ন চ নিরাস্পদে এব জ্ঞান-স্মৃতী বৈনাশিকানামিবেত্যভিপ্রায়ঃ ॥৪১॥১২

ভাষ্যানুবাদঃ—স্বপ্রকাশ আত্মা স্বীয় মায়া দ্বারা রজ্জুতে সর্প জলধারাদির ন্যায় নিজেকে বক্ষমান বিভিন্ন পদার্থাকারে কল্পনা করেন এবং নিজেই সেই পদার্থসমূহ সেই সেই রূপেই অনুভব করেন; এই প্রকারই বেদান্তের সিদ্ধান্ত। আত্মা ব্যতীত জ্ঞান ও স্মৃতির আশ্রয় অন্য কেহ নাই। শূন্যবাদী বৌদ্ধদিগের ন্যায় জ্ঞান এবং স্মৃতি নিরাশ্রয় নহে; ইহাই এই শ্লোকের অভিপ্রায়। চৈতন্যের কোন ভেদ নাই বলিয়া ঈশ্বর চৈতন্য ও প্রমাতৃচৈতন্য একই চৈতন্য এবং সেই চৈতন্যই অনুভব ও স্মৃতির আশ্রয়। ঘটজ্ঞান যখন হয় তখন সেই অনুভবের আশ্রয় চৈতন্য আবার ঘটজ্ঞানের অভাব হইয়া যখন পটজ্ঞান হয় তখন সেই ঘটজ্ঞানের অভাবের আশ্রয়ও চৈতন্য; ভাব অভাব সবই চৈতন্য প্রকাশিত ॥১২॥

বিকরোত্যপরান্ ভাবানন্তশ্চিত্তে ব্যবস্থিতান্।
নিয়তাংশ্চ বহিশ্চিত্ত এবং কল্পয়তে প্রভুঃ ॥৪২॥১৩

অন্বয়ঃ—প্রভুঃ (অন্তর্যামী ঈশ্বর) অন্তঃ (দেহমধ্যে) চিত্তে (মনে) ব্যবস্থিতান্ (বাসনা রূপে অবস্থিত) অপরান্ (অন্যান্য) ভাবান্ (পদার্থসমূহ) বিকরোতি (বিবিধরূপে কল্পনা করেন) এবং (পুনরায়) বহিশ্চিত্তঃ (বহির্ম্মুখ হইয়া) নিয়তান্ (ব্যবহারযোগ্য পৃথিবী প্রভৃতি বাহ্য পদার্থসমূহ) চ (কল্পনা কাল মাত্র স্থায়ী অনিয়ত বিদ্যুত প্রভৃতি পদার্থসমূহ) কল্পয়তে (কল্পনা করেন) ॥১৩॥

অনুবাদঃ—অন্তর্যামী ঈশ্বর চিত্তমধ্যে নামরূপে অনভিব্যক্ত ব্যবহারের অনুপযুক্ত কেবল বাসনারূপে অবস্থিত অন্যান্য পদার্থসমূহ বিবিধরূপে কল্পনা করেন ; পুনরায় বহির্ম্মুখ হইয়া চিত্তকল্পিত সেই পদার্থ সমূহকে নামরূপে অভিব্যক্ত করিয়া ব্যবহারের উপযোগী পৃথিব্যাদি নিয়ত এবং বিদ্যুত প্রভৃতি অনিয়ত পদার্থসমূহ কল্পনা করেন ॥১৩॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্ঃ—সঙ্কল্পয়ন্ কেন প্রকারেণ কল্পয়তীত্যুচ্যতে—বিকরোতি নানা করোত্যপরান্ লৌকিকান্ ভাবান্ পদার্থান্ শব্দাদীন্ অন্যাংশ্চ অন্তশ্চিত্তে বাসনারূপেণ ব্যবস্থিতান্ অব্যাকৃতান্ নিয়তাংশ্চ পৃথ্ব্যাদীন্ অনিয়তাংশ্চ কল্পনা-কালান্ বহিশ্চিত্তঃ সন্। তথা অন্তশ্চিত্তো মনোরথাদিলক্ষণান্ ইত্যেবং কল্পয়তি, প্রভুঃ ঈশ্বর আত্মেত্যর্থঃ ॥৪২॥১৩

ভাষ্যানুবাদঃ—ঈশ্বর সঙ্কল্পপূর্ব্বক কি প্রকারে কল্পনা করেন ? তাঁহার কল্পনার ক্রম কথিত হইতেছে—ঈশ্বর লৌকিক অর্থাৎ ব্যবহারের যোগ্য শব্দ প্রভৃতি নানা পদার্থসমূহ বিবিধরূপে কল্পনা করেন এবং চিত্তমধ্যে বাসনারূপে অবস্থিত নামরূপে অনভিব্যক্ত পদার্থসমূহও কল্পনা করেন ; বহির্ম্মুখ হইয়া নিয়ত অর্থাৎ স্থিরতর পৃথিবী প্রভৃতি পদার্থসমূহ এবং কল্পনাকাল মাত্র স্থায়ী বিদ্যুত প্রভৃতি অনিয়ত পদার্থসমূহ কল্পনা করেন ; সেইরূপ অন্তর্মুখ হইয়া মনোরথ প্রভৃতি কল্পনা করেন। প্রভু ঈশ্বর অর্থাৎ আত্মা এইরূপে কল্পনা

করিয়া থাকেন; ইহাই এই শ্লোকের তাৎপর্য্য। প্রথমে মনোমধ্যে স্রষ্টব্য **বিষয়সমূহের** আলোচনা তৎপরে সেই মনঃ-কল্পিত 'পদার্থসমূহকে বাহিরে নামরূপ **দ্বারা অভিব্যক্ত** ও ব্যবহারের উপযোগী করিয়া সৃজন ॥ ১৩॥

চিত্তকালা হি যেঽন্তস্তু দ্বয়কালাশ্চ যে বহিঃ।
কল্পিতা এব তে সর্ব্বে বিশেষো নান্যহেতুকঃ ॥ ৪৩॥ ১৪

অন্বয়ঃ—অন্তঃ.তু (শরীরের অভ্যন্তরে) যে হি চিত্তকালা (যে সমস্ত **চিত্তকল্পিত পদার্থ** কেবল কল্পনা কাল পর্য্যন্ত স্থায়ী) যে চ (এবং যে পদার্থ-**সমূহ) বহিঃ** (বাহিরে) দ্বয়কালা (অতীত ও বর্ত্তমান এই দুই কাল স্থায়ী) **তে সর্ব্বে এব কল্পিতাঃ** (সেই অন্তর বহিস্থ সব পদার্থই কল্পিত) অন্যহেতুকঃ (**কল্পনা ব্যতীত** অন্য কারণ) বিশেষঃ (স্বপ্ন ও জাগ্রৎ দৃশ্যদ্বয়ের পার্থক্য) **ন (নাই)** ॥ ১৪ ॥

অনুবাদঃ—দেহমধ্যে মনঃকল্পিত পদার্থের কল্পনা কাল ব্যতীত **অন্যকালে** অস্তিত্ব নাই। কিন্তু জাগ্রৎকালীন পদার্থসমূহের কল্পনা কাল **ব্যতীত অন্য** কালেও যে অস্তিত্ব আছে তাহা প্রত্যভিজ্ঞা দ্বারা অবগত **হওয়া যায়,** যেমন পূর্ব্বদিনে যে লোকটিকে দেখিয়াছিলাম অদ্য সেই **লোকটিকে** দেখিতেছি। সুতরাং সেই লোকটি অতীত ও বর্ত্তমান উভয় **কালেই বর্ত্তমান** আছে; সুতরাং দুই কালে অবস্থিত জাগ্রৎ দৃশ্য কি প্রকারে **কল্পনা কাল মাত্র** স্থায়ী স্বপ্নদৃশ্যের ন্যায় মিথ্যা হইবে? এই আশঙ্কার উত্তরে **বলিতেছেন—দেহ** মধ্যে কল্পনাকাল মাত্র স্থায়ী চিত্ত পরিকল্পিত মনোরথাদি **পদার্থসমূহ** এবং দেহের বাহিরে অতীত ও বর্ত্তমান এই দুই কালে অবস্থিত **যে সমস্ত পদার্থ** তাহারা সকলেই অর্থাৎ অন্তঃস্থ এবং বহিঃস্থ সব পদার্থই কল্পিত। **কল্পনাকাল মাত্রে** অবস্থান এবং অতীত ও বর্ত্তমান এই দুই কালে অবস্থানরূপ **যে পার্থক্য সেই** পার্থক্যের কল্পনা ব্যতীত অন্য কারণ নাই ॥ ১৪ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্ঃ—স্বপ্নবচ্চিত্তপরিকল্পিতং সর্ব্বমিত্যেতদাশঙ্ক্যতে—যস্মাচ্চিত্ত-**পরিকল্পিতৈর্মনোরথাদিলক্ষণৈশ্চিত্তপরিচ্ছেদ্যৈর্বৈলক্ষণ্যং** বাহ্যানামন্যোন্যপরিচ্ছেদ্যত্ব

মিতি, সা ন যুক্তা আশঙ্কা। চিত্তকালা হি যেঽন্তস্ত চিত্তপরিচ্ছেদ্যাঃ, নান্যঃ চিত্তকালব্যতিরেকেণ পরিচ্ছেদকঃ কালো যেষাং তে চিত্তকালাঃ ; কল্পনাকাল এবোপলভ্যন্ত ইত্যর্থঃ। দ্বয়কালাশ্চ ভেদকালা অন্যোন্যপরিচ্ছেদ্যাঃ ; যথা আগোদোহনমাস্তে, যাবদাস্তে, তাবৎ গাং দোগ্ধি, যাবদ্গাং দোগ্ধি, তাবদাস্তে ; তাবানায়ম্ এতাবান্ সঃ ইতি পরস্পর-পরিচ্ছেদ্য-পরিচ্ছেদকত্বং বাহ্যানাং ভেদানাং, তে দ্বয়কালাঃ। অন্তশ্চিত্তকালা বাহ্যাশ্চ দ্বয়কালাঃ কল্পিতা এব তে সর্ব্বে। ন বাহ্যো দ্বয়াকালাত্ত্ববিশেষঃ কল্পিতত্বব্যতিরেকেণান্যহেতুকঃ। অত্রাপি হি স্বপ্নদৃষ্টান্ত ভবত্যেব ॥ ৪৩ ॥ ১৪

ভাষ্যানুবাদ ঃ—স্বপ্নের ন্যায় জাগ্রৎ দৃশ্যও চিত্তপরিকল্পিত বলিয়া স্বপ্ন জাগ্রৎ সবই মিথ্যা এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে শঙ্কা উত্থাপিত করা হইতেছে—স্বপ্নদৃষ্ট পদার্থসমূহ মনঃকল্পিত হওয়ায় মিথ্যা সেইরূপ জাগ্রৎ অবস্থায় দৃশ্যমান পদার্থসমূহ চিত্তেরই স্পন্দন বলিয়া কল্পিত হওয়ায় মিথ্যা এইরূপ সিদ্ধান্ত সমীচীন নহে কারণ জাগ্রৎকালীন পদার্থসমূহের মিথ্যাত্ব এখনও নির্দ্ধারিত হয় নাই ; যেহেতু চিত্তপরিকল্পিত মনোরথ প্রভৃতি পদার্থসমূহ কেবল চিত্তদ্বারা পরিচ্ছিন্ন এবং কল্পনাকাল মাত্র স্থায়ী, কিন্তু চিত্তের বাহিরে জাগ্রৎ-কালীন পদার্থসমূহ পরস্পর পরস্পরকে পরিচ্ছিন্ন করায় তাহারা কালদ্বয় দ্বারা অবিচ্ছিন্ন হওয়ায় স্বপ্ন দৃশ্যের সহিত তাহাদের পার্থক্য রহিয়াছে সুতরাং জাগ্রৎ-কালীন দৃশ্য স্বপ্নদৃশ্যের ন্যায় মিথ্যা নহে। এইরূপ আশঙ্কা যুক্তিযুক্ত নহে। মনোমধ্যে মনোরথরূপে বিদ্যমান যে পদার্থসমূহ তাহারা চিত্তদ্বারা পরিচ্ছিন্ন বলিয়া চিত্তকালা অর্থাৎ চিত্তকাল ব্যতীত অন্য পরিচ্ছেদক কাল যাহাদের নাই তাহারা চিত্তকালা কেবল কল্পনা কালেই উপলব্ধ হইয়া থাকে ইহাই অভিপ্রায়। চিত্তের বাহিরে যে সব পদার্থ অনুভূত হয় তাহারা দ্বয়কাল অর্থাৎ কালের ভেদ বা পার্থক্য যাহাদের আছে তাহারা ভেদকাল বা দ্বয়কাল ; তাহারা পরস্পর পরস্পরের দ্বারা পরিচ্ছেদ্য ; যেমন দেবদত্ত গোদোহনকাল পর্য্যন্ত আছে এই বাক্য হইতে ইহাই অবগত হওয়া

যায় যে যতক্ষণ পর্য্যন্ত দেবদত্ত আছে ততক্ষণ পর্য্যন্ত সে গোদোহন করিতেছে এবং যতক্ষণ সে গোদোহন করিতেছে ততক্ষণ সে আছে। সেই পরিমাণ কালদ্বারা অর্থাৎ পূর্ব্ব কালদ্বারা অবচ্ছিন্ন এই এবং এই পরিমাণ কাল দ্বারা অবচ্ছিন্ন সে এই প্রকারে পূর্ব্ববর্ত্তী ও পরবর্ত্তী কালদ্বারা অবচ্ছিন্ন পদার্থসমূহ দ্বয়কাল বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে, চিত্তের বহিঃস্থিত বিভিন্ন পদার্থসমূহ পরস্পর পরস্পরের পরিচ্ছেত্ত ও পরিচ্ছেদক হওয়ায় (অতীত ও বর্ত্তমান কাল পরিচ্ছেদক এবং বিষয়সমূহ পরিচ্ছিন্ন) তাহারা দ্বয়কাল। দেহমধ্যে মনোরথাদি চিত্তকাল এবং চিত্তের বাহিরে পদার্থ দ্বয়কাল ইহারা সকলেই কল্পিত। বাহ্য পদার্থের এই যে দ্বয়কালস্বরূপ বিশেষ, কল্পনা ব্যতীত ইহার অন্য কোন কারণ নাই। অতএব জাগ্রৎ অবস্থার মিথ্যাত্ব বিষয়ে স্বপ্নদৃষ্টান্ত সঙ্গতই হইয়াছে ॥ ১৪ ॥

অব্যক্তা এব যেঽন্তস্তু স্ফুটা এব চ যে বহিঃ।
কল্পিতা এব তে সর্ব্বে বিশেষস্ত্বিন্দ্রিয়ান্তরে ॥ ৪৪ ॥ ১৫

অন্বয় ঃ—অন্তঃ (মনোমধ্যে) যে অব্যক্তা এব (বাসনারূপে স্থিত মনোরথাদি ভাবনাসমূহ অপরিস্ফুট) বহিঃ (মনের বাহিরে) যে চ (ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পদার্থসমূহ) স্ফুটাঃ (সুপরিস্ফুট) তে সর্ব্বে এব (সে সমস্তই) কল্পিতাঃ (মনঃ কল্পিত) ইন্দ্রিয়ান্তরে তু (ইন্দ্রিয়ের পার্থক্যেই) বিশেষঃ (তাহাদের পার্থক্য) ॥ ১৫ ॥

অনুবাদ ঃ—মনোমধ্যে বাসনারূপে স্থিত মনোরথাদি ভাবনাসমূহ অপরিস্ফুট এবং মনের বাহিরে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পদার্থসমূহ সুপরিস্ফুট, এই অস্পষ্ট এবং স্পষ্ট পদার্থসমূহ উভয়েই মনঃকল্পিত; ইন্দ্রিয়ের পার্থক্যানুসারে তাহাদের অস্পষ্টতা এবং স্পষ্টতারূপ বিশেষ হইয়া থাকে ॥ ১৫ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্ ঃ—যত্থপি অন্তরব্যক্তত্বং ভাবানাং মনোবাসনামাত্রাভিব্যক্তানাং, স্ফুটত্বং বা বহিশ্চক্ষুরাদীন্দ্রিয়ান্তরে বিশেষঃ নাসৌ ভেদানাম্ অস্তিত্বকৃতঃ, স্বপ্নেঽপি তথা দর্শনাৎ। কিন্তর্হি? ইন্দ্রিয়ান্তরকৃত এব। অতঃ কল্পিতা এব জাগ্রদ্ভাবা অপি স্বপ্নভাববদিতি সিদ্ধম্ ॥ ৪৪ ॥ ১৫

ভাষ্যানুবাদ ঃ—যদিও মনোমধ্যে কেবল বাসনারূপে অবস্থিত পদার্থ

সমূহ অব্যক্ত অর্থাৎ নামরূপে অনভিব্যক্ত হওয়ায় অস্পষ্ট এবং বহির্দ্দেশে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পদার্থসমূহ পরিস্ফুট তাহা হইলেও পূর্ব্বোক্ত পদার্থসমূহের অস্তিত্ব দ্বারা কৃত নহে কারণ স্বপ্নেও ঐরূপ দৃষ্ট হয়। পরন্তু উক্ত অস্পষ্টতা এবং সুস্পষ্টতা রূপ যে পার্থক্য উহা ইন্দ্রিয় দ্বারাই কৃত হইয়া থাকে, অতএব ইহাই সিদ্ধ হইল যে, জাগ্রৎকালীন পদার্থসমূহ স্বপ্নদৃশ্যের ন্যায় কল্পিত উহারা সত্য নহে ॥ ১৫ ॥

জীবং কল্পয়তে পূর্ব্বং ততো ভাবান্ পৃথগ্‌বিধান্।
বাহ্যানাধ্যাত্মিকাংশ্চৈব যথাবিদ্যস্তথাস্মৃতিঃ ॥ ৪৫ ॥ ১৬

অন্বয় ঃ—পূর্ব্বং (প্রথমে) জীবং (কর্ত্তা ভোক্তা, জীবভাব) কল্পয়তে (আত্মা স্বয়ং কল্পনা করেন) ততঃ (জীবভাব প্রাপ্তির অনন্তর) বাহ্যান্ (বহিঃস্থ রূপ রসাদি) আধ্যাত্মিকান্ চ (এবং অন্তঃস্থ সুখ-দুঃখাদি আধ্যাত্মিক) পৃথক্‌বিধান্ (নানাবিধ) ভাবান্ (বিষয়সমূহ) যথা বিদ্যঃ (যাদৃশ জ্ঞানসম্পন্ন) তথাস্মৃতিঃ (তাদৃশ স্মৃতি প্রাপ্ত) ॥ ১৬ ॥

অনুবাদ ঃ—আত্মা প্রথমে কর্ত্তাভোক্তা জীবভাব কল্পনা করেন তদনন্তর বহিঃস্থ রূপ রসাদি এবং অন্তঃস্থ আধ্যাত্মিক সুখদুঃখাদি নানাপ্রকার কার্য্য কারণ ফলাত্মক বিষয়সমূহ কল্পনা করিয়া থাকেন। পূর্ব্বোক্ত জীব যাদৃশ জ্ঞান-সম্পন্ন হয় তাদৃশ স্মৃতিপ্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥ ১৬ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্ ঃ—বাহ্যাধ্যাত্মিকানাং ভাবানাম্ ইতরেতর-নিমিত্ত-নৈমিত্তি-কতয়া কল্পনায়াঃ কিং মূলমিতি ? উচ্যতে—জীবং হেতুফলাত্মকম্, 'অহং করোমি, মম সুখদুঃখে' ইত্যেবংলক্ষণম্। অনেবংলক্ষণ এব শুদ্ধে আত্মনি রজ্জ্বামিব সর্পং কল্পয়তে পূর্ব্বম্। ততস্তাদর্থ্যেন ক্রিয়া-কারক-ফলভেদেন প্রাণাদীন্ নানা-বিধান্ ভাবান্ বাহ্যান্ আধ্যাত্মিকাংশ্চৈব কল্পয়তে। তত্র কল্পনায়াং কো হেতুরিতি, উচ্যতে—যোঽসৌ স্বয়ং কল্পিতো জীবঃ সর্ব্বকল্পনায়ামধিকৃতঃ, স যথাবিদ্যঃ যাদৃশী বিদ্যা বিজ্ঞানমস্যেতি যথাবিদ্যঃ, তথাবিধৈব স্মৃতিস্তস্য, ইতি তথা-স্মৃতির্ভবতি স ইতি। অতো হেতুকল্পনা বিজ্ঞানাৎ ফলবিজ্ঞানং, ততো হেতুফল-

স্মৃতিঃ, ততস্তদ্‌বিজ্ঞানতদর্থাক্রিয়াকারক-তৎফলভেদবিজ্ঞানানি। তেভ্যস্তৎ স্মৃতিঃ, তৎস্মৃতেশ্চ পুনস্তৎ বিজ্ঞানানি, ইত্যেবং বাহ্যান্ আধ্যাত্মিকাংশ্চ ইতরেতর-নিমিত্তনৈমিত্তিকভাবেন অনেকধা কল্পয়তে ॥ ৪৫ ॥ ১৬

ভাষ্যানুবাদঃ—সাধ্যসাধনরূপে স্থিত বাহ্য পদার্থ এবং সুখদুঃখাদি আধ্যাত্মিক পদার্থের পরস্পর নিমিত্তনৈমিত্তিকভাবে অবস্থান রূপ কল্পনার মূল কি? অভিপ্রায় এই যে, বাহ্য পদার্থসমূহকে নিমিত্ত করিয়া সুখ দুঃখ জ্ঞান প্রভৃতি আধ্যাত্মিক নৈমিত্তিক ভাবসমূহের উৎপত্তি হয়, আবার এই আধ্যাত্মিক নৈমিত্তিক ভাবসমূহকে নিমিত্ত করিয়া নৈমিত্তিক বাহ্য পদার্থসমূহ প্রাপ্তি বিষয়ে প্রবৃত্তি হয়, এই যে বাহ্য ও আধ্যাত্মিক পদার্থসমূহের পরস্পর নিমিত্ত নৈমিত্তিক ভাব এই কল্পনার মূল কি? তাহা বলা হইতেছে—কার্য্য কারণাত্মক জীব-ভাবই ইহার মূল। 'আমি করিতেছি' 'আমার সুখ দুঃখ' ইত্যাদি লক্ষণবিশিষ্ট অর্থাৎ কর্ত্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্বধর্ম্মযুক্ত জীবভাবই পূর্ব্বোক্ত কল্পনার মূল। প্রথমে কর্ত্তৃত্ব ভোক্তৃত্বাদি ধর্ম্মবিরহিত শুদ্ধ চৈতন্যমাত্র স্বরূপ আত্মাতে রজ্জুতে সর্পের ন্যায় জীবভাব কল্পিত হয়। তদনন্তর সেই জীবের ভোগের নিমিত্ত ক্রিয়া-কারক ফল ভেদে বাহ্য এবং আধ্যাত্মিক প্রাণ প্রভৃতি পদার্থসমূহও কল্পিত হইয়া থাকে। যদিও জীব সমস্ত কল্পনার মূলভূত কারণ তথাপি বিশেষ কারণ ব্যতীত কর্ত্তৃত্বাদি সম্ভব হয় না সেইজন্য এই কর্ত্তৃত্ব ভোক্তৃত্বাদিরূপ বিশেষ কল্পনার হেতু কি তাহাই কথিত হইতেছে যে সেই স্বয়ং কল্পিত জীব (অর্থাৎ আত্মা স্বয়ং নিজেকে কর্ত্তা ভোক্তা জীবরূপে কল্পনা করিয়াছেন, সেই-জন্য বলিতেছেন যে, সেই স্বয়ং কল্পিত জীব) সমস্ত কল্পনার স্বামী, সেই জীব যাদৃশ জ্ঞানসম্পন্ন হয়, তাদৃশ স্মৃতিসম্পন্ন হইয়া থাকে অর্থাৎ সেই জীবের যাদৃশ বিদ্যা বা বিজ্ঞান হয় সে যথাবিদ্য হয়। সেইরূপ তাহার স্মৃতি হওয়ায় সে তথাস্মৃতি হইয়া থাকে। অতএব দেখা যাইতেছে হেতুকল্পনার বিজ্ঞান হইতে ফল বিজ্ঞান হয়, তৎপরে হেতু ও ফল বিজ্ঞানের স্মৃতি হয়, তদনন্তর পুনরায় তাহাদের বিজ্ঞান হয় এবং সেইজন্য ক্রিয়াকারক ফল প্রভৃতি ভেদে বিশেষ

বিশেষ বিজ্ঞান হয়, আবার সেই বিশেষ বিশেষ বিজ্ঞানসমূহ হইতে তাহাদের স্মৃতি উৎপন্ন হয়, আবার সেই স্মৃতি হইতে পুনরায় বিজ্ঞান উৎপন্ন হয়; এইরূপে বাহ্য ও আধ্যাত্মিক পদার্থসমূহ পরস্পর নিমিত্ত নৈমিত্তিকরূপে অনেক প্রকারে কল্পিত হইয়া থাকে। অভিপ্রায় এই যে, অন্ন ও পানীয় দ্রব্যে তৃপ্তি হয়, এখানে অন্ন পান হইল হেতু বা নিমিত্ত এবং তৃপ্তি হইল ফল বা কার্য্য; এইরূপে হেতু বিজ্ঞান ও ফল বিজ্ঞান উৎপন্ন হইল, এবং এই হেতু ফল বিজ্ঞান হইতে তাহাদের স্মৃতিরূপ কল্পনা বিজ্ঞান উৎপন্ন হয়। অন্যদিন উক্ত হেতু ও ফলের অন্ন পান ও তৃপ্তিরূপ ফলের স্মৃতির উদয় হয়। তৎপরে তৃপ্তিরূপ ফল প্রাপ্তির সাধন স্বরূপ অন্নপানাদির উপযোগী চাউল প্রভৃতির বিজ্ঞান হয়, এই-রূপে বাহ্য ও অন্তর পদার্থসমূহ পরস্পর কার্য্যকারণরূপে কল্পিত হইয়া থাকে ॥ ১৬ ॥

অনিশ্চিতা যথা রজ্জুরন্ধকারে বিকল্পিতা।
সর্পধারাদিভির্ভাবৈস্তদ্বদাত্মা বিকল্পিতঃ ॥ ৪৬ ॥ ১৭

অন্বয় ঃ—অন্ধকারে অনিশ্চিতা (অন্ধকারে অনির্ণীত) রজ্জুঃ (রজ্জু) যথা (যেরূপ) সর্পধারাভিঃ (সর্প জলধারা প্রভৃতিরূপে) বিকল্পিতা (বিশেষ বিশেষ পদার্থরূপে কল্পিত হয়) তদ্বৎ (সেইরূপ) আত্মা (চৈতন্য স্বরূপ আত্মা) বিকল্পিতঃ (কর্ত্তা ভোক্তা সুখী দুঃখী ইত্যাদিরূপে কল্পিত হন)॥ ১৭ ॥

অনুবাদ ঃ—অন্ধকারে অনবধারিত রজ্জু যেরূপ সর্প জলধারা প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ পদার্থরূপে কল্পিত হয় সেইরূপ আত্মবিষয়ক অজ্ঞান হেতু চৈতন্য স্বরূপ আত্মা কর্ত্তা ভোক্তা ইত্যাদি বিবিধরূপে কল্পিত হন॥ ১৭ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্ ঃ—তত্র জীবকল্পনা সর্ব্বকল্পনামূলমিত্যুক্তং, সৈব জীবকল্পনা কিং নিমিত্তেতি দৃষ্টান্তেন প্রতিপাদয়তি, যথা লোকে স্বেন রূপেণ অনিশ্চিতা অনবধারিতা 'এবমেব' ইতি, রজ্জুঃ মন্দান্ধকারে কিং সর্পঃ উদকধারা দণ্ডঃ ? ইতি বা অনেকধা বিকল্পিতা ভবতি—পূর্ব্বং স্বরূপানিশ্চয়নিমিত্তম্। যদি হি পূর্ব্বমেব রজ্জুঃ স্বরূপেণ নিশ্চিতা স্যাৎ, ন সর্পাদিবিকল্পোঽভবিষ্যৎ, যথা স্বহস্তাঙ্গুল্যাদিষু ;

এষ দৃষ্টান্তঃ। তদ্ধেতুফলাদিসংসারধর্ম্মানর্থবিলক্ষণতয়া স্বেন বিশুদ্ধ-বিজ্ঞপ্তিমাত্রসত্ত্বাদ্বয়রূপেণা-নিশ্চিতত্বাৎ জীবপ্রাণাদ্যনন্তভাবভেদৈরাত্মা বিকল্পিতঃ, ইত্যেষ সর্ব্বোপনিষদাং সিদ্ধান্তঃ ॥৪৬॥১৭

ভাষ্যানুবাদ :—পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে জীবকল্পনাই সর্ব্ববিধ কল্পনার মূল; এক্ষণে দৃষ্টান্তদ্বারা সেই জীবকল্পনার নিমিত্ত বা কারণ প্রতিপাদিত হইতেছে। যেরূপ লোকে দৃষ্ট হয়—অল্প অন্ধকারে অবস্থিত রজ্জু স্বীয় স্বরূপে অর্থাৎ ইহা রজ্জু এই প্রকার রজ্জু স্বরূপে যখন অবধারিত না হয়, তখন সেই রজ্জু ইহা কি সর্প জলধারা কিংবা দণ্ড? এইরূপ অনেক প্রকারে বিকল্পিত হইয়া থাকে। রজ্জুস্বরূপের নিশ্চয় বা অবধারণের পূর্ব্বে রজ্জুতে উক্তপ্রকার বিবিধ কল্পনা হইয়া থাকে। যদি রজ্জু ঠিক রজ্জু স্বরূপে পূর্ব্বেই নিশ্চিত থাকিত তাহা হইলে রজ্জুতে সর্প প্রভৃতি বিকল্প হইত না। স্বীয় হস্তের অঙ্গুলিসমূহ অঙ্গুলিরূপে পূর্ব্ব হইতেই নিশ্চিত থাকা হেতু সেই অঙ্গুলিসমূহে সর্প প্রভৃতি বিকল্পসমূহ দৃষ্ট হয় না, সেইরূপ সম্মুখে অবস্থিত রজ্জু যদি পূর্ব্ব হইতেই রজ্জু হইতেই রজ্জুরূপে নিশ্চিত থাকে তাহা হইলে তাহাতে সর্পাদি বিকল্প হয় না; রজ্জু স্বরূপের অজ্ঞান হইতেই পূর্ব্বোক্ত সর্পাদি বিকল্প হইয়া থাকে। এই দৃষ্টান্ত যেরূপ ঠিক সেইরূপ আত্মস্বরূপের অজ্ঞান নিমিত্তই আত্মাতে জীবভাব কল্পিত হইয়া থাকে। আত্মা স্বরূপতঃ কার্য্যকারণ কর্ত্তৃত্ব ভোক্তৃত্ব রাগদ্বেষ প্রভৃতি অনর্থসঙ্কুল সংসার ধর্ম্ম হইতে বিলক্ষণ অর্থাৎ স্বভাব আত্মা স্বীয় বিশুদ্ধ চৈতন্যমাত্র এক অদ্বিতীয় সৎস্বরূপে নিশ্চিত না হওয়া হেতু জীব প্রাণ প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন অনন্তভাবে বিকল্পিত হইয়া থাকেন। সমস্ত উপনিষদের ইহাই সিদ্ধান্ত ॥১৭॥

নিশ্চিতায়াং যথা রজ্জ্বাং বিকল্পো বিনিবর্ত্ততে।
রজ্জুরেবেতি চাদ্বৈতং তদ্‌বদাত্ম-বিনিশ্চয়ঃ ॥৪৭॥১৮

অন্বয় :—যথা (যেরূপ) রজ্জুঃ এব (রজ্জুই) ইতি (এইরূপে) নিশ্চিতায়াং (অবধারিত) রজ্জ্বাং (রজ্জুতে) বিকল্প (সর্প প্রভৃতি কল্পিত পদার্থসমূহ)

বিনিবর্ত্ততে (সম্পূর্ণরূপে নিবৃত্ত হইয়া যায়) অদ্বৈতং (দ্বৈতহীন একমাত্র রজ্জুই বর্ত্তমান থাকে) তদ্বৎ (সেইরূপ অদ্বৈত প্রতিপাদক শ্রুতিবাক্যজনিত জ্ঞান দ্বারা আত্মবিষয়ক অজ্ঞান বিদূরিত হইলে একমাত্র সচ্চিদানন্দ অদ্বয় আত্মাই বিদ্যমান থাকেন) আত্মবিনিশ্চয়ঃ (ইহাই আত্মবিষয়ক সম্যক অবধারণ) ॥১৮॥

অনুবাদঃ—যেরূপ ইহা রজ্জুই এইরূপে অবধারিত রজ্জুতে সর্প প্রভৃতি কল্পিত পদার্থ-সমূহ সম্পূর্ণরূপে নিবৃত্ত হইয়া যায় এবং একমাত্র দ্বৈতহীন রজ্জুই অবশিষ্ট থাকে সেইরূপ অদ্বৈত প্রতিপাদক শ্রুতিবাক্য জনিত জ্ঞান-দ্বারা আত্মবিষয়ক অজ্ঞান বিদূরিত হইলে একমাত্র সচ্চিদানন্দ অদ্বয় আত্মাই বিদ্যমান থাকেন। ইহাই আত্মবিষয়ক সম্যক অবধারণ ॥১৮॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্ঃ—রজ্জুরেবেতি নিশ্চয়ে সর্ব্ববিকল্পনিবৃত্তৌ রজ্জুরেবেতি চাদ্বৈতং যথা, তথা 'নেতিনেতি' ইতি সর্ব্বসংসারধর্ম্মশূন্য—প্রতিপাদকশাস্ত্রজনিত—বিজ্ঞানসূর্য্যালোক-কৃতাত্মবিনিশ্চয়ঃ "আত্মৈবেদং সর্ব্বং, অপূর্ব্বোঽনপরোঽনন্তরোঽবাহ্যঃ সবাহ্যাভ্যন্তরো হ্যজঃ অজরোঽমরোঽমৃতোঽভয় একএবাদ্বয়ঃ" ইতি ॥৪৭॥১৮

ভাষ্যানুবাদঃ—ইহা রজ্জুই এইরূপ নিশ্চয় হইলে সর্প প্রভৃতি সমস্ত বিকল্পের নিবৃত্তি হওয়া হেতু যেমন অদ্বৈত রজ্জুই বিদ্যমান থাকে সেইরূপ 'ইহা নহে ইহা নহে' এইরূপ সর্ব্ব সংসারধর্ম্মরাহিত্য প্রতিপাদক বেদবাক্য-জনিত বিজ্ঞানরূপ সূর্য্যের আলোকদ্বারা আত্মবিষয়ক সম্যক নিশ্চয় সম্পাদিত হইয়া থাকে। সেই বেদবাক্য সমূহ হইতেছে পরিদৃশ্যমান এই সমস্তই আত্মা, 'আত্মা' অপূর্ব্ব। অর্থাৎ তাঁহার কারণ নাই, তিনি অনাদি আত্মা অনপরঃ অর্থাৎ তাঁহার কার্য্য নাই কিংবা তাঁহা হইতে অপর কোন বস্তু নাই; আত্মা অনন্তরঃ অর্থাৎ আত্মার মধ্যে কোন অন্তর বা ছিদ্র নাই, তাহা একরস; অবাহ্য আত্মার বাহির নাই, অর্থাৎ আত্মার বাহিরে কোন পদার্থ নাই, আত্মা পূর্ণ, সেই-হেতু অন্তর্বহিঃশূন্য, আত্মা সবাহ্যাভ্যন্তরঃ হি অজঃ, আত্মা উৎপত্তিবিনাশহীন, তিনি সকলের অন্তর বাহির পরিপূর্ণ করিয়া

বিদ্যমান। আত্মা অজর অমর অমৃত অভয় এক অদ্বিতীয় এই সব শ্রুতিবাক্যজনিত বিজ্ঞান দ্বারা অবিদ্যাকৃত জীব কল্পনা বিদূরিত হয় ॥১৮॥

প্রাণাদিভিরনন্তৈস্তু ভাবৈরেতৈর্ব্বিকল্পিতঃ।
মায়ৈষা তস্য দেবস্য যয়ায়ং মোহিতঃ স্বয়ম্ ॥৪৮॥১৯

অন্বয় :—এতৈঃ (এই সমস্ত) প্রাণাদিভিঃ (প্রাণ প্রভৃতি) অনন্তৈ তু ভাবৈঃ (অনন্ত পদার্থরূপে) বিকল্পিতঃ (বিশেষরূপে কল্পিত) তস্য দেবস্য (সেই স্বপ্রকাশ চৈতন্য স্বরূপ আত্মার) এষা মায়া (এই মায়া) যয়া (যাহা দ্বারা) অয়ং স্বয়ং (এই আত্মা নিজেই) মোহিতঃ (মুগ্ধ হন) ॥১৯॥

অনুবাদ :—যদি আত্মা এক অদ্বিতীয় হন তাহা হইলে সেই একই আত্মা এই প্রাণ প্রভৃতি অনন্ত পদার্থরূপে কেন বিকল্পিত হইয়া থাকেন? ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন—সেই স্বপ্রকাশ চৈতন্যস্বরূপ আত্মার এই মায়াই আত্মাতে বহুবিধ বিকল্পনার কারণ; যে মায়া দ্বারা আত্মা নিজেই মোহ পরবশ হইয়া থাকেন ॥১৯॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্ :—যদি আত্মা এক এবেতি নিশ্চয়ঃ, কথং প্রাণাদিভিরনন্তৈ-র্ভাবৈরেতৈঃ সংসারলক্ষণৈর্ব্বিকল্পিত ইতি? উচ্যতে, শৃনু—মায়ৈষা তস্যাত্মনো দেবস্য। যথা মায়াবিনা বিহিতা মায়া গগনমতিবিমলং কুসুমিতৈঃ সপলা-শৈস্তরুভিরাকীর্ণমিব করোতি, তথা ইয়মপি দেবস্য মায়া, যয়া অয়ং স্বয়মপি মোহিত ইব মোহিতো ভবতি। "মম মায়া দুরত্যয়া" ইত্যুক্তম্ ॥৪৮॥১৯

ভাষ্যানুবাদ :—যদি এইরূপই স্থির সিদ্ধান্ত হয় যে আত্মা এক তাহা হইলে প্রাণ প্রভৃতি এই অনন্ত, বিশেষ বিশেষ সাংসারিক পদার্থরূপে আত্মা বিকল্পিত হন কেন? তাহা বলা হইতেছে শ্রবণকর, সেই স্বপ্রকাশ চৈতন্য স্বরূপ আত্মার ইহা মায়া। সেরূপ লোকে দেখা যায় মায়াবী-প্রযুক্ত মায়া নির্ম্মল আকাশকে পত্রপুষ্প সুশোভিত বৃক্ষসমূহ দ্বারা সমাচ্ছন্ন করে, সেইরূপ শুদ্ধ চৈতন্য স্বরূপ আত্মার এই মায়া তাঁহাতে নানাবিধ বিকল্প উত্থিত করিয়া থাকে; যে মায়াদ্বারা আত্মা নিজেই মোহিতের ন্যায় বিমোহিত হন।

শ্রীকৃষ্ণ ভগবান গীতাতে বলিয়াছেন "আমার মায়া দুরতিক্রমনীয়া" ॥১৯॥

প্রাণা ইতি প্রাণবিদো ভূতানীতি চ তদ্‌বিদঃ।
গুণা ইতি গুণবিদস্তত্ত্বানীতি চ তদ্‌বিদঃ ॥৪৯॥২০

অন্বয় ঃ—প্রাণবিদঃ (হিরণ্যগর্ভের উপাসকগণ এবং বৈশেষিকগণ) প্রাণ ইতি (আত্মাকে প্রাণ অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভ বা ঈশ্বর রূপে) ভূতানি (পৃথিবী জল অগ্নি ও বায়ু এই চারি ভূতকে) তদ্বিদঃ (লোকায়তিকগণ) গুণাঃ (সত্ত্ব রজঃ তমোগুণ-সমূহ) গুণবিদঃ (সাংখ্য–মতাবলম্বিগণ) তত্ত্বানি (আত্মা, অবিদ্যা ও শিব এই তিন তত্ত্ব) তদবিদঃ (শৈবগণ) ॥২০॥

অনুবাদ ঃ—হিরণ্যগর্ভের উপাসকগণ আত্মাকে হিরণ্যগর্ভ, বৈশেষিকগণ আত্মাকে ঈশ্বর জগৎস্রষ্টা, লোকায়তিকগণ পৃথিব্যাদি চারিভূতকে জগতের কারণ, সাংখ্যমতাবলম্বিগণ সত্ত্বরজস্তমোগুণের সাম্যবস্থাকে জগতের কারণ, শৈবগণ আত্মা অবিদ্যা ও শিব এই তিন তত্ত্বকে জগৎ কারণ বলেন। এইরূপে বিভিন্ন বিভিন্ন বিকল্প ভিন্ন ভিন্ন লোক দ্বারা আত্মাতে কল্পিত হয় ॥২০॥

পাদা ইতি পাদবিদো বিষয়া ইতি তদ্‌বিদঃ।
লোকা ইতি লোকবিদো দেবা ইতি চ তদ্‌বিদঃ ॥৫০॥২১

অন্বয় ঃ—পাদবিদঃ (বিশ্বাদি পদত্রয়ভিজ্ঞ) পাদা ইতি (বিশ্বাদি বিভাগ ত্রয়) বিষয়াঃ (শব্দ স্পর্শাদি বিষয়-সমূহ) তদবিদঃ (বিষয়ে অভিজ্ঞগণ) লোকবিদঃ (লোকবিদগণ) লোকাঃ ইতি (ভূঃ প্রভৃতি লোক-সমূহ) দেবাঃ (দেবগণ) ইতি চ তদ্বিদঃ (এবং এই দেববিদগণ) ॥২১॥

অনুবাদ ঃ—একই আত্মার বিশ্বতৈজস প্রাজ্ঞ এই পাদত্রয় সমস্ত ব্যবহারের হেতু ইহাই পাদবিদগণ বলিয়া থাকেন, নিরংশ অখণ্ডৈকরস আত্মার বিভাগ কল্পনামাত্র আবার বাৎস্যায়ন প্রভৃতি কল্পনা করেন যে পুনঃপুনঃ ভুজ্যমান শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ এই বিষয় সমূহই তত্ত্ব; ইহা তাঁহাদের বিভ্রম মাত্র কারণ "বিষস্য বিষয়ানাং চ দূরমত্যন্তমন্তবং। উপভুক্তং

বিষং হন্তি বিষয়াঃ স্মরণাদপি" বিষ এবং বিষয় এই উভয়ের মধ্যে অত্যন্ত প্রভেদ বিষ ভক্ষিত হইলে হনন করে কিন্তু বিষয় স্মরণ মাত্রই হনন করে। লোকবিদগণ বলেন ভূঃ ভূবঃ এবং স্বঃ এই তিন লোকই বস্তু স্বরূপ, ইহা পৌরাণিকগণের মত। মীমাংসকগণ বলেন যখন অগ্নি ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ ফলদাতা তখন ঈশ্বরকে স্বীকার করিবার কোন প্রয়োজন নাই। এই প্রকার নানাবিধ বিকল্প আত্মাতে কল্পিত হইয়া থাকে ॥ ২১ ॥

বেদা ইতি বেদবিদো যজ্ঞা ইতি চ তদ্‌বিদঃ।
ভোক্তেতি চ ভোক্তৃবিদো ভোজ্যমিতি চ তদ্‌বিদঃ ॥৫১ ॥ ২২

অন্বয় ঃ—বেদবিদঃ (পাঠক প্রভৃতি মন্ত্রবিদ্‌গণ) বেদাঃ ইতি (ঋক্ যজুঃ সাম এবং অথর্ব্ব এই চারিবেদ) যজ্ঞাঃ (অগ্নিষ্টোম প্রভৃতি যজ্ঞসমূহ) তদ্‌বিদঃ (বৌধায়ন প্রভৃতি যাজ্ঞিকগণ) ভোক্তা ইতি (আত্মা ভোক্তা কর্ত্তা নহেন) ভোক্তৃবিদঃ (সাংখ্যমতাবলম্বিগণ) ভোজ্যং (ভোজ্যদ্রব্য) তদ্‌বিদঃ (সূপকার পাচকগণ) ॥ ২২ ॥

অনুবাদ ঃ—পাঠক প্রভৃতি মন্ত্রবিদ্‌গণ ঋক্ যজুঃ সাম এবং অথর্ব্ব এই শব্দরাশি চারিবেদকে পরমার্থতত্ত্ব বলিয়া থাকেন, বৌধায়ন প্রভৃতি যাজ্ঞিকগণ অগ্নিষ্টোম প্রভৃতি যজ্ঞসমূহকে বস্তুস্বরূপ বলিয়া মনে করেন, সাংখ্যমতাবলম্বিগণ বলেন আত্মা ভোক্তা কর্ত্তা নহেন। পাচক সূপাকার প্রভৃতি মনুষ্যগণ ভোজ্যদ্রব্যকেই বস্তুস্বরূপ বলিয়া থাকেন ॥ ২২ ॥

সূক্ষ্ম ইতি সূক্ষ্মবিদঃ স্থূল ইতি চ তদ্‌বিদঃ।
মূর্ত্ত ইতি মূর্ত্তবিদোঽমূর্ত্ত ইতি চ তদ্‌বিদঃ ॥ ৫২ ॥ ২৩

অন্বয় ঃ—সূক্ষ্মবিদঃ (কেহ কেহ সূক্ষ্মবিদ্‌গণ) সূক্ষ্মঃ (আত্মা অনুর ন্যায় সূক্ষ্ম) স্থূল (স্থূলদেহ) তদ্বিদঃ (কোন কোন লোকায়তমতালম্বী ব্যক্তিগণ) মূর্ত্তঃ (ত্রিশূলাদিধারী, শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী মহেশ্বর প্রভৃতিই পরমার্থ সত্য)

তদ্‌বিদঃ (মহেশ্বরাদির উপাসকগণ) অমূর্ত্তং (সর্ব্বাকারশূন্য) তদ্‌বিদঃ (শূন্য-বাদিগণ) ॥ ২৩ ॥

অনুবাদ ঃ—সূক্ষ্মপরিমাণবাদী বলেন আত্মা অনুপরিমাণ, লোকায়তমতালম্বী কেহ কেহ স্থূল দেহকেই আত্মা বলিয়া মনে করেন ; মহেশ্বরাদি দেবতার উপাসকগণ ত্রিশূলাদিধারী সেই সেই মূর্ত্ত দেবতাদিগকেই পরমার্থ সত্য বলিয়া মনে করেন, এবং শূন্যবাদিগণ আত্মাকে সর্ব্বকারশূন্য, নিঃস্বভাব বলিয়া থাকেন ॥ ২৩ ॥

কাল ইতি কালবিদো দিশ ইতি চ তদ্‌বিদঃ ।
বাদা ইতি বাদবিদো ভুবনানীতি তদ্‌বিদঃ ॥ ৫৩ ॥২৪

অন্বয়ঃ—কালবিদঃ (জ্যোতির্বিদগণ) কাল ইতি (কালই পরমার্থ সত্য বস্তু) দিশঃ (দিক্‌সমূহ) তদ্‌বিদঃ (স্বরোদয় বিদ্‌গণ) বাদবিদঃ (ধাতুবাদী মন্ত্রবাদিগণ) বাদা ইতি (ধাতুবাদ মন্ত্রবাদ প্রভৃতি বস্তুস্বরূপ) ভুবনানি (চতুর্দ্দশ ভুবন) তদ্‌বিদঃ (ভুবনকোশবিদগণ) ॥ ২৪ ॥

অনুবাদ ঃ—জ্যোতির্ব্বিদগণ বলেন, কালই পরমার্থ সত্যবস্তু ; স্বরোদয়-বিদগণ বলেন, দিক্‌সমূহই পরমার্থ সত্য ধাতু ও মন্ত্রবাদিগণ ধাতু ও মন্ত্রই বস্তু স্বরূপ ; ভুবন কোশবিদগণ বলেন, চতুর্দ্দশ ভুবনই সত্য বস্তু ॥ ২৪ ॥

মন ইতি মনোবিদো বুদ্ধিরিতি চ তদ্‌বিদঃ ।
চিত্তমিতি চিত্তবিদো ধর্ম্মাধর্ম্মৌ চ তদ্‌বিদঃ ॥ ৫৪ ॥ ২৫

অন্বয় ঃ—মনোবিদঃ (কোন কোন লোকায়ত মতাবলম্বিগণ) মন ইতি (মনই আত্মা) বুদ্ধিঃ ইতি (বিজ্ঞানই আত্মা) তদ্‌বিদঃ (বৌদ্ধগণ) চিত্তম্ ইতি (বাহ্যাকার শূন্যবিজ্ঞানই আত্মা) চিত্তবিদঃ (কোন কোন বৌদ্ধ) ধর্ম্মাধর্ম্মৌ (বৈদিক বিধিনিষেধই পরমার্থ সত্য) তদ্‌বিদঃ (মীমাংসকগণ) ॥ ২৫ ॥

অনুবাদ ঃ—কোন কোন লোকায়তমতাবলম্বিগণ বলেন, মনই আত্মা ; বৌদ্ধগণ বিজ্ঞান বা বুদ্ধিকেই আত্মা বলিয়া মনে করেন ; কোন কোন বৌদ্ধ

বাহ্যাকারশূন্য চিত্তকেই আত্মা বলেন, মীমাংসকগণ বৈদিক বিধিনিষেধকেই পরমার্থ সত্য বলিয়া মনে করেন ॥ ২৫ ॥

পঞ্চবিংশক ইত্যেকে ষড়্‌বিংশ ইতি চাপরে।
একত্রিংশক ইত্যাহুরনন্ত ইতি চাপরে ॥ ৫৫ ॥ ২৬

অন্বয় ঃ—একে (কেহ কেহ অর্থাৎ সাংখ্যমতাবলম্বিগণ) পঞ্চবিংশকঃ (পঁচিশতত্ত্বযুক্ত প্রপঞ্চ, মূল প্রকৃতি, মহৎ, অহঙ্কার পঞ্চতন্মাত্র এই সাতটি প্রকৃতি বিকৃতি, পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চকর্মেন্দ্রিয়, শব্দস্পর্শাদি পঞ্চবিষয় এবং মন এই ষোলটি বিকার এবং চৈতন্যস্বরূপ দ্রষ্টা পুরুষ এই পঞ্চবিংশতি সংখ্যক প্রপঞ্চ) অপরে (পাতঞ্জলদর্শন মতালম্বিগণ) ষড়বিংশঃ ইতি (সাংখ্যোক্ত পঁচিশটি তত্ত্ব এবং ঈশ্বর এই ষড়বিংশ পদার্থ কল্পনা করেন) একত্রিংশকঃ (সাংখ্যোক্ত পঞ্চবিংশতত্ত্ব হইতে পৃথক রাগ, অবিদ্যা, নিয়তি, কাল, কলা ও মায়া এই ছয়টি অধিক তত্ত্ব অর্থাৎ একত্রিংশক তত্ত্ব স্বীকার করেন) অপরে (কেহ কেহ) অনন্তঃ (বিভিন্ন পদার্থসমূহ অনন্ত তাহারা সাংখ্যদ্বারা নিয়ত নহে)। ॥২৬॥

অনুবাদ ঃ—সাংখ্য পঞ্চবিংশতত্ত্বযুক্ত প্রপঞ্চকে সত্য বলিয়া মনে করেন; পাতঞ্জল ষড়বিংশ পদার্থ স্বীকার করেন; পাশুপতগণ একত্রিংশ পদার্থকে তত্ত্ব বলেন, কেহ কেহ বলেন পদার্থ অনন্ত; তাহাদিগকে সংখ্যাদ্বারা নিয়ত করা যায় না ॥২৬॥

লোকান্ লোকবিদঃ প্রাহুরাশ্রমা ইতি তদ্‌বিদঃ।
স্ত্রীপুংনপুংসকং লৈঙ্গাঃ পরাপরমথাপরে ॥৫৬॥২৭

অন্বয় ঃ—লোকবিদঃ (লোকবিদগণ) লোকান্ (লোকসমূহকে) প্রাহুঃ (বলেন) আশ্রমাঃ (আশ্রমসমূহ) তদ্‌বিদঃ (দক্ষ প্রভৃতি প্রজাপতিগণ) লৈঙ্গা (বৈয়াকরণিকগণ) স্ত্রীপুংনপুংসকং (স্ত্রীলিঙ্গ পুংলিঙ্গ এবং ক্লীবলিঙ্গ হইতে নিষ্পন্ন শব্দসমূহকে তত্ত্ব স্বরূপ বলিয়া বর্ণনা করেন) অপরে (কেহ কেহ) পরাপরম্ (পরব্রহ্ম এবং অপরব্রহ্ম) ॥২৭॥

অনুবাদ ঃ—সাধারণ মনুষ্যগণ মনে করেন লোকের মনোরঞ্জনই তত্ত্ব; দক্ষ প্রভৃতি প্রজাপতিগণ ব্রহ্মচর্য্যাদি চারি আশ্রমকে পরমার্থ সত্য বলিয়া সমর্থন করেন। বৈয়াকরণিকগণ বলেন, স্ত্রী পুং নপুংসক লিঙ্গ হইতে নিষ্পন্ন শব্দসমূহ তত্ত্ব। কেহ কেহ পরব্রহ্ম এবং অপরব্রহ্ম এই দুই ব্রহ্মই পরমার্থ বস্তু বলিয়া মনে করেন ॥২৭॥

স্থষ্টিরিতি স্থষ্টিবিদো লয় ইতি চ তদ্‌বিদঃ।
স্থিতিরিতি স্থিতিবিদঃ সর্ব্বে চেহ তু সর্ব্বদা ॥৫৭॥২৮

অন্বয় ঃ—সৃষ্টিবিদঃ সৃষ্টি ইতি; লয় ইতি তদ্বিদঃ স্থিতি ইতি স্থিতিবিদঃ (পৌরাণিকগণ সৃষ্টি স্থিতি লয়কেই তত্ত্ব বলিয়া মনে করেন) সর্ব্বে চ (উক্ত এবং অনুক্ত যত কল্পনা আছে সে সমস্তই) সর্ব্বদা ইহ তু (সর্ব্বদা আত্মাতে কল্পিত হইয়া থাকে) ॥২৮॥

অনুবাদ ঃ—পৌরাণিকগণ সৃষ্টি স্থিতি এবং লয়কে তত্ত্ব বলিয়া মনে করেন। উদাহৃত এবং অনুদাহৃত যত কল্পনা আছে সে সমস্তই আত্মাতে কল্পিত হইয়া থাকে ॥২৮॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্ ঃ—প্রাণঃ প্রাজ্ঞো বীজাত্মা, তৎকার্য্যভেদা হীতরে স্থিত্যন্তাঃ। অন্যে চ সর্ব্বে লৌকিকাঃ সর্ব্বপ্রাণিপরিকল্পিতা ভেদা রজ্জ্বামিব সর্পাদয়ঃ তচ্ছূন্যে আত্মনি আত্মস্বরূপানিশ্চয়হেতোঃ অবিদ্যয়া কল্পিতা ইতি পিণ্ডীকৃতোঽর্থঃ। প্রাণাদিশ্লোকানাং প্রত্যেকং পদার্থব্যাখ্যানে ফল্গুপ্রয়োজনত্বাৎ সিদ্ধপদার্থত্বাচ্চ যত্নো ন কৃতঃ ॥৪৯-৫৭॥২০-২৮॥

ভাষ্যানুবাদ ঃ—প্রাণ অর্থ প্রাজ্ঞ বা বীজাত্মা এবং ২০ হইতে ২৮ শ্লোক পর্য্যন্ত যাহা উদাহৃত হইয়াছে তাহারা এই প্রাণ বা বীজাত্মার বিকার বা কার্য্য সুতরাং স্থিতি পর্য্যন্ত যতগুলি বিকল্প উদাহৃত হইয়াছে তাহাদের বীজাত্মা প্রাণ হইতে বিশেষ ভিন্নতা নাই। আরও যাহা কুলধর্ম্ম, গ্রামধর্ম্ম, দেশধর্ম্ম প্রভৃতি লৌকিক ধর্ম্মসমূহ রজ্জুতে সর্পের ন্যায় সমস্ত প্রাণিগণ কর্ত্তৃক আত্মাতে কল্পিত হইয়াছে। পূর্ব্বোক্ত সর্ব্ববিধ কল্পনা রহিত আত্মাতে আত্ম-

স্বরূপের অনবধারণ হেতু অবিদ্যা দ্বারা কল্পিত হইয়াছে। ইহাই পূর্ব্বোক্ত শ্লোকগুলির সমুদায় অর্থ। সুতরাং পূর্ব্বোক্ত প্রাণ প্রভৃতি শ্লোকগুলির প্রত্যেকটির ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন বোধে করা হয় নাই ॥২০—২৮॥

যং ভাবং দর্শয়েদ্ যস্য তং ভাবং স তু পশ্যতি।
তঞ্চাবতি স ভূত্বাসৌ তদ্‌গ্রহঃ সমুপৈতি তম্ ॥ ৫৮ ॥ ২৯

অন্বয়ঃ—যস্য (যাঁহার) যং ভাবং (যে পদার্থকে) দর্শয়েৎ (প্রদর্শন করেন) সঃ (তিনি) তং ভাবং (সেই পদার্থকে) তু পশ্যতি (নিশ্চয়ই দেখিয়া থাকেন) অসৌ (আত্মা) সঃ ভূত্বা (সেই পদার্থ হইয়া) তং চ (তাঁহাকে) অবতি (রক্ষা করেন) তদ্‌গ্রহঃ (সেই আত্মাভিনিবেশ) তম্ (তাহাকে) সমুপৈতি (সম্যকরূপে প্রাপ্ত হয়) ॥ ২৯ ॥

অনুবাদঃ—যাঁহার গুরু বা আচার্য্য যে পদার্থ পরমার্থ তত্ত্বরূপে তাঁহাকে প্রদর্শন করেন, সেই শিষ্য বা উপাসক গুরু কর্ত্তৃক প্রদর্শিত সেই পদার্থকে নিশ্চয়ই পরমার্থতত্ত্বরূপে দেখিয়া থাকেন। আত্মা সেই প্রদর্শিত পদার্থের সহিত তাদাত্ম্য প্রাপ্ত হইয়া, সেই উপাসককে রক্ষা করেন; সেই পদার্থ বিষয়ে আত্মাভিনিবেশ সেই উপাসককে সম্যকরূপে প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ তদতিরিক্ত অন্য বিষয়ে উপাসকের প্রবৃত্তিকে রুদ্ধ করেন।

শাঙ্কর-ভাষ্যম্ঃ—কিং বহুনা, প্রাণাদীনাম্ অন্যতমম্ উক্তমনুক্তং বা অন্যং যং ভাবং পদার্থং দর্শয়েৎ যস্যাচার্য্যোঽন্যো বা আপ্ত 'ইদমেব তত্ত্বমিতি', স তং ভাবমাত্মভূতং পশ্যতি "অয়মহমিতি" বা মমেতি বা, তঞ্চ দ্রষ্টারং স ভাবোঽবতি, যো দর্শিতো ভাবঃ, অসৌ স ভূত্বা রক্ষতি, স্বেনাত্মনা সর্ব্বতো নিরুণদ্ধি। তস্মিন্ গ্রহস্তদ্‌গ্রহঃ তদভিনিবেশঃ—'ইদমেব তত্ত্বম্' ইতি, স তং গ্রহীতারমুপৈতি, তস্যাত্মভাবং নিগচ্ছতীত্যর্থঃ ॥ ৫৮ ॥ ২৯

ভাষ্যানুবাদঃ—বহুদৃষ্টান্তের আর কি প্রয়োজন? আচার্য্য কিংবা অন্য কোন তত্ত্বদর্শী যাঁহার নিকট পূর্ব্বোক্ত প্রাণ প্রভৃতির মধ্যে উক্ত যে কোন পদার্থ কিংবা অনুক্ত যে কোন পদার্থ "ইহাই পরমার্থতত্ত্ব" এইরূপে প্রদর্শন

করেন অর্থাৎ উপদেশ করেন, সেই ব্যক্তি সেই পদার্থকে আত্মস্বরূপে দর্শন করেন অর্থাৎ আচার্য্য বা আপ্তপুরুষ কর্ত্তৃক প্রদর্শিত পদার্থই আত্মা এইরূপ বিশ্বাস করেন। এবং আচার্য্য প্রদর্শিত এই পদার্থই আমি আমার এইরূপে আত্মার সহিত সম্বন্ধযুক্ত করিয়া আত্মরূপে গ্রহণ করিয়া থাকেন। অর্থাৎ অভেদে কিংবা ভেদে সেই পদার্থের উপাসনা করেন। আচার্য্য প্রদর্শিত সেই পদার্থ উপাসকের সহিত তাদাত্ম্য প্রাপ্ত হইয়া সেই দ্রষ্টা উপাসককে রক্ষা করেন অর্থাৎ সেই পদার্থে বিশেষ নিষ্ঠা উৎপাদন করিয়া তদতিরিক্ত অন্য পদার্থে উপাসকের প্রবৃত্তিসমূহকে রোধ করেন, স্বীয় আত্মস্বরূপে সাধকের নিষ্ঠা জন্মাইয়া সাধককে সর্ব্বতোভাবে সেই আচার্য্য প্রদর্শিত পদার্থে নিরুদ্ধ করেন। তদ্গ্রহঃ অর্থ —গুরু কর্ত্তৃক উপদিষ্ট সেই পদার্থে গ্রহঃ অর্থাৎ অভিনিবেশ গুরুপ্রদর্শিত পদার্থই পরমার্থতত্ত্ব এইরূপ অভিনিবেশ সেই গ্রহীতা বা উপাসককে প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ তাহার আত্মভাব লাভ করে॥ ২৯॥

এতৈরেষোঽপৃথগ্ভাবৈঃ পৃথগেবেতি লক্ষিতঃ।
এবং যো বেদ তত্ত্বেন কল্পয়েৎ সোঽবিশঙ্কিতঃ॥ ৫৯॥ ৩০

অন্বয় ঃ—এষঃ (এই আত্মা) অপৃথকভাবৈঃ এতৈ (পূর্ব্বোক্ত এই প্রাণাদি পদার্থসমূহের সহিত অপৃথক হইলেও) পৃথকএব (পৃথকরূপেই) ইতি লক্ষিতঃ (অজ্ঞজন কর্ত্তৃক কল্পিত হন)) যঃ (যে বিবেকী) তত্ত্বেন (যথার্থরূপে) এবং (এই প্রকারে) বেদ (জানেন) সঃ (সেই ব্যক্তি) অবিশঙ্কিতঃ (নিঃশঙ্কচিত্তে) কল্পয়েৎ (বেদার্থ কল্পনা করেন)॥ ৩০॥

অনুবাদ ঃ—এই সদ্ঘন চিদ্ঘন আনন্দঘন আত্মা সমস্ত বিকল্পের অধিষ্ঠান স্বরূপ এবং সত্তাস্ফূর্ত্তি প্রদাতা বলিয়া পূর্ব্বোক্ত এই প্রাণাদি পদার্থসমূহের সহিত অপৃথক হইলেও অজ্ঞজন কর্ত্তৃক পৃথকরূপে কল্পিত হইয়া থাকে। যে বিবেকী পুরুষ আত্মার যথার্থস্বরূপ এইরূপে (অর্থাৎ আত্মাতিরিক্ত প্রাণাদি বিকল্পসমূহের কোন বাস্তব সত্তা এবং প্রকাশ নাই; একমাত্র চৈতন্যস্বরূপ আত্মাই নানাবিধ বিকল্পরূপে বিভাত হইতেছেন) জানেন তিনি

নিঃশঙ্কচিত্তে কল্পনা করিয়া থাকেন অর্থাৎ তিনি ব্যবহার কালে অপরের প্রতি নামরূপাত্মক বিকল্পসমূহ প্রয়োগ করিলেও অদ্বৈত আত্মৈকত্বে সর্ব্বদা প্রতিষ্ঠিত থাকেন। কিংবা সেই তত্ত্বজ্ঞানী পুরুষ নিঃশঙ্কচিত্তে বেদবাক্যের যেরূপ ব্যাখ্যা করেন উহাই যথার্থই ব্যাখ্যা হইয়া থাকে ॥ ৩০ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্ ঃ—এতৈঃ প্রাণাদিভিরাত্মনঃ অপৃথকগ্ভূতৈঃ অপৃথগ্ভাবৈরেষ আত্মা রজ্জুরিব সর্পাদিবিকল্পনারূপৈঃ পৃথগেবেতি লক্ষিতোঽভিলক্ষিতো নিশ্চিতো মূঢ়ৈরিত্যর্থঃ। বিবেকিনান্তু রজ্জামিব কল্পিতাঃ সর্পাদয়ো নাত্ম-ব্যতিরেকেণ প্রাণাদয়ঃ সন্তীত্যভিপ্রায়ঃ, "ইদং সর্ব্বং যদয়মাত্মা" ইতি শ্রুতেঃ। এবমাত্মব্যতিরেকেণাসত্ত্বং রজ্জুসর্পাবদাত্মনি কল্পিতানাম্ আত্মানঞ্চ কেবলং ন. ৫.১. যো বেদ তত্ত্বেন শ্রুতিতো যুক্তিতশ্চ, সোঽবিশঙ্কিতো বেদার্থং বিভাগতঃ কল্পয়েৎ কল্পয়তীত্যর্থঃ—'ইদমেবং-পরং বাক্যম্, অদোঽন্যপরম্' ইতি। "নহি অনধ্যাত্মবিদ্ বেদান্ জ্ঞাতুং শক্নোতি তত্ত্বতঃ। নহি অনধ্যাত্মবিদ কশ্চিৎ ক্রিয়াফলমুপাশ্নুতে" ইতি হি মানবং বচনম্ ॥৫৯॥৩০

ভাষ্যানুবাদ ঃ—রজ্জু যেরূপ তাহা হইতে অপৃথক্ সর্পজলধারাদিরূপে বিকল্পিত হইয়া থাকে সেইরূপ এই আত্মা আপনা হইতে অপৃথকভূত প্রাণ-প্রভৃতিরূপে বিভাত হন; কিন্তু মূঢ় ব্যক্তিগণ এই প্রাণাদি বিকল্পসমূহকে সমস্ত জগতের অধিষ্ঠান চৈতন্য স্বরূপ আত্মা হইতে পৃথক বলিয়া নিশ্চিত করিয়া থাকে, কিন্তু বিবেকী পুরুষদিগের ইহাই অভিপ্রায় যে, এই প্রাণ প্রভৃতি বিকল্প সমূহ রজ্জুতে সর্পাদির ন্যায় আত্মা হইতে পৃথক বস্তুরূপে বিদ্যমান নাই, কারণ শ্রুতিই বলিতেছেন, "এই পরিদৃশ্যমান যাহা কিছু তৎ সমস্তই এই আত্মা" এইরূপে রজ্জুসর্পবৎ আত্মাতে কল্পিত প্রাণ প্রভৃতির আত্মা ব্যতীত অসত্তা যিনি জানেন এবং যিনি শ্রুতি ও যুক্তিদ্বারা কেবল নির্ব্বিকল্প আত্মাকে যথার্থ উপলব্ধি করেন তিনি নিঃশঙ্কচিত্তে বেদবাক্যের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন অর্থাৎ তিনি যেরূপভাবে ব্যাখ্যা করেন বেদার্থও ঠিক সেইরূপ হয়। এই বেদবাক্যের অর্থ এইরূপ, অন্য বেদবাক্যের তাৎপর্য্য এইরূপ

ইত্যাদিরূপে ব্যাখ্যা করেন; অর্থাৎ জ্ঞানকাণ্ড সাক্ষাৎ সম্বন্ধে অদ্বৈত তত্ত্ব প্রতিপাদক কর্ম্মকাণ্ড সাধ্যসাধন জ্ঞাপন দ্বারা পরম্পরা ক্রমে অদ্বৈতে পর্য্যবসিত ইত্যাদি। মনু বলেন—যিনি আধ্যাত্মবিদ নহেন তিনি বেদসমূহ যথার্থরূপে জানিতে পারেন না, অধ্যাত্মবিদ্ ব্যতীত অন্য কেহ অগ্নিহোত্রাদি ক্রিয়ার ফল লাভ করিতে সমর্থ হন না ॥৩০॥

স্বপ্ন-মায়ে যথা দৃষ্টে গন্ধর্ব্বনগরং যথা।
তথা বিশ্বমিদং দৃষ্টং বেদান্তেষু বিচক্ষণৈঃ ॥৬০॥৩১

অন্বয়ঃ—যথা (যেরূপ) স্বপ্ন-মায়ে (স্বপ্ন ও মায়া) দৃষ্টে (অসৎ হইয়াও সত্যবৎ দৃষ্ট হয়) যথা (যেরূপ) গন্ধর্ব্বনগরং (আকাশে অকস্মাৎ অসৎ গন্ধর্ব্ব নগর প্রতীয়মান হয়) তথা (সেইরূপ) বেদান্তেষু (বেদান্তসমূহে) বিচক্ষণৈঃ (পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক) ইদং (এই) বিশ্বং (জগৎ) দৃষ্টং (দৃষ্ট হইয়া থাকে) ॥৩১॥

অনুবাদঃ—যেরূপ স্বপ্ন ও মায়া অসৎ হইয়াও সত্যবৎ দৃষ্ট হয়, যেরূপ আকাশে অকস্মাৎ অসত্য গন্ধর্ব্বনগর প্রতীত হয়; বিচক্ষণ তত্ত্বদর্শী ব্যক্তিগণ এই বিশ্বকে সেইরূপ অসৎ বলিয়া মনে করেন ॥৩১॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্ঃ—যদেতৎ দ্বৈতস্য অসত্ত্বমুক্তং যুক্তিতঃ, তদ্বেদান্তপ্রমাণাবগতমিত্যাহ—স্বপ্নশ্চ মায়া চ স্বপ্নমায়ে অসদ্বস্ত্বাত্মিকে অসত্যৌ সদ্বস্ত্বাত্মিকে ইব লক্ষ্যেতে অবিবেকিভিঃ। যথা চ প্রসারিতপণ্যাপণগৃহ-প্রাসাদস্ত্রীপুংজনপদব্যবহারাকীর্ণমিব গন্ধর্ব্বনগরং দৃশ্যমানমেব সৎ অকস্মাদভাবতাং গতং দৃষ্টম্, যথা চ স্বপ্নমায়ে দৃষ্টে অসদ্রূপে, তথা বিশ্বমিদং দ্বৈতং সমস্তমসদ্দৃষ্টম্। ক? ইত্যাহ—বেদান্তেষু "নেহ নানাস্তি কিঞ্চন"; "ইন্দ্রোমায়াভিঃ"। "আত্মৈবেদমগ্র আসীৎ"। "ব্রহ্মৈবেদমগ্র আসীৎ" "দ্বিতীয়াৎ বৈ ভয়ং ভবতি"। "ন তু তদ্দ্বিতীয়মস্তি"। "যত্র তস্য সর্ব্বমাত্মৈবাভূৎ"। ইত্যাদিষু বিচক্ষণৈর্নিপুণতরবস্তুদর্শিভিরেভিঃ পণ্ডিতৈরিত্যর্থঃ। "তমঃশ্বভ্রনিভং দৃষ্টং বর্ষবুদ্বুদসন্নিভম্। নাশপ্রায়ং সুখাদ্ধীনং নাশোত্তরমভাবগম্" ইতি ব্যাসস্মৃতেঃ ॥৬০॥৩১॥

ভাষ্যানুবাদঃ—যুক্তিদ্বারা দ্বৈতের অর্থাৎ জগতের এই যে অসত্যতা উক্ত হইয়াছে তাহা বেদান্ত প্রমাণ হইতে অবগত; ইহাই প্রদর্শন করিবার জন্য বলিতেছেন "স্বপ্নমায়ে" ইত্যাদি। স্বপ্ন এবং মায়া এই দুইটি অসৎরূপা এবং অসদাত্মক স্বপ্ন ও মায়া অবিবেকী ব্যক্তিগণ কর্তৃক সত্য বস্তুর ন্যায় দৃষ্ট হয়। আরও যেরূপ বিস্তৃত পণ্যশালা, গৃহ, প্রাসাদ, স্ত্রী, পুরুষ এবং তাহাদের ব্যবহারযোগ্য গ্রামসমূহ সমাকীর্ণ গন্ধর্ব্বনগর প্রতীয়মান হইয়াই অকস্মাৎ অদৃশ্য হইয়া যায়, যেরূপ স্বপ্ন মায়া এবং গন্ধর্ব্বনগর অসৎরূপে দৃষ্ট হয়, সেইরূপ সমস্ত দ্বৈতরূপ এই বিশ্বও অসৎরূপে দৃষ্ট হইয়া থাকে। কোথায় দৃষ্ট হইয়া থাকে এই প্রশ্নের উত্তরে বলিতেছেন—বেদান্তসমূহে। "এই ব্রহ্মে কোন কিছু নানা নাই" "ঈশ্বর মায়া দ্বারা বহু হন" "এই সমস্ত জগৎ আত্মাই ছিল" "সৃষ্টির পূর্ব্বে এই জগৎ ব্রহ্মই ছিল" "দ্বিতীয় পদার্থ হইতেই ভয় হইয়া থাকে", "দ্বিতীয় ত নাই" সাধকের যে অবস্থায় সমস্তই আত্মস্বরূপ হইয়া যায় তখন দ্রষ্টাদৃশ্যরূপ দ্বৈত থাকে না—এই বেদান্ত বাক্যসমূহে দ্বৈতের মিথ্যাত্বই প্রমাণিত হয়। "বিচক্ষণৈঃ" অর্থ অত্যন্ত নিপুণতার সহিত বস্তুর স্বরূপ দর্শনকারী পণ্ডিতগণ কর্তৃক। ব্যাসদেব রচিত স্মৃতি-তেও উক্ত হইয়াছে অন্ধকারে অবস্থিত রজ্জুরূপ অধিষ্ঠানে ভ্রান্তিবশতঃ প্রতীত ভূছিদ্রের ন্যায়, বৃষ্টির জলে প্রতীয়মান অতীব চঞ্চল বুদ্‌বুদ্‌সদৃশ বর্ত্তমানকালেও নষ্টপ্রায়, সুখরহিত এবং বিনাশের পরই অভাবপ্রাপ্ত এই বিশ্ব বস্তুতঃ অসৎ ॥ ৩১ ॥

ন নিরোধো ন চোৎপত্তির্নবদ্ধো ন চ সাধকঃ।
ন মুমুক্ষু র্ন বৈ মুক্ত ইত্যেষা পরমার্থতা ॥ ৬১ ॥ ৩২

অন্বয়ঃ—ন নিরোধঃ (প্রলয় নাই) ন চ উৎপত্তিঃ (উৎপত্তি নাই) ন বদ্ধঃ (বদ্ধ নাই) ন চ সাধকঃ (সাধক নাই) ন মুমুক্ষুঃ (মুমুক্ষু নাই) ন বৈ মুক্তঃ (কিংবা মুক্তও নাই) ইতি এষা পরমার্থতা (ইহাই পারমার্থিক সত্য) ॥ ৩২ ॥

অনুবাদঃ—শ্রুতি, যুক্তি এবং অনুভূতির দ্বারা দ্বৈতের মিথ্যাত্ব প্রতিপাদিত হইলে একমাত্র অদ্বৈতই পারমার্থিক তত্ত্ব ইহা নিশ্চিত হইয়া থাকে। দ্বৈত মিথ্যাত্ব নির্দ্ধারিত হইবার পর প্রলয়ও থাকে না, উৎপত্তিও থাকে না; না থাকে বদ্ধভাব, না থাকে সাধক; মুমুক্ষুও থাকে না, মুক্তও থাকে না, ইহাই পারমার্থিক সত্য ॥ ৩২ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্ঃ—প্রকরণার্থোপসংহারার্থোঽয়ং শ্লোকঃ—যদা বিতথং দ্বৈতম্, আত্মৈবৈকঃ পরমার্থতঃ সন্, তদিদং নিষ্পন্নং ভবতি—সর্ব্বোঽয়ং লৌকিকো বৈদিকশ্চ ব্যবহারোঽবিদ্যাবিষয় এবেতি। তদা ন নিরোধঃ, নিরোধনং নিরোধঃ প্রলয়ঃ, উৎপত্তিঃ জন্ম, বদ্ধঃ সংসারী জীবঃ, সাধকঃ সাধনবান্ মোক্ষস্য, মুমুক্ষুর্মোচনার্থী, মুক্তঃ—বিমুক্তবন্ধঃ। উৎপত্তি-প্রলয়য়োঽভাবাৎ বন্ধাদয়ো ন সন্তীত্যেষা পরমার্থতা।

কথমুৎপত্তি প্রলয়য়োঃ অভাব ইতি? উচ্যতে—দ্বৈতস্যাস্য অসত্ত্বাৎ "যত্র হি দ্বৈতমিব ভবতি॥" "য ইহ নানেব পশ্যতি।" "আত্মৈবেদং সর্ব্বম্", "ব্রহ্মৈবেদং সর্ব্বম্" "একমেবাদ্বিতীয়ম্", "ইদং সর্ব্বং, যদয়মাত্মা" ইত্যাদিনা দ্বৈতস্যাসত্ত্বং সিদ্ধম্। সতো হ্যুৎপত্তিঃ প্রলয়ো বা স্যাৎ; নাসতঃ শশবিষাণাদেঃ। নাপ্যদ্বৈতমুৎপদ্যতে লীয়তে বা; অদ্বয়ঞ্চ উৎপত্তিপ্রলয়বচ্চেতি বিপ্রতিসিদ্ধম্। যস্ত পুনর্দ্বৈতসংব্যবহারঃ স রজ্জুসর্পবৎ আত্মনি প্রাণাদিলক্ষণঃ কল্পিতঃ ইত্যুক্তম্। ন হি মনোবিকল্পনায়াঃ রজ্জুসর্পাদিলক্ষণায়া রজ্জ্বাং প্রলয় উৎপত্তির্ব্বা, ন চ মনসি রজ্জুসর্পস্যোৎপত্তিঃ প্রলয়ো বা ন চোভয়তো বা। তথা মানসত্বাবিশেষাৎ অদ্বৈতস্য। ন হি নিয়তে মনসি সুষুপ্তে বা দ্বৈতং গৃহ্যতে। অতো মনোবিকল্পনামাত্রং দ্বৈতমিতি সিদ্ধম্। তস্মাৎ সূক্তং দ্বৈতস্যাসত্ত্বাৎ নিরোধাদ্যভাবঃ পরমার্থতেতি।

যদ্যেবং দ্বৈতভাবে শাস্ত্রব্যাপারঃ, নাদ্বৈতে বিরোধাৎ। তথা চ সত্যদ্বৈতস্য বস্তুত্বে প্রমাণাভাবাৎ শূন্যবাদপ্রসঙ্গঃ, দ্বৈতস্য চাভাবাৎ; ন। রজ্জুসর্পাদিবিকল্পনায়া নিরাস্পদত্বে অনুপপত্তিরিতি প্রত্যুক্তমেতৎ কথমুজ্জীবয়সীত্যাহ—

রজ্জুরপি সর্পবিকল্পস্য আস্পদীভূতা বিকল্পিতৈবেতি দৃষ্টান্তানুপপত্তিঃ ; ন ; বিকল্প-নাক্ষয়ে অবিকল্পিতস্য অবিকল্পিতত্বাদেব সত্বোপপত্তেঃ। রজ্জুসর্পবৎ অসত্বমিতি চেৎ ; ন, একান্তেনাবিকল্পিতত্বাৎ অবিকল্পিতরজ্জ্বংশবৎ প্রাক্ সর্পাভাববিজ্ঞানাৎ বিকল্পয়িতুশ্চ প্রাক্ বিকল্পনোৎপত্তেঃ সিদ্ধত্বাভ্যুপগমাদেব অসত্বানুপপত্তিঃ।

কথং পুনঃ স্বরূপে ব্যাপারাভাবে শাস্ত্রস্য দ্বৈতবিজ্ঞাননিবর্ত্তকত্বম্? নৈষ দোষঃ, রজ্জ্বাং সর্পাদিবৎ আত্মনি দ্বৈতস্য অবিদ্যাধ্যস্তত্বাৎ ; 'কথং সুখ্যহং দুঃখী মূঢ়ো জাতো মৃতো জীর্ণো দেহবান্ পশ্যামি ব্যক্তাব্যাক্তঃ কর্ত্তা ফলী সংযুক্তো বিযুক্তঃ ক্ষীণো বৃদ্ধোহং মমৈতৎ', ইত্যেবমাদয়ঃ সর্ব্বে আত্মনি অধ্যারোপ্যন্তে। আত্মা এতেষ্বনুগতঃ সর্ব্বত্রাব্যভিচারাৎ, যথা সর্পধারাদিভেদেষু রজ্জুঃ। যদা চৈবং বিশেষ্যস্বরূপ-প্রত্যয়স্য সিদ্ধত্বান্ন কর্ত্তব্যত্বং শাস্ত্রেণ ; অকৃতকর্তৃচ শাস্ত্রং কৃতানুকারিত্বে অপ্রমাণম্। যতঃ অবিদ্যাধ্যারোপিতঃ সুখিত্বাদিবিশেষ-প্রতিবন্ধাদেব আত্মনঃ স্বরূপেণ অনবস্থানম্, স্বরূপাবস্থানঞ্চ শ্রেয় ইতি সুখিত্বাদি-নিবর্ত্তকং শাস্ত্রম্ আত্মনি অসুখিত্বাদিপ্রত্যয়করণেন নেতি নেত্যস্থূলাদি-বাক্যৈঃ আত্মস্বরূপবৎ অসুখিত্বাদিরপি সুখিত্বাদিভেদেষু নানুবৃত্তোহস্তি ধর্ম্মঃ। যদ্যনুবৃত্তঃ স্যাৎ, নাধ্যারোপ্যেত, সুখিত্বাদিলক্ষণে বিশেষঃ ; যথা উষ্ণত্বগুণ-বিশেষবতি অগ্নৌ শীততা, তস্মাৎ নির্ব্বিশেষ এবাত্মনি সুখিত্বাদয়ো বিশেষাঃ কল্পিতাঃ। যত্তু অসুখিত্বাদিশাস্ত্রমাত্মনঃ, তৎ সুখিত্বাদিবিশেষনিবৃত্ত্যর্থমেবেতি সিদ্ধম্। "সিদ্ধন্তু নিবর্ত্তকত্বাৎ" ইত্যাগমবিদাং সূত্রম্॥ ৬১॥ ৩২

ভাষ্যানুবাদঃ—বৈতথ্য প্রকরণের উপসংহারের নিমিত্ত এই শ্লোক কথিত হইতেছে। যখন দ্বৈত মিথ্যা এবং আত্মাই একমাত্র সত্যবস্তু বলিয়া সাক্ষাৎ উপলব্ধি হয় তখন এইরূপ হইয়া থাকে সমস্ত লৌকিক এবং বৈদিক ব্যবহার অবিদ্যার বিষয়ীভূত অর্থাৎ 'অজ্ঞান কল্পিত বলিয়া অনুভূত হয়, তখন নিরোধ থাকে না। নিরোধ অর্থ নিরোধন অর্থাৎ প্রলয়, উৎপত্তি অর্থ সৃষ্টি বা জন্ম, 'বদ্ধ' অর্থ সংসারী জীব, সাধক অর্থ মোক্ষপোযোগী সাধন-সম্পন্ন ব্যক্তি, মুমুক্ষু অর্থাৎ মোক্ষার্থী মুক্ত অর্থ বন্ধন বিমুক্ত। উৎপত্তি ও

প্রলয়ের অভাবহেতু বদ্ধ, মুক্ত, সাধক, মুমুক্ষু কেহই থাকে না। ইহাই পরমার্থতত্ত্ব।

উৎপত্তি প্রলয়ের অভাব কেন হয়? তাহা বলা হইতেছে দ্বৈতের অসত্তাহেতু দ্বৈতের বাস্তব সত্তা নাই বলিয়া উৎপত্তি প্রলয়ের অভাব হইয়া থাকে। "যে অবস্থায় দ্বৈতের ন্যায় হয়" "যিনি এই ব্রহ্মে নানার ন্যায় দর্শন করেন", "এই সমস্তই আত্মা" "এই সমস্ত ব্রহ্মই" "এক অদ্বিতীয়" "এই যাহা কিছু তৎসমস্তই আত্মা" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য হইতে দ্বৈতের অসত্যত্ব প্রমাণিত হয়। এই যে উৎপত্তি প্রলয়, ইহা কি দ্বৈতের কিংবা অদ্বৈতের? পূর্ব্বেই দ্বৈতের কল্পিতত্ব অসত্ত্ব প্রমাণিত হওয়ায় শশশৃঙ্গের ন্যায় অসৎ দ্বৈতের কখন কখন উৎপত্তি প্রলয় হইতে পারে না; ভাব পদার্থেরই উৎপত্তি প্রলয় হইয়া থাকে। আবার অদ্বৈত বস্তু উৎপন্নও হয় না কিংবা বিলীন হয় না; অদ্বৈত অথচ উৎপত্তি প্রলয়বিশিষ্ট এইরূপ উক্তি পরস্পরবিরুদ্ধ। যদি কেহ বলেন যে অদ্বৈতব্রহ্মবাদী যখন ব্যবহারিক দ্বৈত স্বীকার করেন তখন সেই ব্যবহারিক দ্বৈতের উৎপত্তি প্রলয় হউক। ইহার উত্তরে বলা হইতেছে পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে প্রাণ প্রভৃতি এই যে ব্যবহারিক দ্বৈত ইহা রজ্জুসর্পবৎ আত্মাতে কল্পিত; রজ্জুতে মনঃকল্পিত রজ্জুসর্পের উৎপত্তি প্রলয় ত দৃষ্ট হয় না; কিম্বা মনেতে রজ্জুসর্পের উৎপত্তি প্রলয় হয় না কিংবা উভয়ত্রও হয় না। সেইরূপ এই ব্যবহারিক দ্বৈত ও মনঃকল্পনামাত্র মানসিকত্ব উভয়েতেই সমান। আরও দেখ সমাধি এবং সুষুপ্তিতে দ্বৈত উপলব্ধই হয় না; অতএব দ্বৈত যে শুধু মনঃকল্পনামাত্র ইহাই প্রমাণিত হইল। সুতরাং দ্বৈতের অসত্ত্বহেতু প্রলয় প্রভৃতির অভাবই যে পরমার্থতা বলা হইয়াছে তাহা সুসঙ্গতই হইয়াছে। ব্যবহারিক দ্বৈত তত্ত্বতঃ উৎপত্তি প্রলয়বিশিষ্ট হইতে পারে না কারণ উহা কল্পিত, যেমন রজ্জু-সর্প। রজ্জুসর্পের উৎপত্তি প্রলয় কি রজ্জুতে হয় কিংবা মনে হয় অথবা রজ্জু এবং মন এই উভয়েতেই হয়? রজ্জুতে যদি যথার্থতঃ রজ্জুসর্পের

উৎপত্তি প্রলয় হইত তাহা হইলে সকলেই তাহা দর্শন করিত; কিন্তু তাহা ত হয় না যাহার ভ্রান্তি হয় শুধু সেই ব্যক্তিই রজ্জুতে সর্প দেখিয়া থাকে। আবার মনেতে যদি রজ্জুসর্পের উৎপত্তি প্রলয় হইত তাহা হইলে বাহিরে রজ্জুসর্পের অনুভূতি হইত না। মন এবং রজ্জু এই উভয়েতেও রজ্জুসর্পের উৎপত্তি প্রলয় হইতে পারে না কারণ একটি পদার্থের উৎপত্তি প্রলয়ের আধার দুইটি বস্তু হইতে পারে না।

প্রলয়াদির অভাবই পরমার্থতা এইরূপে কেবল অভাব প্রতিপাদনেই যদি শাস্ত্র ব্যাপৃত থাকে, এবং অদ্বৈত প্রতিপাদনে প্রযত্নশীল না হয়, তাহা হইলে ভাব এবং অভাব পরস্পরবিরোধী বলিয়া অদ্বৈত অপ্রামাণিক হইয়া পড়ে, কারণ শাস্ত্রে কেবল দ্বৈতের অভাব প্রতিপাদনেই ব্যাপৃত; অদ্বৈতের সত্তারূপ ভাব প্রতিপাদনে ব্যাপৃত না থাকায় অদ্বৈত সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় প্রমাণের অভাব হেতু অদ্বৈত অপ্রামাণিক হয়। এইরূপ হইলে অদ্বৈতের বস্তুত্ব অর্থাৎ সত্যত্ব সম্বন্ধে প্রমাণ না থাকায় শূন্যবাদই স্বীকার করিতে হয়, কারণ শাস্ত্র দ্বৈতের অভাব প্রতিপাদন করেন এবং অদ্বৈতের সত্যতা প্রতিপাদন করেন না, সুতরাং দ্বৈত এবং অদ্বৈত উভয়েই অসৎ হইলে শূন্যবাদই স্বীকার করিতে হয়—ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, না; অপ্রামাণিক শূন্যবাদ স্বীকার করিতে হয় না, কারণ রজ্জুসর্পাদি বিকল্পসমূহের নিরাস্পদত্ব যুক্তিযুক্ত হয় না, রজ্জুতেই সর্পাদি কল্পিত হইয়া থাকে; সমস্ত আরোপিত পদার্থেরই একটি আধার বা অধিষ্ঠান থাকে, নিরধিষ্ঠান ভ্রম বা বিকল্পনা কখনও হয় না; সুতরাং মনঃকল্পিত দ্বৈতের নিশ্চয়ই অধিষ্ঠান আছে এবং সেই অধিষ্ঠানই হইতেছে অদ্বৈত। পূর্ব্বোক্ত শঙ্কা ওঁকার প্রকরণে পূর্ব্বেই নিরাকৃত হইয়াছে সুতরাং এক্ষণে সেই নিরাকৃত শঙ্কার পুনরায় উত্থাপন কেন করিতেছ?

শূন্যবাদী পুনরায় শঙ্কা উঠাইতেছে—আচ্ছা তুমি যে সর্পরূপ বিকল্পের অধিষ্ঠান রজ্জু এই দৃষ্টান্ত দ্বারা সমস্ত দ্বৈত-কল্পনার অধিষ্ঠান অদ্বৈতের

সত্যতা প্রমাণ করিতেছ, তোমার ঐ রজ্জুসর্প দৃষ্টান্তটীই অসিদ্ধ কারণ তোমার মতে রজ্জুও কল্পিত পদার্থ সুতরাং কল্পিত রজ্জু কল্পিত সর্পের অধিষ্ঠান হইতে পারে না। ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন—না, এরূপ আপত্তি হইতে পারে না, কারণ স্বমতসম্মত পদার্থ দ্বারাই যে দৃষ্টান্ত দিতে হইবে এরূপ কোন নিয়ম নাই, অপরকে বুঝাইবার নিমিত্ত লোক-প্রসিদ্ধিকে অবলম্বন করিয়া দৃষ্টান্ত প্রদত্ত হইয়া থাকে। লোকে দেখা যায় যাহা অকল্পিত তাহাতে বিকল্পনা বা ভ্রমবুদ্ধির উদয় হইলে সেই বিকল্পনা বা ভ্রমবুদ্ধি যখন নষ্ট বা বাধিত হইয়া যায় তখন সেই অকল্পিত পদার্থ অকল্পিতত্বরূপেই বিদ্যমান থাকা হেতু তাহার সত্যতা প্রমাণিত হয়, সেইরূপ সমস্ত দ্বৈতকল্পনা বাধিত বা নিষিদ্ধ হইলে দ্বৈতপ্রপঞ্চ নিষেধের অবধিরূপে, দ্বৈত প্রপঞ্চ নিষেধের সাক্ষীরূপে, নিত্যস্বপ্রকাশ আত্মচৈতন্যের সত্তাহেতু শূন্যবাদ স্বীকৃত হইতে পারে না। শূন্যবাদী পুনরায় বলিতেছেন "অদ্বৈতঃ মিথ্যা কল্পিতত্বাৎ রজ্জুসর্পবৎ।" অদ্বৈত কল্পিত হওয়া হেতু রজ্জু-সর্পবৎ মিথ্যা। শূন্যবাদীর এই আশঙ্কার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, না এইরূপ হইতে পারে না, কারণ রজ্জুসর্পের অসত্ত্ব বিষয়ে ভ্রান্তিই কারণ, কিন্তু চৈতন্যস্বরূপ আত্মা ভ্রমের সাক্ষী বলিয়া কখন ভ্রমের বিষয় হইতে পারে না, সমস্ত কল্পনার সাক্ষিত্ব হেতু আত্মা সর্ব্বদা নিশ্চিতরূপে ভ্রমের অবিষয় সুতরাং আত্মা কখনও অসত্য হইতে পারে না, সুতরাং ভ্রমকল্পিতত্বরূপ যে হেতুদ্বারা অদ্বৈতের অসত্ত্ব প্রতিপাদন করিতেছিলে সেই হেতুটী অনৈ-কান্তিক, সুতরাং অদ্বৈত সর্ব্বতোভাবে অবিকল্পিত; ইহা রজ্জুসর্প নহে, এইরূপে রজ্জুতে সর্পাভাব জ্ঞানপূর্ব্বক সম্মুখস্থিত রজ্জুতে রজ্জুত্ব নিশ্চয় হইবার পূর্ব্বে প্রামাণিকত্বের অভাব সত্ত্বেও অজ্ঞাত রজ্জু স্বীকৃত হইয়া থাকে, সেইরূপ প্রামাণিকত্বের অভাব হইলেও আত্মা সর্ব্বদা সৎরূপে অবস্থান করেন। রজ্জুতে সর্পাভাব জ্ঞানের পূর্ব্বে রজ্জু যেরূপ অকল্পিত সেইরূপ আত্মাও রজ্জুর ন্যায় অকল্পিত। "অয়ং সর্পঃ" ইহা সর্প, রজ্জুতে এই যে জ্ঞান

হয়, ঐ জ্ঞানের দুইটি অংশ আছে একটি "ইহা" এই শব্দবাক্য রজ্জুর সামান্য জ্ঞান এবং সর্প এই শব্দবাচ্য সর্পের বিশেষ জ্ঞান, এই দুইটি জ্ঞান মিলিত হইয়া "ইহা সর্প" এই জ্ঞান হয়, এই জ্ঞানে 'ইহা' পদবাচ্য রজ্জ্বংশ অবিকল্পিত কারণ সর্পজ্ঞানের বাধ হইলেও রজ্জুজ্ঞানের বাধ হয় না, সেই রজ্জ্বংশের ন্যায় অদ্বৈত সর্ব্বদা অবিকল্পিত। আরও বিকল্প কল্পনা করেন সেই বিকল্পয়িতার অকল্পিত সত্তা কল্পনার পূর্ব্বে সিদ্ধ ইহা স্বীকার করিতে হইবে, সুতরাং অদ্বৈতের অসত্ত্ব বা শূন্যবাদ কখনই সম্ভবপর নহে।

সৎস্বরূপ চৈতন্যস্বরূপ আত্মা দ্বৈতভ্রমের অধিষ্ঠান হেতু, সমস্ত প্রপঞ্চ নিষেধের সাক্ষী বলিয়া, এবং দ্বৈতভ্রমের উৎপত্তির পূর্ব্বে আত্মসত্তা অকল্পিত ও স্বতঃসিদ্ধ হওয়ায় শূন্যবাদ অপ্রামাণিক, ইহা উক্ত হইয়াছে। এক্ষণে প্রশ্ন হইতেছে, শাস্ত্র যখন সাক্ষাৎ সম্বন্ধে আত্মস্বরূপ প্রতিপাদন করিতে ব্যাপৃত হয় না তখন শাস্ত্র কি প্রকারে দ্বৈতবিজ্ঞানের নিবর্ত্তক হইতে পারে? কারণ ব্রহ্মাত্মৈক্য জ্ঞানই শুধু দ্বৈতবিজ্ঞানের নিবর্ত্তক, কিন্তু শাস্ত্র যখন সাক্ষাৎ সম্বন্ধে অদ্বৈত তত্ত্ব প্রমাণ করিতে ব্যাপৃত হয় না, তখন উহা কি প্রকারে দ্বৈত বিজ্ঞানের নিবর্ত্তক হইবে? না, ইহাতে দোষ হয় না, কারণ রজ্জুতে সর্পাদির ন্যায় আত্মাতে অবিদ্যা দ্বারা দ্বৈত অধ্যস্ত বা আরোপিত হইয়াছে। কি প্রকারে? 'আমি সুখী, দুঃখী, মূঢ়, জাত, মৃত, জীর্ণ, দেহবান', 'আমি দর্শন করি, ব্যক্ত, অব্যক্ত, কর্ত্তা, ভোক্তা, সংযুক্ত, বিযুক্ত, ক্ষীণ, আমি বৃদ্ধ, এই সব আমার' ইত্যাদি প্রকার দ্বৈত ভাবসমূহ অবিদ্যা দ্বারা আত্মাতে আরোপিত হইয়া থাকে। আত্মা এই আরোপিত দ্বৈত ভাবসমূহে সর্ব্বত্র অনুগত থাকেন, কারণ তাঁহার কোথাও ব্যভিচার বা অভাব নাই যেমন সর্প জলধারা প্রভৃতিতে রজ্জু অনুগত থাকে, ঠিক সেইরূপ। যখন এইরূপই নিয়ম অর্থাৎ আত্মা স্বতঃ স্বপ্রকাশ, নির্বিকল্প হইলেও অবিদ্যা দ্বারা আরোপিত সুখিত্বাদি বিশেষণ বিশিষ্টের ন্যায় প্রতীত হইয়া থাকেন, সুতরাং আত্মাতে আরোপিত দ্বৈতরূপ সুখীত্বাদি বিশেষণসমূহ নিষেধ করাই

শাস্ত্রের কর্ত্তব্য বিশেষ্যরূপ আত্মার স্বরূপ জ্ঞান প্রতিপাদন করা শাস্ত্রের কর্ত্তব্য নহে, কারণ আত্মা স্বরূপতঃ পূর্ব্ব হইতেই সিদ্ধ আছে "অজ্ঞাত-জ্ঞাপকং শাস্ত্রং" শাস্ত্র অজ্ঞাত-জ্ঞাপক, সেই শাস্ত্র যদি বিজ্ঞান বিষয়ের জ্ঞাপক হয় তাহা হইলে উহা প্রমাণ হয় না। আত্মার স্বরূপাবস্থানের প্রতি-বন্ধক হইতেছে অবিদ্যা দ্বারা আত্মাতে আরোপিত সুখিত্বাদি বিশেষ বিশেষ ভাবসমূহ। দ্বৈত নিষেধমূলক শাস্ত্রদ্বারা যখন উক্ত প্রতিবন্ধকসমূহ দূরীভূত হয় তখন স্বরূপে অবস্থান হয়, উহাই পরম শ্রেয়ঃ।

দ্বৈতনিবর্ত্তক শাস্ত্র নেতি নেতি "অস্থূলং" ইত্যাদি বাক্যদ্বারা নিষেধমুখে স্বপ্রকাশ চৈতন্যস্বরূপ আত্মাতে কল্পিত সুখিত্ব প্রভৃতি ধর্ম্ম অসুখিত্বাদির প্রতীতি উৎপন্ন করিয়া নিরসন করিয়াছেন। সৎস্বরূপ চৈতন্যস্বরূপ আত্মা যেরূপ সুখিত্ব প্রভৃতি সমস্ত ধর্ম্ম সমূহে অনুস্যূত রহিয়াছেন সেইরূপ অসুখিত্বাদি ধর্ম্ম আত্মবৎ সর্ব্বত্র অনুস্যূত নাই। যদি উক্ত অসুখিত্বাদি ধর্ম্ম সর্ব্বত্র অনুগত হইত তাহা হইলে সুখিত্বাদি অধ্যারোপিত বা কল্পিত হইতনা তাহা হইলে ভ্রমেরই উপপত্তি হইতনা। উক্ত সুখিত্বাদি ধর্ম্মসমূহ ভ্রমকল্পিত বলিয়া শাস্ত্র নিষেধ মুখে উহাদিগকে নিরসন করিয়াছেন। উষ্ণত্বগুণযুক্ত অগ্নিতে যেরূপ শীতলতা আরোপিত হইতে পারেনা সেইরূপ অসুখিত্বাদি রূপে প্রকাশমান আত্মা সৎস্বরূপ, আত্মাতে সুখিত্বাদি ধর্ম্মসমূহ আত্মধর্ম্মরূপে বিদ্যমান থাকিতে পারেনা; সেই হেতু নির্ব্বিশেষ আত্মাতে সুখিত্ব প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ ধর্ম্মসমূহ কল্পিত হইয়াছে। আর এই যে অস্থূলাদি নিষেধ বাচক-শাস্ত্র উহা আত্মাতে কল্পিত সুখিত্বাদি বিশেষ বিশেষ ধর্ম্মসমূহকে নিবৃত্ত বা নিষিদ্ধ করিয়াই সার্থক হইয়াছে। আত্মবিৎ দ্রাবিড়াচার্য বলেন অস্থূলাদি বাক্যসমূহ আত্মাতে অধ্যস্ত দ্বৈত কল্পনার নিবর্ত্তক হওয়ায় প্রামাণিক ॥ ৩২ ॥

ভাবৈরসদ্ভিরেবায়মদ্বয়েন চ কল্পিতঃ।
ভাবা অপ্যদ্বয়েনৈব তস্মাদদ্বয়তা শিবা ॥ ৬২ ॥ ৩৩

অন্বয়ঃ—অয়ম্ (এই আত্মা) এব (নিশ্চয়ই) অসদ্ভিঃ ভাবৈঃ (অসৎ প্রাণাদিরূপে পদার্থরূপে) অদ্বয়েন চ (এবং অদ্বিতীয়রূপে) কল্পিতঃ (অজ্ঞজন কর্ত্তৃক কল্পিত হইয়া থাকেন) ভাবাঃ অপি (অসৎ প্রাণাদি পদার্থসমূহ) অদ্বয়েন (অদ্বয়রূপে) তস্মাৎ (সেই হেতু) অদ্বয়তা (অদ্বৈত) শিবা (কল্যাণময়ী) ॥ ৩৩ ॥

অনুবাদঃ—এই সৎস্বরূপ চৈতন্যস্বরূপ আত্মা মূঢ়জন কর্ত্তৃক অসৎ প্রাণাদি পদার্থরূপে এবং স্বীয় অদ্বয়স্বরূপ রূপে কল্পিত হইয়া থাকেন; অসৎ প্রাণাদি পদার্থসমূহও সমস্ত কল্পনার অধিষ্ঠান সচ্চিৎসুখাত্মক সর্ব্বত্র অনুগত এক অদ্বিতীয় আত্মার সহিত তাদাত্ম্যপ্রাপ্ত হইয়া অদ্বয়রূপে অর্থাৎ সৎরূপে কল্পিত হইয়া থাকে, অতএব অদ্বৈতই পরমকল্যাণ স্বরূপ ॥ ৩৩ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্ঃ—পূর্ব্বশ্লোকার্থস্য হেতুমাহ—যথা রজ্জ্বামসদ্ভিঃ সর্পধারাদি-ভিরদ্বয়েন রজ্জুদ্রব্যেণ সতা অয়ং সর্পঃ, ইয়ং ধারা, দণ্ডোঽয়ম্ ইতি বা রজ্জুদ্রব্যমেব কল্পতে। এবং প্রাণাদিভিরনন্তৈঃ অসদ্ভিরেবাবিদ্যমানৈঃ, ন পরমার্থতঃ। ন হি অপ্রচলিতে মনসি কশ্চিদ্ভাব উপলক্ষয়িতুং শক্যতে কেনচিৎ। ন চাত্মনঃ প্রচলনমস্তি। প্রচলিতস্যৈবোপলভ্যমানা ভাবা ন পরমার্থতঃ সন্তঃ কল্পয়িতুং শক্যাঃ। অতোঽসদ্ভিরেব প্রাণাদিভির্ভাবৈরদ্বয়েন চ পরমার্থসতা আত্মনা রজ্জুবৎ সর্ব্ববিকল্পাস্পদভূতেন অয়ং স্বয়মেব আত্মা কল্পিতঃ সদৈকস্বভাবোঽপি সন্। তে চাপি প্রাণাদিভাবা অদ্বয়েনৈব সতা আত্মনা বিকল্পিতাঃ; ন হি নিরাস্পদা কাচিৎ কল্পনা উলপভ্যতে। অতঃ সর্ব্বকল্পনাস্পদত্বাৎ স্বেনাত্মনা অদ্বয়স্য অব্যভিচারাৎ কল্পনাবস্থায়ামপি অদ্বয়তা শিবা; কল্পনা এব তু অশিবাঃ, রজ্জু-সর্পাদিবৎ ত্রাসাদিকারিণ্যোঽহিতাঃ। অদ্বয়তা অভয়া; অতঃ সৈব শিবা ॥ ৬২ ॥ ৩৩

ভাষ্যানুবাদঃ—পূর্ব্বোক্ত শ্লোকে প্রতিপাদিত বস্তু সম্বন্ধে হেতু প্রদর্শিত হইতেছে রজ্জুতে 'ইহা সর্প' 'ইহা জলধারা' 'ইহা দণ্ড' এইরূপে অসৎ সর্পধারাদিরূপে এবং "ইহা" এই পদদ্বারা উপলক্ষিত সর্পধারাদি বিহীন কেবল রজ্জুরূপে বিদ্যমান রজ্জু এই উভয়রূপে একই রজ্জু দ্রব্য যেমন কল্পিত হইয়া

থাকে, সেইরূপ বাস্তব সত্তাহীন প্রাণ প্রভৃতি অনন্ত অসৎ পদার্থরূপে এবং পরমার্থ সৎস্বরূপ সমস্ত ভ্রম সমস্ত কল্পনার অধিষ্ঠান আত্মারূপে স্বয়ং আত্মাই সর্পাদি বিকল্প সমূহের অধিষ্ঠান রজ্জুর ন্যায় কল্পিত হইয়া থাকেন। প্রাণ প্রভৃতি পদার্থ সমূহের পারমার্থিক সত্তা নাই, কারণ স্পন্দিত না হইলে কেহ কেহ কোন পদার্থ উপলব্ধি করিতে সমর্থ হয়না সুতরাং প্রাণ প্রভৃতি পদার্থ সমূহ মনঃস্পন্দন মাত্র; আরও মনঃ স্পন্দিত পদার্থসমূহের প্রতীতি স্বপ্নবৎ মিথ্যা সেই হেতু প্রাণ প্রভৃতি অনন্ত পদার্থসমূহ অসৎ, তাহাদের প্রাতীতিক সত্তা ব্যতীত কোন পারমার্থিক সত্তা নাই। চৈতন্যস্বরূপ আকাশবৎ সর্ব্বব্যাপী আত্মার কোন প্রকার চলন বা স্পন্দন নাই। অতএব মনঃ স্পন্দিত পদার্থসমূহই যখন উপলভ্যমান হইয়া থাকে, তখন তাহারা যে পরমার্থতঃ বিদ্যমান রহিয়াছে তাহা কল্পনা করিতে পারা যায়না। সুতরাং অসৎ প্রাণাদি পদার্থরূপে এবং অদ্বয় আত্মারূপে সমস্ত বিকল্পের অধিষ্ঠানভূত এই আত্মা স্বয়ংই রজ্জুবৎ হইয়া থাকেন, অবিদ্যাবশতঃই এই আত্মা এইরূপে কল্পিত হন; স্বভাবতঃ নহে। স্বভাবতঃ আত্মা সর্ব্বদাই এক অদ্বিতীয়, অখণ্ডৈকরস কিন্তু আত্মা এক হইলেও সেই প্রাণাদি পদার্থসমূহ অদ্বয়, সৎ আত্মারূপে বিকল্পিত হইয়া থাকে। অধিষ্ঠান স্বরূপ আত্মার সত্তা এবং প্রকাশে অসৎ প্রাণাদি পদার্থসমূহ সৎ বলিয়া প্রতীত হয় মাত্র। কোন কল্পনা কোন ভ্রম নিরাস্পদ অর্থাৎ নিরাশ্রয় হইতে দেখা যায়না। অতএব সমস্ত কল্পনার অধিষ্ঠান হেতু, এবং কল্পনাবস্থায়ও স্বীয় আত্মস্বরূপ অদ্বয়তার ব্যভিচার বা অভাব হয়না বলিয়া এই অদ্বয়তাই মঙ্গলস্বরূপ এবং কল্পনাই অমঙ্গল কারণ সেই প্রাণাদি কল্পনা-সমূহ রজ্জুতে কল্পিত সর্পাদির ন্যায় ত্রাস প্রভৃতির কারণ হইয়া থাকে, কিন্তু অদ্বয়তা অভয়স্বরূপ, সেই হেতু উহা শিবা বা মঙ্গলময়ী ॥ ৩৩ ॥

নাত্মভাবেন নানেদংন স্বেনাপি কথঞ্চন।

ন পৃথঙ্ নাপৃথক্ কিঞ্চিদিতি তত্ত্ববিদো বিদুঃ ॥ ৬৩ ॥ ৩৪

অন্বয়ঃ—নানা (বিবিধ নামরূপে প্রতীয়মান) ইদং (এই জগৎ) আত্মভাবেন (আত্মরূপে) ন (সৎ নহে) স্বেন অপি (স্বীয় স্বরূপেও) কথঞ্চন ন (কোন প্রকারেই সৎ নহে) কিঞ্চিৎ (কিছুই) পৃথক ন (আত্মা হইতে পৃথক নাই) ন অপৃথক (আত্মা হইতে অপৃথক নাই) তত্ত্ববিদঃ (তত্ত্বদর্শিগণ) ইতি (এইরূপে) বিদুঃ (জানেন) ॥ ৩৪ ॥

অনুবাদঃ—বিবিধ নামরূপে প্রতীয়মান এই জগৎ স্বপ্রকাশ চৈতন্যস্বরূপ আত্মরূপে সৎ নহে এবং স্বীয়রূপে অর্থাৎ জগৎরূপেও সৎ নহে। কোন কিছুই আত্মা হইতে পৃথক নহে কিংবা অপৃথকও নহে, তত্ত্বদর্শিগণ এইরূপই জানেন ॥ ৩৪ ॥

এই যে নানাময়ী বিশ্বরচনা ইহা কি আত্মার সহিত অভিন্ন কিংবা ইহা আত্মা হইতে কোন স্বতন্ত্র বস্তু? নানা পদার্থপূর্ণ এই দ্বৈতজগৎ আত্মার সহিত অভিন্ন হইতে পারেনা; কারণ আত্মা চৈতন্যস্বরূপ আর জগৎ জড়, আলোক ও অন্ধকারের ন্যায় জড় ও চৈতন্যের অভেদ সম্ভবপর নহে; এই দ্বৈত জগৎ যদি সর্ব্ববিধ ভেদরহিত আত্মার সহিত অভিন্ন হইত তাহা হইলে দ্বৈত জগতে নানাত্ব থাকিতনা। আবার এই জগতের যদি স্বতন্ত্র পারমার্থিক সত্তা থাকিত, তাহা হইলে উহাতো একেবারে আত্মাই হইয়া যাইত। সেই হেতু এই জগৎ আত্মা হইতে ভিন্নও নহে অভিন্নও নহে।

শাঙ্কর-ভাষ্যম্ঃ—কুতশ্চাদ্বয়তা শিবা? নানাভূতং পৃথক্ত্বম্ অন্যস্য অন্যস্মাৎ যত্র দৃষ্টং তত্রাশিবং ভবেৎ। ন হ্যত্রাদ্বয়ে পরমার্থসত্যাত্মনি প্রাণাদিসংসারজাতমিদং জগদাত্মভাবেন পরমার্থস্বরূপেন নিরূপ্যমাণং নানা-বস্ত্বন্তরভূতং ভবতি; যথারজ্জুস্বরূপেণ প্রকাশেন নিরূপ্যমাণো ন নানাভূতঃ কল্পিতঃ সর্পোঽস্তি তদ্বৎ। নাপি-স্বেন প্রাণাদ্যাত্মনা ইদং বিদ্যতে কদাচিদপি, রজ্জুসর্পবৎ কল্পিতত্বাদেব। তথা অন্যোন্যং ন পৃথক্ প্রাণাদি বস্তু; যথা অশ্বান্মহিষঃ পৃথগ্ বিদ্যতে, এবম্। অতঃ অসত্ত্বাৎ নাপি অপৃথগ্ বিদ্যতে-

হ্যন্যোন্যং পরেণ বা কিঞ্চিদিতি। এবং পরমার্থতত্ত্বমাত্মবিদো ব্রাহ্মণা বিদুঃ। অতঃ অশিবহেতুত্বাভাবাৎ অদ্বয়তৈব শিবেত্যভিপ্রায়ঃ॥ ৬৩॥ ৩৪

ভাষ্যানুবাদ :—অদ্বয়তা মঙ্গলস্বরূপ কেন? যেখানে একবস্তু অন্যবস্তু হইতে নানা অর্থাৎ পৃথক দৃষ্ট হয়। যেমন মনুষ্যাদি হইতে পৃথক ব্যাঘ্র সর্পাদি। সেইখানে অমঙ্গল হইয়া থাকে তাহাই ভয়ের কারণ হয়, কিন্তু অদ্বিতীয় আত্মাতে কোন ভয়ের কারণ নাই। এই অদ্বিতীয় পরমার্থ সত্যস্বরূপ আত্মাতে প্রাণ প্রভৃতি সংসার সমূহরূপ এই যে অধ্যস্ত বা কল্পিত জগৎ, এই কল্পিত জগৎকে ইহার অধিষ্ঠানভূত পরমার্থ সত্যস্বরূপ আত্মরূপে যদি নিরূপণ করা যায়, তাহা হইলে এই কল্পিত জগৎ অসৎ হইয়া যাওয়ায় নানা বা পৃথক একটি বস্তুরূপে প্রতীত হয়না। যেমন রজ্জুতে কল্পিত সর্প প্রদীপ প্রকাশের দ্বারা তাহার অধিষ্ঠানভূত রজ্জুরূপে নিরূপিত হইলে সেই কল্পিত সর্প একটি পৃথক বস্তুরূপে থাকেনা, ঠিক সেইরূপ। আরও এই জগৎ রজ্জুসর্পের ন্যায় কল্পিত হওয়া হেতু ইহা কখনও অর্থাৎ কল্পনাবস্থায় এবং কল্পনার পূর্ব্বে ও পরে বিদ্যমান নাই। যেরূপ অশ্ব হইতে মহিষ পৃথকরূপে বিদ্যমান থাকে, সেইরূপ প্রাণাদি পদার্থ সমূহ পরস্পর পরস্পর হইতে পৃথক্‌রূপে বিদ্যমান নাই, কারণ তাহারা সমস্তই কল্পিত, তাহাদের আত্মাতিরিক্ত পৃথক সত্তা নাই। অতএব পূর্ব্বোক্ত যুক্তিদ্বারা দ্বৈতের অসত্যতা প্রতিপাদিত হওয়ায় প্রাণ প্রভৃতি পদার্থসমূহ পরস্পর পরস্পরের সহিত কিংবা আত্মার সহিত অপৃথক হইয়াও বিদ্যমান নাই। আত্মবিদ্ ব্রাহ্মণগণ এইরূপে পরমার্থতত্ত্ব অবগত হইয়া থাকেন। অভিপ্রায় এই যে অমঙ্গলের কারণ দ্বৈতের অভাব হেতু অদ্বয়তাই মঙ্গলস্বরূপ॥ ৩৪॥

বীতরাগভয়ক্রোধৈর্ম্মুনিভির্বেদপারগৈঃ।
নির্ব্বিকল্পো হ্যয়ং দৃষ্টঃ প্রপঞ্চোপশমোঽদ্বয়ঃ॥ ৬৪॥ ৩৫

অন্বয় :—বীতরাগভয়ক্রোধৈঃ (আসক্তি, ভয়, এবং ক্রোধ হইতে বিমুক্ত) বেদপারগৈঃ (বেদার্থবিৎ) মুনিভিঃ (মননশীল মুনিগণ কর্তৃক) অয়ং (এই আত্মা) হি (নিশ্চয়) নির্ব্বিকল্প (সর্ব্ববিধ বিকল্প রহিত) প্রপঞ্চোপশমঃ (সর্ব্ববিধ দ্বৈতভাব বর্জ্জিত) অদ্বয় (অদ্বিতীয়) দৃষ্টঃ (উপলব্ধ) ॥ ৩৫ ॥

অনুবাদ :—বিষয়াসক্তি, ভয় এবং ক্রোধ হইতে সর্ব্বদা বিমুক্ত বেদার্থবিৎ মুনিগণ এই আত্মাকে সর্ব্ববিধ বিকল্পরহিত দ্বৈত প্রপঞ্চ বিবর্জিত অদ্বিতীয় রূপে উপলব্ধি করেন ॥ ৩৫ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্ :—তদেতৎ সম্যগ্‌দর্শনং স্তূয়তে—বিগতরাগভয়দ্বেষ-ক্রোধাদিসর্ব্বদোষৈঃ সর্ব্বদা মুনিভিঃ মননশীলৈর্ব্বিবেকিভিঃ, বেদপারগৈঃ অবগতবেদার্থতত্ত্বৈর্জ্ঞানিভিঃ নির্ব্বিকল্পঃ সর্ব্ববিকল্পশূন্যঃ অয়মাত্মা দৃষ্ট উপলব্ধো বেদান্তার্থতৎপরৈঃ। প্রপঞ্চোপশমঃ প্রপঞ্চো দ্বৈতভেদবিস্তারঃ, তস্যোপশমো-ঽভাবো যস্মিন্, স আত্মা প্রপঞ্চোপশমঃ, অতএব অদ্বয়ঃ। বিগতদোষৈরেব পণ্ডিতৈঃ বেদান্তার্থতৎপরৈঃ সন্ন্যাসিভিঃ পরমাত্মা দ্রষ্টুং শক্যঃ, নান্যৈঃ রাগাদিকলুষিতচেতোভিঃ স্বপক্ষপাতদর্শনৈঃ তার্কিকাদিভিরিত্যভিপ্রায়ঃ ॥৬৪॥৩৫

ভাষ্যানুবাদ :—সেই এই সম্যক দর্শনের স্তুতি করা হইতেছে—রাগ দ্বেষ, ভয়, ক্রোধ প্রভৃতি সমস্ত দোষ হইতে সর্ব্বদা বিমুক্ত বিবেকী মননশীল বেদার্থবিৎ জ্ঞানিগণ কর্তৃক সর্ব্ববিধ বিকল্পশূন্য প্রপঞ্চরহিত অদ্বয় এই আত্মা উপলব্ধ হন। "প্রপঞ্চোপশমঃ" অর্থ প্রপঞ্চ অর্থাৎ নানাভেদভিন্ন দ্বৈতের বিস্তার; সেই দ্বৈতের উপশম অর্থাৎ অভাব যাঁহাতে তিনি প্রপঞ্চো-শম; এই হেতু অদ্বিতীয় দোষরহিত বেদান্তের তাৎপর্যবিচারে তৎপর সন্ন্যাসিগণই পরমাত্মাকে উপলব্ধ করিতে সমর্থ রাগদ্বেষাদি দ্বারা কলুষিতচিত্ত অন্য স্বপক্ষপাতদর্শী তার্কিকগণ পরমাত্মাকে উপলব্ধি করিতে সমর্থ; ইহাই এই শ্লোকের অভিপ্রায়।

তস্মাদেবং বিদিত্বৈনমদ্বৈতে যোজয়েৎ স্মৃতিম্।
অদ্বৈতং সমনুপ্রাপ্য জড়বল্লোকমাচরেৎ ॥ ৬৫ ॥ ৩৬

অন্বয়ঃ—তস্মাৎ (সেই হেতু) এবং (পূর্ব্বোক্ত প্রকারে) এনম্ (এই আত্মাকে) বিদিত্বা (উপলব্ধি করিয়া) অদ্বৈতে (অদ্বৈতে) স্মৃতিম্ (মনকে) যোজয়েৎ (নিবিষ্ট করিবে) অদ্বৈতং (অদ্বৈততত্ত্ব) সমনুপ্রাপ্য (শাস্ত্র হইতে অবগত হইবার পশ্চাৎ সম্যকরূপে উপলব্ধি করিয়া) জড়বৎ (অজ্ঞের ন্যায়) লোকং (লৌকিক ব্যবহার) আচরেৎ (আচরণ করিবে) ॥ ৩৬॥

অনুবাদঃ—যেহেতু অদ্বৈতজ্ঞান সহজে দৃঢ় হয়না সেই হেতু পূর্ব্বোক্ত প্রকারে এই আত্মাকে অবগত হইয়া অদ্বৈতে অবিচ্ছেদে মনকে নিবিষ্ট করিয়া রাখিবে। শাস্ত্র হইতে অদ্বৈততত্ত্ব অবগত হইবার পর অদ্বৈত জ্ঞান দৃঢ় করিবার নিমিত্ত নিত্য নিরন্তর মনন ও নিদিধ্যাসনদ্বারা অদ্বৈততত্ত্ব সম্যক উপলব্ধি করিয়া অজ্ঞের ন্যায় লৌকিক ব্যবহার সম্পাদন করিবে অর্থাৎ নিজের বিদ্যা প্রকাশ করিবেনা ॥ ৩৬ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্ঃ—যস্মাৎ সর্ব্বানর্থপ্রশমনরূপত্বাৎ অদ্বয়ং শিবম্ অভয়ম্ অতএবং বিদিত্বা অদ্বৈতে স্মৃতিং যোজয়েৎ, অদ্বৈতাগবমায়ৈব স্মৃতিং কুর্য্যাদিত্যর্থঃ। তচ্চ অদ্বৈতমবগম্য "অহমস্মি পরং ব্রহ্ম" ইতি বিদিত্বা অশনায়াদ্যতীতং সাক্ষাৎ পরোক্ষাৎ অজমাত্মানং সর্ব্বলোকব্যবহারাতীতং জড়বৎ লোকমাচরেৎ—অপ্রখ্যাপয়ন্ আত্মানমহম্ এবংবিধ ইত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ৫৬ ॥ ৩৬

ভাষ্যানুবাদঃ—যেহেতু অদ্বৈত সমস্ত অনর্থসঙ্কুল দ্বৈতপ্রপঞ্চের অভাব রূপ মঙ্গলস্বরূপ এবং অভয় সেই হেতু পূর্ব্বোক্ত প্রকারে অদ্বৈততত্ত্ব উপলব্ধি করিয়া "আমিই পরমব্রহ্ম" এই প্রকারে আত্মরূপে সাক্ষাৎকার করিয়া অর্থাৎ নিজেকে সর্ব্বলোকব্যবহারের অতীত, উৎপত্তি বিনাশহীন ক্ষুৎ পিপাসাদি দ্বারা অসংস্পৃষ্ট, সাক্ষাৎ অপরোক্ষ ব্রহ্মরূপে উপলব্ধি করিয়া জড়ের ন্যায় লৌকিক ব্যবহার সম্পাদন করিবে; তাৎপর্য এই যে "আমি এই প্রকার অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞানী" এই বলিয়া নিজেকে ঘোষণা করিবেনা ॥ ৩৬ ॥

নিঃস্তুতির্নির্নমস্কারো নিঃস্বধাকার এব চ।
চলাচলনিকেতশ্চ যতির্যাদৃচ্ছিকো ভবেৎ ॥ ৬৬ ॥ ৩৭

অন্বয় :—যতিঃ (ব্রহ্মাত্মদর্শী সন্ন্যাসী) নিঃস্তুতিঃ (স্তুতি হীন) নিঃনমস্কারঃ (নমস্কার রহিত) নিঃস্বধাকারঃ (শ্রাদ্ধাদি পৈত্রকর্ম্ম বর্জিত) চলাচলনিকেতশ্চ (নশ্বর শরীর এবং অবিনশ্বর আত্মতত্ত্বে অবস্থান পূর্ব্বক) যাদৃচ্ছিকঃ (যথা প্রাপ্ত বস্তু লাভে সন্তুষ্ট) ভবেৎ (হইবে) ॥ ৩৭ ॥

অনুবাদ :—ব্রহ্মাত্মদর্শী সন্ন্যাসী স্তুতিহীন নমস্কাররহিত শ্রাদ্ধাদি পৈত্র কার্য্য বর্জিত হইয়া নশ্বরদেহে এবং অবিনশ্বর আত্মতত্ত্বে অবস্থান পূর্ব্বক যথাপ্রাপ্ত বস্তুলাভে সন্তুষ্ট থাকিবে ॥ ৩৭ ॥

শঙ্কর-ভাষ্যম্ :—কয়া চর্য্যয়া লোকমাচরেদিত্যাহ—স্তুতিনমস্কারাদি সর্ব্ব-কর্ম্মবর্জিতঃ, ত্যক্তসর্ব্ববাহ্যৈষণঃ প্রতিপন্নপরমহংসপারিব্রাজ্যঃ ইত্যভিপ্রায়ঃ। "এতং বৈ তমাত্মানং বিদিত্বা" ইত্যাদি শ্রুতেঃ। "তদ্‌বুদ্ধয়স্তদাত্মানস্তন্নিষ্ঠা-স্তৎপরায়ণাঃ" ইত্যাদি স্মৃতেশ্চ। চলং শরীরং প্রতিক্ষণমন্যথাভাবাৎ, অচলম্ আত্মতত্ত্বম্ যদা কদাচিদ্ভোজনাদিসংব্যবহারনিমিত্তম্, আকাশবদচলং স্বরূপমাত্মতত্ত্বম্ আত্মনো নিকেতম্ আশ্রয়মাত্মস্থিতিং বিস্মৃত্য অহম্ ইতি মন্যতে যদা তদা চলো দেহো নিকেতো যস্য, সোঽয়মেবং চলাচলনিকেতো বিদ্বান্ ন পুনর্ব্বাহ্যবিষয়াশ্রয়ঃ। স চ যাদৃচ্ছিকো ভবেৎ যদৃচ্ছাপ্রাপ্তকৌপীনাচ্ছাদনগ্রাসমাত্রদেহস্থিতিরিত্যর্থঃ ॥ ৬৬ ॥ ৩৭

ভাষ্যানুবাদ :—কি প্রকার আচরণদ্বারা লোকব্যবহার করিবে? পরমহংস পরিব্রাজ্যরূপ সন্ন্যাসগ্রহণকারী "এই সেই আত্মাকে জানিয়া" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য হইতে জানা যায় যে আত্মবিৎ সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। "কেবলমাত্র পরমাত্মাতেই যাঁহাদের বুদ্ধি সেই পরমাত্মাকেই যাঁহারা আত্মস্বরূপ বলিয়া জানেন, সেই পরমাত্মাতেই যাঁহাদের নিশ্চিতরূপে স্থিতি, সেই সেই পরমাত্মাই যাঁহাদের শ্রেষ্ঠ আশ্রয়" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য হইতে জানা যায় যে, বিবেক, বৈরাগ্যবান মুমুক্ষ সাধক এবং তত্ত্বদর্শিগণ কেবল আত্ম-স্বরূপেরই মনন করিয়া থাকেন। 'চলাচল নিকেত' অর্থ প্রতিক্ষণ পরিণাম প্রাপ্ত হওয়া হেতু শরীর চলশব্দবাচ্য, অচল শব্দের অ আত্মতত্ত্ব।

যখন কথন ও ভোজন প্রভৃতি ব্যবহারের নিমিত্ত আকাশবৎ নিশ্চল স্বরূপ যে আত্মতত্ব যাহা নিজের নিকেত অর্থাৎ আশ্রয়, সেই আত্মতত্ত্বরূপ আশ্রয়ে স্থিতি অর্থাৎ নিরন্তর আত্মস্বরূপে অবস্থান, বিস্মৃত হইয়া আত্মবিৎ যতি যখন দেহেতে অভিমান পূর্ব্বক "আমি" এইরূপ মনে করেন তখন এই সতত পরিণামশীল দেহ তাঁহার নিকেত বা আশ্রয় হইয়া থাকে, এইজন্য সেই তত্ত্বদর্শী বিদ্বান্ পুরুষ চলাচলনিকেত হন; কিন্তু কোন বাহ্যবিষয়কে অবলম্বন করেন না। সেই যতি যাদৃচ্ছিক হন অর্থাৎ যদৃচ্ছাক্রমে প্রাপ্ত কৌপীন; বসন, কম্বলাদি আচ্ছাদন এবং ভোজ্যবস্তু দ্বারাই দেহ রক্ষা করেন ॥৩৭॥

তত্ত্বমাধ্যাত্মিকং দৃষ্ট্বা তত্ত্বং দৃষ্ট্বা তু বাহ্যতঃ।
তত্ত্বীভূতস্তদারামস্তত্ত্বাদপ্রচ্যুতো ভবেৎ ॥৬৭॥৩৮

অন্বয়ঃ—আধ্যাত্মিকং (শরীরাদি বিষয়ক কিংবা আত্মবিষয়ক) তত্ত্বং (স্বরূপ) দৃষ্ট্বা (দর্শন করিয়া সাক্ষাৎ উপলব্ধি করিয়া) তু (এবং) বাহ্যতঃ (দেহের বাহিরে) তত্ত্বং (তত্ত্বকে) দৃষ্ট্বা (দর্শন করিয়া) তত্ত্বীভূতঃ (তত্ত্ব স্বরূপ ব্রহ্ম স্বরূপ) তদারামঃ (ব্রহ্ম স্বরূপ নিষ্ঠ) তত্ত্বাৎ (ব্রহ্ম স্বরূপ হইতে) অপ্রচ্যুতঃ ভবেৎ (ভ্রষ্ট হইবে না) ॥৩৮॥

অনুবাদঃ—কল্পিত দেহাদির অধিষ্ঠান ব্যতীত সত্ত্বা না থাকায় এবং আত্মাই সেই অধিষ্ঠান স্বরূপ হওয়ায়, আত্মাই আধ্যাত্মিক তত্ত্ব, আধ্যাত্মিক আত্মতত্ত্ব সাক্ষাৎ উপলব্ধি করিয়া বাহিরেও কল্পিত পৃথিব্যাদির অধিষ্ঠান স্বরূপ সেই আত্মতত্ত্ব সাক্ষাৎ অবগত হইয়া ব্রহ্মাত্মৈক্যদর্শী সর্ব্বদা ব্রহ্মস্বরূপ এবং আত্মতত্ত্বনিষ্ঠ হইয়া অবস্থান করিবে। স্বীয় ব্রহ্মস্বরূপ হইতে ভ্রষ্ট হইবে না ॥৩৮॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্ঃ—বাহ্যং পৃথিব্যাদিতত্ত্বং আধ্যাত্মিকঞ্চ দেহাদিলক্ষণং রজ্জুসর্পাদিবৎ। স্বপ্নমায়াদিবচ্চ অসৎ "বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ম্" ইত্যাদি শ্রুতেঃ। আত্মা চ স বাহ্যাভ্যন্তরো হ্যজোঽপূর্ব্বোঽনপরোঽনন্তরোঽবাহ্যঃ কৃৎস্ন আকাশবৎ সর্ব্বগতঃ সূক্ষ্মোঽচলো নির্গুণো নিষ্কলো নিষ্ক্রিয়ঃ "তৎ সত্যং

স আত্মা তত্ত্বমসি” ইতিশ্রুতেঃ। ইত্যেবং তত্ত্বদৃষ্ট্বা তত্ত্বীভূতস্তদারামো ন বাহ্যরমণঃ; যথা—অতত্ত্বদর্শী কশ্চিৎ তম্ আত্মত্বেন প্রতিপন্নঃ চিত্তচলনমনু চলিতমাত্মানং মন্যমানঃ তত্ত্বাচ্চলিতং দেহাদিভূতম্ আত্মানং কদাচিন্মন্যতে—প্রচ্যুতোঽহম্ আত্মতত্ত্বাদিদানীমিতি। সমাহিতে তু মনসি কদাচিৎ তত্ত্বভূতং প্রসন্নমাত্মানং মন্যতে ইদানীমস্মি তত্ত্বীভূত ইতি। ন তথা আত্মবিদ্ ভবেৎ। আত্মন একরূপত্বাৎ স্বরূপপ্রচ্যবনাসম্ভবাচ্চ। সদৈব ব্রহ্মাস্মীত্যপ্রচ্যুতো ভবেত্তত্ত্বাৎ, সদা অপ্রচ্যুতাত্মদর্শনো ভবেদিত্যভিপ্রায়ঃ। “শুনি চৈব শ্বপাকে চ।” “সমং সর্ব্বেষু ভূতেষু” ইত্যাদিস্মৃতেঃ ॥ ৬৭ ॥ ৩৮ ॥

ইতি শ্রীগোবিন্দভগবৎপূজ্যপাদশিষ্যস্য পরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্যস্য শঙ্করভগবৎ-কৃতৌ গৌড়পাদীয়ে আগমশাস্ত্রভাষ্যে দ্বিতীয়প্রকরণম্ বৈতথ্যাখ্যং সমাপ্তম্ ॥

ভাষ্যানুবাদঃ—বাহ্য পৃথিব্যাদি তত্ত্ব এবং আধ্যাত্মিক দেহাদিরূপ তত্ত্ব এই উভয়ই রজ্জুসর্পবৎ কল্পিত, স্বপ্ন ও মায়াদির ন্যায় অসৎ অর্থাৎ বাস্তবসত্তা-বিহীন। শ্রুতিও বলিয়াছেন ঘটপটাদি দৃশ্যমান এই দ্বৈতসমূহ কেবল বাক্যা-বদ্ধ নামমাত্র, সৎস্বরূপ চৈতন্যস্বরূপ আত্মাই একমাত্র সত্যবস্তু। আত্মা অন্তরে বাহিরে সতত সর্ব্বত্র বিদ্যমান, উৎপত্তি-বিনাশহীন কার্য্যকারণরহিত অন্তর-বাহিরবিহীন, পূর্ণ আকাশবৎ সর্ব্বগতসূক্ষ্ম, অচল, নির্গুণ, নিরবয়ব, নিষ্ক্রিয়, “তিনিই সত্য, তিনিই আত্মা, তুমিও তৎস্বরূপ” ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য হইতে পরমার্থতত্ত্ব সাক্ষাৎ উপলব্ধি করিয়া যতি পরমার্থতত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত হন তখন তিনি বাহ্য বিষয়ে প্রীতি লাভ করেন না, পরব্রহ্মনিষ্ঠ যতি পরব্রহ্মেই আনন্দ লাভ করেন। অর্থাৎ বাহ্য বিষয়ে আসক্তি পরিত্যাগপূর্ব্বক প্রত্যগা-ত্মাতেই পরিতৃপ্ত হইয়া অবস্থান করেন। যেমন কোন অতত্ত্বদর্শী চিত্তকে আত্মা বলিয়া গ্রহণপূর্ব্বক চিত্তের চলনের পশ্চাৎ নিজেকে চলিত মনে করে অর্থাৎ চিত্ত যে যে বিষয়ের আকারে পরিণাম প্রাপ্ত হয় সেই অতত্ত্বদর্শী

নিজেকেও সেই সেই আকারে আকারিত বলিয়া ভাবে, চিত্ত কাম-ক্রোধাদি আকারে পরিণত হইলে নিজেকে কামময় ক্রোধময় বলিয়া মনে করে এবং নিজেকে পরমার্থতত্ত্ব হইতে প্রচ্যুত দেহাদিস্বরূপ বলিয়া মনে করিয়া ভাবে আমি এখন আত্মতত্ত্ব হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছি এবং চিত্ত কখনও সমাহিত হইলে মনে করে আমি এক্ষণে পরমার্থস্বরূপ প্রাপ্ত হইয়াছি ; আত্মতত্ত্ববিৎ কিন্তু সেইরূপ হন না। স্বপ্রকাশ চৈতন্যস্বরূপ আত্মা সর্ব্বদা একরূপ একরস বলিয়া আত্মবিৎ ব্যক্তির স্বরূপ হইতে প্রচ্যুতি অসম্ভব হওয়ায় তিনি সর্ব্বদা স্বীয় ব্রহ্মস্বরূপে অপ্রচ্যুতভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকেন, অভিপ্রায় এই যে তিনি সর্ব্বদা নিজেকে তত্ত্ব হইতে অপ্রচ্যুত দর্শন করেন, "কুক্কুর ও চণ্ডালে সমদর্শী" "সর্ব্বভূতে ঈশ্বর সমানভাবে অবস্থিত'' ইত্যাদি স্মৃতিবাক্য হইতে আত্মজ্ঞ ব্যক্তির সর্ব্বদা স্বরূপে অবস্থান অবগত হওয়া যায়॥ ৬৭ ॥ ৩৮ ॥

ইতি বৈতথ্য প্রকরণ ভাষ্য সমাপ্ত ॥

তৃতীয় অধ্যায়

উপাসনাশ্রিতো ধর্ম্মোজাতে ব্রহ্মণি বর্ত্ততে।
প্রাগুৎপত্তেরজং সর্ব্বং তেনাসৌ কৃপণঃ স্মৃতঃ॥ ৬৮ ॥ ১ ॥

অন্বয়ঃ—উপাসনাশ্রিতঃ (উপাসনানিষ্ঠ) ধর্ম্মঃ (জীব) জাতে (জীব-জগৎরূপে বিবর্ত্তিত) ব্রহ্মণি (ব্রহ্মে) বর্ত্ততে (বিদ্যমান থাকে)। উৎপত্তেঃ (সৃষ্টির) প্রাক্ (পূর্ব্বে) সর্ব্বং অজং (উৎপত্তি-বিনাশহীন ব্রহ্ম) তেন (এইরূপ ভাবনা হেতু) অসৌ (সেই উপাসক) কৃপণঃ (ক্ষুদ্রাশয়) স্মৃতঃ (নিশ্চিত)॥ ৬৮ ॥ ১ ॥

অনুবাদঃ—যে ব্যক্তি মনে করেন সৃষ্টির পূর্ব্বে "সর্ব্বমিদং অহং চ

ব্রহ্মৈব" এই পরিদৃশ্যমান জগৎ এবং আমি ব্রহ্মই ছিলাম, কিন্তু এক্ষণে স্বরূপ-ভ্রষ্ট হওয়ায় কার্য্যব্রহ্মের উপাসনা অবলম্বন পূর্ব্বক পুনরায় স্বরূপ প্রাপ্ত হইব, এইরূপ ভাবনাহেতু তিনি নিশ্চয়ই অতত্ত্ববিৎ এবং ক্ষুদ্রাশয়, কারণ কেহই স্বরূপ পরিত্যাগ করিতে পারে না, আরও একমাত্র অদ্বৈততত্ত্বই সতত সর্ব্বত্র বিভাত হইতেছেন; তদতিরিক্ত জীবজগৎ বলিয়া কোন একটা সৃষ্টি নাই, হইবে না এবং কখনও হয় নাই। ৬৮ ॥ ১ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্ ঃ—ওঁকারনির্ণয়ে উক্তঃ প্রপঞ্চোপশমঃ শিবোঽদ্বৈত আত্মেতি প্রতিজ্ঞামাত্রেণ, "জ্ঞাতে দ্বৈতং ন বিদ্যতে" ইতি চ। তত্র দ্বৈতাভাবস্তু বৈতথ্য-প্রকরণেন স্বপ্ন-মায়া-গন্ধর্ব্ব-নগরাদিদৃষ্টান্তৈঃ দৃশ্যত্বাদ্যন্তবত্ত্বাদিহেতুভিঃ, তর্কেণ চ প্রতিপাদিতঃ। অদ্বৈতং কিমাগমমাত্রেণ প্রতিপত্তব্যম্? আহোস্বিৎ তর্কেণাপি, ইত্যত আহ—শক্যতে তর্কেণাপি জ্ঞাতুম্; তৎ কথম্ ইত্যদ্বৈত প্রকরণমারভ্যতে।

উপাস্যোপাসনাদিভেদজাতং সর্ব্বং বিতথং, কেবলশ্চাত্মা অদ্বয়ঃ পরমার্থঃ, ইতিস্থিতমতীতে প্রকরণে। যত উপাসনাশ্রিত উপাসনামাত্মনো মোক্ষসাধনত্বেন গতঃ—উপাসকোঽহং, মমোপাস্যং ব্রহ্ম, তদুপাসনং কৃত্বা জাতে ব্রহ্মণি ইদানীং বর্ত্তমানঃ অজং ব্রহ্ম শরীরপাতাদূর্দ্ধং প্রতিপৎস্যে, প্রাগুৎপত্তেশ্চ অজমিদং সর্ব্বমহঞ্চ। যদেককোঽহং প্রাগুৎপত্তেরিদানীং জাতঃ জাতে ব্রহ্মণি চ বর্ত্তমানঃ, উপাসনয়া পুনস্তদেব প্রতিপৎস্য ইত্যেবমুপাসনাশ্রিতো ধর্ম্মঃ—সাধকো যেনৈবং ক্ষুদ্রব্রহ্মবিৎ, তেনাসৌ কারণেন কৃপণো দীনোঽল্পকঃ স্মৃতো নিত্যাজব্রহ্মদর্শিভিঃ মহাকবিভিরিত্যভিপ্রায়ঃ। "যশ্চদ্বাচাঽনভ্যুদিতং, যেন বাগভ্যুদ্যতে, তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি, নেদং যদিদমুপাসতে" ইত্যাদি শ্রুতেস্তলবকারাণাম্॥ ৬৮ ॥ ১ ॥

ভাষ্যানুবাদ ঃ—আগম প্রকরণে ওঁকার তত্ত্ব নির্ণয় সময়ে কথিত হইয়াছে —আত্মা প্রপঞ্চ-রহিত, শিবও অদ্বৈতস্বরূপ; এই অদ্বৈতস্বরূপ আত্মাকে সাক্ষাৎ উপলব্ধি করিলে দ্বৈত থাকে না, এই বাক্য দ্বারা অদ্বৈত তত্ত্ব প্রতিজ্ঞা করা হইয়াছে মাত্র। তদনন্তর বৈতথ্য প্রকরণে স্বপ্ন, মায়া এবং গন্ধর্ব্ব-নগরাদি দৃষ্টান্ত, দৃশ্যত্ব এবং উৎপত্তি-বিনাশীলত্ব প্রভৃতি হেতু প্রদর্শন এবং

তর্ক বা বিচার দ্বারা দ্বৈতের অভাব প্রতিপাদিত হইয়াছে। আচ্ছা, এই অদ্বৈততত্ত্ব কি কেবল শাস্ত্র প্রমাণ দ্বারাই অবগত হইতে হইবে, কিংবা তর্কের দ্বারাও ইহাকে জানিতে পারা যায়? তর্কের দ্বারাও জানিতে পারা যায়। তর্কের দ্বারা কিপ্রকারে অদ্বৈততত্ত্ব জ্ঞাত হওয়া যায়? সেই তর্কশৈলী প্রদর্শনের জন্য অদ্বৈতপ্রকরণ আরব্ধ হইতেছে। পূর্ব্বোক্ত প্রকরণে স্থিরীকৃত হইয়াছে যে উপাস্য-উপাসক-ভেদসমূহ মিথ্যা এবং কেবল এক অদ্বিতীয় আত্মাই পরমার্থসত্য বস্তু। যেহেতু উপাসনাশ্রিত অর্থাৎ স্বীয় মোক্ষের সাধকরূপে যিনি উপাসনাকে অবলম্বন করিয়া মনে করেন আমি উপাসক এবং ব্রহ্ম আমার উপাস্য, সেই ব্রহ্মের উপাসনা করিয়া কার্য্যব্রহ্ম, যিনি ইদানীং বর্ত্তমান আছেন তিনি উপাসনাশ্রিত। এই উপাসনাশ্রিত ব্যক্তি মনে করে এক্ষণে কার্য্যব্রহ্মে অবস্থানপূর্ব্বক উপাসনা করিয়া দেহপাতের পশ্চাৎ উৎপত্তি-বিনাশহীন ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হইব। উৎপত্তির পূর্ব্বে আমি এবং এই জগৎ সেই ব্রহ্মই ছিলাম, এক্ষণে কার্য্যব্রহ্মে বর্ত্তমান আমি উপাসনা দ্বারা সেই ব্রহ্মস্বরূপ পুনরায় প্রাপ্ত হইব, এই প্রকার উপাসনাশ্রিত ধর্ম্ম অর্থাৎ সাধক ক্ষুদ্র ব্রহ্মবিৎ, সেইহেতু নিত্য ব্রহ্মদর্শী মহাত্মাগণ তাহাকে কৃপণ, দীন, সঙ্কীর্ণচেতা বলিয়া অভিহিত করেন। তলবকার শ্রুতিতে (কেনোপনিষদে) উক্ত হইয়াছে—যিনি বাক্য দ্বারা প্রকাশিত হন না, যাহা দ্বারা বাক্য প্রকাশিত হয়, তাঁহাকেই ব্রহ্ম বলিয়া জানিবে। লোকে যাহাকে ইদংরূপে অর্থাৎ বাক্য, মন ও ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য বিষয়রূপে উপাসনা করিয়া থাকে, সেই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু ব্রহ্ম নহে। ৬৮॥ ১॥

অতো বক্ষ্যাম্যকার্পণ্যমজাতি সমতাঙ্গতম্।
যথা ন জায়তে কিঞ্চিজ্জায়মানং সমন্ততঃ॥ ৬৯ ॥ ২ ॥

অন্বয় ঃ—অতঃ (এই হেতু) অকার্পণ্যম্ (অকৃপণ স্বভাব) অজাতি (জন্ম-রহিত) সমতাং গতং (সর্ব্বত্র সমভাবে বর্ত্তমান) যথা (যে প্রকার) সমন্ততঃ

(চারিদিকে) জায়মানং (উৎপদ্যমান) কিঞ্চিৎ (কিছুই) ন জায়তে (উৎপন্ন হয় না)। ৬৯ ॥ ২ ॥

অনুবাদ :—উপাসনা-পরায়ণ ভেদদর্শী স্বীয় ব্রহ্মস্বরূপ উপলব্ধি করিতে অসমর্থ হওয়ায় এবং ব্রহ্মবিষয়ক সম্যক্ জ্ঞান প্রাপ্ত হন নাই বলিয়া, এক্ষণে ব্রহ্মবিষয়ক সম্যক জ্ঞান উপদিষ্ট হইতেছে—উপাসনানিষ্ঠ জীব কৃপণস্বভাব, সেইহেতু সর্ব্বত্র সমভাবে বিদ্যমান, উৎপত্তি-বিনাশহীন ব্রহ্মস্বরূপ বলিব; যাহাতে বুঝিতে পারা যাইবে যে চতুর্দ্দিকে যাহা কিছু উৎপন্ন হইতেছে বলিয়া বোধ হইতেছে তাহা কিছুই পরমার্থতঃ উৎপন্ন হইতেছে না। ৬৯ ॥ ২ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্ :—সবাহ্যাভ্যন্তরম্ অজমাত্মানং প্রতিপত্তুমশক্নুবন্ অবিদ্যয়া দীনমাত্মানং মন্যমানো জাতোঽহং জাতে ব্রহ্মণি বর্ত্তে, তদুপাসনাশ্রিতঃ সন্ ব্রহ্ম প্রতিপৎস্যে, ইত্যেবং প্রতিপন্নঃ কৃপণো ভবতি যস্মাৎ, অতো বক্ষ্যামি অকার্পণ্যম্ অকৃপণভাবমজং ব্রহ্ম। তদ্ধি কার্পণ্যাস্পদং, 'যত্রান্যোঽন্যৎপশ্যত্যন্য-চ্ছৃণোত্যন্যদ্ বিজানাতি, তদল্পং', 'মর্ত্ত্যং তৎ', 'বাচারম্ভনং বিকারো নামধেয়ম্' ইত্যাদি শ্রুতিভ্যঃ। তদ্‌বিপরীতং সবাহ্যাভ্যন্তরম্ অজমকার্পণ্যং ভূমাখ্যং ব্রহ্ম যৎপ্রাপ্য অবিদ্যাকৃতসর্ব্বকার্পণ্যনিবৃত্তিঃ, তদকার্পণ্যং বক্ষ্যামীত্যর্থঃ। তদজাতি অবিদ্যমানা জাতিরস্য, সমতাং গতং সর্ব্বসাম্যংগতম্; কস্মাৎ ? অবয়ব-বৈষম্যভাবাৎ। যদ্ধি সাবয়বং বস্তু, তদবয়ববৈষম্যং গচ্ছৎ জায়ত ইত্যুচ্যতে; ইদন্তু নিরবয়বত্বাৎ সমতাং গতমিতি ন কৈশ্চিদবয়বৈঃ স্ফুটতি, অতঃ অজাতি অকার্পণ্যম্, সমন্ততঃ সমন্তাৎ যথা ন জায়তে কিঞ্চিদল্পমপি ন স্ফুটতি, রজ্জুসর্প-বদবিদ্যাকৃত-দৃষ্ট্যা জায়মানং যেন প্রকারেণ ন জায়তে সর্ব্বতঃ অজমেব ব্রহ্ম ভবতি, তথা তং প্রকারং শৃণু ইত্যর্থঃ ॥ ৬৯ ॥ ২ ॥

ভাষ্যানুবাদ :—উপাসনারত ভেদদশী ব্যক্তি অবিদ্যাবশতঃ সকলের বাহির ও অভ্যন্তর পরিপূর্ণ করিয়া বর্ত্তমান, উৎপত্তিবিহীন আত্মতত্ত্ব অবগত হইতে অসমর্থ, সেইহেতু তিনি নিজেকে অতি দীন মনে করিয়া ভাবিতে থাকেন "আমি উৎপন্ন হইয়াছি, এবং কার্য্যব্রহ্মে বর্ত্তমান আছি; সেই সব

দৃষ্ট, শ্রুত, বিজ্ঞাত বিষয়সমূহ অল্প অর্থাৎ পরিচ্ছিন্ন, মরণশীল, অসৎ, বিকার সমূহ কেবল বাক্যারব্ধ নামমাত্র" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য হইতে জানা যায় যে, সেই দ্বৈতভাবই কার্পণ্য ; এই কার্পণ্য বা দ্বৈতের বিপরীত হইতেছেন অকার্পণ্য-রূপ বাহ্যাভ্যন্তর সহিত বর্ত্তমান ভূমা, অর্থাৎ সর্ব্ববিধ ভেদ রহিত, সর্ব্ব-বিধ পরিচ্ছেদরহিত অদ্বৈত ব্রহ্ম। অভিপ্রায় এই যে, অদ্বৈত ব্রহ্মকে সাক্ষাৎ আত্মরূপে উপলব্ধি করিতে অবিদ্যাকৃত সমস্ত কার্পণ্যের নিবৃত্তি হইয়া যায় সেই অকার্পণ্য কি আমি বলিব। সেই অকার্পণ্য অজাতি অর্থাৎ ইহার জাতি বা জন্ম নাই, সর্ব্বত্র সমভাবে বর্ত্তমান, নির্ব্বিশেষ ; কেন সমভাবে বর্ত্তমান ? অবয়বকৃত বৈষম্যের অভাব হেতু, যে বস্তু সাবয়ব তাহাই অবয়বকৃত বৈষম্য প্রাপ্ত হইয়া "উৎপন্ন হয়" এইরূপ কথিত হইয়া থাকে ; কিন্তু এই অকার্পণ্য রূপ নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম নিরবয়ব হওয়ায় সর্ব্বত্র সমান, কোন অবয়ব দ্বারাই বিকার প্রাপ্ত হন না, অতএব এই অকার্পণ্য অজাতি অর্থাৎ জন্মরহিত। এই নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম সর্ব্বত্র পূর্ণরূপে বিদ্যমান, ইহাতে অত্যল্পমাত্রও কিছু উৎপন্ন হয় না, ইহা বিকৃত হয় না, ভ্রান্তিবশতঃ রজ্জুতে যেরূপ সর্প দৃষ্ট হয়, সর্প উৎপন্ন হয়, সেইরূপ অবিদ্যাকৃতঃ অজ্ঞান দৃষ্টিতে যাহা কিছু জায়মান অর্থাৎ উৎপন্ন হইতেছে বলিয়া ভাসমান হয়, তৎসমস্তই যে প্রকারে উৎপন্ন হয় না, কিন্তু দেশ, কাল, বস্তুব্যাপী সর্ব্বত্র পূর্ণস্বরূপ উৎপত্তি বিনাশহীন একমাত্র কূটস্থ ব্রহ্মই বিদ্যমান আছেন, সেই প্রকার তত্ত্ব শ্রবণ কর। ৬৯ ॥ ২ ॥

আত্মা হ্যাকাশবজ্জীবৈর্ঘটাকাশৈরিবোদিতঃ।
ঘটাদিবচ্চ সঙ্ঘাতৈর্জ্জাতাবেতন্নিদর্শনম্ ॥ ৭০ ॥ ৩ ॥

অন্বয় ঃ—আত্মাহি (চৈতন্যস্বরূপ আত্মা নিশ্চয়ই) আকাশবৎ (আকাশের ন্যায় সর্ব্বগত ও নির্লেপ) ঘটাকাশৈঃ ইব (ঘটোপহিত আকাশের ন্যায়) জীবৈঃ (বিভিন্ন অন্তঃকরণে প্রতিফলিত চৈতন্যের আভাসরূপে) উদিতঃ ইব (উৎপন্নের ন্যায় কল্পিত হন) চ (এবং) ঘটাদিবৎ (ঘটাদির ন্যায়)

সংঘাতৈঃ (দেহরূপে) জাতৌ (উৎপত্তি বিষয়ে) এতৎ (ইহাই) নিদর্শনম্ (দৃষ্টান্ত)। ৭০ ॥ ৩॥

অনুবাদ ঃ—সৎস্বরূপ, চৈতন্যস্বরূপ আত্মা আকাশবৎ সর্ব্বগত ও নির্লেপ, কিন্তু অবিদ্যাবশতঃ ঘটাকাশের ন্যায় চিদাভাস অর্থাৎ জীবরূপে উৎপন্ন বলিয়া কথিত হন এবং ঘটাদির ন্যায় দেহাদিরূপ বিভাত হইয়া থাকেন। আত্মার উৎপত্তি বিষয়ে ইহাই দৃষ্টান্ত ॥ ৭০ ॥ ৩ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্ ঃ—অজাতি ব্রহ্মাকার্পণ্যং বক্ষ্যামীতি প্রতিজ্ঞাতং, তৎ-সিদ্ধ্যর্থং হেতুং দৃষ্টান্তং চ বক্ষ্যামীত্যাহ—আত্মা পরঃ হি যস্মাৎ আকাশবৎ সূক্ষ্মো নিরবয়বঃ স্বগতঃ আকাশবদুক্তঃ, জীবৈঃ ক্ষেত্রজ্ঞৈঃ ঘটাকাশৈরিব ঘটাকাশ-তুল্যৈঃ উদিতঃ উক্তঃ ; স এব আকাশসমঃ পর আত্মা। অথবা, ঘটাকাশৈর্যথা, আকাশ উদিতঃ উৎপন্নঃ, তথা পরো জীবাত্মভিরুৎপন্নঃ। জীবাত্মনাং পরস্মা-দাত্মন উৎপত্তির্যা শ্রূয়তে বেদান্তেষু, সা মহাকাশাদ্ ঘটাকাশোৎপত্তিসমা, ন পরমার্থত ইত্যভিপ্রায়ঃ। তস্মাদেবাকাশাদ্ঘটাদয়ঃ সঙ্ঘাতা যথা উৎপদ্যন্তে, এবমাকাশস্থানীয়াৎ পরমাত্মনঃ পৃথিব্যাদিভূতসঙ্ঘাতা আধ্যাত্মিকাশ্চ কার্য্য-করণলক্ষণা রজ্জুসর্পবদ্‌বিকল্পিতাঃ জায়ন্তে। অত উচ্যতে—"ঘটাদিবচ্চ সঙ্ঘাতৈরুদিতঃ" ইতি। যদা মন্দবুদ্ধিপ্রতিপিপাদয়িষয়া শ্রুত্যা আত্মনো জাতিরুচ্যতে জীবাদীনাম্, তদা জাতাবুপগম্যমানায়াম্ এতন্নিদর্শনং দৃষ্টান্তো যথোদিতাকাশবদিত্যাদি ॥ ৭০ ॥ ৩ ॥

ভাষ্যানুবাদ ঃ—"আমি উৎপত্তিহীন অকার্পণ্য ব্রহ্মস্বরূপ বলিব" এই প্রতিজ্ঞা করা হইয়াছে এবং "তাহার সিদ্ধির জন্য হেতু এবং দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিব" এই হেতু বলিতেছেন—'আত্মা' অর্থ পরমাত্মা, যেহেতু আত্মা আকাশ-ব্রহ্ম সর্ব্বব্যাপি, নিরবয়ব এবং সূক্ষ্ম বলিয়া কথিত হন। মহাকাশে যেরূপ বিভিন্ন ঘটাকাশের আকার প্রতীত হয়, সেইরূপ আকাশবৎ পরমাত্মা নানাবিধ ক্ষেত্রজ্ঞ জীবাকারে প্রতীতি গোচর হইয়া থাকেন, সেই পরমাত্মা আকাশ সদৃশ। অথবা আকাশ যেরূপ ঘটাকাশরূপে উৎপন্ন হয়, সেইরূপ পরমাত্মা

নানাবিধ জীবাত্মরূপে উৎপন্ন হইয়া থাকেন। অভিপ্রায় এই যে, বেদান্ত শাস্ত্রসমূহে পরমাত্মা হইতে জীবাত্মাসমূহের যে উৎপত্তি শ্রুত হয়, উহা মহাকাশ হইতে ঘটাকাশের ন্যায়, পরমার্থতঃ কোন উৎপত্তি হয় না। সেই আকাশ হইতে পাঞ্চভৌতিক ঘট প্রভৃতি যেরূপ উৎপন্ন হয়, সেইরূপ আকাশস্থানীয় পরমাত্মা হইতে পাঞ্চভৌতিক পৃথিবী এবং কার্য্য ও কারণরূপ দেহ প্রভৃতি রজ্জুসর্পবৎ বিকল্পিত হইয়া উৎপন্ন হয়। এইহেতু বলা হইতেছে "ঘটাদির ন্যায় আত্মা দেহরূপে যেন উৎপন্ন হয়।" শ্রুতি যখন মূঢ়বুদ্ধি লোকদিগকে বুঝাইবার নিমিত্ত আত্মা হইতে জীব প্রভৃতির উৎপত্তি বলিয়া থাকেন, তখন উৎপত্তি বিষয়ে আকাশবৎ উৎপন্ন ইহাই দৃষ্টান্ত ॥

ঘটাদিষু প্রলীনেষু ঘটাকাশাদয়ো যথা।
আকাশে সম্প্রলীয়ন্তে তদ্‌বজ্জীব ইহাত্মনি ॥ ৭১ ॥ ৪ ॥

অন্বয়ঃ—ঘটাদিষু প্রলীনেষু (ঘট প্রভৃতি উপাধিসমূহ সম্পূর্ণরূপে বিলীন হইলে) যথা ঘটাকাশাদয়ঃ (যেরূপ ঘটোপহিত আকাশসমূহ) আকাশে (মহাকাশে) সম্প্রলীয়তে (বিলয় প্রাপ্ত হয়) তদ্‌বদ (সেইরূপ) জীবঃ (অন্তঃকরণ উপহিত চৈতন্যস্বরূপ জীব) ইহ আত্মনি (অন্তঃকরণরূপে উপাধির বিলয়ে এই আত্মাতে প্রলীন হইয়া যায়)। ৭১ ॥ ৪॥

অনুবাদঃ—ঘটরূপ উপাধি বিলয়প্রাপ্ত হইলে ঘটোপহিত আকাশ যেরূপ সম্পূর্ণরূপে মহাকাশে বিলীন হইয়া যায়, সেইরূপ অন্তঃকরণ উপহিত চৈতন্যস্বরূপ জীব অন্তঃকরণরূপ উপাধির বিলয়ে এই চৈতন্যস্বরূপ আত্মাতে সম্পূর্ণ বিলয়প্রাপ্ত হয়। [অদ্বৈতের পক্ষে জীবসৃষ্টি যেরূপ অবাস্তব, লয়ও সেইরূপ অপারমার্থিক। জীবের উৎপত্তি প্রলয় ঔপাধিক, উহা স্বাভাবিক নহে]। ৭১ ॥ ৪ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্ঃ—যথা ঘটাদ্যুৎপত্ত্যা ঘটাকাশাদ্যুৎপত্তিঃ, যথাচ ঘটাদি-প্রলয়ে ঘটাকাশাদিপ্রলয়ঃ, তদ্‌বদ্ দেহাদিসঙ্ঘাতোৎপত্ত্যা জীবোৎপত্তিঃ, তৎ-প্রলয়ে চ জীবানামিহ আত্মনি প্রলয়ঃ, ন স্বত ইত্যর্থঃ ॥ ৭১ ॥ ৪ ॥

ভাষ্যানুবাদঃ—ঘটাদির উৎপত্তিহেতু যেরূপ ঘটাকাশাদির উৎপত্তি এবং ঘটাদির প্রলয়ে ঘটাকাশাদির প্রলয় হইয়া থাকে, সেইরূপ দেহাদি সংঘাতের উৎপত্তিহেতু জীবের উৎপত্তি এবং দেহাদি সংঘাতের প্রলয়ে জীবগণের এই আত্মাতে প্রলয় হয়। এই উৎপত্তি প্রলয় স্বাভাবিক নহে, উহা ঔপাধিক মাত্র। ৭১ ॥ ৪ ॥

যথৈকস্মিন্ ঘটাকাশে রজোধূমাদিভির্যুতে।
ন সর্ব্বে সম্প্রযুজ্যন্তে তদ্বজ্জীবাঃ সুখাদিভিঃ ॥ ৭২ ॥ ৫ ॥

অন্বয়ঃ—যথা (যেরূপ) একস্মিন্ ঘটাকাশে (একটি ঘটাকাশ) রজোধূমাদিভিঃ (ধূলি, ধূম প্রভৃতি দ্বারা) যুতে (যুক্ত হইলে) সর্ব্বে (ভিন্ন ভিন্ন সমস্ত ঘটাকাশ) ন সম্প্রযুজ্যন্তে (সম্যকরূপে যুক্ত হয় না) তদ্বৎ (সেইরূপ) জীবাঃ (জীবগণ) সুখাদিভিঃ (সুখ প্রভৃতি দ্বারা)। ৭২ ॥ ৫ ॥

অনুবাদঃ—যেরূপ একটি ঘটাকাশ ধূলিধূমাদি দ্বারা যুক্ত হইলে তদতিরিক্ত অন্য সমস্ত ঘটাকাশ ধূলি প্রভৃতি দ্বারা যুক্ত হয় না, সেইরূপ একটি জীব সুখ-দুঃখাদিপ্রাপ্ত হইলে অন্য সমস্ত জীব সেই সুখদুঃখাদি প্রাপ্ত হয় না। ৭২ ॥ ৫ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্ঃ—সর্ব্বদেহেষু আত্মৈকত্বে একস্মিন্ জনন-মরণ-সুখাদিমতিঃ আত্মনি সর্ব্বাত্মনাং তৎসম্বন্ধঃ ক্রিয়াফলসাঙ্কর্য্যঞ্চ স্যাৎ, ইতি যে আহুর্দ্বৈতিনঃ তান্ প্রতি ইদমুচ্যতে—যথা একস্মিন্ ঘটাকাশে রজোধূমাদিভিঃ যুতে সংযুক্তে ন সর্ব্বে ঘটাকাশাদয়ঃ তদ্রজোধূমাদিভিঃ সংপ্রযুজ্যন্তে, তদ্বজ্জীবাঃ সুখাদিভিঃ।

ননু এক এবাত্মা? বাঢ়ম্; ননু, ন শ্রুতং ত্বয়া—আকাশবৎ সর্ব্বসত্তাজাতেষু এক এবাত্মেতি। যদি এক এবাত্মা, তর্হি সর্ব্বত্র সুখী দুঃখী চ স্যাৎ। ন চেদং সাঙ্খ্যস্য চেদ্যং সম্ভবতি। ন হি সাঙ্খ্য আত্মনঃ সুখদুঃখাদিমত্ত্বমিচ্ছতি বুদ্ধিসমবায়াভ্যুপেতাত্বাৎ সুখদুঃখাদীনাম্। ন চোপলব্ধস্বরূপস্য আত্মনো ভেদকল্পনায়াং প্রমাণমস্তি। ভেদাভাবে প্রধানস্য পারার্থ্যানুপপত্তিরিতি-চেৎ, ন; প্রধানকৃতস্যার্থস্য আত্মনি ন সমবায়াৎ,; যদি হি প্রধানকৃতো বন্ধো মোক্ষো

বা অর্থঃ পুরুষেষু ভেদান্ সমবৈতি, ততঃ প্রধানস্য পারার্থ্যমাত্মকত্বে নোপপদ্যতে, ইতি যুক্তা পুরুষভেদকল্পনা। ন চ সাংখ্যৈর্বন্ধো মোক্ষোবা অর্থঃ পুরুষঃ সমবেতোঽভ্যুপগম্যতে; নির্বিবশেষাশ্চ চেতনমাত্রা আত্মানোঽভ্যুপগম্যন্তে। অতঃ পুরুষসত্তামাত্রপ্রযুক্তমেব প্রধানস্য পারার্থ্যং সিদ্ধং; ন তু পুরুষভেদ-প্রযুক্তমিতি। অতঃ পুরুষভেদকল্পনায়াং হেতুঃ ন প্রধানস্য পারার্থ্যং; ন চান্যৎ পুরুষভেদ-কল্পনায়াং প্রমাণমস্তি সাংখ্যানাম্। পরসত্তামাত্রমেব চৈতন্নিমিত্তীকৃত্য স্বয়ং বধ্যতে মুচ্যতে চ প্রধানম্। পরশ্চোপলব্ধিমাত্রসত্তাস্বরূপেণ প্রধানপ্রবৃত্তৌ হেতুঃ; ন কেনচিদ্বিশেষেণেতি কেবলমূঢ়তয়ৈব পুরুষভেদকল্পনা বেদার্থপরিত্যাগশ্চ।

যে তু আহুর্বৈশেষিকাদয়ঃ—ইচ্ছাদয় আত্মসমবায়িন ইতি। তদপ্যসৎ; স্মৃতি-হেতূনাং সংস্কারোণামপ্রদেশবতি আত্মনি অসমবায়াৎ। আত্ম-মনঃ-সংযোগাশ্চ স্মৃত্যুৎপত্তেঃ স্মৃতিনিয়মানুপপত্তিঃ, যুগপদ্বা সর্বস্মৃত্যুৎপত্তিপ্রসঙ্গঃ। ন চ ভিন্নজাতীয়ানাং স্পর্শাদিহীনানামাত্মনাং মন আদিভিঃ সম্বন্ধো যুক্তঃ; ন চ দ্রব্যাৎ রূপাদয়ো-গুণাঃ কর্ম-সামান্য-বিশেষ-সমবায়া ভিন্নাঃ সন্তি। পরেষাং যদি হ্যত্যন্তভিন্না এব দ্রব্যাৎ স্যুঃ ইচ্ছাদয়শ্চাত্মনঃ, তথা সতি দ্রব্যেণ তেষাং সম্বন্ধানুপপত্তিঃ। অযুতসিদ্ধানাং সমবায়লক্ষণঃ সম্বন্ধো ন বিরুধ্যতে ইতি চেৎ, ন; ইচ্ছাদিভ্যোঽনিত্যেভ্য আত্মনো নিত্যস্য পূর্বসিদ্ধত্বাৎ, নাযুত-সিদ্ধত্বোপপত্তিঃ। আত্মনা অযুতসিদ্ধত্বে চ ইচ্ছাদীনামাত্মগতমহত্ত্ববৎ নিত্যত্ব-প্রসঙ্গঃ; স চানিষ্টঃ, আত্মনোঽনির্মোক্ষপ্রসঙ্গাৎ। সমবায়স্য চ দ্রব্যাদন্যত্বে সতি দ্রব্যেন সম্বন্ধান্তরং বাচ্যম্; যথা দ্রব্যগুণয়োঃ। সমবায়ো নিত্যসম্বন্ধ এবেতি ন বাচ্যমিতি চেৎ; তথা সতি সমবায়সম্বন্ধবতাং নিত্যসম্বন্ধ-প্রসঙ্গাৎ পৃথক্ত্বানুপপত্তিঃ। অত্যন্তপৃথক্ত্বে চ দ্রব্যাদীনাং স্পর্শদ্রব্যয়োরিব ষষ্ঠ্যর্থানুপপত্তিঃ। ইচ্ছাদ্যুৎপত্ত্যপায়বদ্গুণবত্ত্বে চাত্মনোঽনিত্যত্বপ্রসঙ্গঃ। দেহকলাদিবৎ সাবয়বত্বং বিক্রিয়াবত্ত্বঞ্চ দেহাদিবদেবেতি দোষৌ অপরিহার্য্যৌ। যথা ত্বাকাশস্য অবিদ্যাধ্যারোপিত-ঘটাদ্যুপাধিকৃত-রজো-ধূমমলত্বাদি-দোষবত্ত্বং, তথা আত্মনোঽবিদ্যা-ধ্যারোপিত-বুদ্ধ্যাদ্যুপাধিকৃত-সুখদুঃখাদি-দোষবত্ত্বে বন্ধমোক্ষাদয়ো ব্যবহারিকা ন

বিরুধ্যন্তে ; সর্ব্ববাদিভিরবিদ্যাকৃত-ব্যবহারা-ভ্যুপগমাৎ পরমার্থানভ্যুপগমাচ্চ। তস্মাদাত্মভেদপরিকল্পনা বৃথৈব তার্কিকৈঃ ক্রিয়ত ইতি ॥ ৭২॥ ৫ ॥

ভাষ্যানুবাদ ঃ—সর্ব্ব দেহে যদি একই আত্মা বিদ্যমান থাকেন তাহা হইলে এক আত্মা জন্ম-মৃত্যু-সুখদুঃখাদি-সম্পন্ন হইলে সমস্ত আত্মারই সেই সুখ-দুঃখাদির সহিত সম্বন্ধ হইতে পারে এবং ক্রিয়াফলেরও সাঙ্কর্য্য হইবে অর্থাৎ একজন দ্বারা কৃত কর্ম্মের ফল অপর সমস্ত আত্মারই ভোগ হইতে পারে। যে সকল দ্বৈতবাদী এইরূপ আপত্তি করেন, তাঁহাদের সেই আপত্তি পরিহারের জন্য তাঁহাদের প্রতি বলিতেছেন—যেরূপ একটি ঘটাকাশের ধূলিধূমাদি দ্বারা সব ঘটাকাশ সংযুক্ত হয় না সেইরূপ এক জীবের সুখদুঃখাদির দ্বারা সমস্ত জীব সংযুক্ত হয় না।

সাংখ্যবাদী শঙ্কা উঠাইতেছেন—আচ্ছা, অদ্বৈত মতে আত্মা কি এক নয় ? সিদ্ধান্তী—নিশ্চয়ই আত্মা এক।

তুমি কি শ্রবণ কর নাই যে, সর্ব্বদেহে আকাশবৎ একই আত্মা বিদ্যমান আছেন ? পূর্ব্বপক্ষী—"যদি একই আত্মা বিদ্যমান থাকেন, তাহা হইলে একজনের সুখে ও দুঃখে সকলেই সুখী এবং দুঃখী হইবে, আর এরূপ হইলে সমস্ত লোকব্যবস্থা অসিদ্ধ হইয়া পড়িবে।" সিদ্ধান্তী—না, সাংখ্যের এই আশঙ্কা সম্ভবপর হয় না। আত্মার সহিত সুখদুঃখের সম্বন্ধ সাংখ্যও ত ইচ্ছা করে না ; কারণ সাংখ্যমতে সুখদুঃখাদি বুদ্ধির সহিত সমবায় সম্বন্ধে স্থিত অর্থাৎ বুদ্ধিধর্ম্ম, উহা আত্মধর্ম্ম নহে। আরও সাংখ্য কি আত্মার একত্ব বিষয়ে দোষ প্রদর্শন পূর্ব্বক আত্মার বহুত্ব বা ভেদ কল্পনা করেন ? ইহাও সঙ্গত নহে, কারণ উপলব্ধিস্বরূপ, চৈতন্যস্বরূপ আত্মার ভেদ কল্পনায় কোন প্রমাণ নাই। পূর্ব্বপক্ষী—আত্মভেদ অর্থাৎ আত্মার বহুত্বের অভাব হইলে প্রধানের পারার্থ্য উৎপন্ন হয় না ; কারণ প্রধান জড়, জড় পদার্থ অপরের প্রয়োজনই সিদ্ধ করিতে ব্যাপৃত হইয়া থাকে, আত্মা এক হইলে প্রধানকৃত সুখদুঃখাদি একই সময়ে সকলের অনুভূত হইত ;

কিন্তু তাহা যখন হয় না, তখন আত্মার বহুত্ব স্বীকার করিতেই হইবে। আরও প্রধান বা প্রকৃতি কাহাকেও ভোগ, কাহাকেও মোক্ষ প্রদান করিয়া থাকে, পুরুষ বা আত্মা বহু না হইলে উহা সম্ভবপর হয় না।) সিদ্ধান্তী—না, এরূপ হইতে পারে না; কারণ, প্রধানকৃত যে ভোগ ও মোক্ষরূপ যে অর্থ বা প্রয়োজন, সেই ভোগ ও মোক্ষ আত্মসমবেত অর্থাৎ আত্মধর্ম্ম নহে। প্রধানকৃত বন্ধও মোক্ষরূপ প্রয়োজন সাধন, আত্মার একত্বে উহা সম্ভবপর হয় না বলিয়া আত্মার বহুত্ব কল্পনা যুক্তিযুক্ত হইত। কিন্তু সাংখ্য স্বীকার করেন যে পুরুষ বা আত্মা নির্ব্বিশেষ, চৈতন্য মাত্র স্বরূপ। অতএব চৈতন্যস্বরূপ। পুরুষের সান্নিধ্য মাত্রেই প্রধানের পারার্থ্য সিদ্ধ হইয়া থাকে, পুরুষের ভেদবশতঃ নহে। অতএব প্রধানের পারার্থ্য বা অপরের প্রয়োজন সাধন পুরুষভেদ বা পুরুষের বহুত্ব কল্পনার কারণ নহে। সাংখ্যবাদিগণের পারার্থ্য ব্যতীত পুরুষভেদ কল্পনার অন্য কোন প্রমাণ নাই। এই প্রধান বা প্রকৃতি কেবলমাত্র অপরের অর্থাৎ আত্মার সত্তাকেই নিমিত্ত করিয়া আশ্রয় করিয়া নিজেই বদ্ধ এবং মুক্ত হয়। স্বরূপতঃ চৈতন্যমাত্রস্বরূপ আত্মা স্বীয় সন্নিধিমাত্রেই প্রধানের ব্যাপার বা কার্য্যের নিমিত্ত হন মাত্র, কিন্তু কোন বিশেষ ব্যাপার দ্বারা প্রকৃতির কার্য্যের কারণ হয় না; নিমিত্ত হইলে ব্যাপার হইতে হইবে এরূপ কোন নিয়ম নাই। কেবল মূঢ়তাবশতঃই পুরুষের বহুত্ব কল্পনা এবং বেদার্থ পরিত্যাগ করা হইয়া থাকে।

বৈশেষিকগণ স্বীকার করেন—বুদ্ধি, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ, প্রযত্ন, ধর্ম্ম, অধর্ম্ম এবং সংস্কার এই নয়টি গুণ আত্মসমবেত অর্থাৎ আত্মাতে সমবায় সম্বন্ধে থাকে, তাহাও সঙ্গত নহে। দ্রব্যের রূপের ন্যায় পূর্ব্বোক্ত গুণগুলি যদি তাহাদের আশ্রয়রূপ আত্মাকে ব্যাপিয়া বর্ত্তমান থাকে, তাহা হইলে তাহাদের পর্য্যায়ক্রমে জ্ঞান না হইয়া সব আত্মাতেই যুগপৎ জ্ঞান হইবে, সুতরাং উক্ত গুণগুলি আত্মসমবেত হইতে পারে না। আর সংযোগ সম্বন্ধেও

উক্ত গুণসমূহ আত্মার একদেশে থাকিতে পারে না, কারণ আত্মা নিরবয়ব; যদি সত্যসত্যই গুণসমূহ আত্মাতে থাকে তাহা হইলে আত্মা দেশদ্বারা পরিছিন্ন হওয়া হেতু অনিত্য পদার্থ হইয়া পড়েন, আর যদি গুণগুলি আত্মাতে কল্পিত হয় তাহা হইলে কল্পিত গুণসমূহের দ্বারা আত্মা পরমার্থতঃ গুণবান হয় না।

অতএব স্মৃতিসমূহের কারণভূত ভাবনাদি সংস্কারসমূহ নিরংশ নিরবয়ব আত্মাতে সমবায় সম্বন্ধে থাকিতে না পারায় বৈশেষিকগণের সিদ্ধান্ত অসিদ্ধান্ত। আরও আত্মা মনঃসংযোগরূপ অসমবায়ে কারণ হইতে স্মৃতিজ্ঞানের উৎপত্তি স্বীকার করিলে স্মৃতিজ্ঞানের নিয়ম উৎপন্ন হয় না; কারণ অখণ্ড একরস আত্মার সহিত সব মনের সংযোগ থাকাহেতু একদেহে স্মৃতি জ্ঞানের কারণ-ভূত একটি সংস্কার উদিত হইলে সর্ব্বদেহে সেই সংস্কারজনিত স্মৃতিজ্ঞানের উদয় হইবে। এবং আত্মা যদি প্রতি দেহে ভিন্ন ভিন্ন হন, তাহা হইলেও স্মৃতিজ্ঞানের ব্যবস্থা যথনই সঙ্গত হয় না; কারণ আত্মার সহিত মনের সংযোগহেতু একটি স্মৃতিজ্ঞানের উৎপত্তি সময়ে যুগপৎ অন্যান্য স্মৃতিজ্ঞানের উৎপত্তি হইবে। আরও সমান জাতীয় পদার্থসমূহের মধ্যেই পরস্পর সম্বন্ধ দৃষ্ট হয়, স্পর্শাদিগুণহীন আত্মসমূহের সহিত ভিন্ন জাতীয় মন প্রভৃতির সম্বন্ধ যুক্তিযুক্ত হইতে পারে না। বৈশেষিকদিগের রূপাদি গুণ-সমূহ, কর্ম্ম, সামান্য, বিশেষ, সমবায় প্রভৃতি নিত্য চৈতন্যস্বরূপ আত্মা স্বতন্ত্রভাবে বিদ্যমান নাই, মনঃ-কল্পনাবশতঃই এই আত্মা গুণাদি আকারে বিভাত হইয়া থাকেন মাত্র। যদি ইচ্ছা প্রভৃতি গুণসমূহ আত্মা হইতে অত্যন্ত পৃথক হইত, তাহা হইলে আত্মার সহিত তাহাদের সম্বন্ধ হইত না। যদি এইরূপ বলা যায় যে, যাহারা অযুতসিদ্ধ অর্থাৎ উৎপত্তির সঙ্গে সঙ্গেই যাহাদের সম্বন্ধসিদ্ধ আছে, সেই অযুতসিদ্ধ পদার্থসমূহের সমবায়রূপ সম্বন্ধ বিরুদ্ধ হয় না; তাহা হইলে আমরা বলিব না, এরূপ হইতে পারে না; কারণ আত্মা নিত্য এবং ইচ্ছা প্রভৃতি গুণসমূহ অনিত্য; এই অনিত্য

ইচ্ছা প্রভৃতি গুণসমূহের উৎপত্তির পূর্ব্ব আত্মা বিদ্যমান থাকায় নিত্য আত্মার সহিত অনিত্য ইচ্ছাদির অযুতসিদ্ধ সম্বন্ধ হইতে পারে না। যদি আত্মা এবং ইচ্ছাদি গুণসমূহ অযুতসিদ্ধ হয়, তাহা হইলে আত্মা জ্ঞানাদি-হেতু আত্মগত মহত্ত্ব বা নিত্যত্ব ইচ্ছাদি গুণসমূহে আপতিত হইবে অর্থাৎ উক্ত গুণসমূহও নিত্য হইবে, কিন্তু তাহাতে কাহারও ইষ্ট নহে কারণ ইচ্ছাদি গুণসমূহ নিত্য হইলে আত্মার মোক্ষই অসিদ্ধ হইবে। সমবায়-সম্বন্ধ দ্রব্য হইতে পৃথক হইলে, দ্রব্যের সহিত অপর একটি সম্বন্ধ স্বীকার করা প্রয়োজন; যেমন দ্রব্য ও গুণের মধ্যে সম্বন্ধ স্বীকার করা হইয়া থাকে। এইরূপ সম্বন্ধ স্বীকার করিলে অনবস্থারূপ দোষ উপস্থিত হয়, আর যদি অন্য সম্বন্ধ স্বীকার না করা হয় অর্থাৎ সমবায় যদি নিত্য সম্বন্ধ হয়, তাহা হইলে সমবায়-সম্বন্ধযুক্ত দ্রব্যগুণ প্রভৃতির নিত্য সম্বন্ধ নিবন্ধন কখনও তাহাদের পার্থক্যজ্ঞানের উপলব্ধি হইবে না; স্পর্শযোগ্য এবং স্পর্শের অযোগ্য এই উভয় পদার্থের মধ্যে যেমন ষষ্ঠী বিভক্তি দ্বারা সম্বন্ধ নির্ণয় করা যায় না, সেইরূপ দ্রব্য ও গুণের মধ্যে সমবায়ী সম্বন্ধ যদি অত্যন্ত পৃথক হইত তাহা হইলে ষষ্ঠী বিভক্তি দ্বারা অর্থাৎ দ্রব্যের গুণ এরূপভাবে উভয়ের সম্বন্ধ নির্দ্দেশ করা যাইত না। আরও আত্মা যদি উৎপত্তিবিনাশশীল ইচ্ছাদি-গুণবিশিষ্ট হইত তাহা হইলে আত্মারও অনিত্যতা প্রসঙ্গ হইবে। শুধু যে অনিত্যতারূপ দোষ হইবে তাহা নহে, পরন্তু দেহাদির ন্যায় আত্মারও সাবয়বত্ব বিকারিত্ব এই দুইটি দোষও অপরিহার্য্য হইবে। যদি এরূপ বলা যায় যে, ইচ্ছাদি গুণসমূহ যদি আত্মায় সমবেত না হয় তাহা হইলে আত্মার বন্ধন না থাকায় মুক্তিও থাকিতে পারে না, আত্মার বন্ধ ও মুক্তির ব্যবস্থা উৎপন্ন হয় না বলিয়া প্রতিদেহে সুখদুঃখাদিবিশিষ্ট আত্মার বহুত্ব স্বীকার করিতেই হইবে, তাহা হইলে আমরা বলিব—না, এরূপ হইতে পারে না; কারণ আকাশের ধূলি, ধূম, মলিনতা প্রভৃতি দোষ যেরূপ অবিদ্যা দ্বারা আকাশে কল্পিত হয়, সেইরূপ বুদ্ধি প্রভৃতি উপাধিকৃত সুখদুঃখাদি দোষ অবিদ্যা দ্বারা

আত্মাতে আরোপিত হয় মাত্র; সুতরাং ব্যবহারিক বন্ধ ও মোক্ষের ব্যবস্থা অনুপপন্ন অর্থাৎ বিরুদ্ধ হয় না। অবিদ্যা দ্বারা আত্মাতে মনুষ্যত্ব আরোপিত হইলে সেই মনুষ্যকৃত লৌকিক বৈদিক ব্যবহার এবং তৎকৃত ব্যবস্থা সর্ব্ববাদীই স্বীকার করেন; পরমার্থ মোক্ষে কোন বাদীই ব্যবহারিক ব্যবস্থা স্বীকার করেন না। কল্পিত ভেদবশতঃই যখন পূর্ব্বোক্ত বন্ধ-মোক্ষ ব্যবস্থা সুসঙ্গত হয়, তখন তার্কিকগণের পারমার্থিক আত্মভেদ কল্পনা অর্থাৎ আত্মার পারমার্থিক বহুত্ব পরিকল্পনা বৃথা, নিষ্প্রয়োজন। ৭২ ॥ ৫ ॥

রূপ-কার্য্য-সমাখ্যাশ্চ ভিদ্যন্তে তত্র তত্র বৈ।
আকাশস্য ন ভেদোঽস্তি তদ্বজ্জীবেষু নির্ণয়ঃ ॥ ৭৩ ॥ ৬ ॥

অন্বয়ঃ—তত্র তত্র (ঘট প্রভৃতি পদার্থ দ্বারা উপহিত সেই সেই আকাশে) রূপ-কার্য্য-সমাখ্যাশ্চ (অল্পত্ব, মহত্বাদিরূপ, জল আনয়ন প্রভৃতি কার্য্য ঘটাকাশ, গৃহাকাশ প্রভৃতি নাম) ভিদ্যন্তে (বিভিন্ন হইয়া থাকে) বৈ (নিশ্চয়ই) আকাশস্য (আকাশের) ভেদঃ ন অস্তি (বিভাগ হয় না) তদ্বৎ (সেইরূপ) জীবেষু (জীবসমূহে) নির্ণয়ঃ (সিদ্ধান্ত) ॥ ৭৩ ॥ ৬ ॥

অনুবাদঃ—ঘট প্রভৃতি দ্বারা উপহিত সেই সেই আকাশে অল্পত্ব মহত্বাদি রূপ বা আকার, জল আনয়ন প্রভৃতি কার্য্য, ঘটাকাশ, গৃহাকাশ প্রভৃতি নাম নিশ্চয়ই বিভিন্ন হইয়া থাকে, কিন্তু আকাশের পরমার্থতঃ ভেদ হয় না; সেইরূপ মশক দেহ, মনুষ্য দেহ, হস্তী দেহ প্রভৃতি দেহোপাধি দ্বারা উপহিত চৈতন্য অল্পত্ব মহত্বাদি আকার, উড্ডয়ন, গমনাগমন রূপ কার্য্য, মশক, হস্তী প্রভৃতি নাম বিভিন্ন হইয়া থাকে, কিন্তু চৈতন্যের কোন পারমার্থিক ভেদ হয় না, জীবসমূহ সম্বন্ধে বিবেকিগণের ইহাই সিদ্ধান্ত। ৭৩ ॥ ৬ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্ঃ—কথং পুনরাত্মভেদনিমিত্ত ইব ব্যবহার একস্মিন্ আত্মনি অবিদ্যাকৃত উপপদ্যত ইতি। উচ্যতে—যথা ইহাকাশ একস্মিন্ ঘট-করকাপ-বরকাদ্যাকাশানাম্ অল্পত্বমহত্বাদিরূপানি ভিদ্যন্তে, তথা কার্য্যমুদকাহরণ-

ধারণশয়নাদি ; সমাখ্যাশ্চ ঘটাকাশ-করকাকাশ্যাস্তৎকৃতাশ্চ ভিন্না দৃশ্যন্তে ; তত্র তত্র বৈ ব্যবহারবিষয় ইত্যর্থঃ। সর্ব্বেঽয়মাকাশে রূপাদিভেদকৃতো ব্যবহারঃ অপরমার্থ এব। পরমার্থতস্তু আকাশস্য ন ভেদোঽস্তি। ন চ আকাশভেদনিমিত্তো ব্যবহারোঽস্তি অন্তরেণ পরোপাধিকৃতং দ্বারম্। যথৈতৎ, তদ্বৎ দেহোপধিভেদ-কৃতেষু জীবেষু ঘটাকাশস্থানীয়েষু আত্মসু নিরূপণাৎ কৃতো বুদ্ধিমদ্ভির্নির্ণয়ো নিশ্চয় ইত্যর্থঃ ॥ ৭৩ ॥ ৬ ॥

ভাষ্যানুবাদ ঃ—আত্মভেদবাদে অর্থাৎ জীবসমূহ পরমার্থতঃ পরস্পর বিভিন্ন ; কারণ প্রত্যেকেরই নাম, রূপ এবং কার্য্য ভিন্ন পরিদৃষ্ট হয়, আত্মা এক হইলে একই আত্মাতে কি প্রকারে অবিদ্যাকৃত এই ভেদ ব্যবহার উৎপন্ন হইতে পারে ? তাহা বলা হইতেছে—যেমন এই একই আকাশে ঘট, করক, অপবরক প্রভৃতি দ্বারা উপহিত আকাশসমূহের অল্পত্ব, মহত্বাদি বিভিন্ন আকার বা রূপ দৃষ্ট হয়, সেইরূপ ঘট-করকাদি উপাধিকৃত ঘটাকাশ, করকা-কাশ ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন নামসমূহ এবং জলের আহরণ ও ধারণ এবং শয়নাদি বিভিন্ন কার্য্যসমূহ পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। উপাধিকৃত আকাশসমূহে এইরূপে ভেদ ব্যবহার হইয়া থাকে। নামরূপাদিকৃত এইসব ভেদ ব্যবহার পারমার্থিক সত্য নহে ; কারণ পরমার্থতঃ আকাশের কোন ভেদ নাই, আর এই যে ঘটাকাশ প্রভৃতি ভেদ ব্যবহার, উহা আকাশের ভেদ নিমিত্ত নহে উহা ঘটাদি উপাধিকৃত, কারণ আকাশ হইতে ভিন্ন উপাধি ব্যতীত আকাশে ভেদ ব্যবহার হইতে পারে না। পূর্ব্বোক্ত দৃষ্টান্ত যেরূপ ঠিক, সেইরূপ দেহাদি উপাধি নিমিত্তই ঘটাকাশ স্থানীয় জীবাত্মাসমূহে ভেদ ব্যবহার হইয়া থাকে, পরমার্থতঃ আত্মাতে কোন ভেদ নাই ; ইহাই বুদ্ধিমান বিবেকিগণের স্থির সিদ্ধান্ত। ৭৩ ॥ ৬ ॥

নাকাশস্য ঘটাকাশো বিকারাবয়বৌ যথা।
নৈবাত্মনঃ সদা জীবো বিকারাবয়বৌ তথা ॥ ৭৪ ॥ ৭ ॥

অন্বয়ঃ—যথা (যেরূপ) ঘটাকাশঃ (ঘটদ্বারা উপহিত আকাশ) আকাশস্য (মহাকাশের) বিকারাবয়বৌ (বিকার এবং অংশ) ন (নহে, পরন্তু মহাকাশই) তথা (সেইরূপ) জীবো (দেহাদি উপহিত চৈতন্য) সদা (সর্ব্বদা) আত্মনঃ (চৈতন্যস্বরূপ পরমাত্মার) বিকারাবয়বৌ (বিকার এবং অংশ) ন এব (নিশ্চয়ই নহে) । ৭৪ ॥ ৭ ॥

অনুবাদঃ—যেরূপ ঘটোপহিত আকাশ মহাকাশের বিকার এবং অংশ নহে, পরন্তু মহাকাশই ; সেইরূপ দেহাদি উপহিত জীবাত্মা সর্ব্বদা চৈতন্য-স্বরূপ পরমাত্মার বিকার এবং অংশ নহে, উহা পরমাত্মাই । ৭৪ ॥ ৭ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্ঃ—ননু তত্র পরমার্থকৃত এব ঘটাকাশাদিষু রূপকার্য্যাদি-ভেদব্যবহার ইতি ; নৈতদস্তি ; যস্মাৎ পরমার্থাকাশস্য ঘটাকাশো ন বিকারঃ, যথা সুবর্ণস্য রুচকাদিঃ, যথা বা অপাং ফেনবুদ্‌বুদহিমাদিঃ, নাপ্যবয়বঃ, যথা চ বৃক্ষস্য শাখাদিঃ । ন তথাকাশস্য ঘটাকাশঃ বিকারাবয়বৌ যথা, তথা নৈবাত্মনঃ পরস্য পরমার্থসতো মহাকাশস্থানীয়স্য ঘটাকাশস্থানীয়ো জীবঃ সদাসর্ব্বদা যথোক্তদৃষ্টান্তবৎ ন বিকারঃ, নাপ্যবয়বঃ । অত আত্মভেদকৃতব্যবহারো মৃষৈবেত্যর্থঃ ॥ ৭৪ ॥ ৭ ॥

ভাষ্যানুবাদঃ—আচ্ছা, ঘটাকাশ প্রভৃতিতে রূপ ও কার্য্যাদির ভেদ ব্যবহার যথার্থ হইবে না কেন ? না, এরূপ হইতে পারে না ; যেহেতু হার প্রভৃতি অলঙ্কার যেরূপ সুবর্ণের বিকার, ফেন বুদ্‌বুদ্ হিমাদি যেরূপ জলের বিকার, ঘটাকাশ সেইরূপ যথার্থ মহাকাশের বিকার নহে, বৃক্ষের শাখা প্রভৃতি যেরূপ বৃক্ষের অংশ, ঘটাকাশ সেইরূপ মহাকাশের অংশ নহে, সেইরূপ পূর্ব্বোক্ত দৃষ্টান্তের ন্যায়, ঘটাকাশস্থানীয় জীব মহাকাশস্থানীয় পরমার্থস্বরূপ পরমাত্মার বিকার এবং অবয়ব নহে ; অতএব আত্মভেদ নিবন্ধন ভেদব্যবহার মিথ্যা ইহাই অভিপ্রায় । ৭৪ ॥ ৭ ॥

যথা ভবতি বালানাং গগনং মলিনং মলৈঃ ।
তথা ভবত্যবুদ্ধানামাত্মাপি মলিনো মলৈঃ ॥ ৭৫ ॥ ৮ ॥

অন্বয়ঃ—যথা (যেরূপ) বালানাং (বালকদিগের নিকট) গগনং (আকাশ) মলৈঃ (ধূলি, ধূম প্রভৃতি মল দ্বারা) মলিনং (মলিন) ভবতি (হয়) তথা (সেইরূপ) অবুদ্ধানাং (অজ্ঞদিগের) আত্মা অপি (আত্মাও) মলৈঃ (মলসমূহ দ্বারা) মলিনঃ (মলিন) ভবতি (হয়) । ৭৫ ॥ ৮ ॥

অনুবাদঃ—বালকদিগের নিকট আকাশ যেরূপ ধূলি, ধূম প্রভৃতি দ্বারা মলিন বলিয়া প্রতীত হয়, সেইরূপ অজ্ঞদিগের সমীপে চৈতন্যস্বরূপ আত্মাও রাগদ্বেষাদিদোষ দ্বারা দূষিত বলিয়া প্রতীত হইয়া থাকেন ॥ ৭৫ ॥ ৮ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্ঃ—যস্মাদ্ যথা ঘটাকাশাদিভেদবুদ্ধিনিবন্ধনো রূপকার্য্যাদিভেদব্যবহারঃ, তথা দেহোপাধি-জীবভেদকৃতো জন্মমরণাদিব্যবহারঃ ; তস্মাৎ তৎকৃতমেব ক্লেশকর্ম্মফলমলবত্ত্বম্ আত্মনো ন পরমার্থতঃ ইত্যেতমর্থং দৃষ্টান্তেন প্রতিপিপাদয়িষন্নাহ—যথা ভবতি লোকে বালানামবিবেকিনাং গগনমাকাশং ঘনরজোধূমাদিমলৈর্ম্মলিনং মলবৎ, ন গগন-যাথাত্ম্যবিবেকবতাম্ ; তথা ভবত্যাত্মা পরোঽপি, যো বিজ্ঞাতা প্রত্যক্—ক্লেশকর্ম্মফলমলৈর্ম্মলিনোঽবুদ্ধানাং—প্রত্যাগাত্মবিবেকরহিতানাং, নাত্মবিবেকবতাম্। ন হি ঊষরদেশস্তৃট্‌বৎপ্রাণ্যধ্যরোপিতোদকফেনতরঙ্গাদিমান্, তথা নাত্মা অবুধারোপিতক্লেশাদিমলৈর্ম্মলিনো ভবতীত্যর্থঃ ॥ ৭৫ ॥ ৮ ॥

ভাষ্যানুবাদঃ—পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে জীব ব্রহ্মের অংশ কিংবা বিকার নহে, কিন্তু ব্রহ্মই। পরমাত্মাই উপাধিতে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া 'জীব' শব্দে অভিহিত হন। এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে যদি কেহ বলেন জীবও ব্রহ্মের ঐক্য হইতে পারে না, কারণ ব্রহ্ম নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত স্বভাব, আর জীব জন্মমরণশীল, রাগ-দ্বেষাদিযুক্ত এই আশঙ্কার বিরুদ্ধে বলা হইতেছে—যেরূপ ঘটাকাশ, মঠাকাশাদি উপাধিনিমিত্ত আকাশে ভেদবুদ্ধি হইয়া থাকে এবং সেই ভেদবুদ্ধি নিবন্ধন আকাশে রূপভেদ, কার্য্যভেদ এবং নামভেদ ইত্যাদি ভেদব্যবহার দৃষ্ট হয়, সেইরূপ দেহাদি উপাধিপ্রযুক্ত জীবভেদ এবং সেই নিমিত্তই যেহেতু জন্ম-মরণ-সুখ-দুঃখাদি ভেদব্যবহার হইয়া থাকে,

সেইহেতু ক্লেশ, কর্ম্ম এবং কর্ম্মফলরূপ সুখ-দুঃখাদি সেই দেহোপাধিকৃতই, পূর্ব্বোক্ত ক্লেশ অর্থাৎ অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগদ্বেষ, অভিনিবেশ এবং কর্ম্ম ও কর্ম্মফল আত্মাতে প্রতীত হইলেও পরমার্থতঃ আত্মাতে উক্তদোষগুলি বিদ্যমান নাই; দৃষ্টান্ত দ্বারা ইহাই প্রতিপাদন করিবার ইচ্ছায় বলিতেছেন—যেরূপ লোকে অবিবেকিদিগের নিকট আকাশ মেঘ, ধূলি, ধূম প্রভৃতি মল দ্বারা মলিন বোধ হয়, কিন্তু আকাশের যথার্থ স্বরূপ যাঁহারা অবগত আছেন তাঁহারা আকাশকে মলিন দেখেন না। সেইরূপ প্রতি শরীর ব্যাপিয়া বর্ত্তমান প্রত্যক্ আত্মা পরমাত্মা হইলেও আত্মতত্ত্বের বিবেকরহিত মূঢ়গণের নিকট ক্লেশ, কর্ম্মফলরূপ দোষসমূহের দ্বারা দূষিত বলিয়া প্রতীত হন, কিন্তু আত্মতত্ত্বজ্ঞের নিকট ক্লেশাদি দোষযুক্তরূপে প্রতীত হন না। তৃষ্ণার্ত্ত প্রাণিগণ কর্ত্তৃক আরোপিত জলতরঙ্গ, ফেন বুদ্বুদাদি দ্বারা ঊষর ভূমি কখন যুক্ত হয় না; সেইরূপ আত্মা অজ্ঞজন কর্ত্তৃক আরোপিত ক্লেশাদি মল দ্বারা মলিন হন না ॥ ৭৫ ॥ ৮ ॥

মরণে সম্ভবে চৈব গত্যাগমনয়োরপি ।
স্থিতৌ সর্ব্বশরীরেষু চাকাশেনাবিলক্ষণঃ ॥ ৭৬ ॥ ৯ ॥

অন্বয় ঃ—মরণে (মৃত্যুতে) সম্ভবে (জন্মে) চ এব (এবং নিশ্চয়ই) গত্যা-গমনয়োঃ অপি (পরলোক গমন এবং ইহলোকে আগমন) সর্ব্ব শরীরেষু (সর্ব্বদেহে) স্থিতৌ (অবস্থিত হইলেও) আকাশেন (আকাশের সহিত) অবিলক্ষণঃ (অপৃথক স্বভাব) ॥ ৭৬ ॥ ৯ ॥

অনুবাদ ঃ—জীব মৃত্যুর পরে স্বীয় কর্ম্মানুসারে স্বর্গ-নরকে গমন করে এবং সেই কর্ম্মফল ভোগের পর পুনরায় ইহলোকে আগমন করিয়া বিভিন্ন যোনিতে জন্মগ্রহণ করে। জীব ব্রহ্ম হইলে কি প্রকারে তাহার জন্ম-মৃত্যুএর ইহলোক পরলোক গমনাগমন সম্ভব হয়? এই আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন—জন্ম, মৃত্যু, ইহলোক ও পরলোকে গমনাগমন এবং সর্ব্বদেহে

অবস্থান ইত্যাদি ব্যবহার আত্মার সম্বন্ধে হইলেও আত্মা আকাশতুল্য, পরলোকে গমনাগমন ইত্যাদি ব্যবহার অবিদ্যা দ্বারা আত্মাতে আরোপিত হইয়া থাকে মাত্র, উহা ঔপাধিক পারমার্থিক নহে। ৭৬ ॥ ৯ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্ ঃ—পুনরপ্যুক্তমেবার্থং প্রপঞ্চয়তি—ঘটাকাশজন্মনাশ গমনাগমনস্থিতিবৎ সর্ব্বশরীরেষু আত্মনো জন্মমরণাদিরাকাশেন অবিলক্ষণঃ প্রত্যেতব্য ইত্যর্থঃ ॥ ৭৬ ॥ ৯ ॥

ভাষ্যানুবাদ ঃ—পুনরায় পূর্ব্বোক্ত বিষয়ই বিশদরূপে বলিতেছেন—ঘটাকাশের জন্ম, মরণ, গমন, আগমন এবং স্থিতির ন্যায় সর্ব্বশরীরে একই আত্মার জন্ম, মরণাদি হইয়া থাকে, আকাশের সহিত আত্মার কোনমাত্র বৈলক্ষণ্য নাই বুঝিতে হইবে, ইহাই অভিপ্রায়। ৭৬ ॥ ৯ ॥

সঙ্ঘাতাঃ স্বপ্নবৎ সর্ব্বে আত্মমায়া-বিসর্জ্জিতাঃ।
আধিক্যে সর্ব্বসাম্যে বা নোপপত্তির্হি বিদ্যতে ॥ ৭৭ ॥ ১০ ॥

অন্বয় ঃ—আত্মমায়া-বিসর্জ্জিতাঃ (আত্মার মায়াশক্তি দ্বারা বিবিধ নামরূপে কল্পিত) সর্ব্বে সঙ্ঘাতাঃ (সমস্ত দেহ) স্বপ্নবৎ (স্বপ্নদেহের ন্যায় মিথ্যা) আধিক্যে (উৎকর্ষ বিষয়ে) সর্ব্বসাম্যে (সর্ব্বদেহের সমতা বিষয়ে) উপপত্তিঃ (যুক্তি) ন বিদ্যতে (নাই)। ৭৭ ॥ ১০ ॥

অনুবাদ ঃ—আত্মার মায়াশক্তি দ্বারা উপস্থাপিত বা কল্পিত নামরূপাত্মক বিবিধ দেহসমূহ স্বপ্নদেহের ন্যায় কল্পিত। পশু, পক্ষী, মনুষ্যাদির দেহ অপেক্ষা অধিক জ্ঞানশক্তিসম্পন্ন ব্রহ্মাদির দেহ; কিংবা সব দেহ সমান জ্ঞানশক্তিসম্পন্ন হইলেও, দেহসমূহের উৎকর্ষ ও সমানতা বিষয়ে অপর কোন যুক্তি নাই; কারণ সব দেহেই পাঞ্চভৌতিক এবং পঞ্চভূত মায়ার কার্য্য বলিয়া অসৎ। ৭৭ ॥ ১০ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্ ঃ—ঘটাদিস্থানীয়াস্তু দেহাদিসঙ্ঘাতাঃ স্বপ্নদৃশ্যদেহাদিবৎ মায়া-বিকৃত-দেহাদিবচ্চ আত্মমায়াবিসর্জ্জিতাঃ, আত্মনো মায়া অবিদ্যা, তয়া

প্রত্যুপস্থাপিতাঃ, ন পরমার্থতঃ সন্তীত্যর্থঃ। যদি আধিক্যম্ অধিকভাবঃ তির্যগ্-দেহাদ্যপেক্ষয়া দেবাদি-কার্য্যকরণ-সঙ্ঘাতানাং যদি বা সর্ব্বেষাং সমত্বৈব, তেষাং ন হ্যুপপত্তিসম্ভবঃ সদ্ভাব-প্রতিপাদকো হেতুর্বিদ্যতে নাস্তি, হি যস্মাৎ ; তস্মাৎ অবিদ্যাকৃতা এব, ন পরমার্থতঃ সন্তীত্যর্থঃ ॥ ৭৭ ॥ ১০ ॥

ভাষ্যানুবাদ :—দেহাদিসঙ্ঘাতসমূহ ঘটাদি স্থানীয়, স্বপ্নাবস্থায় দৃশ্যমান দেহাদির ন্যায় মায়াবী কর্ত্তৃক প্রদর্শিত দেহাদির ন্যায় আত্মার মায়া বা অবিদ্যা দ্বারা প্রত্যুপস্থাপিত, উহারা পারমার্থিক নহে। অর্থাৎ সত্যরূপে উহারা বিদ্যমান নাই। তির্য্যক্ দেহাদির অপেক্ষায় অধিক উৎকর্ষসম্পন্ন দেবতাদিগের কার্য্যকরণ সংঘাতরূপ দেহসমূহের, কিংবা যদি সব দেহ সমান হয় তাহা হইলেও সমতাপন্ন সেই দেহসমূহের পারমার্থিক অস্তিত্ব প্রতিপাদক কোন হেতু নাই ; সেইহেতু সমস্ত দেহই অবিদ্যাকৃত, অজ্ঞানকল্পিত, উহারা পরমার্থতঃ বিদ্যমান নাই। ইহাই এই শ্লোকের তাৎপর্য্য ॥ ৭৭ ॥ ১০ ॥

রসাদয়ো হি যে কোষা ব্যাখ্যাতাস্তৈত্তিরীয়কে।
তেষামাত্মা পরো-জীবঃ খং যথা সম্প্রকাশিতঃ ॥ ৭৮ ॥ ১১ ॥

অন্বয় :—তৈত্তিরীয়কে (তৈত্তিরীয় উপনিষদে) রসাদয়ঃ (অন্নময়, প্রাণময় প্রভৃতি) যে হি কোষাঃ (যে কোষসমূহ) ব্যাখ্যাতাঃ (বর্ণিত হইয়াছে) তেষাং (তাহাদের) যথা খং (যেমন আকাশ সেইরূপ) জীবঃ (জীবসংজ্ঞক) পরঃ আত্মা (পরমাত্মা) সম্প্রকাশিতঃ (সম্যকরূপে উপদিষ্ট হইয়াছেন)। ৭৮ ॥ ১১ ॥

অনুবাদ :—তৈত্তিরীয় উপনিষদে অন্নময়াদি যে পঞ্চকোষ বর্ণিত হইয়াছে, জীবসংজ্ঞক পরমাত্মাই তাহাদের আত্মাস্বরূপ, ইহা পূর্ব্বেই সম্যক্‌রূপে প্রদর্শিত হইয়াছে। একই আকাশ যেরূপ ঘট প্রভৃতিতে বর্ত্তমান থাকে সেইরূপ অন্নময়াদি পঞ্চকোষরূপ উপাধিসমূহে জীবরূপে একই পরমাত্মা বিদ্যমান রহিয়াছেন—ইহাই এই শ্লোকের তাৎপর্য্য। ৭৮ ॥ ১১ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্ :—উৎপত্ত্যাদিবর্জ্জিতস্য অদ্বয়স্যাস্য আত্মতত্ত্বস্য শ্রুতি-

প্রমাণকত্ব প্রদর্শনার্থং বাক্যানি উপন্যস্যন্তে—রসাদয়োঽন্নরসময়ঃ প্রাণময়ঃ ইত্যেবমাদয়ঃ কোষা ইব কোষাঃ, অস্যাদেরিব উত্তরোত্তরস্যাপেক্ষয়া বহির্ভাবাৎ পূর্ব্বস্য, ব্যাখ্যাতঃ বিস্পষ্টমাখ্যাতাঃ তৈত্তিরীয়কশাখোপনিষদ্বল্ল্যাং, তেষাং কোষাণামাত্মা, যেনাত্মনা পঞ্চাপি কোষা আত্মবন্তোঽন্তরতমেন, স হি সর্ব্বেষাং জীবননিমিত্তত্বাৎ জীবঃ। কোঽসাবিত্যাহ—পর এবাত্মা, যঃ পূর্ব্বং "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" ইতি প্রকৃতঃ, যস্মাদাত্মনঃ স্বপ্নমায়াদিবৎ আকাশাদিক্রমেণ রসাদয়ঃ কোষলক্ষণাঃ সঙ্ঘাতা আত্মমায়াবিসর্জ্জিতা ইত্যুক্তম্। স আত্মা অস্মাভির্যথা খং, তথেতি সম্প্রকাশিতঃ "আত্মাহ্যাকাশবৎ" ইত্যাদিশ্লোকৈঃ। ন তার্কিক-পরিকল্পিতাত্মবৎ পুরুষবুদ্ধিপ্রমাণগম্য ইত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ৭৮ ॥ ১১ ॥

ভাষ্যানুবাদ ঃ—পূর্ব্বে যুক্তিদ্বারা জীবের অদ্বিতীয় ব্রহ্মত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে, এক্ষণে জন্মাদিরহিত অদ্বিতীয় ব্রহ্মই যে জীবের প্রকৃত স্বরূপ তাহা শ্রুতিপ্রমাণের দ্বারা সমর্থন করিবার অভিপ্রায়ে তৈত্তিরীয় শ্রুতিবাক্যসমূহ প্রদর্শিত হইতেছে। তৈত্তিরীয় উপনিষদে উপদিষ্ট হইয়াছে যে অন্নরসময়, অন্নময়, মনোময়, প্রাণময়, বিজ্ঞানময়, আনন্দময় প্রভৃতি কোষের ন্যায় কোষ অর্থাৎ তরবারিকে যেমন কোষ আবৃত করিয়া থাকে, সেইরূপ উত্তরোত্তর কোষগুলি পূর্ব্ব পূর্ব্ব কোষগুলি ব্যাপিয়া বিদ্যমান রহিয়াছে। উত্তরোত্তর কোষসমূহ অপেক্ষা পূর্ব্ব পূর্ব্ব কোষসমূহ বহির্ভাগে স্থিত আছে, এইরূপ উক্ত উপনিষদে ব্যাখ্যাত বিস্পষ্টরূপে বর্ণিত হইয়াছে। তৈত্তিরীয় শাখার উপনিষৎবল্লীতে অন্নময় কোষের আত্মা প্রাণময় কোষে, প্রাণময় কোষের আত্মা মনোময়, মনোময়ের আত্মা বিজ্ঞানময়, বিজ্ঞানময়ের আত্মা আনন্দময় এইরূপে বিশদভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে। যে আত্মা দ্বারা অন্নময়াদি পঞ্চকোষ আত্মবান হয়, তিনিই হইতেছেন সকলের অন্তরতম আত্মা, সেই চৈতন্যস্বরূপ আত্মাই সকলের জীবনের কারণ বলিয়া 'জীব' নামে অভিহিত হন। সেই জীব কে? এই প্রশ্নের উত্তরে বলিতেছেন—ইনিই পরমাত্মা; পূর্ব্বে সত্য, জ্ঞান, অনন্তস্বরূপ ব্রহ্ম বলিয়া যিনি উপদিষ্ট হইয়াছেন। যে আত্মা হইতে

আকাশাদি ক্রমে অন্নময়াদি কোষসমূহ স্বপ্ন, মায়া প্রভৃতির ন্যায় আত্মমায়া দ্বারা বিবিধরূপে উৎপন্ন হইয়াছে, ইহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। আমরাও সেই আত্মাকে আকাশবৎ বলিয়া পূর্ব্বেই "আত্মা আকাশ সদৃশ" এই শ্লোকে প্রকাশ করিয়াছি। তার্কিককল্পিত আত্মার ন্যায় মনুষ্যবুদ্ধিগম্য নহে। ৭৮ ॥ ১১ ॥

দ্বয়োর্দ্বয়োর্মধুজ্ঞানে পরং ব্রহ্ম প্রকাশিতম্।
পৃথিব্যামুদরে চৈব যথাকাশঃ প্রকাশিতঃ ॥ ৭৯ ॥ ১২ ॥

অন্বয়ঃ—যথা (যেরূপ) পৃথিব্যাম্ (অধিভূত পৃথিবীতে) উদরে চ (এবং অধ্যাত্ম উদর মধ্যে) আকাশঃ (একই আকাশ) প্রকাশিতঃ (প্রকাশমান রহিয়াছে) মধুজ্ঞানে (মধুব্রাহ্মণে) দ্বয়োঃ দ্বয়োঃ (অধ্যাত্ম এবং অধিদৈবত) পরং ব্রহ্ম (পরব্রহ্ম) প্রকাশিতং (প্রকাশমান আছেন)। ৭৯ ॥ ১২ ॥

অনুবাদঃ—যেরূপ অধিভূত পৃথিবী এবং অধ্যাত্ম এই শরীরস্থ উদরমধ্যে একই আকাশ প্রকাশমান রহিয়াছে, সেইরূপ বৃহদারণ্যক উপনিষদে উক্ত মধুব্রাহ্মণে অধ্যাত্ম এবং অধিদৈবত এই উভয় স্থানেই একই পরব্রহ্ম প্রকাশমান রহিয়াছেন, ইহা প্রমাণিত হইয়াছে। ৭৯ ॥ ১২ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্ঃ—কিঞ্চ, অধিদৈবতমধ্যাত্মঞ্চ তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষঃ পৃথিব্যাদ্যন্তর্গতঃ যঃ বিজ্ঞাতা পর এবাত্মা ব্রহ্ম সর্ব্বমিতি দ্বয়োর্দ্বয়োঃ আদ্বৈতক্ষয়াৎ পরং ব্রহ্ম প্রকাশিতম্, ক্বেত্যাহ—ব্রহ্মবিদ্যাখ্যং মধু অমৃতম্, অমৃতত্বং মোদন-হেতুত্বাৎ, তদ্বিজ্ঞায়তে যস্মিন্নিতি মধুজ্ঞানং—মধুব্রাহ্মণং, তস্মিন্নিত্যর্থঃ। কিমিব? ইত্যাহ—পৃথিব্যামুদরে চৈব যথৈক আকাশোঽনুমানেন প্রকাশিতো লোকে, তদ্বদিত্যর্থঃ ॥ ৭৯ ॥ ১২ ॥

ভাষ্যানুবাদঃ—"আমি মনুষ্য", আমি প্রাণী, আমি প্রমাতা, আমি কর্ত্তা, আমি ভোক্তা, এইরূপে পঞ্চকোষে অনুগত এক প্রত্যেক-চৈতন্যরূপ যে স্বরূপ তাহাই ব্রহ্ম, এইরূপে জীব ও ব্রহ্মের ঐক্য তৈত্তিরীয় শ্রুতি বচন দ্বারা প্রমাণিত করিয়া উক্ত ব্রহ্মাত্মৈক্য বিষয়ে বৃহদারণ্যক শ্রুতিরও যে

তাৎপর্য্য তাহাই এক্ষণে প্রদর্শন করিতেছেন—আরও, অধিদৈব অর্থাৎ পৃথিবী প্রভৃতি এবং অধ্যাত্ম অর্থাৎ শরীর, এই উভয় স্থানে—পৃথিবী ও শরীরের অভ্যন্তরে যে জ্যোতির্ম্ময়, অমৃতময়, পূর্ণস্বভাব বিজ্ঞাতা জীবই পরমাত্মা ব্রহ্ম। সর্ব্বং অর্থপূর্ণ, অপরিচ্ছিন্ন জীবই পূর্ণ অপরিচ্ছিন্ন ব্রহ্মই; এই ব্রহ্মাত্মৈক্য 'দ্বয়োঃ দ্বয়োঃ' অর্থাৎ অধ্যাত্ম এবং অধিদৈব এই উভয় স্থানেই দ্বৈতক্ষয় না হওয়া পর্য্যন্ত প্রকাশিত অর্থাৎ উভয়ত্রই একই পরব্রহ্ম প্রতিপাদিত হইয়াছে। কোথায়? তাহা বলিতেছেন—ব্রহ্মবিদ্যাসংজ্ঞক মধু, 'মধু' অর্থ অমৃত, আনন্দ প্রদান হেতু মধু অমৃত নামে অভিহিত; এই মধু বা অমৃতত্ব যেখানে বিশেষরূপে অবগত হওয়া যায় তাহাই হইতেছে মধুজ্ঞান, মধুব্রাহ্মণ; সেই মধুব্রাহ্মণে অধ্যাত্ম এবং অধিদৈব উভয়ত্র জীব ও ব্রহ্মের ঐক্য প্রতিপাদিত হইয়াছে এই বিষয়ে দৃষ্টান্ত কি? তাহা বলিতেছেন—লোকে পৃথিবীতে এবং উদরের অভ্যন্তরে যেমন একই আকাশ অনুমান প্রমাণ দ্বারা নিরূপিত হয়, ঠিক সেইরূপ অধ্যাত্ম এবং অধিদৈব উভয়ত্রই একই পরব্রহ্ম প্রত্যগাত্মারূপে বিদ্যমান আছেন। ৭৯ ॥ ১২ ॥

জীবাত্মনোরনন্যত্বমভেদেন প্রশস্যতে।
নানাত্বং নিন্দ্যতে যচ্চ তদেবং হি সমঞ্জসম্ ॥ ৮০ ॥ ১৩ ॥

অন্বয়ঃ—যৎ (যেহেতু) জীবাত্মনোঃ (জীব এবং পরমাত্মার) অনন্যত্বং (একত্ব) অভেদেন (ভেদনিষেধপূর্ব্বক) প্রশস্যতে (প্রশংসিত হইয়াছে) নানাত্বং চ (এবং ভেদদর্শন) নিন্দ্যতে (নিন্দিত হইয়াছে) তৎ (সেইহেতু) এবং (একত্বই) হি (নিশ্চয়) সমঞ্জসম্ (যুক্তিযুক্ত)। ৮০ ॥ ১৩ ॥

অনুবাদঃ—যেহেতু ভেদনিষেধপূর্ব্বক জীব এবং পরমাত্মার একত্ব প্রশংসিত এবং ভেদদর্শন নিন্দিত হইয়াছে, সেইহেতু একত্বই নিশ্চয় যুক্তিযুক্ত। ৮০ ॥ ১৩ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্ঃ—যদ্ যুক্তিতঃ শ্রুতিতশ্চ নির্দ্ধারিতং জীবস্য পরস্য

চাত্মনোরনন্যত্বম্ অভেদেন প্রশস্যতে স্তূয়তে শাস্ত্রেণ ব্যাসাদিভিশ্চ ; যচ্চ সর্ব্বপ্রাণিসাধারণং স্বাভাবিকং শাস্ত্রবহিষ্কৃতৈঃ কুতার্কিকৈঃ বিরচিতং নানাত্বদর্শনং নিন্দ্যতে—"ন তু তদ্দ্বিতীয়মস্তি।" "দ্বিতীয়াদ্ বৈ ভয়ং ভবতি।" "উদরমন্তরং কুরুতে, অথ তস্য ভয়ং ভবতি।" "ইদং সর্ব্বং যদয়মাত্মা।" "মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি, য ইহ নানেব পশ্যতি।" ইত্যেবমাদিবাক্যৈঃ অন্যৈশ্চ ব্রহ্মবিদ্ভিঃ যচ্চৈতৎ, তদেবং হি সমঞ্জসং ঋজ্বববোধং ন্যায্যমিত্যর্থঃ। যাস্তু তার্কিকপরিকল্পিতাঃ কুদৃষ্টয়ঃ তা, অনৃজ্ব্যো নিরূপ্যমাণা ন ঘটনাং প্রাঞ্চন্তীত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ৮০ ॥১৩ ॥

ভাষ্যানুবাদঃ—শ্রুতি এবং যুক্তি দ্বারা নির্দ্ধারিত জীব এবং পরমাত্মার যে একত্ব "ব্রহ্মবিৎ ব্রহ্মই হন" ইত্যাদি অভেদ প্রতিপাদক শাস্ত্র এবং ব্যাস প্রভৃতি মুনিগণ সেই একত্বের প্রশংসা করিয়াছেন এবং যাহা সকলেই জানে, যাহা সর্ব্ব প্রাণি-সাধারণ, স্বাভাবিক এবং শাস্ত্রজ্ঞান বিমূঢ় কুতার্কিকগণ কর্ত্তৃক পরিকল্পিত, সেই নানাত্ব বা ভেদদর্শনের নিন্দা করিয়াছেন। "সেই দ্বিতীয়ত নাই" "দ্বিতীয় হইতেই অর্থাৎ দ্বৈতজ্ঞান হইতেই ভয় হইয়া থাকে", "যে ব্যক্তি বিন্দুমাত্রও ভেদদর্শন করে, সেই ভেদদর্শন হেতু তাহার ভয় হইয়া থাকে, এই পরিদৃশ্যমান যাহা কিছু তৎসমস্তই আত্মা", "এই ব্রহ্মে যে ব্যক্তি নানার ন্যায় অর্থাৎ ভেদ দর্শন করে, সে মৃত্যু হইতে মরণান্তর প্রাপ্ত হয়" ইত্যাদি অভেদ প্রতিপাদক শ্রুতিবাক্য এবং অন্যান্য শাস্ত্রবাক্য দ্বারা ব্রহ্মবিদ্গণ জীব এবং পরমাত্মার একত্বেরই প্রশংসা করিয়াছেন। এইরূপে মুনিগণ প্রশংসিত সেই একত্ব দর্শনই সমঞ্জস এবং সামঞ্জস্যপূর্ণ বলিয়া সরলভাবে বোধগম্য হইয়া থাকে, সুতরাং উহাই ন্যায্য বা যুক্তিসঙ্গত। কিন্তু কুতার্কিকগণ কল্পিত যে কুদৃষ্টিসমূহ অর্থাৎ ভেদদর্শন তাহা সম্যক্ বিচারিত হইলে, সামঞ্জস্যহীন, সরলভাবে বোধগম্য হয় না এবং শাস্ত্রের তাৎপর্য্যের সহিতও সঙ্গত হয় না, ইহাই অভিপ্রায়। ৮০ ॥ ১৩ ॥

জীবাত্মনোঃ পৃথক্ত্বং যৎ প্রাগুৎপত্তেঃ প্রকীর্ত্তিতম্।

ভবিষ্যদ্বৃত্ত্যা গৌণং তন্মুখ্যত্বং হি ন যুজ্যতে ॥ ৮১ ॥ ১৪ ॥

অন্বয় ঃ—উৎপত্তেঃ (উপনিষৎ বাক্যজনিত সম্যক্ জ্ঞানের উৎপত্তির) প্রাক্ (পূর্ব্বকর্ম্মকাণ্ডে) জীবাত্মনোঃ (জীব ও পরমাত্মার) যৎ পৃথক্ত্বং (যে প্রভেদ) প্রকীর্ত্তিতং (কথিত হইয়াছে) তৎ (সেই ভেদ) ভবিষ্যৎবৃত্ত্যা (সৃষ্টির উপাধিকৃত ভেদানুসারে) গৌণং (অতএব উহা গৌণ) হি (যে-হেতু) মুখ্যত্বং (পারমার্থিকভেদ) ন যুজ্যতে (সুসঙ্গত হয় না)। ৮১ ॥ ১৪ ॥

অনুবাদ ঃ—বেদের জ্ঞানকাণ্ড অর্থাৎ উপনিষৎজনিত সম্যক জ্ঞানের উৎপত্তির পূর্ব্বে জীব ও পরমাত্মার যে ভেদ কর্ম্মকাণ্ডে কথিত হইয়াছে, সেই ভেদ ভাবি সৃষ্টির অনন্তর উপাধিকৃত ভেদ অনুসারেই উক্ত হইয়াছে, অতএব উহা গৌণ; যেহেতু জীব ও পরমাত্মার ভেদ মুখ্য অর্থাৎ পারমার্থিক বা যথার্থ হইতে পারে না। ৮১ ॥ ১৪ ॥

[উৎপত্তির অন্য অর্থ সৃষ্টি, বেদবাক্য হইতে অবগত হওয়া যায় যে, জীব এবং পরমাত্মা ভিন্ন, কারণ উৎপত্তিবোধক শ্রুতিবাক্যই তাহার প্রমাণ। অন্যাংশ পূর্ব্ববৎ।]

শাঙ্কর-ভাষ্যম্ ঃ—ননু শ্রুত্যাপি জীব-পরমাত্মনোঃ পৃথক্ত্বং যৎ প্রাগুৎপত্তেঃ উৎপত্ত্যর্থোপনিষদ্‌বাক্যেভ্যঃ পূর্ব্বং প্রকীর্ত্তিতং কর্ম্মকাণ্ডে অনেকশঃ কামভেদতঃ 'ইদং কামঃ, অদঃ কামঃ' ইতি, পরশ্চ "স দাধার পৃথিবীং দ্যাম্" ইত্যাদিমন্ত্রবর্ণৈঃ, তত্র কথং কর্ম্ম-জ্ঞানকাণ্ড-বাক্যবিরোধে জ্ঞানকাণ্ড-বাক্যার্থস্য এব একত্বস্য সামঞ্জস্যম্ অবধার্য্যত ইতি।

অত্রোচ্যতে—"যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে।" "যথাগ্নেঃ ক্ষুদ্রা বিস্ফুলিঙ্গাঃ।" "তস্মাদ্ বা এতস্মাদাত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ।" "তদৈক্ষত" "তত্তেজোঽসৃজত" ইত্যাদ্যুৎপত্ত্যর্থোপনিষদ্‌বাক্যেভ্যঃ প্রাক্ পৃথক্ত্বং কর্ম্মকাণ্ডে প্রকীর্ত্তিতং যৎ, তৎ ন পরমার্থতঃ কিন্তর্হি? গৌণম্ মহাকাশ-ঘটাকাশাদি-ভেদবৎ যথোদনং পচতীতি ভবিষ্যদ্‌বৃত্ত্যা, তদ্‌বৎ। ন হি ভেদ-বাক্যানাং কদাচিদপি মুখ্যভেদার্থত্বম্ উপপদ্যতে, স্বাভাবিকাবিদ্যাবৎ প্রাণিভেদ-দৃষ্ট্যনু-বাদিত্বাৎ আত্মভেদবাক্যানাম্। ইহ চ উপনিষৎসু উৎপত্তিপ্রলয়াদিবাক্যৈঃ

জীব-পরমাত্মনোঃ একত্বমেব প্রতিপিপাদয়িষিতম্, "তত্ত্বমসি," অন্যোঽসাবন্যোঽহমস্মীতি ন স বেদ" ইত্যাদিভিঃ, অত উপনিষৎস্থ একত্বং শ্রুত্যা প্রতিপিপাদয়িষিতং ভবিষ্যতীতি ভাবিনীমিব বৃত্তিমাশ্রিত্য লোকে ভেদদৃষ্ট্যবন্নাদো গৌণ এবেত্যভিপ্রায়ঃ।

অথবা "তদৈক্ষত, তত্তেজোঽসৃজত" ইত্যাদ্যুৎপত্তেঃ প্রাক্" একমেবাদ্বিতীয়ম্" ইত্যেকত্বং প্রকীর্ত্তিতম্। তদেব চ "তৎ সত্যং, স আত্মা, তত্ত্বমসি" ইত্যেকত্বং ভবিষ্যতীতি তাং ভবিষ্যদ্‌বৃত্তিমপেক্ষ্য যজ্জীবাত্মনোঃ পৃথক্ত্বং যত্র কচিদ্ বাক্যে গম্যমানং, তদ্গৌণম্; যথা ওদনং পচতীতি, তদ্‌বৎ ॥ ৮২ ॥ ১৪ ॥

ভাষ্যানুবাদঃ—এরূপ শঙ্কা হইতে পারে যে, উপনিষৎ বাক্যসমূহ হইতে উৎপন্ন সম্যক্ জ্ঞানের পূর্ব্বে বেদের কর্ম্মকাণ্ডে শ্রুতি স্বয়ং জীব এবং পরমাত্মার ভেদ বহুবার প্রদর্শন করিয়াছেন। কামনার বিভিন্নতা অনুসারে "এই ব্যক্তি এইরূপ কামনা করেন" "এই ব্যক্তি এইরূপ কামনা করেন" ইত্যাদিরূপে বিভিন্ন ব্যক্তিকে বিভিন্ন কর্ম্মে নিযুক্ত করিয়া শ্রুতি জীবগণের পরস্পর ভেদ নির্দ্দেশ করিয়াছেন এবং "ঈশ্বর বা হিরণ্যগর্ভ দ্যুলোক এবং পৃথিবী ধারণ করিয়াছিলেন" এই বাক্য দ্বারা জীব হইতে পৃথকরূপে ঈশ্বরকে প্রদর্শন করিয়াছেন। অতএব একই বেদের কর্ম্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ডের মধ্যে বিরোধ হইলে জ্ঞানকাণ্ড-বাক্যার্থ অর্থাৎ জীব ও পরমাত্মার অভেদই সুসঙ্গত এইরূপ অবধারণ বা নিশ্চয় কেন করা হইবে?

পূর্ব্বোক্ত শঙ্কার উত্তর কথিত হইতেছে—"যাহা হইতে এই ভূতসমূহ উৎপন্ন হয়, অগ্নি হইতে যেরূপ ক্ষুদ্র বিস্ফুলিঙ্গসমূহ নির্গত হইয়া থাকে" "তিনি আলোচনা করিলেন" "তিনি তেজ সৃষ্টি করিলেন" "সেই এই আত্মা হইতে আকাশ উৎপন্ন হইল" ইত্যাদি উৎপত্তিবোধক উপনিষদ্-বাক্যসমূহের পূর্ব্বে কর্ম্মকাণ্ডে জীব ও পরমাত্মার যে ভেদ কথিত হইয়াছে, উহা যথার্থ নহে। তবে উহা কি? মহাকাশ ও ঘটাকাশের ন্যায় ঐ ভেদ

গৌণ; যেমন "অন্ন পাক করিতেছে" এই বাক্যে যেমন ভাবী অন্নকে মনে রাখিয়াই লোকে চাউল পাক করিতেছে না বলিয়া লোকে ভাত পাক করিতেছে বলে, কর্ম্মকাণ্ডে জীব পরমাত্মার ভেদ নির্দ্দেশও সেইরূপ। ভেদসূচক বাক্যসমূহের মুখ্য-ভেদার্থ-বোধকতা কখনই হইতে পারে না। আত্মভেদসূচক বাক্যসমূহ স্বভাবসিদ্ধ অবিদ্যাসম্পন্ন অর্থাৎ স্বাভাবিক অজ্ঞান দ্বারা মোহিত প্রাণিগণের ভেদদর্শনের অনুবাদক মাত্র। এই উপনিষৎসমূহে উৎপত্তি প্রলয়াদি বাক্যসমূহের দ্বারা যথা "তুমিই ব্রহ্ম" "যে ব্যক্তি মনে করে আমি ভিন্ন এবং ব্রহ্ম আমা হইতে ভিন্ন, সে জানে না" ইত্যাদি বাক্যসমূহের দ্বারা জীব এবং পরমাত্মার একত্ব প্রতিপাদন করাই শ্রুতির অভিপ্রায়। অতএব উপনিষৎসমূহে শ্রুতি কর্তৃক জীব ও পরমাত্মার একত্বই প্রতিপাদিত হইবে, সেই ভাবী একত্ব দৃষ্টিকেই আশ্রয় শ্রুতি লোকপ্রসিদ্ধ ভেদদর্শনের অনুবাদ করিয়াছেন মাত্র; সুতরাং পূর্ব্বোক্ত ভেদসূচক বাক্যগুলি গৌণার্থক, উহা পারমার্থিক ভেদসূচক নহে, ইহাই শ্রুতির অভিপ্রায়।

অথবা "তিনি সৃষ্টিবিষয়ক আলোচনা করিলেন" "তিনি তেজ সৃষ্টি করিলেন" ইত্যাদি সৃষ্টিবিষয়ক বাক্যসমূহের পূর্ব্বে "এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মই ছিল" এই বাক্যে সৃষ্টির পূর্ব্বে একত্বই প্রকৃতরূপে কথিত হইয়াছে। সেই একত্বই পুনরায় "সেই ব্রহ্মই সত্য, তিনি আত্মা, তুমিই সেই ব্রহ্ম" এই বাক্যে প্রতিপাদিত হইবে। সেই ভাবী একত্ব বৃত্তিকে অপেক্ষা করিয়াই কোন কোন শ্রুতিবাক্যে জীব ও পরমাত্মার যে পার্থবস্ত দৃষ্ট হয় উহা অর্থাৎ উক্ত পার্থক্য বা ভেদ গৌণ, যেমন "ভাত পাক করিতেছে" ঠিক সেইরূপ। ৮১ ॥ ১৪ ॥

মৃল্লোহবিস্ফুলিঙ্গাদ্যৈঃ সৃষ্টির্যা চোদিতান্যথা।
উপায়ঃ সোঽবতারায় নাস্তি ভেদঃ কথঞ্চন ॥ ৮২ ॥ ১৫ ॥

অন্বয়ঃ—মৃল্লোহবিস্ফুলিঙ্গাদ্যৈঃ (**মৃত্তিকা, লৌহ-বিস্ফুলিঙ্গ** প্রভৃতি দৃষ্টান্ত দ্বারা) অন্যথা (বিভিন্ন প্রকারে) যা (যে) **সৃষ্টি** (**সৃষ্টি**) চোদিতা (**কথিত হইয়াছে**) সা (সেই সৃষ্টি) অবতারায় (**অদ্বৈততত্ত্বে বুদ্ধিপ্রবেশের** নিমিত্ত) উপায়ঃ (সাধন) কথঞ্চন (কোনপ্রকার) ভেদঃ (ভেদ) নাস্তি (নাই) ॥ ৮২ ॥ ১৫ ॥

অনুবাদঃ—শ্রুতিতে মৃত্তিকা, লৌহ, বিস্ফুলিঙ্গ প্রভৃতি দৃষ্টান্ত দ্বারা বিভিন্ন প্রকারে যে সৃষ্টি কথিত হইয়াছে, উহা এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মে বুদ্ধি প্রবেশের উপায়মাত্র। পরমার্থতঃ ব্রহ্মে কোন প্রকার ভেদ নাই ॥ ৮২ ॥ ১৫ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্ঃ—নন্বু যদ্যুৎপত্তেঃ প্রাক্ অজং সর্ব্বমেকমেব অদ্বিতীয়ং তথাপি উৎপত্তেরূর্দ্ধং জাতমিদং সর্ব্বং জীবাশ্চ ভিন্না ইতি। মৈবম্, অন্যার্থত্বাৎ উৎপত্তিশ্রুতীনাম্। পূর্ব্বমপি পরিহৃত এবায়ং দোষঃ—স্বপ্নবৎ আত্মমায়া-বিসর্জ্জিতা সঙ্ঘাতাঃ ঘটাকাশোৎপত্তিভেদাদিবৎ জীবানামুৎপত্তিভেদাদিরিতি। ইত এব উৎপত্তিভেদাদিশ্রুতিভ্য আকৃষ্য-ইহ পুনরুৎপত্তিশ্রুতীনামৈদম্পর্য্য-প্রতিপিপাদয়িষয়োপন্যাসঃ। মৃল্লোহবিস্ফুলিঙ্গাদি দৃষ্টান্তোপন্যাসৈঃ সৃষ্টিঃ যা চ উদিতা প্রকাশিতা কল্পিতা অন্যথা চ, স সর্ব্বঃ সৃষ্টি প্রকারোজীবপরমাত্মৈকত্ব-বুদ্ধ্যবতারায় উপায়োঽস্মাকম্, যথা প্রাণসংবাদে বাগাদ্যাসুর পাপ্মাবেধাদ্যাখ্যায়িকা-কল্পিতা প্রাণবৈশিষ্ট্যবোধাবতারায়। তদপি অসিদ্ধমিতি চেৎ; ন শাখা-ভেদেষ্বন্যথা অন্যথা চ প্রাণাদিসংবাদশ্রবণাৎ। যদি হি বাদঃ পরমার্থ এবাভূৎ, একরূপ এব সংবাদঃ সর্ব্বশাখাসু অশ্রোষ্যৎ, বিরুদ্ধানেকপ্রকারেণ নাশ্রোষ্যৎ, শ্রূয়তে তু; তস্মাৎ ন তাদর্থ্যং সংবাদশ্রুতীনাম্। তথোৎপত্তিবাক্যানি প্রত্যেতব্যানি। কল্পসর্গভেদাৎ সংবাদশ্রুতীনাম্ উৎপত্তিশ্রুতীনাঞ্চ প্রতিসর্গ-মন্যথাত্বমিতি চেৎ; ন, নিষ্প্রয়োজনত্বাৎ যথোক্তবুদ্ধ্যবতার-প্রয়োজন-ব্যতিরেকেণ। ন হ্যন্যপ্রয়োজনবত্ত্বং সংবাদোৎপত্তিশ্রুতীনাং শক্যং কল্পয়িতুম্। তথাত্ব-প্রতিপত্তয়ে ধ্যানার্থমিতি চেৎ, ন, কলহোৎপত্তিপ্রলয়ানাং প্রতিপত্তের-

নিষ্ঠত্বাৎ। তস্মাৎ উৎপত্ত্যাদিশ্রুতয় আত্মৈকবুদ্ধ্যবতারায়ৈব, ন অন্যার্থাঃ কল্পয়িতুং যুক্তাঃ। অতো নাস্তি উৎপত্ত্যাদিকৃতো ভেদঃ কথঞ্চন। ৮২॥ ১৫॥

ভাষ্যানুবাদঃ—আচ্ছা, যদিও উৎপত্তির পূর্ব্বে সমস্তই উৎপত্তিহীন এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মই ছিল, তথাপি উৎপত্তির অনন্তর এই পরিদৃশ্যমান নিখিল জগৎ এবং ভিন্ন ভিন্ন জীবসমূহ তো উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা হইলে অদ্বৈত কি প্রকারে উৎপন্ন হইতে পারে? না, এরূপ বলিতে পার না; কারণ উৎপত্তিবোধক শ্রুতিবাক্যসমূহের তাৎপর্য্য অন্যরূপ। পূর্ব্বেও এই দোষ পরিহৃত হইয়াছে। এই দেহাদি সঙ্ঘাতসমূহ স্বপ্ন সদৃশ মায়াময়, আর সৃষ্টির অনন্তর এই যে বিভিন্ন জীবসমূহের উৎপত্তি, ইহা ঘটাকাশের উৎপত্তির ন্যায় বাস্তব নহে। উৎপত্তিবোধক শ্রুতিবাক্যসমূহের মিথ্যা সৃষ্টিপরত্ব পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, এক্ষণে সেই উৎপত্তি-ভেদ-বোধক শ্রুতিবাক্যসমূহের ব্রহ্মাত্মৈক্যের তাৎপর্য্য প্রতিপাদনের অভিলাষে পূর্ব্বোক্ত উৎপত্তি ও ভেদ-বোধক শ্রুতিবাক্যসমূহ পুনরায় এখানে উপন্যস্ত হইয়াছে। যাহা কেবল শব্দ প্রয়োগ মাত্র প্রতীত হয়, তাহা শ্রুতিবাক্যের প্রকৃত অর্থ নহে, পরন্তু উপক্রম-উপসংহার, অভ্যাস, অপূর্ব্বতা, ফল, অর্থবাদ এবং উপপত্তি এই ছয়টি হেতু দ্বারা শ্রুতিবাক্যের তাৎপর্য্য নির্ণয় করিতে হয়। মৃত্তিকা, লৌহ, বিস্ফুলিঙ্গ প্রভৃতি দৃষ্টান্ত প্রদর্শনপূর্ব্বক যে ভিন্ন ভিন্ন সৃষ্টির উপন্যাস করা হইয়াছে, সেইসব সৃষ্টিপ্রকারের তাৎপর্য্য হইতেছে—জীব ও পরমাত্মার একত্বে আমাদের বুদ্ধিকে প্রবেশ করানোর উপায়। যেরূপ ছান্দোগ্য উপনিষদে প্রাণসংবাদে বাক্ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণের অসুর কর্ত্তৃক পাপবিদ্ধত্ব-বিষয়ক আখ্যায়িকা মুখ্য প্রাণের বৈশিষ্ট্য প্রতিপাদন করিবার জন্য কল্পিত হইয়াছে, সেইরূপ সৃষ্টি প্রভৃতি ভেদবোধক বাক্যসমূহও অদ্বৈত-তত্ত্ব প্রতিপাদন করিবার জন্যই কল্পিত হইয়াছে, উক্ত বাক্যসমূহের স্বার্থে কোন তাৎপর্য্য নাই। ছান্দোগ্য উপনিষদে উক্ত হইয়াছে, দেবাসুর সংগ্রামে দেবগণ উদ্গীথ দ্বারা অসুরগণকে পরাজিত করিবার ইচ্ছায় যজ্ঞ করিয়াছিলেন এবং সেই

যজ্ঞে বাক্ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণকে উদ্গাতার পদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। মনের সাত্ত্বিক বৃত্তিসমূহই দেবগণ এবং রাজস তামস বৃত্তি সমূহই অসুরগণ। বাগাদি ইন্দ্রিয়গণ নিজ নিজ স্বার্থের জন্য উদ্গীথ গান করায় অসুরগণ তাহাদিগকে পাপ দ্বারা বিদ্ধ করিয়াছিল কিন্তু মুখ্য প্রাণ সকল ইন্দ্রিয়ের জন্য উদ্গীথ গান করায় অসুরগণ পরাজিত হইয়াছিল। এই আখ্যায়িকাটি যেমন মুখ্য প্রাণের বৈশিষ্ট্য প্রদর্শনের জন্য কল্পিত হইয়াছে, সেইরূপ সৃষ্টি-বোধক শ্রুতিবাক্যসমূহ অদ্বৈত প্রতিপাদনের নিমিত্ত কল্পিত। যদি এরূপ শঙ্কা করা হয় যে, প্রাণসংবাদে দেবতা শব্দের প্রয়োগ হেতু, বাক্ প্রভৃতি প্রাণসমূহের চেতনত্বই স্বীকৃত হওয়ায় উহা কল্পিত হইতে পারে না, তাহা হইলে আমরা বলি যে, না, এরূপ শঙ্কা হইতে পারে না, কারণ বেদের বিভিন্ন শাখায় একই প্রাণসংবাদ ভিন্ন ভিন্ন রূপে শ্রুত হয়। যদি এই প্রাণসংবাদ সত্যই হইত, তাহা হইলে বেদের বিভিন্ন শাখাসমূহে এক প্রকারেই প্রাণসংবাদ শ্রুত হইত, পরস্পরবিরুদ্ধ অনেক প্রকার প্রাণসংবাদ শোনা যাইত না। যখন বিভিন্ন শাখায় ভিন্ন ভিন্ন প্রাণসংবাদ শ্রুত হয়, তখন উক্ত প্রাণসংবাদসমূহের স্বার্থে কোন প্রমাণ নাই, উহারা মুখ্যপ্রাণের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদনের নিমিত্ত কল্পিত হইয়াছে। সেইরূপ উৎপত্তিবোধক শ্রুতিবাক্যসমূহের সৃষ্টিবিষয়ে আগ্রহ নাই, পরন্তু একমাত্র অদ্বৈততত্ত্ব প্রতিপাদনই তাৎপর্য্য। প্রাণসংবাদ শ্রুতিবাক্যসমূহ পরস্পর বিরুদ্ধ হওয়ায় যেমন উহাদের স্বার্থে কোন প্রমাণ নাই, সেইরূপ উৎপত্তি-বোধক শ্রুতিবাক্যসমূহ পরস্পর বিরুদ্ধ হওয়ায় অর্থাৎ কোথাও আকা-শাদিক্রমে সৃষ্টি, কোথাও অগ্নিতাপাদিক্রমে, কোথাও প্রাণাদিক্রমে সৃষ্টি উক্ত হওয়ায় উহাদের স্বার্থে কোন প্রমাণ নাই।

যদি বল, প্রত্যেক কল্পে সৃষ্টিভেদবশতঃ উৎপত্তিবোধক শ্রুতিবাক্য-সমূহ এবং প্রাণসংবাদ-বিষয়ক শ্রুতিবাক্যসমূহের প্রতিকল্পে ভিন্নত্ব হইয়াছে, তাহা হইলে আমরা বলি, না, ওরূপ বলিতে পার না; কারণ ওরূপ

কল্পনা করিয়া প্রাণসংবাদ উৎপত্তিবোধক শ্রুতিবাক্যসমূহের সত্যতা প্রতিপাদন করা নিষ্প্রয়োজন; আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি আত্মৈকত্বে বুদ্ধি প্রবেশ করানোই উক্ত সৃষ্টিবাক্যসমূহের একমাত্র প্রয়োজন। প্রাণ-সংবাদ-বিষয়ক এবং উৎপত্তিবোধক শ্রুতিবাক্যসমূহের অন্য কোন প্রয়োজন প্রতিপাদন করা যাইতে পারে না। যদি বল "যে তাহাকে যেরূপভাবে উপাসনা করে সে সেই ভাব প্রাপ্ত হয়" এই শ্রুতি অনুসারে প্রাণের ধ্যানের জন্য উক্ত প্রাণসংবাদ কথিত হইয়াছে, না, তাহা হইতে পারে না। কারণ কলহ, উৎপত্তি, প্রণয় এইসব প্রাপ্তি কাহারও ইষ্ট হইতে পারে না। সেইহেতু উৎপত্তিবোধকাদি শ্রুতিবাক্যসমূহের বুদ্ধিকে আত্মৈকত্বে প্রবেশ করানোই উদ্দেশ্য; উহাদের অন্য অর্থ কল্পনা করা যাইতে পারে না। অতএব উৎপত্তিবোধক ভেদবাক্য দ্বারা কখনই অভেদত্ব সিদ্ধ হয় না ॥ ৮২ ॥ ১৫ ॥

আশ্রমাস্ত্রিবিধা হীন-মধ্যমোৎকৃষ্টদৃষ্টয়ঃ।
উপাসনোপদিষ্টেয়ং তদর্থমনুকম্পয়া ॥ ৮৩ ॥ ১৬ ॥

অন্বয় ঃ—আশ্রমাঃ (চারি আশ্রমস্থিত মানবগণ) হীন–মধ্যমোৎকৃষ্টদৃষ্টয়ঃ (হীন, মধ্যম এবং উৎকৃষ্ট বুদ্ধিসম্পন্ন হওয়ায়) ত্রিবিধাঃ (তিন প্রকার) অনুকম্পয়া (শ্রুতি কৃপা পূর্ব্বক) তদর্থং (তাহাদিগের নিমিত্ত) ইয়ং (এই) উপাসনা উপদিষ্টা (উপাসনার উপদেশ করিয়াছেন) ॥ ৮৩ ॥ ১৬ ॥

অনুবাদ ঃ—ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ এবং সন্ন্যাস এই চারি প্রকার আশ্রমে যাঁহারা বাস করেন তাঁহারা সকলেই সমান বুদ্ধিসম্পন্ন নহেন। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ মন্দবুদ্ধিসম্পন্ন, কেহ কেহ মধ্যমবুদ্ধি, কেহ কেহ উৎকৃষ্ট বুদ্ধিসম্পন্ন। সুতরাং তাঁহারা মন্দ, মধ্যম ও উৎকৃষ্ট বুদ্ধিশক্তি-ভেদ তিন প্রকার। তাঁহাদের কল্যাণের নিমিত্ত বেদ কর্ত্তৃক এই উপাসনা উপদিষ্ট হইয়াছে। মন্দবুদ্ধি ব্যক্তিগণের নিমিত্ত কার্য্য-ব্রহ্মের উপাসনা,

মধ্যম বুদ্ধি ব্যক্তিগণের জন্য কারণ-ব্রহ্মের উপাসনা বিহিত হইয়াছে, যাঁহারা "অহং ব্রহ্মাস্মি" এইরূপে অভেদ অহংগ্রহ-উপাসনা করেন, সেই উৎকৃষ্ট দৃষ্ট ব্যক্তিগণের নিমিত্ত নিত্য নিরন্তর এক অদ্বিতীয় অভেদ মনন ও নিদিধ্যাসন উপদিষ্ট হইয়াছে ॥ ৮৩ ॥ ১৬ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্ ঃ—যদি হি পর এবাত্মা নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাব একঃ পরমার্থতঃ সন্ "একমেবাদ্বিতীয়ম্" ইত্যাদি শ্রুতিভ্যঃ, অসদন্যৎ, কিমর্থেয়মুপাসনা উপদিষ্টা ? "আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ।" "য আত্মা অপহতপাপ্মা" "স ক্রতুং কুর্ব্বীত"। "আত্মেত্যেবোপাসীত" ইত্যাদি শ্রুতিভ্যঃ, কর্ম্মাণি চাগ্নিহোত্রাদীনি ? শৃণু তত্র কারণম্—আশ্রমা আশ্রমিণোঽধিকৃতাঃ বর্ণিনশ্চ মার্গগাঃ, আশ্রমশব্দস্য প্রদর্শনার্থত্বাৎ, ত্রিবিধাঃ। কথং ? হীন-মধ্যমোৎকৃষ্ট-দৃষ্টয়ঃ, হীনা নিকৃষ্টা, মধ্যমা উৎকৃষ্টা চ দৃষ্টিঃ দর্শনসামর্থ্যং যেষাং, তে, মন্দ-মধ্যমোত্তম-বুদ্ধিসামর্থ্যোপেতা ইত্যর্থঃ। উপাসনা উপদিষ্টেয়ং, তদর্থং মন্দ-মধ্যমদৃষ্ট্যাশ্রমাদ্যর্থং কর্ম্মাণি চ। ন চ 'আত্মৈক এবাদ্বিতীয়ঃ' ইতি নিশ্চিতোত্তম-দৃষ্ট্যর্থম্। দয়ালুনা বেদেন অনুকম্পয়া সন্মার্গগাঃ সন্তঃ কথমিমাম্ উত্তমাম্ একত্বদৃষ্টিং প্রাপ্নুয়ুরিতি। "যন্মনসা ন মনুতে যেনাহুর্ম্মনো মতম্। তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি, নেদং যদিদমুপাসতে" "তত্ত্বমসি" "আত্মৈবেদং সর্ব্বম্" ইত্যাদি শ্রুতিভ্যঃ ॥ ৮ ॥ ১৬ ॥

ভাষ্যানুবাদ ঃ—"ব্রহ্ম এক অদ্বিতীয়" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য অনুসারে যদি নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত-স্বভাব পরমাত্মাই একমাত্র পরমার্থতঃ সত্য বস্তু হন, এবং তাঁহা হইতে অপর সমস্তই যদি মিথ্যা হয়, তাহা হইলে "আত্মাকে দর্শন করিবে" "যিনি নিষ্পাপ" "তিনি অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞ করিবেন", "তাঁহাকে আত্মারূপেই উপাসনা করিবে" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যসমূহে যে যজ্ঞাদি কর্ম্ম এবং উপাসনা উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহা কিসের জন্য ? শ্রুতিকর্ত্তৃক বিহিত কর্ম্ম ও উপাসনা বিষয়ক উপদেশের তাৎপর্য্য শ্রবণ কর। আশ্রমাঃ অর্থাৎ ব্রহ্মচর্য্যাদি আশ্রমের যোগ্য ব্যক্তিগণ এবং সৎপথগামী ব্রাহ্মণাদি

বর্ণভুক্ত লোকসমূহ; কারণ আশ্রম শব্দের প্রয়োগ হেতু ব্রাহ্মণাদি তিন বর্ণই ব্রহ্মচর্য্যাদি আশ্রমের অধিকারী। উক্ত আশ্রমস্থিত ব্যক্তিগণ তিন প্রকার। কেন? হীন, মধ্যম এবং উৎকৃষ্ট দৃষ্টিসম্পন্ন বলিয়া তাহারা তিন প্রকার। নিকৃষ্ট, মধ্যম এবং উৎকৃষ্ট দর্শনশক্তি যাহাদের তাহারা হীন, মধ্যম এবং উৎকৃষ্ট দৃষ্টি অর্থাৎ মন্দ, মধ্যম এবং উৎকৃষ্ট বুদ্ধিসম্পন্ন। মন্দ এবং মধ্যম বুদ্ধিশক্তিসম্পন্ন আশ্রমবাসীদিগের নিমিত্ত এই উপাসনা এবং কর্ম্মসমূহই উপাদিষ্ট হইয়াছে, কিন্তু আত্মা এক অদ্বিতীয় এই প্রকার অদ্বৈত আত্মৈকত্বে স্থির বুদ্ধি উত্তম বুদ্ধি শক্তি সম্পন্নদিগের নিমিত্ত নহে। মন্দ ও মধ্যম বুদ্ধিসম্পন্ন আশ্রমবাসী ব্যক্তিগণ বেদবিহিত কর্ম্ম ও উপাসনার দ্বারা শুদ্ধচিত্ত হইয়া যাহাতে এই অদ্বৈত আত্মৈকত্ব জ্ঞান প্রাপ্ত হইতে পারে সেইজন্য দয়ালু বেদ কৃপা পূর্ব্বক তাহাদের জন্য কর্ম্ম ও উপাসনার উপদেশ করিয়াছেন। যাঁহারা অদ্বৈতদর্শী, যাঁহাদের বর্ণাশ্রমের অভিমান নাই, উপাস্য-উপাসক ভেদবুদ্ধি নাই, তাঁহাদের পক্ষে যজ্ঞাদিকর্ম্ম ও উপাসনা সম্ভব হয় না; কারণ শ্রুতি বলেন—"মনের দ্বারা যাঁহাকে চিন্তা করা যায় না, মন যাঁহা দ্বারা প্রকাশিত, তাহাকেই তুমি ব্রহ্ম বলিয়া জানিবে; যাঁহাকে ইন্দ্রিয়ের বিষয় করিয়া, পরিচ্ছিন্ন করিয়া উপাসনা করিতেছ তিনি ব্রহ্ম নহেন," তুমিই ব্রহ্ম এই পরিদৃশ্যমান সমস্তই আত্মা, ইত্যাদি ॥ ৮৩ ॥ ১৬ ॥

স্বসিদ্ধান্তব্যবস্থাসু দ্বৈতিনো নিশ্চিতা দৃঢ়ম্।
পরস্পরং বিরুধ্যন্তে তৈরয়ং ন বিরুধ্যতে ॥ ৮৪ ॥ ১৭ ॥

অন্বয় ঃ—দ্বৈতিনঃ (দ্বৈতবাদিগণ) স্বসিদ্ধান্তব্যবস্থাসু (নিজ নিজ মতবাদ) দৃঢ়ং নিশ্চিতাঃ (দৃঢ় নিশ্চিত হইয়া) পরস্পরং বিরুধ্যন্তে (পরস্পর বিরোধ করিয়া থাকেন) তৈঃ (তাঁহাদের সহিত) অয়ং (অদ্বৈতদর্শী) ন বিরুধ্যতে (বিরোধ করেন না) ॥ ৮৪ ॥ ১৭ ॥

অনুবাদ ঃ—দ্বৈতবাদিগণ নিজ নিজ মতবাদে দৃঢ় নিশ্চিত হইয়া

পরস্পর বিবাদ করিয়া থাকেন; পরস্পর বিবাদকারী সেই দ্বৈতবাদিগণের সহিত এই আত্মৈকত্বদর্শী অদ্বৈতবাদীর কোন বিরোধ নাই ॥ ৮৪ ॥ ১৭ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্ ঃ—শাস্ত্রোপপত্তিভ্যাম্ অবধারিতত্বাৎ অদ্বয়াত্মদর্শনং, সম্যগ্-দর্শনং, তদ্‌বাহ্যত্বাৎ মিথ্যাদর্শনমন্যৎ। ইতশ্চ মিথ্যাদর্শনং দ্বৈতিনাং—রাগ-দ্বেষাদি-দোষাস্পদত্বাৎ। কথং, স্বসিদ্ধান্তব্যবস্থাসু স্বসিদ্ধান্তরচনানিয়মেষু কপিল–কণাদ–বুদ্ধার্হতাদি-দৃষ্ট্যনুসারিণো দ্বৈতিনো নিশ্চিতাঃ, 'এবম্ এবৈষ পরমার্থো নান্যথা' ইতি তত্র তত্র অনুরক্তাঃ প্রতিপক্ষঞ্চ আত্মনঃ পশ্যন্তস্তং দ্বিষন্তঃ ইত্যেবং রাগদ্বেষোপেতাঃ স্বসিদ্ধান্তদর্শননিমিত্তমেব পরস্পরং অন্যোন্যং বিরুধ্যন্তে। তৈঃ অন্যোন্যবিরোধিভিঃ অস্মদীয়োঽয়ং বৈদিকঃ সর্ব্বানন্যত্বাদ্ আত্মৈকত্বদর্শনপেক্ষা ন বিরুধ্যতে। যথা স্বহস্তপাদাদিভিঃ। এবং রাগদ্বেষাদিদোষোনাস্পদত্বাৎ আত্মৈকত্ববুদ্ধিরেব সম্যগ্‌দর্শনমিত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ৮৪ ॥ ১৭ ॥

ভাষ্যানুবাদ ঃ—শাস্ত্র এবং যুক্তি দ্বারা নিশ্চিত অদ্বৈত আত্মদর্শনই যথার্থ জ্ঞান। শাস্ত্র এবং যুক্তি বহির্ভূত হওয়ায় অদ্বৈত আত্মদর্শন ব্যতীত অন্য জ্ঞান সম্যক্ দর্শন নহে, উহা মিথ্যা জ্ঞান। এই কারণেও অর্থাৎ রাগদ্বেষাদির আস্পদ হওয়া হেতু দ্বৈতবাদিগণের দর্শন মিথ্যা-দর্শন, উহা সম্যক্ দর্শন নহে। কেন? দ্বৈতবাদিগণ স্ব স্ব সিদ্ধান্তের রচনা বিষয়ক নিয়মসমূহে কপিল, কণাদ, বুদ্ধ, অর্হত প্রভৃতির মত অনুসরণ পূর্ব্বক "এই এই মতবাদই পারমার্থিক সত্য, অন্য প্রকার নহে"—এইরূপ নিশ্চয় করিয়া সেই সেই মতবাদে অনুরক্ত হইয়া থাকেন এবং নিজ নিজ মতের প্রতিপক্ষ দর্শনে তাহাকে দ্বেষ করেন। এইরূপে রাগ-দ্বেষ সম্পন্ন হইয়া স্ব স্ব সিদ্ধান্তের নিমিত্ত পরস্পর পরস্পরের সহিত বিরোধে প্রবৃত্ত হন। পরস্পর বিরোধকারী সেই দ্বৈতবাদিগণের সহিত আমাদের এই বৈদিক আত্মৈকত্বদর্শন পক্ষটি বিরুদ্ধ হয় না, কারণ অদ্বৈত দর্শনে আপন-পর এই ভেদবুদ্ধি নিবৃত্ত হইয়া যায়; পরবুদ্ধির অভাব হেতু দ্বৈতবাদিগণ

উপদ্রব করিলেও তাহাদের উপর অদ্বৈতদর্শীর কোন দ্বেষ হয় না, কারণ তাঁহার দৃষ্টিতে সবই আত্মা; স্বীয় হস্ত যদি চরণকে আঘাত করে তাহা হইলে সেই হস্তের উপর যেমন দ্বেষ হয় না, সেইরূপ আত্মৈকত্বদর্শীর কাহারও উপর দ্বেষ হয় না। অতএব রাগদ্বেষের অভাবহেতু আত্মৈকত্ব দর্শনই সম্যক্‌দর্শন; ইহাই এই শ্লোকের অভিপ্রায় ॥ ৮৪ ॥ ১৭ ॥

অদ্বৈতং পরমার্থো হি দ্বৈতং তদ্ভেদ উচ্যতে।
তেষামুভয়থা দ্বৈতং তেনায়ং ন বিরুধ্যতে ॥ ৮৫ ॥ ১৮ ॥

অন্বয়ঃ—হি (যেহেতু) অদ্বৈতং (অদ্বৈত) পরমার্থঃ (পারমার্থিক সত্য বস্তু) দ্বৈতং (নানাত্ব) তদ্ভেদঃ (অদ্বৈতের কার্য্য) উচ্যতে (কথিত হয়) তেষাং (সেই দ্বৈতবাদিগণের) উভয়থা (পারমার্থিক এবং অপারমার্থিক উভয় প্রকারেই) দ্বৈতং (দ্বৈতই বস্তু) তেন (সেইহেতু) অয়ং (অদ্বৈতপক্ষ) ন বিরুধ্যতে (বিরুদ্ধ হয় না) ॥ ৮৫ ॥ ১৮ ॥

অনুবাদঃ—যেহেতু অদ্বৈতই পারমার্থিক সত্য বস্তু এবং দ্বৈত তাহার অর্থাৎ অদ্বৈতের কার্য্য। কার্য্যের কারণ অতিরিক্ত সত্ত্বা না থাকায়, দ্বৈত শুধু বাক্যারব্ধ নামমাত্র। দ্বৈতবাদিগণের মতে পারমার্থিক বা অপারমার্থিক উভয়ই দ্বৈত বস্তু। কিন্তু দ্বৈত অদ্বৈতের কার্য্য বলিয়া আমাদের অদ্বৈতপক্ষ দ্বৈতবাদিগণের মতের সহিত বিরুদ্ধ হয় না ॥ ৮৫ ॥ ১৮ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্ঃ—কেন হেতুনা তৈঃ ন বিরুধ্যতে ইত্যুচ্যতে—অদ্বৈতং পরমার্থঃ, হি যস্মাদ্ দ্বৈতং নানাত্বম্ তস্য অদ্বৈতস্য ভেদঃ তদ্ভেদঃ, তস্য কার্য্যমিত্যর্থঃ, "একমেবাদ্বিতীয়ম্", "তৎ তেজোঽসৃজত" ইতি শ্রুতেঃ; উপপত্তেশ্চ, স্বচিত্তস্পন্দনাভাবে সমাধৌ, মূর্চ্ছায়াং সুষুপ্তৌ বা অভাবাৎ। অতস্তদ্ভেদ উচ্যতে দ্বৈতম্। দ্বৈতিনাং তু তেষাং পারমার্থতঃ অপরমার্থতশ্চ উভয়থাপি দ্বৈতমেব, যদিচ তেষাং ভ্রান্তানাং দ্বৈতদৃষ্টিঃ, অস্মাকমদ্বৈতদৃষ্টিঃ অভ্রান্তানাং, তেনায়ং হেতুনা অস্মৎপক্ষো ন বিরুধ্যতে তৈঃ, "ইন্দ্রো মায়াভিঃ" "ন তু তদ্-

দ্বিতীয়মস্তি” ইতি শ্রুতে। যথা মত্তগজারূঢ় উন্মত্তং ভূমিষ্ঠং ‘প্রতিগজারূঢ়োঽহং, গজং বাহয় মাং প্রতি’ ইতি ব্রুবাণমপি তং প্রতি ন বাহয়তি অবিরোধবুদ্ধ্যা, তদবৎ। ততঃ পরমার্থতো ব্রহ্মবিদাত্মৈব দ্বৈতিনাম্। তেনায়ং হেতুনা অস্মৎপক্ষো বিরুধ্যতে তৈঃ ॥ ৮৫ ॥ ১৮ ॥

ভাষ্যানুবাদঃ—কোন্ কারণবশতঃ দ্বৈতবাদিগণের সহিত অদ্বৈতবাদির বিরোধ হয় না? তাহা কথিত হইতেছে—“এক অদ্বিতীয়” “তিনি তেজ সৃষ্টি করিলেন” ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য হইতে যেহেতু অবগত হওয়া যায় যে, অদ্বৈতই পরমার্থ সত্য বস্তু এবং নানা নামরূপাত্মক দ্বৈত প্রপঞ্চ অদ্বৈতের কার্য্য। এবং যুক্তি দ্বারাও জানা যায় যে দ্বৈতের স্বীয় বাস্তব সত্তা নাই, কারণ স্বচিত্ত-স্পন্দনের অভাব হইলে অর্থাৎ সমাধি, মূর্চ্ছা সুষুপ্তিতে চিত্ত স্থির হইলে দ্বৈতের অভাবই হইয়া থাকে, সুতরাং অদ্বৈতের প্রতিভাস দ্বৈতরূপ কার্য্যের সহিত অদ্বৈতের বিরোধ হয় না। এইহেতু দ্বৈত-অদ্বৈতের ভেদ বা কার্য্য বলা হইয়াছে। পরন্তু সেই দ্বৈতবাদিগণের মতে পরমার্থ এবং অপরমার্থ উভয়ত্র দ্বৈতই সত্য; সেই দ্বৈতবাদিগণের দ্বৈত দৃষ্টি ভ্রান্তিমূলক বলিয়া তাহারা ভ্রান্ত, এবং অদ্বৈত দৃষ্টি অভ্রান্ত অদ্বৈতবাদিগণের অদ্বৈত দৃষ্টিই সত্য। অদ্বৈতের প্রতিভাস কার্য্যরূপ দ্বৈতের সহিত সেইজন্য আমাদের অদ্বৈতপক্ষ বিরুদ্ধ হয় না। “ঈশ্বর মায়া দ্বারা বহুরূপ হন” “তাঁহার কেহ দ্বিতীয় নাই” ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য হইতে দ্বৈতের মিথ্যাত্ব এবং অদ্বৈতের প্রমাণমূলকত্ব ও সত্যত্ব নির্ধারিত হয়। দ্বৈতের মিথ্যাত্ব প্রমাণিত হওয়ায় উহার সহিত অদ্বৈতের বিরোধ হয় না। যদি ভূমিতে অবস্থিত একজন উন্মত্ত ব্যক্তি মত্ত গজারূঢ় ব্যক্তিকে দর্শন করিয়া তাহাকে বলিতে থাকে “ওহে আমিও গজারূঢ়, তোমার হস্তীকে আমার দিকে পরিচালিত কর” উন্মত্ত ব্যক্তির এই বাক্য শ্রবণে মত্ত গজোপরি আরূঢ় ব্যক্তি যেমন তাহার দিকে হস্তী পরিচালনা করে না, কারণ সে জানে তাহার বিরোধী কেহ নাই, ইহাও ঠিক সেইরূপ

পরমার্থতঃ ব্রহ্মবিৎ দ্বৈতবাদিগণের আত্মস্বরূপ; সেইহেতু আমাদের অদ্বৈত পক্ষ দ্বৈতবাদিগণের সহিত বিরুদ্ধ হয় না ॥ ৮৫ ॥ ১৮ ॥

মায়য়া ভিদ্যতে হ্যেতন্নান্যথাজং কথঞ্চন।
তত্ত্বতো ভিদ্যমানে হি মর্ত্ত্যতামমৃতং ব্রজেৎ ॥ ৮৬ ॥ ১৯ ॥

অন্বয়ঃ—এতৎ (এই) অজং (উৎপত্তি-বিনাশহীন এক অদ্বিতীয় ব্রহ্ম) হি (নিশ্চয়ই) মায়য়া (মায়া দ্বারা) ভিদ্যতে (ভেদপ্রাপ্ত হন) অন্যথা (অন্য প্রকারে) ন কথঞ্চন (কখনই নহে) হি (যেহেতু) তত্ত্বতঃ (স্বরূপতঃ) ভিদ্যমানে (ভেদপ্রাপ্ত হইলে) অমৃতং (অমৃতস্বরূপ ব্রহ্ম) মর্ত্ত্যতাং (বিনাশ-শীলতা) ব্রজেৎ (প্রাপ্ত হইবেন) ॥ ৮৬ ॥ ১৯ ॥

অনুবাদঃ—এই উৎপত্তি-বিনাশহীন, এক অদ্বিতীয় ব্রহ্ম নিশ্চয়ই মায়া দ্বারা ভেদপ্রাপ্ত হন, অর্থাৎ নানার ন্যায় প্রতীত হন, অন্য প্রকারে অর্থাৎ যথার্থতঃ কখনই ভেদপ্রাপ্ত হন না। এক, অদ্বিতীয়, অখণ্ড, একরস, নিত্য, নিরয়ব, উৎপত্তি-বিনাশহীন এই ব্রহ্ম স্বরূপতঃ, যথার্থতঃ নানাত্ব অর্থাৎ ভেদপ্রাপ্ত হইলে অমৃত মরণশীলতা প্রাপ্ত হইবেন। এই যে নানা জীবময় নাম রূপাত্মক জগৎ ইহা অমৃতস্বরূপ পরমানন্দ-বোধস্বরূপ অদ্বিতীয় ব্রহ্মের বিবর্ত্তমাত্র; ইহা ব্রহ্মের পরিণাম নহে ॥ ৮৬ ॥ ১৯ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্ঃ—দ্বৈতমদ্বৈতভেদ ইত্যুক্তে দ্বৈতমপ্যদ্বৈতবৎ পরমার্থ-সদিতি স্যাৎ কস্যচিৎ আশঙ্কা, ইত্যত আহ—যৎ পরমার্থসৎ অদ্বৈতং, মায়য়া ভিদ্যতে হ্যেতৎ তৈমিরিকানেকচন্দ্রবৎ রজ্জুঃ সর্পধারাদিভির্ভেদৈরিব; ন পরমার্থতঃ, নিরবয়বত্বাৎ আত্মনঃ। সাবয়বং হ্যবয়বান্যথাত্বেন ভিদ্যতে, যথা মৃৎঘটাদিভেদৈঃ। তস্মাৎ নিরবয়বমজং নান্যথা কথঞ্চন, কেনচিদপি প্রকারেণ ন ভিদ্যতে ইতি অভিপ্রায়ঃ। তত্ত্বতো ভিদ্যমানং হি অমৃতম্ অজমদ্বয়ং স্বভাবতঃ সৎ মর্ত্ত্যতাং ব্রজেৎ, যথা অগ্নিঃ শীততাম্। তচ্চানিষ্টং স্বভাব-বৈপরীত্যগমনম্, সর্বপ্রমাণবিরোধাৎ। অজমব্যয়ম্ আত্মতত্ত্বং মায়য়ৈব ভিদ্যতে, ন পরমার্থতঃ। তস্মাৎ ন পরমার্থসদ্দ্বৈতম্ ॥ ৮৬ ॥ ১৯ ॥

ভাষ্যানুবাদ ঃ—দ্বৈত জগৎ অদ্বৈতের ভেদ বা কার্য্য বলা হইয়াছে ইহাতে কাহারও আশঙ্কা হইতে পারে অদ্বৈতের ন্যায় এই দ্বৈত জগৎও পারমার্থিক সৎ বস্তু, এইহেতু উক্ত আশঙ্কা নিরসনের জন্য বলিতেছেন—তৈমিরিক রোগগ্রস্ত ব্যক্তির এক চন্দ্র যেরূপ অনেক চন্দ্ররূপে প্রতীত হয় ভ্রান্তিবশতঃ একই রজ্জু যেরূপ সর্প, জলধারা, দণ্ড প্রভৃতি বিভিন্নরূপে প্রতীত হইয়া থাকে, সেইরূপ পরমার্থ সত্য যে এই অদ্বৈত বস্তু, ইহা মায়া দ্বারা ভেদ প্রাপ্ত হন, স্বরূপতঃ নানাত্ব প্রাপ্ত হন না, কারণ এই অদ্বৈত আত্মতত্ব নিরবয়ব। সাবয়ব পদার্থই অবয়ব পরিবর্ত্তনে নানাত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে যেমন মৃত্তিকা, ঘট, কলসী ইত্যাদি বিভিন্নরূপে পরিণত হয়। সুতরাং নিরবয়ব উৎপত্তিহীন অদ্বৈত ব্রহ্ম মায়া ব্যতীত অন্য কোন প্রকারেই ভেদপ্রাপ্ত হইতে পারে না। স্বরূপতঃ অর্থাৎ যথার্থতঃ ভেদপ্রাপ্ত হইলে, স্বভাবতঃ অমৃত-স্বরূপ উৎপত্তি-বিনাশহীন অদ্বিতীয় ব্রহ্ম অগ্নির শীতলতা প্রাপ্তির ন্যায় মরণ-শীলতা প্রাপ্ত হইবেন। স্বভাবের বিপরীতভাব প্রাপ্তি কাহারও ইষ্ট নহে, কারণ তাহা হইলে সমস্ত প্রমাণের সহিত বিরোধ হয়। অদ্বয়, অব্যয় আত্মতত্ত্ব কেবল মায়ার দ্বারাই ভেদপ্রাপ্ত হয়, যথার্থতঃ নহে। সেইহেতু দ্বৈত কখনই পারমার্থিক সত্য সৎ বস্তু হইতে পারে না॥ ৮৬ ॥ ১৯ ॥

অজাতস্যৈব ভাবস্য জাতিমিচ্ছন্তি বাদিনঃ।

অজাতো হ্যমৃতো ভাবো মর্ত্ত্যতাং কথমেষ্যতি ॥ ৮৭ ॥ ২০ ॥

অন্বয় ঃ—বাদিনঃ (দ্বৈতবাদিগণ) অজাতস্য ভাবস্য (জন্মহীন সদ্‌ বস্তুর) এব (ই) জাতিং (জন্ম) ইচ্ছন্তি (ইচ্ছা করেন) অজাতঃ হি অমৃতঃ ভাবঃ (যে সদ্‌ বস্তু নিশ্চিন্তরূপে জন্মহীন এবং অমৃতস্বরূপ) কথং (তাহা কি প্রকারে) মর্ত্ত্যতাং (মরণশীলতা) এষ্যতি (প্রাপ্ত হইবে) ? ॥ ৮৭ ॥ ২০ ॥

অনুবাদ ঃ—দ্বৈতবাদিগণ স্বভাবতঃ জন্মহীন সদ্বস্তু আত্মার উৎপত্তি ইচ্ছা করেন। যদি পরমার্থতঃ আত্মার উৎপত্তি হয়, তাহা হইলে তাহার

বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু স্বভাবতঃ উৎপত্তি-বিনাশহীন, অমৃতস্বরূপ আত্মা নিত্য সদ্বস্ত হইয়া কি প্রকারে মরণশীলতা প্রাপ্ত হইবে? স্বভাবের বৈপরিত্ব কথনই সম্ভব হয় না ॥ ৮৭ ॥ ২০ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্ঃ—যে তু পুনঃ কেচিৎ উপনিষদ্ ব্যাখ্যাতারো ব্রহ্ম-বাদিনো বাবদূকা অজাতস্য এব আত্মতত্ত্বস্য অমৃতস্য স্বভাবতো জাতিম্ উৎপত্তিম্ ইচ্ছন্তি পরমার্থত এব, তেষাং জাতং চেৎ, তদেব মর্ত্ত্যতাম্ এষ্যত্য-বশ্যম্। স চাজাতো হ্যমৃতো ভাবঃ স্বভাবতঃ সন্ আত্মা কথং মর্ত্ত্যতামেষ্যতি? ন কথঞ্চন মর্ত্ত্যত্বং স্বভাববৈপরীত্যম্ এষ্যতীত্যর্থঃ ॥ ৮৭ ॥ ২০ ॥

ভাষ্যানুবাদঃ—পরন্তু যে সমস্ত কুতর্কপরায়ণ, বহুভাষী উপনিষদ ব্যাখ্যাতা ব্রহ্মবাদিগণ নিঃসংশয়রূপে উৎপত্তিহীন, স্বভাবতঃ অমৃতস্বরূপ আত্ম-তত্ত্বের পরমার্থতঃ উৎপত্তি ইচ্ছা করেন, তাঁহাদের মতে যদি সত্যসত্যই আত্মা উৎপন্ন হন, তাহা হইলে তিনি নিশ্চয়ই বিনাশপ্রাপ্ত হইবেন। সেই আত্মা স্বভাবতঃ উৎপত্তিহীন, অমৃতস্বরূপ হইয়া কি প্রকারে মরণশীলতা প্রাপ্ত হইবেন? তিনি কথনই মর্ত্ত্যতারূপ স্বভাববৈপরীত্য প্রাপ্ত হইবেন না ॥ ৮৭ ॥ ২০ ॥

ন ভবত্যমৃতং মর্ত্ত্যং ন মর্ত্ত্যমমৃতং তথা।
প্রকৃতেরন্যথাভাবো ন কথঞ্চিদ্ভবিষ্যতি ॥ ৮৮ ॥ ২১ ॥

অন্বয়ঃ—অমৃতং (স্বভাবতঃ অমৃতস্বরূপ বস্তু) মর্ত্ত্যং (মরণশীল) ন ভবতি (হয় না) তথা (সেইরূপ) মর্ত্ত্যং (স্বভাবতঃ মরণশীল পদার্থ) ন অমৃতং (অমরণশীল হয় না)। প্রকৃতেঃ (স্বভাবের) অন্যথা ভাবঃ (বিপরীতভাব) কথঞ্চিৎ (কখনও) ন ভবিষ্যতি (হইবে না) ॥ ৮৮ ॥ ২১ ॥

অনুবাদঃ—স্বভাবতঃ অমৃতস্বরূপ বস্তু কখনই মরণশীল হয় না, সেইরূপ স্বভাবতঃ মরণশীল পদার্থ কখনও অমৃতস্বরূপ হয় না। স্বভাবের বিপরীত ভাব কোন প্রকারেই হইবে না ॥ ৮৮ ॥ ২১ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্ঃ—যস্মাৎ ন ভবতি অমৃতং মর্ত্ত্যং লোকে নাপি মর্ত্ত্যম্ অমৃতং তথা, ততঃ প্রকৃতেঃ স্বভাবস্য অন্যথাভাবঃ স্বতঃ প্রচ্যুতিঃ ন কথঞ্চিৎ ভবিষ্যতি, অগ্নেরিব ঔষ্ণ্যস্য ॥ ৮৮ ॥ ২১ ॥

ভাষ্যানুবাদঃ—যেহেতু জগতে অমৃত কখনও মরণশীল হয় না, এবং যাহা মরণশীল তাহা অমৃত হয় না, সেইহেতু স্বভাবের স্বরূপতঃ প্রচ্যুতি কোন প্রকারেই হইবে না, যেমন অগ্নি তাহার উষ্ণতা কখনও পরিত্যাগ করে না ॥ ৮৮ ॥ ২১ ॥

স্বভাবেনামৃতো যস্য ভাবো গচ্ছতি মর্ত্ত্যতাম্।
কৃতকেনামৃতস্তস্য কথং স্থাস্যতি নিশ্চলঃ ॥ ৮৯ ॥ ২২ ॥

অন্বয়ঃ—যস্য (যাহার মতে) স্বভাবেন (স্বরূপতঃ) অমৃতঃ (অমরণশীল) ভাবঃ (পদার্থ) মর্ত্ত্যতাং (মরণশীলতা) গচ্ছতি (প্রাপ্ত হয়) তস্য (তাহার মতে) কৃতকেন (জন্যত্বহেতু) অমৃতঃ (অমৃতস্বরূপ বস্তু) কথং (কি প্রকারে) নিশ্চলঃ (স্বভাবচ্যুত না হইয়া স্বীয় স্বরূপে) স্থাস্যতি (অবস্থান করিবে) ॥ ৮৯ ॥ ২২ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্ঃ—যস্য পুনর্ব্বাদিনঃ স্বভাবেন অমৃতো ভাবো মর্ত্ত্যতাং গচ্ছতি—পরমার্থতো জায়তে, তস্য প্রাগুৎপত্তেঃ স ভাবঃ স্বভাবতোঽমৃত ইতি প্রতিজ্ঞা মৃষৈব। কথং তর্হি? কৃতকেন অমৃতস্তস্য স্বভাবঃ। কৃতকেনামৃতঃ স কথং স্থাস্যতি নিশ্চলঃ? অমৃতস্বভাবতয়া ন কথঞ্চিৎ স্থাস্যতি। আত্মজাতিবাদিনঃ সর্ব্বথা অজং নাম নাস্ত্যেব; সর্ব্বমেতন্মর্ত্ত্যম্। অতঃ অনির্মোক্ষপ্রসঙ্গ ইত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ৮৯ ॥ ২২ ॥

ভাষ্যানুবাদঃ—যে বাদীর মতে স্বভাবতঃ অমৃতস্বরূপ বস্তু অর্থাৎ আত্মা মর্ত্ত্যতা প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ সত্যসত্যই উৎপন্ন হয়, তাহার মতে "উৎপত্তির পূর্ব্বে আত্মা স্বভাবতঃ অমৃত" এই প্রতিজ্ঞা-বাক্য মিথ্যা হইয়া পড়ে। তাহা হইলে সেই বাদীর পূর্ব্বোক্ত প্রতিজ্ঞা-বাক্যটি কিরূপে যুক্তিযুক্ত হইতে পারে?

কারণ যাহা ক্রিয়া-জন্য অর্থাৎ কার্য্য তাহা অমৃত-স্বভাব হইতে পারে না, তাহা নশ্বরই হইয়া থাকে। কার্য্য অর্থাৎ উৎপন্ন হওয়া হেতু সেই অমৃত-স্বরূপ আত্মা কি প্রকারে স্বীয় অমৃত-স্বরূপে নিশ্চলভাবে অবস্থান করিবে? কখনই অমৃতস্বরূপে থাকিতে পারে না। যদি বলা হয় প্রলয় অবস্থায় অমৃতস্বরূপে থাকে, তাহাও হইতে পারে না, কারণ আত্মার উৎপত্তি স্বীকার-কারীর মতে প্রলয় অবস্থায়ও "আমি অজব্রহ্ম" এই ব্রহ্মাত্মৈক্য জ্ঞান না থাকা হেতু এবং কার্য্য পদার্থমাত্রই নশ্বর বলিয়া তাহার মতে মোক্ষ অসম্ভব হইয়া পড়ে, ইহাই অভিপ্রায় ॥ ৮৯ ॥ ২২ ॥

ভূততোঽভূততো বাপি সৃজ্যমানে সমা শ্রুতিঃ।
নিশ্চিতং যুক্তিযুক্তঞ্চ যত্তদ্ভবতি নেতরৎ ॥ ৯০ ॥ ২৩ ॥

অন্বয় ঃ—ভূততঃ (যথার্থতঃ) বা অভূততঃ (কিংবা অযথার্থতঃ) সৃজ্যমানে অপি (উৎপদ্যমান পদার্থ বিষয়ে) সমা শ্রুতিঃ (সমান শ্রুতিবাক্য রহিয়াছে) যৎ (যাহা) নিশ্চিতং (শ্রুতিদ্বারা অবধারিত) যুক্তিযুক্তং চ (এবং যুক্তিসঙ্গত) তৎ (তাহাই) ভবতি (গ্রহনীয় হয়) ন ইতরৎ (অন্য নহে) ॥ ৯০ ॥ ২৩ ॥

অনুবাদ ঃ—যথার্থতঃ কিংবা অযথার্থতঃ উৎপদ্যমান পদার্থ বিষয়ে সমান শ্রুতিবাক্য রহিয়াছে, তন্মধ্যে যাহা শ্রুতি দ্বারা নিশ্চিত এবং যুক্তিযুক্ত তাহাই গ্রহনীয়, অপর নহে। পরিণামবাদীরা তাঁহাদের মতের অনুকূলে শ্রুতিবাক্য উদ্ধৃত করিয়া পরিণামবাদ সমর্থন করেন; এইজন্য এই শ্লোকে বলা হইয়াছে যে, পরিণামবাদে সৃষ্টিবিষয়ক শ্রুতিবাক্যের তাৎপর্য্য নহে, শ্রুতিবাক্যসমূহ এবং যুক্তি ও অনুভূতি বিবর্ত্তবাদেরই অনুকূল, সুতরাং বিবর্ত্তবাদই গ্রহনীয় ॥ ৯০ ॥ ২৩ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্ ঃ—ননু অজাতিবাদিনঃ সৃষ্টিপ্রতিপাদিকা শ্রুতির্নসঙ্গচ্ছতে প্রামাণ্যম্। বাঢ়ম্; বিদ্যতে সৃষ্টিপ্রতিপাদিকা শ্রুতিঃ, সা তু-অন্যপরা, 'উপায়ঃ সোঽবতারায়' ইতি অবোচাম। ইদানীম্ উক্তেঽপি পরিহারে পুনশ্চো-

স্থপরিহারৌ বিবক্ষিতার্থং প্রতি সৃষ্টি-শ্রুত্যক্ষরাণাম্ আনুলোম্যবিরোধাশঙ্কামাত্রপরিহারার্থৌ। ভূততঃ পরমার্থতঃ সৃজ্যমানে বস্তুনি অভূততো মায়য়া বা মায়াবিনেব সৃজ্যমানে বস্তুনি সমা তুল্যা সৃষ্টিশ্রুতিঃ। ননু গৌণমুখ্যয়োঃ মুখ্যে শব্দার্থপ্রতিপত্তির্যুক্তা, ন, অন্যথা সৃষ্টেরপ্রসিদ্ধত্বাৎ নিষ্প্রয়োজনত্বাচ্চ ইত্যবোচাম। অবিদ্যাসৃষ্টিবিষয়ৈব সর্ব্বা গৌণী মুখ্যা চ সৃষ্টিঃ, ন পরমার্থতঃ। "সবাহ্যাভ্যন্তরোহ্যজঃ" ইতি শ্রুতেঃ। তস্মাৎ শ্রুত্যা নিশ্চিতং যৎ একমেবাদ্বিতীয়ম্ অজম্ অমৃতমিতি যুক্তিযুক্তঞ্চ। যুক্ত্যা চ সম্পন্নং তদেব, ইত্যবোচাম পূর্ব্বৈর্গ্রন্থৈঃ। তদেব শ্রুত্যর্থো ভবতি, নেতরৎ কদাচিদপি ক্বচিদপি ॥ ৯০ ॥ ২৩ ॥

ভাষ্যানুবাদ ঃ—দ্বৈতবাদী শঙ্কা উঠাইতেছেন যে, আত্মা যদি কার্য্যরূপে উৎপন্ন হন, তাহা হইলে সৃষ্টিবিষয়ক শ্রুতিবাক্যসমূহ অনর্থক হইয়া পড়ে, সেইহেতু যাঁহারা আত্মার উৎপত্তি স্বীকার করেন না, সেই অদ্বৈতবাদিগণের পক্ষে সৃষ্টিপ্রতিপাদক শ্রুতিবাক্য ত সুসমঞ্জস হয় না। এই আশঙ্কার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন—সৃষ্টিপ্রতিপাদক শ্রুতিবাক্য আছে, ইহা সত্য, কিন্তু সেই বাক্যের তাৎপর্য্য সৃষ্টিতে নহে, উহা অদ্বৈত তত্ত্বে বুদ্ধিকে প্রবেশ করানর উপায় মাত্র, একথা পূর্ব্বেই আমরা বলিয়াছি। শ্রুত্যুক্ত সৃষ্টিবোধক বাক্য অদ্বৈতপর, প্রতিপাদিত হইলেও এক্ষণে সৃষ্টিবোধক বাক্যস্থিত 'অভবৎ,' 'অসৃজৎ' ইত্যাদি পদসমূহ অদ্বৈতপক্ষের বিরোধী হয় কি না, এই আশঙ্কাও তাহার পরিহার করা হইতেছে মাত্র। যথার্থতঃ উৎপদ্যমান বস্তুবিষয়ে এবং অযথার্থতঃ সৃজ্যমান পদার্থবিষয়ে অর্থাৎ মায়াবী যেমন মায়া দ্বারা সৃষ্টি করে, সেইরূপ মিথ্যা সৃষ্টি বিষয়ে উভয় এই অর্থাৎ উভয়ের অনুকূলেই শ্রুতিবাক্য সমান। সৃষ্টিবোধক শ্রুতিবাক্যে "অসৃজৎ" সৃষ্টি করিলেন এই পদের অর্থ মায়া দ্বারা সৃষ্টি করিলেন; এবং ব্রহ্ম "সচ্চ ত্যচ্চ অভবৎ" সূক্ষ্ম ও স্থূল ভূত হইলেন, এই বাক্যের 'অভবৎ' পদের অর্থও মায়া দ্বারা এইরূপ হইলেন, যথার্থতঃ নহে। সুতরাং সৃষ্টি মায়াময়ী বলিয়া সৃষ্টিবোধক শ্রুতিবাক্য অদ্বৈতের

বিরোধী হয় না। আচ্ছা গৌণ এবং মুখ্যার্থবোধক শব্দদ্বয়ের মধ্যে মুখ্যার্থ-বোধক শব্দানুসারেইত জ্ঞান হওয়া সমীচীন। যেমন "এই ব্রহ্মচারী অগ্নি" এই বাক্যে অগ্নি শব্দের গৌণ প্রয়োগ হইলেও "অগ্নি আনয়ন কর" এই বাক্যে অগ্নি শব্দের মুখ্যার্থের জ্ঞান হইতেছে; সুতরাং সৃষ্টিবোধক শ্রুতিবাক্যে সৃষ্টি সত্য এইরূপ জ্ঞান হওয়াই যুক্তিযুক্ত। এই শঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন—না; তাহা হইতে পারে না, কারণ আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি সত্য সৃষ্টি অপ্রসিদ্ধ, সৃষ্টিবিষয়ে শ্রুতির তাৎপর্য্য নাই, সুতরাং ফলাভাব-হেতু সত্যসৃষ্টি কল্পনা নিষ্প্রয়োজন। স্বপ্নাবস্থার গৌণা সৃষ্টি কিংবা জাগ্রদ-বস্থার মুখ্যাসৃষ্টি সবসৃষ্টিই অবিদ্যা কল্পিত, কোন সৃষ্টিই যথার্থ নহে; তত্ত্বদৃষ্টিতে সৃষ্টিই সম্ভব হয় না। যাহা পারমার্থিক সত্যবস্তু, সেই সত্যবস্তু স্বয়ং কিংবা অপরের দ্বারা অন্যথাভাব অর্থাৎ স্বরূপভ্রষ্ট হইতে পারে না; শ্রুতিও বলেন "বাহ্য ও অভ্যন্তর সর্ব্বত্র বিদ্যমান থাকিয়াও সেই এক অদ্বিতীয়, সত্য, জ্ঞান, অন্তর-স্বরূপ ব্রহ্ম অজ অর্থাৎ উৎপত্তি-বিনাশহীন।" সেইহেতু শ্রুতিদ্বারা নিশ্চিত এবং যুক্তিদ্বারা সমর্থিত যে এক, অদ্বিতীয়, অজ, অমৃতস্বরূপ অদ্বৈত-তত্ত্ব, সেই অদ্বৈতেই শ্রুতির তাৎপর্য্য দ্বৈতে নহে। পূর্ব্ব পূর্ব্ব শ্লোক দ্বারা আমরা ইহাই বলিয়াছি। সেই অদ্বৈতই শ্রুতির তাৎপর্য্য, কখনও অন্য কিছু নহে ॥ ৯০ ॥ ২৩ ॥

নেহ নানেতি চাম্নায়াদিন্দ্রো মায়াভিরিত্যপি।
অজায়মানো বহুধা মায়য়া জায়তে তু সঃ ॥ ৯১ ॥ ২৪ ॥

অন্বয়ঃ—ইহ (সচ্চিদানন্দ-ব্রহ্মে) নানা (ভেদ, বহুত্ব) ন (নাই) ইতি (এই প্রকারে, চ (এবং) ইন্দ্রঃ (ঈশ্বর) মায়াভিঃ (মায়া দ্বারা) ইতি অপি (এই প্রকারেও) আম্নায়াৎ (শ্রুতি উপদেশ করা হেতু) অজায়মানঃ (উৎপন্ন না হইয়া) সঃ (সেই ঈশ্বর) মায়য়া (মায়া দ্বারা) তু (কিন্তু) বহুধা (বহুপ্রকারে) জায়তে (জাত হন) ॥ ৯১ ॥ ২৪ ॥

অনুবাদ ঃ—সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মে ভেদ নাই এবং ঈশ্বর স্বতঃ যথার্থতঃ উৎপন্ন না হইয়াও মায়া দ্বারা বহুরূপে জাত হন শ্রুতির এই প্রকার উপদেশ অনুসারে ইহাই নিশ্চিতরূপে অবগত হওয়া যায় যে, এক অদ্বৈত প্রকাশমান রহিয়াছেন। দ্বৈত কেবল মায়া-কল্পিত। সুতরাং সৃষ্টি মিথ্যা মায়া কল্পিত এবং একমাত্র অদ্বৈতই শ্রুতির তাৎপর্য্য ॥ ৯১ ॥ ২৪ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্ ঃ—কথং শ্রুতিনিশ্চয় ইত্যাহ—যদি হি ভূতত এব সৃষ্টিঃ স্যাৎ, ততঃ সত্যমেব নানা বস্তু ইতি তদভাবপ্রদর্শনার্থং আম্নায়ো ন স্যাৎ। অস্তি চ "নেহ নানাস্তি কিঞ্চন" ইত্যাদিরাম্নায়ো দ্বৈতভাবপ্রতিষেধার্থঃ। তস্মাৎ আত্মৈকত্বপ্রতিপত্ত্যর্থা কল্পিতা সৃষ্টিরভূতৈব প্রাণ-সংবাদবৎ। "ইন্দ্রো মায়াভিঃ" ইত্যভূতার্থপ্রতিপাদকেন মায়াশব্দেন ব্যপদেশাৎ।

নন্ প্রজ্ঞাবচনো মায়াশব্দঃ; সত্যম্। ইন্দ্রিয়-প্রজ্ঞয়া অবিদ্যাময়ত্বেন মায়াত্বাভ্যুপগমাদদোষঃ। মায়াভিরিন্দ্রিয়প্রজ্ঞাভিঃ অবিদ্যারূপাভিরিত্যর্থঃ। "অজায়মানো বহুধা বিজায়তে", ইতি শ্রুতেঃ। তস্মাৎ মায়য়া এব জায়তে তু সঃ। তু-শব্দঃ অবধারণার্থঃ—মায়য়া এবেতি। ন হি অজায়মানত্বং বহুধা জন্ম চৈকত্র সম্ভবতি। অগ্নেরিব শৈত্যম্ উষ্ণ্যঞ্চ। ফলবত্ত্বাৎ চ আত্মৈকত্বদর্শনমেব শ্রুতিনিশ্চিতোঽর্থঃ "তত্র কো মোহঃ কঃ শোকঃ একত্বমনুপশ্যতঃ" ইত্যাদি-মন্ত্রবর্ণাৎ, "মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি" ইতি নিন্দিতত্বাচ্চ সৃষ্ট্যাদিভেদদৃষ্টেঃ ॥ ৯১ ॥ ২৪ ॥

ভাষ্যানুবাদ ঃ—সৃষ্টির মিথ্যাত্বে এবং এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মেই যে শ্রুতির নিশ্চয় বা সিদ্ধান্ত তাহা কি প্রকার? এই প্রশ্নের উত্তরে বলিতেছেন—যদি যথার্থই সৃষ্টি হইত, তাহা হইলে সত্য নানা বস্তুর উৎপত্তি হইত এবং তাহা হইলে নানাত্বের অভাববোধক শ্রুতিবাক্য থাকিত না; কিন্তু "এই ব্রহ্মে নানা নাই" এই শ্রুতিবাক্য নানাত্বের অভাবই প্রদর্শন করিতেছে, দ্বৈতের নিষেধই করিতেছে। সেইহেতু পূর্ব্বোক্ত প্রাণ-সংবাদের ন্যায় আত্মৈকত্ব জ্ঞান লাভের নিমিত্তই মিথ্যা সৃষ্টি কল্পিত হইয়াছে। আরও

"ঈশ্বর মায়া দ্বারা বহুরূপ হন" এই শ্রুতিবাক্যে মায়া শব্দ প্রয়োগ হেতু সৃষ্টি যে মিথ্যা তাহাই প্রতিপাদিত হইতেছে। আচ্ছা, মায়া শব্দের অর্থ প্রজ্ঞা বা জ্ঞানও ত হয়? হাঁ, ইহা সত্য; ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানের অবিদ্যাময়ত্ব হেতু প্রজ্ঞা শব্দের মায়াত্ব স্বীকার করায় কোন দোষ হয় না। 'মায়াভিঃ' এই পদের অর্থ হইতেছে অবিদ্যারূপ ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানসমূহ দ্বারা শ্রুতিও বলেন "ঈশ্বর জায়মান না হইয়াও বিবিধরূপে জাত হন।" অতএব মায়া দ্বারাই ঈশ্বর বহুরূপ ধারণ করেন। 'তু' শব্দের অর্থ অবধারণ অর্থাৎ কেবল মায়ার দ্বারাই, কিন্তু যথার্থতঃ নহে। একই বস্তুতে জন্মরাহিত্য এবং বহু প্রকারে জন্মলাভ একত্র সম্ভব হয় না; যেমন একই অগ্নিতে শীতলতা এবং উষ্ণতা একত্র থাকিতে পারে না। মোক্ষ ফল প্রদান করে বলিয়া আত্মৈকত্ব-জ্ঞানই শ্রুতির নিশ্চিত অর্থ। "আত্মৈকদর্শীর মোহই বা কোথায়, শোকই বা কোথায়?" "যে ব্যক্তি এই ব্রহ্মে ভেদ দর্শন করে, সে মৃত্যুর পর পুনরায় মৃত্যুকে প্রাপ্ত হয়" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য আত্মৈকদর্শীর সংসার-নিবৃত্তি-রূপ মোক্ষ ফলপ্রাপ্তি এবং ভেদদর্শীর নিন্দা অর্থাৎ সংসারপ্রাপ্তি এই প্রকার উপদেশ করা হেতু, আত্মৈকত্ব জ্ঞানই শ্রুতির নিশ্চিত সিদ্ধান্ত, সৃষ্টি প্রভৃতি ভেদজ্ঞান সৃষ্টির তাৎপর্য্য নহে ॥ ৯১ ॥ ২৪ ॥

সম্ভূতেরপবাদাচ্চ সম্ভবঃ প্রতিষিধ্যতে।
কো ন্বেনং জনয়েদিতি কারণং প্রতিষিধ্যতে ॥ ৯২ ॥ ২৫

অন্বয়ঃ—সম্ভূতেঃ (সম্যক্ ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন প্রথম জীব হিরণ্যগর্ভের) অপবাদাৎ (নিন্দাহেতু) সম্ভবঃ (উৎপত্তি অর্থাৎ স্থূল সূক্ষ্ম জগৎরূপ কার্য্য) প্রতিষিধ্যতে (নিষিদ্ধ করা হইয়াছে) কঃ নু (কেই বা) এনং (এই জীবকে) জনয়েৎ (উৎপন্ন করিবে) ইতি (এইরূপে) কারণং (জনয়িতা রূপ কারণ) প্রতিষিধ্যতে (নিষিদ্ধ হইয়াছে) ॥ ৯২ ॥ ২৫ ॥

অনুবাদঃ—স্থূল সূক্ষ্ম জীব-জগৎ যাঁহার অন্তর্ভুক্ত, সম্যক্ ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন

প্রথম জীব হিরণ্যগর্ভের উপাসনার নিন্দা হেতু, হিরণ্যগর্ভ-সৃষ্ট স্থূল সূক্ষ্ম জগৎরূপ কার্য্যও নিষিদ্ধ হইয়াছে অর্থাৎ জগৎরূপ কার্য্য যে মিথ্যা তাহা সিদ্ধ হইয়াছে। "নায়ং কুতশ্চিৎ ন বভুব কশ্চিৎ" "এই জীবাত্মা কোথা হইতেও উৎপন্ন হয় নাই" এই শ্রুতিবাক্য অনুসারে অবিদ্যা বা জ্ঞান ব্যতীত জীবের স্বতঃ অর্থাৎ পরমার্থতঃ উৎপত্তি নাই; এইজন্যই বলিতেছেন—কেই বা এই জীব হিরণ্যগর্ভকে উৎপন্ন করিবে? এইরূপে সৃষ্টির কারণও প্রতিষিদ্ধ হইয়াছে। অতএব জীব, জগৎ, ঈশ্বর এ সমস্তই মায়া কল্পিত, এবং কল্পিত বলিয়া মিথ্যা, নিখিল প্রপঞ্চের নিষেধের অবধি স্বরূপ একমাত্র পরমানন্দ বোধস্বরূপ নিত্য, অদ্বৈত-তত্ত্ব বিভাত হইতেছে।

শাঙ্কর-ভাষ্যম্ঃ—"অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি যে সম্ভূতিমুপাসতে" ইতি শ্রুতেঃ সম্ভূতেরুপাস্যত্বাপবাদাৎ সম্ভবঃ প্রতিষিধ্যতে। ন হি পরমার্থতঃ সম্ভূতায়াং সম্ভূতৌ তদপবাদ উপপদ্যতে। ননু বিনাশেন সম্ভূতেঃ সমুচ্চয়-বিধ্যর্থঃ সম্ভূত্যপবাদঃ। যথা "অন্ধতমঃ প্রবিশন্তি যেঽবিদ্যামুপাসতে" ইতি। সত্যমেব দেবতাদর্শনস্য সম্ভূতিবিষয়স্য বিনাশশব্দ-বাচ্যস্য কর্ম্মণঃ সমুচ্চয়-বিধানার্থঃ সম্ভূত্যপবাদঃ। তথাপি বিনাশাখ্যস্য কর্ম্মণঃ স্বাভাবিকাজ্ঞান-প্রবৃত্তিরূপস্য মৃত্যোঃ অতিতরণার্থত্ববৎ দেবতা-দর্শন-কর্ম্ম-সমুচ্চয়স্য পুরুষ-সংস্কারার্থস্য কর্ম্মফলরাগপ্রবৃত্তিরূপস্য সাধ্যসাধনৈষণাদ্বয়লক্ষণস্য মৃত্যোঃ অতি-তারণার্থত্বম্। এবং হ্যেষণাদ্বয়লক্ষণাৎ অবিদ্যয়া মৃত্যোরতিতীর্ণস্য বিরক্তস্য উপনিষচ্ছাস্ত্রালোচনপরস্য নান্তরীয়কী পরমাত্মৈকত্ব-বিদ্যোৎপত্তিঃ, ইতি পূর্ব্ব-ভাবিনীম্ অবিদ্যামপেক্ষ্য পশ্চাদ্ভাবিনী ব্রহ্মবিদ্যা অমৃতত্বসাধনা একেন পুরুষেণ সম্বধ্যমানা অবিদ্যয়া সমুচ্চীয়ত ইত্যুচ্যতে। অতোঽন্যার্থত্বাৎ অমৃতত্ব-সাধনং ব্রহ্মবিদ্যামপেক্ষ্য নিন্দার্থ এব ভবতি সম্ভূত্যপবাদঃ। যদ্যপি অশুদ্ধি বিয়োগহেতুঃ অতন্নিষ্ঠত্বাৎ। অতএব সম্ভূতেরপবাদাৎ সম্ভূতেঃ আপেক্ষিক-মেব সত্ত্বমিতি পরমার্থসদাত্মৈকত্বম্ অপেক্ষ্য অমৃতাখ্যঃ সম্ভবঃ প্রতিষিধ্যতে। এবং মায়ানির্ম্মিতস্যৈব জীবস্য অবিদ্যয়া প্রত্যুপস্থাপিতস্য অবিদ্যানাশে স্বভাব-

রূপত্বাৎ পরমার্থতঃ কো নু এনং জনয়েৎ? ন হি রজ্জ্বাম্ অবিদ্যারোপিতং সর্পং পুনর্ব্বিবেকতো নষ্টং জনয়েৎ কশ্চিৎ; তথা ন কশ্চিৎ এনং জনয়েদিতি। কো নু ইত্যাক্ষেপার্থত্বাৎ কারণং প্রতিষিধ্যতে। অবিদ্যোদ্ভূতস্য নষ্টস্য জনয়িতৃ কারণং ন কিঞ্চিদস্তি ইত্যভিপ্রায়ঃ। "নায়ং কুতশ্চিৎ ন বভুব কশ্চিৎ" ইতি শ্রুতেঃ ॥ ৯২ ॥ ২৫ ॥

ভাষ্যানুবাদ ঃ—"যাহারা সম্ভূতির উপাসনা করে, তাহারা ঘোর অন্ধকার-রূপ অজ্ঞানে প্রবেশ করে" এই শ্রুতিবাক্য সম্ভূতির উপাসনার নিন্দাহেতু সম্ভব অর্থাৎ উৎপত্তি বা সৃষ্টি প্রতিষিদ্ধ হইয়াছে। যদি সম্ভূতি পরমার্থতঃ সত্য হইত তাহা হইলে সম্ভূতির উপাসনার নিন্দা কখনই যুক্তিসঙ্গত হইত না।

যদি কেহ এরূপ শঙ্কা করেন যে—সম্ভূতির নিন্দা করিলেই যে সম্ভূতি মিথ্যা হইয়া যাইবে এরূপ কোন নিয়ম হইতে পারে না, অতএব কার্য্য মাত্রই যে মিথ্যা, ইহা কেহই প্রমাণ করিতে সমর্থ হইবেন না। কেবল সম্ভূতির উপাসনার নিন্দা করার উদ্দেশ্য হইতেছে—কর্ম্মের সহিত সম্ভূতি-উপাসনার সমুচ্চয় বিধান, এবং কর্ম্ম সমুচ্চিত সম্ভূতি-উপাসনা ফলপ্রদ বলিয়া সম্ভূতি কখন মিথ্যা হইতে পারে না। আরও উক্ত শ্রুতিতে "যাহারা অবিদ্যার উপাসনা করে, তাহারা ঘোর অজ্ঞান অন্ধকারে প্রবেশ করে" এই মন্ত্রে যেরূপ দেবতা বিজ্ঞান ও কর্ম্মের সমুচ্চয় বিধানার্থ নিন্দা উক্ত হইয়াছে সেইরূপ বিনাশ বা কর্ম্মের সহিত সম্ভূতি-উপাসনার সমুচ্চয় বিধানার্থই সম্ভূতি-উপাসনার নিন্দা করা হইয়াছে, সম্ভূতির মিথ্যাত্ব প্রতিপাদনের নিমিত্ত নহে। হাঁ, ইহা সত্য, সম্ভূতি-বিষয়ক দেবতা বিজ্ঞানের সহিত বিনাশ-শব্দবাচ্য কর্ম্মের সমুচ্চয় বিধানার্থ সম্ভূতির নিন্দা করা হইয়াছে। তথাপি স্বাভাবিক অজ্ঞানপ্রসূত প্রবৃত্তিমূলক কর্ম্মরূপ মৃত্যুকে অতিক্রম করাই যেরূপ বিনাশ শব্দবাচ্য শাস্ত্রীয় কর্ম্মানুষ্ঠানের লক্ষ্য, সেইরূপ কর্ম্মফলে আসক্তি-জনিত প্রবৃত্তিরূপা সাধ্য ও সাধনবিষয়ক বাসনাদ্বয়রূপ যে মৃত্যু, সেই মৃত্যুকে অতিক্রম করাই পুরুষ-সংস্কারবিষয়ক দেবতা বিজ্ঞান ও কর্ম্মের সহানুষ্ঠানের

উদ্দেশ্য। এইরূপে সাধ্য ও সাধনবিষয়ক বাসনাদ্বয়াত্মক মৃত্যু হইতে বিমুক্ত পুরুষই সংস্কৃত অর্থাৎ বিশুদ্ধ হইয়া থাকেন। অতএব স্বাভাবিক প্রবৃত্তিবশে অশাস্ত্রীয় কার্য্যানুষ্ঠানরূপ মৃত্যু হইতে এবং সাধ্য ও সাধন-বিষয়ক কামনা-দ্বয়রূপ মৃত্যু হইতে পুরুষকে উত্তীর্ণ করাই দেবতা বিজ্ঞান ও কর্ম্মের সহানু-ষ্ঠানরূপা অবিদ্যার কার্য্য, এইহেতু উক্ত হইয়াছে "অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা" অবিদ্যার দ্বারা মৃত্যুকে অতিক্রম করিবে। এইরূপেই বাসনাত্মিকা অবিদ্যা-রূপ মৃত্যু হইতে বিমুক্ত, বৈরাগ্যবান এবং উপনিষৎ শাস্ত্রের তাৎপর্য্যবিষয়ক আলোচনায় তৎপর পুরুষের বিশুদ্ধ হৃদয়ে অপ্রতিবদ্ধভাবে ব্রহ্মবিদ্যার উদয় হয়, এইহেতু পূর্ব্ববর্তী অবিদ্যাকে অপেক্ষা করিয়া অমৃতত্ত্বের সাধনভূতা ব্রহ্মবিদ্যা একই পুরুষের সহিত সম্বন্ধযুক্ত বলিয়া শ্রুতিতে অবিদ্যার সহিত বিদ্যার সমুচ্চয় কথিত হইয়াছে অতএব সমুচ্চয়ের অন্য প্রকার অর্থ হওয়ায় অর্থাৎ চিত্তের অশুদ্ধি ক্ষয় সমুচ্চয়ের তাৎপর্য্য বলিয়া অমৃতত্ত্বের সাধনভূতা ব্রহ্মবিদ্যাকে অপেক্ষা করিয়া সম্ভূতি-উপাসনার নিন্দা করা হইয়াছে, অর্থাৎ পারমার্থিক অমৃতত্ব ফলের অভাব হেতু সম্ভূতির নিন্দা করা হইয়াছে, যদিও সম্ভূতির উপাসনায় চিত্তশুদ্ধিরূপ ফলপ্রাপ্তি হয়। অতএব সম্ভূতির অপবাদ হেতু, সম্ভূতির সত্তা যে আপেক্ষিক অর্থাৎ সম্ভূতি যে পারমার্থিক সত্য বস্তু নহে, তাহা অবগত হওয়া যায়। পরমার্থ সত্য আত্মৈকতত্ত্বকে অপেক্ষা করিয়া অমৃতাখ্য সম্ভব নিষিদ্ধ হইয়াছে; 'সম্ভব' অর্থ সম্ভূতির কার্য্য এই জগৎ, এই জগৎকে যাঁহারা সত্য বলেন তাঁহাদের নিকট জগৎ অমৃত। অতএব নিত্য সদ্বস্তু আত্মৈকত্ব অপেক্ষায় জগতের সত্যতা নিষিদ্ধ হইয়াছে। অতএব কেবল মায়া রচিত এবং অবিদ্যা কর্তৃক প্রত্যুপস্থাপিত চেতনা মাত্র স্বরূপ, জীবের অবিদ্যা বিনষ্ট হইলে স্বরূপে অবস্থান হয়, তখন সেই জীবকে পরমার্থতঃ পুনরায় কে উৎপন্ন করিবে? রজ্জুতে অজ্ঞান-কল্পিত সর্প বিবেকজ্ঞান দ্বারা বিনষ্ট হইলে সেই রজ্জুতে যেমন কেহ সেই বিনষ্ট সর্পকে উৎপন্ন করিতে পারে না, সেইরূপ আত্মৈকত্ব

বিজ্ঞান দ্বারা আত্মাতে কল্পিত জীবভাব নষ্ট হইয়া গেলে কে পুনরায় চৈতন্যস্বরূপ আত্মাতে জীবভাব উৎপন্ন করিতে সমর্থ হয়? "কঃ নু" এই বাক্য আপেক্ষার্থে ব্যবহৃত হইয়াছে অর্থাৎ ইহা নিষেধসূচক। এই বাক্য দ্বারা কারণ নিষিদ্ধ হইয়াছে। অভিপ্রায় এই যে অবিদ্যা হইতে উদ্ভূত এই জীব ও জগৎ ব্রহ্মবিদ্যার দ্বারা একবার বিনষ্ট হইলে তাহাদের পুনরায় উৎপত্তির কোন কারণই থাকে না। শ্রুতি বলিলেন—"এই আত্মা কোন কারণ হইতে উৎপন্ন হয় নাই ॥ ৯২ ॥ ২৫ ॥

স এষ নেতি নেতীতি ব্যাখ্যাতং নিহ্নুতে যতঃ।
সর্ব্বমগ্রাহ্যভাবেন হেতুনাজং প্রকাশতে ॥ ৯৩ ॥ ২৬ ॥

অন্বয়ঃ—যতঃ (যেহেতু) স এষঃ নেতি নেতি (সেই এই আত্মা, ইহা নহে ইহা নহে) ইতি (এইরূপে) অগ্রাহ্য ভাবেন (ইন্দ্রিয় ও মনের বিষয়রূপ) হেতুনা (কারণ দ্বারা) ব্যাখ্যাতং (ব্রহ্মের দুইরূপ, মূর্ত্ত ও অমূর্ত্ত ইত্যাদিরূপে কথিত জগৎপ্রপঞ্চ) সর্ব্বং (সমস্ত) নিহ্নুতে (নিষেধ করিতেছেন) অজং (জন্মাদিরহিত আত্মতত্ত্ব) প্রকাশতে (প্রকাশ পাইয়া থাকে) ॥ ৯৩ ॥ ২৬ ॥

অনুবাদঃ—অদ্বৈত ব্রহ্মে বুদ্ধি প্রবেশের নিমিত্ত "ব্রহ্মের দুইরূপ, মূর্ত্ত ও অমূর্ত্ত," ইত্যাদি উপায়রূপে বর্ণিত নাম রূপাত্মক জগৎ প্রপঞ্চকে পাছে কেহ উপেয় ব্রহ্মবৎ সত্য বস্তু বলিয়া মনে করে, সেইহেতু শ্রুতি "এই সেই আত্মা, ইহা নহে ইহা নহে" এই বাক্য দ্বারা ব্রহ্মে আরোপিত সমস্ত জগৎ প্রপঞ্চকে নিষেধ করিয়াছেন। অদ্বৈত আত্মতত্ত্ব ইন্দ্রিয় ও মনের অগ্রাহ্য অর্থাৎ অগোচর বলিয়া জগৎপ্রপঞ্চ নিষিদ্ধ হওয়াতে একমাত্র উৎপত্তিবিনাশহীন অজব্রহ্ম প্রকাশ পাইয়া থাকেন ॥ ৯৩ ॥ ২৬ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্ঃ—সর্ব্ববিশেষপ্রতিষেধেন "অথাত আদেশো নেতি নেতি" ইতি প্রতিপাদিতস্য আত্মনো দুর্ব্বোধত্বং মন্যমানা শ্রুতিঃ পুনঃ পুনঃ উপায়ান্ত-

-ত্বেণ তস্যৈব প্রতিপিপাদয়িষয়া যদ্ যদ্ ব্যাখ্যাতং, তৎ সর্ব্বং নিহ্নুতে; গ্রাহ্যং জনিমদ্‌বুদ্ধিবিষয়ং অপলপতি, অর্থাৎ "স এষ নেতি নেতি" ইত্যাত্মনঃ অদৃশ্যতাং দর্শয়ন্তি শ্রুতিঃ। উপায়স্য উপেয়-নিষ্ঠতামজানত উপায়ত্বেন ব্যাখ্যাতস্য উপেয়বদ্‌গ্রাহ্যতা মা ভূৎ, ইতি অগ্রাহ্যভাবেন হেতুনা কারণেন নিহ্নুত ইত্যর্থঃ। ততশ্চৈবম্ উপায়স্য উপেয়নিষ্ঠতামেব জানত উপেয়স্য চ নিত্যৈক-রূপত্বমিতি, তস্য সবাহ্যান্তরমজম্ আত্মতত্ত্বং প্রকাশতে স্বয়মেব ॥ ৯৩ ॥ ২৬ ॥

ভাষ্যানুবাদঃ—"অথাত-আদেশো নেতি নেতি" অনন্তর শ্রুতির এই আদেশ—"আত্মা ইহা নহে ইহা নহে।" আত্মতত্ত্বের উপলব্ধির নিমিত্ত উপায়রূপে গৃহীত আত্মার মূর্ত্তামূর্ত্তরূপদ্বয় বলিবার পর "আত্মা ইহা নহে ইহা নহে" এই বাক্য দ্বারা আত্মাতে আরোপিত সমস্ত বিশেষ বিশেষ ভাব নিষেধ করিয়া নির্গুণ নির্ব্বিশেষে আত্মতত্ত্ব শ্রুতি প্রতিপাদন করিতেছেন। শ্রুতি কর্ত্তৃক প্রতিপাদিত নির্ব্বিশেষ আত্মতত্ত্ব দুর্জ্ঞেয় মনে করিয়া শ্রুতি পুনঃ পুনঃ বিভিন্ন উপায় দ্বারা সেই আত্মতত্ত্ব প্রতিপাদন করিবার ইচ্ছায় যাহা যাহা বলিয়াছেন তৎসমস্তই নিষেধ করিয়াছেন, কারণ নির্ব্বিশেষ আত্মতত্ত্ব বাক্যমনের অগোচর, এইহেতু উৎপত্তি-বিনাশশীল বুদ্ধিবৃত্তির বিষয় যাবতীয় ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পদার্থ শ্রুতি নিষেধ করিয়াছেন অর্থাৎ "সেই এই আত্মা, ইহা নহে, ইহা নহে" এই বাক্য দ্বারা উপায়রূপে গৃহীত সমস্ত সবিশেষ ভাব নিষেধপূর্ব্বক আত্মা যে ইন্দ্রিয় ও মনের অগোচর তাহাই প্রদর্শন করিয়াছেন। যে ব্যক্তি জানে না যে উপেয় অর্থাৎ প্রাপ্যবস্তুর স্বরূপ নির্ণয়েই উপায়ের পর্য্যবসান উপায় সমূহের অন্য কোন প্রয়োজন নাই, সেই ব্যক্তির মনে যাহাতে এরূপ ধারণা না হয় যে উপেয়, জ্ঞেয় সত্যবস্তু ব্রহ্মের ন্যায় উপায়ও জ্ঞাতব্য এবং গ্রহণীয়, সেইজন্য শ্রুতি অগ্রাহ্যত্ব অর্থাৎ ইন্দ্রিয় মনের অবিষয়ত্বরূপ কারণ দ্বারা আত্মাতে আরোপিত উপায়রূপে গৃহীত মূর্ত্তামূর্ত্ত সমস্ত বিশেষ ভাবের অপলাপ করিয়াছেন। সেইহেতু যে ব্যক্তি জানেন যে উপায় আত্মাতে কল্পিত বলিয়া অধিষ্ঠান

স্বরূপ আত্মতত্ত্ব ব্যতীত উপায়ের কোন পৃথক বাস্তব সত্তা নাই এবং উপেয় আত্মতত্ত্ব নিত্য ও একরূপ, তাঁহার নিকট বাহ্যাভ্যন্তরস্থিত, নিত্য, কুটস্থ, উৎপত্তি-বিনাশহীন, স্বপ্রকাশ চৈতন্যস্বরূপ আত্মতত্ত্ব স্বয়ং প্রকাশিত হন ॥ ৯৩ ॥ ২৬ ॥

সতো হি মায়য়া জন্ম যুজ্যতে ন তু তত্ত্বতঃ।
তত্ত্বতো জায়তে যস্য জাতং তস্য হি জায়তে ॥ ৯৪ ॥ ২৭ ॥

অন্বয়ঃ—হি (যেহেতু) সতঃ (নিত্য, সৎ বস্তুর) জন্ম (উৎপত্তি) মায়য়া (মায়া দ্বারা) যুজ্যতে (সর্ব্বত্র হয়) ন তু তত্ত্বতঃ (কিন্তু যথার্থতঃ নহে) যস্য (যাহার মতে) তত্ত্বতঃ (পরমার্থতঃ) জায়তে (উৎপন্ন হয়) তস্য (তাহার মতে) জাতং (উৎপন্ন পদার্থ) হি (ই, নিশ্চয়ই) জায়তে (জন্মগ্রহণ করে) ॥ ৯৪ ॥ ২৭ ॥

অনুবাদঃ—যেহেতু কেবল মায়াদ্বারাই সৎপদার্থের জন্ম সম্ভব হইতে পারে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে নিত্য, সদ্বস্তুর জন্ম সম্ভব নহে। যাহার মতে পরমার্থতঃ সদ্বস্তুর জন্ম হয়, তাহার মতে উৎপন্ন পদার্থই জন্মগ্রহণ করে। পূর্ব্বেই প্রতিপাদিত হইয়াছে যে আত্মতত্ত্ব উৎপত্তি-বিনাশহীন, এক, অদ্বিতীয় এবং পরমার্থ সত্যবস্তু। দ্বৈত মায়া কল্পিত বলিয়া অসৎ। যে আত্মতত্ত্ব সর্ব্বদা একরূপ তাহার কখনও অন্যথাভাব হইতে পারে না। মায়াই জগদাকারে পরিণত হইয়া সেই অদ্বিতীয় সচ্চিদানন্দ আত্মতত্ত্বকে আশ্রয় করিয়া বিজৃম্ভিত হইতেছে। যে বস্তু উৎপত্তি-বিনাশহীন তাহার জন্ম হয়, এরূপ কথন নিশ্চয়ই বিরুদ্ধ। যাহা জাত তাহারই জন্ম হয় এরূপ বলিলে অনবস্থা দোষ হইয়া থাকে। এইহেতু রজ্জুতে সর্পের ন্যায় মায়া প্রযুক্তই সদ্বস্তুর বিশ্বাকারে প্রতীতি মায়িক বলিতে হইবে ॥ ৯৪ ॥ ২৭ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্ঃ—এবং হি শ্রুতিবাক্যশতৈঃ সবাহ্যাভ্যন্তরমজম্, আত্ম-তত্ত্বমদ্বয়ং ন ততোঽন্যৎ অস্তীতি নিশ্চিতমেতৎ। যুক্ত্যা চাধুনা এতদেব পুন-

নির্দ্ধার্য্যত ইত্যাহ, তত্রৈতৎ স্যাৎ সদা অগ্রাহ্যমেব চেৎ অসদেবাত্মতত্ত্বমিতি। তৎ ন, কার্য্যগ্রহণাৎ। যথা সতো মায়াবিনো মায়য়া জন্মকার্য্যং, এবং জগতো জন্মকার্য্যং গৃহ্যমানং মায়াবিনমিব পরমার্থং সন্তমাত্মানং জগজ্জন্ম মায়াস্পদমেব গময়তি। যস্মাৎ সতো হি বিদ্যমানাৎ কারণাৎ মায়ানির্ম্মিতস্য হস্ত্যাদিকার্য্যস্যেব জগজন্ম যুজ্যতে, নাসতঃ কারণাৎ। ন তু তত্ত্বত এবাত্মনো জন্ম যুজ্যতে। অথবা সতো বিদ্যমানস্য বস্তুনো রজ্জ্বাদেঃ সর্পাদিবৎ মায়য়া জন্ম যুজ্যতে, ন তু তত্ত্বতো যথা, তথা অগ্রাহ্যস্য তস্যাপি সত এবাত্মনো রজ্জুসর্পবৎ জগদ্রূপেণ মায়য়া জন্ম যুজ্যতে, ন তু তত্ত্বত এবাজস্য আত্মনো জন্ম। যস্য পুনঃ পরমার্থসৎ অজমাত্মতত্ত্বং জগদ্রূপেণ জায়তে বাদিনঃ, ন হি তস্যাজং জায়ত ইতি শক্যং বক্তুং বিরোধাৎ। ততস্তস্যার্থাৎ জাতং জায়ত ইত্যাপন্নম্। ততশ্চানবস্থা জাতাৎ জায়মানত্বেন। তস্মাৎ অজমেকমেবাত্মতত্ত্বমিতি সিদ্ধম্॥ ২৪ ॥ ২৭ ॥

ভাষ্যানুবাদঃ—এইরূপে শত শত শ্রুতিবাক্যদ্বারা বাহ্যাভ্যন্তরবস্থিত, উৎপত্তি-বিনাশহীন, অদ্বিতীয় আত্মতত্ত্বই পারমার্থিক সত্যবস্তু, ইহাই নিশ্চিত হইয়াছে; সেই আত্মতত্ত্ব হইতে ভিন্ন অন্য কিছু নাই অর্থাৎ এই যে নাম রূপাত্মক দ্বৈত জগৎ ইহা রজ্জুসর্পের ন্যায় মায়াকল্পিত অসৎ। এক্ষণে যুক্তিদ্বারা এই আত্মতত্ত্বই পুনরায় নির্দ্ধারিত হইতেছে, এইহেতু বলিতেছেন—যদি কেহ এরূপ শঙ্কা করেন যে, আত্মতত্ত্ব যদি সর্ব্বদা ইন্দ্রিয় ও মনের অগ্রাহ্য অর্থাৎ অবিষয় হয়, তাহা হইলে সেই আত্মতত্ত্ব শশ-শৃঙ্গবৎ অসৎ; কারণ কার্য্যরূপ হেতুদ্বারা জগৎরূপকার্য্যের কারণরূপে আত্মতত্ত্ব অনুমিত হওয়ায়, উহা কখনই শশ-বিষাণবৎ অসৎ হইতে পারে না। যেরূপ সত্য মায়াবীর মায়াদ্বারা কার্য্যের উৎপত্তি দৃষ্ট হয়, এবং সেই মায়াকার্য্য যেরূপ সত্য মায়াবীর অস্তিত্ব প্রমাণ করে, সেইরূপ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য এই জগৎরূপ কার্য্যের উৎপত্তি অর্থাৎ মায়াময় জগৎরূপ কার্য্যের জন্ম মায়াবীর ন্যায় মায়ার আশ্রয়স্বরূপ পরমার্থ সত্যবস্তু আত্মাকে বোধগম্য

করাইয়া দেয়। সকলেই স্বীকার করেন যে, কার্য্যের অধিষ্ঠান সৎবস্তু, এবং জগৎ যখন কার্য্য, তখন উহার অধিষ্ঠান সৎ বস্তুই হইবে, এবং সেই সদ্বস্তু হইতেছেন আত্মা। যেহেতু বিদ্যমান সৎ কারণ হইতেই কার্য্যের উৎপত্তি হইয়া থাকে, সেইহেতু কারণের সত্তা অবিসংবাদিত। মায়াবীর মায়ানির্ম্মিত হস্তী প্রভৃতি কার্য্যের ন্যায় আত্মমায়া হইতে জগতের উৎপত্তিই যুক্তিযুক্ত, কোন অসৎ কারণ হইতে জগতের জন্ম যুক্তিসঙ্গত নহে; কারণ যাহা অসৎ তাহার কোন স্বীয় স্বরূপ না থাকায় তাহা কাহারও কারণ হইতে পারে না। কিন্তু নিষ্ক্রিয়, সচ্চিৎ-আনন্দস্বরূপ আত্মা হইতে কোন কিছুরই সত্য সত্য জন্ম হইতে পারে না। মায়াবীর ন্যায় আত্মাকে জগতের নিমিত্ত কারণরূপে প্রতিপাদন করিয়া এক্ষণে উপাদান কারণরূপে প্রতিপাদন করিতেছেন—অথবা সৎরূপে বিদ্যমান রজ্জু প্রভৃতির মায়াবশতঃই যেরূপ সর্পাদি আকারে উৎপত্তি সম্ভবপর হয়, কিন্তু পরমার্থতঃ সম্ভবপর হয় না, সেইরূপ ইন্দ্রিয় ও মনের অগোচর সৎরূপ আত্মার রজ্জুসর্পের ন্যায় মায়া দ্বারাই জগৎরূপে জন্ম বা প্রতীতি সম্ভবপর হইয়া থাকে। কিন্তু পরমার্থতঃ সত্যসত্যই উৎপত্তি-বিনাশহীন আত্মার জন্ম হয় না। কিন্তু যে বাদীর মতে পরমার্থ সৎবস্তু, অজ আত্মতত্ত্ব, সত্যসত্যই জগৎরূপে উৎপন্ন হয়, তাহার মতে ইহাই বলা হয় যে, যে বস্তু স্বরূপতঃ উৎপত্তি-বিনাশহীন তাহাই উৎপন্ন হয়, কিন্তু এরূপ হইতে পারে না, কারণ অজ অর্থাৎ উৎপত্তিহীন বস্তু উৎপন্ন হয় ইহা বিরুদ্ধ কথা। অতএব তাহাকে স্বীকার করিতেই হইবে যে জাত বস্তুর জন্ম হয়; কিন্তু জাত বস্তু হইতে অন্য একটি বস্তু উৎপন্ন হইতেছে এরূপ বলিলে অনবস্থা দোষ আসিয়া উপস্থিত হয়। সেইহেতু আত্মতত্ত্ব এক এবং উৎপত্তি-বিনাশহীন ইহাই সিদ্ধ হইল ॥ ৯৪ ॥ ২৭ ॥

অসতো মায়য়া জন্ম তত্ত্বতো নৈব যুজ্যতে।
বন্ধ্যাপুত্রো ন তত্ত্বেন মায়য়া বাপি জায়তে ॥ ৯৫ ॥ ২৮ ॥

অন্বয় ঃ—অসতঃ (নিঃস্বরূপ অসৎ পদার্থের) জন্ম (উৎপত্তি) মায়য়া (মায়া দ্বারা) তত্ত্বতঃ (পরমার্থতঃ) নৈব যুজ্যতে (কখনই যুক্তিসঙ্গত হয় না) বন্ধ্যাপুত্রতত্ত্বেন মায়য়া বাপি (বন্ধ্যাপুত্র পরমার্থতঃ কিংবা মায়া দ্বারাও) ন জায়তে (উৎপন্ন হয় না) ॥ ৯৫ ॥ ২৮ ॥

অনুবাদ ঃ—স্বরূপহীন অসৎ পদার্থের পরমার্থতঃ কিংবা মায়া দ্বারা কার্য্যাকারে উৎপত্তি কখনই যুক্তিসঙ্গত হয় না। বন্ধ্যাপুত্র পরমার্থত কিংবা মায়া দ্বারাও উৎপন্ন হয় না। অতএব অসৎবাদিদের মতবাদ অযৌক্তিক ॥ ৯৫ ॥ ২৮ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্ ঃ—অসদ্‌বাদিনাম্ অসতো ভাবস্ত মায়য়া তত্ত্বতো বা ন কথঞ্চন জন্ম যুজ্যতে, অদৃষ্টত্বাৎ। ন হি বন্ধ্যাপুত্রো মায়য়া তত্ত্বতো বা জায়তে, তস্মাদত্র অসদ্‌বাদো দূরত এব অনুপপন্ন ইত্যর্থঃ ॥ ৯৫ ॥ ২৮ ॥

ভাষ্যানুবাদ ঃ—অসৎবাদিরা যে বলিয়া থাকেন "অসৎ হইতে সৎ পদার্থের জন্ম হয়" তাঁহাদের এই মতবাদ অসমীচিন, কারণ স্বরূপহীন অসৎ পদার্থের জন্ম মায়া দ্বারা কিংবা পরমার্থতঃ কখনই সম্ভবপর হয় না। অসৎ পদার্থের উৎপত্তি কোথাও দৃষ্ট হয় না। মায়া দ্বারা কিংবা সত্যসত্যই বন্ধ্যাপুত্র জন্মগ্রহণ করে না। সদ্বাদ মায়া দ্বারা সম্ভব হয়, কিন্তু অসৎবাদ সম্পূর্ণ অসঙ্গত, ইহাই এই শ্লোকের তাৎপর্য্য ॥ ৯৫ ॥ ২৮ ॥

যথা স্বপ্নে দ্বয়াভাসং স্পন্দতে মায়য়া মনঃ।
তথা জাগ্রদ্দ্বয়াভাসং স্পন্দতে মায়য়া মনঃ ॥ ৯৬ ॥ ২৯ ॥

অন্বয় ঃ—স্বপ্নে (স্বপ্নাবস্থায়) দ্বয়াভাসং (দ্বৈতাকারে অবভাসমান হইয়া) মায়য়া)মায়া দ্বারা) যথা (যেরূপ) মনঃ (মন, চিত্ত, বুদ্ধি) স্পন্দতে (স্পন্দিত হয়) তথা (সেইরূপ) জাগ্রদ্দ্বয়াভাসং (জাগ্রৎকালীন দ্বৈতাকারে উদ্ভাসিত হইয়া) মায়য়া (মায়া দ্বারা) মনঃ (মন) স্পন্দতে (স্পন্দিত হয়) ॥ ৯৬ ॥ ২৯ ॥

অনুবাদ ঃ—স্বপ্নাবস্থায় মায়া দ্বারা দ্বৈতাকারে অবভাসমান হইয়া মন যেরূপ জ্ঞাতৃ-জ্ঞেয়, দ্রষ্টা-দৃশ্য আকারে স্পন্দিত হয়, সেইরূপ জাগ্রদবস্থায় মনই মায়া দ্বারা জাগ্রৎকালীন দ্বৈতাকারে অর্থাৎ দ্রষ্টাদৃশ্যাদি আকারে সমুদ্ভাসিত হইয়া স্পন্দিত হইয়া থাকে ॥ ৯৬ ॥ ২৯ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্ ঃ—কথং পুনঃ সতো মায়য়ৈব জন্মেতি? উচ্যতে—যথা রজ্জ্বাং বিকল্পিতঃ সর্পো রজ্জুরূপেণ অবেক্ষ্যমাণঃ সন্, এবং মনঃ পরমার্থ-বিজ্ঞপ্ত্যা আত্মরূপেণ অবেক্ষ্যমাণং সৎ গ্রাহ্যগ্রাহকরূপেণ দ্বয়াভাসং স্পন্দতে স্বপ্নে মায়য়া, রজ্জ্বামিব সর্পঃ; তথা তদ্বদেব জাগ্রৎ জাগরিতে স্পন্দতে মায়য়া মনঃ, স্পন্দত ইবেত্যর্থঃ ॥ ৯৬ ॥ ২৯ ॥

ভাষ্যানুবাদ ঃ—মায়া দ্বারা সদ্বস্তুর জন্ম কি প্রকারে? কথিত হইতেছে—রজ্জুতে কল্পিত সর্প যেরূপ তাহার অধিষ্ঠান রজ্জুরূপে পরিদৃষ্ট হইয়া সৎরূপে প্রকাশ পাইয়া থাকে, সেইরূপ নিত্য চৈতন্যস্বরূপ পরমাত্মারূপ অধিষ্ঠানে কল্পিত মন পরমাত্মচৈতন্যে সমুদ্ভাসিত হইয়া আত্মরূপে পরিদৃষ্ট হওয়ায় সৎ-রূপে প্রকাশ পাইয়া গ্রাহ্য-গ্রাহক অর্থাৎ জ্ঞাতৃ-জ্ঞেয়রূপ দ্বৈতাকারে স্বপ্নে মায়া দ্বারা রজ্জুতে কল্পিত সর্পের ন্যায় স্পন্দিত হয়। সেইরূপ জাগ্রদবস্থায় মায়া দ্বারা মন যেন দ্বৈতাকারে স্পন্দিত হয়। মনঃস্পন্দন মায়াধীন বলিয়া জাগ্রৎকালে মনঃস্পন্দিত দ্বৈত জগৎ অবস্তু; এইহেতু ইব শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে ॥ ৯৬ ॥ ২৯ ॥

অদ্বয়ঞ্চ দ্বয়াভাসং মনঃ স্বপ্নে ন সংশয়ঃ।
অদ্বয়ঞ্চ দ্বয়াভাসং তথা জাগ্রন্ন সংশয়ঃ ॥ ৯৭ ॥ ৩০ ॥

অন্বয় ঃ—স্বপ্নে (স্বপ্নাবস্থায়) অদ্বয়ং চ (দ্বিতীয়রহিত) মনঃ (মন) দ্বয়াভাসং (দ্বৈতাকারে) ন সংশয়ঃ (সংশয় নাই) তথা (সেইরূপ) জাগ্রৎ (জাগ্রদবস্থায়) অদ্বয়ঞ্চ (দ্বিতীয়রহিত) দ্বয়াভাসং (দ্বৈতরূপে) ন সংশয়ঃ (সংশয় নাই) ॥ ৯৭ ॥ ৩০ ॥

অনুবাদ ঃ—অধিষ্ঠানস্বরূপ আত্মচৈতন্যের সত্তাও প্রকাশে সত্তা লাভ করিয়া চৈতন্যময় এক মনই যেরূপ স্বপ্নাবস্থায় মায়াবশতঃ দ্বৈতাকারে অর্থাৎ জ্ঞাতৃজ্ঞেয়াকারে প্রকাশ পাইতে থাকে সেইরূপ জাগ্রদবস্থায় দ্বিতীয়রহিত, মায়াধীন মনই দ্বৈতাকারে অর্থাৎ জ্ঞাতৃ-জ্ঞেয়, দৃষ্ট-দৃশ্যাদিরূপে প্রকাশ পায়। কি স্বপ্নাবস্থায় কি জাগ্রদবস্থায় দ্বৈত জগৎ মনঃ কল্পিত, ইহাতে কোন প্রকার সন্দেহ নাই। মনঃ কল্পিত বলিয়া দ্বৈত অবস্তু অর্থাৎ মিথ্যা ॥ ৯৭ ॥ ৩০ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্ ঃ—রজ্জুরূপেণ সর্প ইব পরমার্থত আত্মরূপেণ অদ্বয়ং সৎ দ্বয়াভাসং মনঃ স্বপ্নে, ন সংশয়ঃ। ন হি স্বপ্নে হস্ত্যাদি গ্রাহ্যং, তদ্গ্রাহকং বা চক্ষুরাদি দ্বয়ং বিজ্ঞানব্যতিরেকেন অস্তি। জাগ্রদপি তথৈবেত্যর্থঃ। পরমার্থ-সদ্বিজ্ঞানমাত্রাবিশেষাৎ ॥ ৯৭ ॥ ৩০ ॥

ভাষ্যানুবাদ ঃ—রজ্জুতে কল্পিত সর্প যেরূপ রজ্জুরূপে এক অদ্বিতীয় সেইরূপ স্বপ্নাবস্থায় পরমার্থ চৈতন্যস্বরূপ আত্মারূপে অদ্বিতীয় মন গ্রাহ্যগ্রাহকাদি দ্বৈতাকারে অবভাসিত হয়, ইহাতে সংশয় নাই; কারণ, স্বপ্নে হস্তী প্রভৃতি গ্রাহ্য অর্থাৎ দৃশ্য পদার্থসমূহ এবং তাহাদের গ্রাহক চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণ, এই দ্বৈতের আত্মচৈতন্য ব্যতিরিক্ত কোন সত্তাও প্রকাশ নাই। জাগ্রৎ অবস্থাও সেইরূপ অর্থাৎ মায়াকল্পিত মনঃস্পন্দন মাত্র; কারণ উভয় অবস্থাতেই পরমার্থ স্বৎস্বরূপ আত্মচৈতন্যের কোন বিশেষ হয় না। স্বপ্ন ও জাগ্রৎ উভয় অবস্থাতেই সৎস্বরূপ চৈতন্যস্বরূপ আত্মরূপ অধিষ্ঠানে মায়া-পরিকল্পিত একমাত্র মনই স্পন্দিত হয় ॥ ৯৭ ॥ ৩০ ॥

মনোদৃশ্যমিদং দ্বৈতং যৎকিঞ্চিৎ সচরাচরম্।
মনসো হ্যমনীভাবে দ্বৈতং নৈবোপলভ্যতে ॥ ৯৮ ॥ ৩১ ॥

অন্বয় ঃ—ইদং (এই) সচরাচরম্ (স্থাবরজঙ্গমাত্মক) যৎকিঞ্চিৎ (যাহা কিছু) দ্বৈতং দৃশ্যং (দ্বৈত দৃশ্য) মনঃ (মন) মনসঃ (মনের) অমনীভাবে

(মনস্ত্বের অভাবে) দ্বৈতং নৈব হি উপলভ্যতে (দ্বৈত নিশ্চয়ই উপলব্ধি হয় না) ॥ ৯৮ ॥ ৩১ ॥

অনুবাদ ঃ—এই যাহা কিছু স্থাবরজঙ্গমাত্মক দ্বৈতজগৎ পরিদৃষ্ট হইতেছে, তৎসমস্তই মনোমাত্র; কারণ যতক্ষণ মন আছে ততক্ষণ জগৎ আছে, এই সঙ্কল্প বিকল্পাত্মক মন যখন সঙ্কল্প-বিকল্প পরিত্যাগপূর্ব্বক সুষুপ্তি অবস্থায় এবং নিরোধ সমাধিতে মনস্ত্ব হারাইয়া ফেলে তখন নিশ্চয়ই দ্বৈতের উপলব্ধি হয় না ॥ ৯৮ ॥ ৩১ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্ ঃ—রজ্জুসর্পবৎ বিকল্পনারূপং দ্বৈতরূপেণ এবেত্যুক্তম্। তত্র কিং প্রমাণমিতি অন্বয়ব্যতিরেকলক্ষণম্ অনুমানমাহ—কথং ? তেন হি মনসা বিকল্প্যমানেন দৃশ্যং—মনোদৃশ্যমিদং দ্বৈতং সর্ব্বং মন ইতি প্রতিজ্ঞা, তদ্ভাবে ভাবাৎ তদ্ভাবে অভাবাৎ। মনসো হি অমনীভাবে নিরুদ্ধে বিবেক-দর্শনাভ্যাসবৈরাগ্যাভ্যাং রজ্জ্বামিব সর্পে লয়ং গতে বা সুষুপ্তে দ্বৈতং নৈবোপলভ্যত ইত্যভাবাৎ সিদ্ধং দ্বৈতস্যাসত্ত্বমিত্যর্থঃ ॥ ৯৮ ॥ ৩১ ॥

ভাষ্যানুবাদ ঃ—রজ্জুতে কল্পিত সর্পের ন্যায় চৈতন্যস্বরূপ আত্মাতে মায়াদ্বারা বিকল্পিত মনই দ্বৈতরূপে অবভাত হইতেছে ; ইহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। এ বিষয়ে প্রমাণ কি আছে ?

অন্বয় ব্যতিরেকরূপ অনুমান প্রমাণ বলা হইতেছে। সেই বিকল্প্যমান মনের দ্বারাই দৃশ্যসমূহের উদ্ভব অর্থাৎ "পরিদৃশ্যমান এই সমস্ত দ্বৈত মনই" এইটি হইতেছে প্রতিজ্ঞাবাক্য বা সাধ্য। এই প্রতিজ্ঞাবাক্যের হেতু বা কারণ নির্দ্দেশ করিতেছেন—যেহেতু মনের সত্তায় দ্বৈতের সত্তা, মনের অভাবে দ্বৈতেরও অভাব হইয়া থাকে। বিবেকের অভ্যাস এবং বিবেকজবৈরাগ্যের দ্বারা মনের অমনীভাব হইলে অর্থাৎ রজ্জুতে সর্পের ন্যায় কিংবা সুষুপ্তির ন্যায় মন যখন নিরোধ সমাধিতে বা সুষুপ্তিতে লয়প্রাপ্ত হয়, তখন দ্বৈত উপলব্ধি হয় না ; অতএব দ্বৈতের অভাবহেতু,

দ্বৈত যে অসৎ তাহা সিদ্ধ হইল, কারণ যাহা প্রমেয়জ তাহা সাধ্য তাহা প্রমাণের দ্বারাই সিদ্ধ হইয়া থাকে ॥ ৯৮ ॥ ৩১ ॥

আত্মসত্যানুবোধেন ন সঙ্কল্পয়তে যদা।
অমনস্তাং তদা যাতি গ্রাহ্যাভাবে তদগ্রহম্ ॥ ৯৯ ॥ ৩২ ॥

অন্বয়ঃ—তৎ (সেই) আত্মসত্যানুবোধেন (আত্মার সত্যত্ব সাক্ষাৎ উপলব্ধিহেতু) যদা (যখন) ন সঙ্কল্পয়তে (সঙ্কল্প করে না) তদা (সেই সময়) গ্রাহ্যাভাবে (আত্মাতিরিক্ত গ্রাহ্যপদার্থের অভাবে) অগ্রহং (পদার্থ গ্রহণ বিষয়ক সঙ্কল্পরহিত হইয়া) অমনস্তাং (অমনীভাব) যাতি (প্রাপ্ত হয়) ॥ ৯৯ ॥ ৩২ ॥

অনুবাদঃ—সেই মন যখন শাস্ত্র ও আচার্য্যের উপদেশের পশ্চাৎ নিত্যনিরন্তর শ্রবণ-মনন-নিদিধ্যাসন এবং "অহং ব্রহ্মাস্মি" এই অন্তরঙ্গসাধন সমূহ অবলম্বনপূর্ব্বক আত্মার সত্যত্ব সাক্ষাৎ অপরোক্ষভাবে উপলব্ধি করিয়া সঙ্কল্প পরিত্যাগ করে, তখন আত্মাতিরিক্ত গ্রাহ্যপদার্থের অভাবে গ্রাহ্যবিষয়ক সঙ্কল্প রহিত হইয়া অমনী ভাব প্রাপ্ত হয় ॥ ৯৯ ॥ ৩২ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্ঃ—কথং পুনরয়ম্ অমনীভাবঃ? ইতি উচ্যতে—আত্মৈব সত্যমাত্মসত্যং, মৃত্তিকাবৎ, "বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং, মৃত্তিকেত্যেব সত্যম্" ইতি শ্রুতেঃ। তস্য শাস্ত্রাচার্য্যোপদেশম্ অনু বোধ আত্মসত্যানু-বোধঃ। তেন সঙ্কল্প্যাভাবাৎ তৎ ন সঙ্কল্পয়তে, দাহ্যাভাবে জ্বলনমিবাগ্নেঃ যদা যস্মিন্‌কালে, তদা তস্মিন্‌কালে অমনস্তাম্ অমনোভাবং যাতি; গ্রাহ্যাভাবে তন্মনোঽগ্রহং গ্রহণবিকল্পনাবর্জ্জিতমিত্যর্থঃ ॥ ৯৯ ॥ ৩২ ॥

ভাষ্যানুবাদঃ—মন কি প্রকারে অমনীভাব প্রাপ্ত হয়? বলা হইতেছে—"বাচারম্ভণং-বিকারো নামধেয়ং মৃত্তিকেত্যেব সত্যম্" মৃন্ময় কলসী প্রভৃতি বাক্যারব্ধ নামমাত্র, উহাতে মৃত্তিকাই সত্য; শ্রুতির এই বাক্যানুসারে মৃত্তিকার ন্যায় আত্মাই একমাত্র সত্যবস্তু। শাস্ত্র এবং আচার্য্যের

উপদেশের পশ্চাৎ সেই সত্যবস্তু আত্মার সাক্ষাৎ উপলব্ধি দ্বারা সঙ্কল্পনীয় অর্থাৎ গ্রাহ্যপদার্থের অভাবহেতু সেই মন আর সঙ্কল্প করে না। দাহ্য পদার্থের অভাবে অগ্নি যেরূপ জ্বলন-ক্রিয়া করে না, সেই সময় মন অমনী ভাব প্রাপ্ত হয়; অভিপ্রায় এই যে, গ্রাহ্য পদার্থের অভাবে সেই মন অগ্রহ অর্থাৎ গ্রহণ-বিষয়ক বিকল্পনারহিত হয়॥ ৯৯॥ ৩২॥

অকল্পকমজং জ্ঞানং জ্ঞেয়াভিন্নং প্রচক্ষতে।
ব্রহ্ম জ্ঞেয়মজং নিত্যমজেনাজং বিবুধ্যতে॥ ১০০॥ ৩৩॥

অন্বয়ঃ—অকল্পকং (কল্পনারহিত) অজং (উৎপত্তিহীন) জ্ঞানং (আত্ম-জ্ঞান) জ্ঞেয়াভিন্নং (জ্ঞেয় ব্রহ্মের সহিত অভিন্ন) প্রচক্ষতে (ব্রহ্মবিদ্‌গণ বলিয়া থাকেন) অজং (উৎপত্তিহীন) নিত্যং (নিত্য) ব্রহ্ম (ব্রহ্ম) জ্ঞেয়ং (জানিবার যোগ্য) অজেন (উৎপত্তিহীন ব্রহ্মের সহিত অভিন্ন আত্মজ্ঞান দ্বারা) অজং (উৎপত্তিহীন নিত্য জ্ঞেয় ব্রহ্ম) বিবুধ্যতে (আত্মরূপে সাক্ষাৎ উপলব্ধ হন)॥ ১০০॥ ৩৩॥

অনুবাদঃ—ব্রহ্মবিদ্‌গণ বলেন—কল্পনারহিত, উৎপত্তিহীন আত্মজ্ঞান জ্ঞেয় ব্রহ্মের সহিত অভিন্ন। জ্ঞেয় ব্রহ্ম নিত্য ও উৎপত্তিহীন। উৎপত্তি-হীন ব্রহ্মের সহিত অভিন্ন আত্মজ্ঞান দ্বারা নিত্য এবং উৎপত্তি-বিনাশরহিত জ্ঞেয় ব্রহ্ম সাক্ষাৎ আত্মরূপে উপলব্ধ হন॥ ১০০॥ ৩৩॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্ঃ—যদি অসদিদং দ্বৈতং, কেন সমঞ্জসমাত্মতত্ত্বং বিবুধ্যতে? ইতি উচ্যতে—অকল্পকং সর্ব্বকল্পনাবিবর্জ্জিতং, অতএব অজং জ্ঞানং জ্ঞপ্তিমাত্রং জ্ঞেয়েন পরমার্থসতা ব্রহ্মণা অভিন্নং প্রচক্ষতে কথয়ন্তি ব্রহ্মবিদঃ। "ন হি বিজ্ঞাতুর্ব্বিজ্ঞাতেঃ বিপরিলোপো বিদ্যতে" অগ্ন্যুষ্ণবৎ। "বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম।" "সত্যং জ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম" ইত্যাদি শ্রুতিভ্যঃ। তস্যৈব বিশেষণং—ব্রহ্ম জ্ঞেয়ং যস্য, স্বস্থং তদিদং ব্রহ্ম জ্ঞেয়ং ঔষ্ণ্যস্যেব অগ্নিবৎ অভিন্নম্; তেন আত্মস্বরূপেণ অজেন জ্ঞানেন অজং জ্ঞেয়মাত্মতত্ত্বং স্বয়মেব বিবুধ্যতে অবগচ্ছতি। নিত্য-

প্রকাশস্বরূপ ইব সবিতা নিত্য-বিজ্ঞানৈকরসঘনত্বাৎ ন জ্ঞানান্তরমপেক্ষত ইত্যর্থঃ ॥ ১০০ ॥ ৩৩ ॥

ভাষ্যানুবাদ ঃ—মনঃ কল্পিত দ্বৈত যদি অসৎ হয়, তাহা হইলে পরমার্থতঃ সত্য আত্মতত্ত্ব কাহার দ্বারা বিদিত হয়? শ্রুতি বলেন "মনসৈবানুদ্রষ্টব্যম্" মন দ্বারাই আত্মতত্ত্ব জানিতে হইবে, সেই মন অমনীভাব প্রাপ্ত হইলে কাহার দ্বারা আত্মতত্ত্ব উপলব্ধ হয়? এই শঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন—তাহা কথিত হইতেছে—"অকল্পকং" অর্থাৎ সর্ব্ববিধ কল্পনারহিত, অতএব 'অজ' উৎপত্তিহীন, 'জ্ঞানং' কেবল অনুভবস্বরূপ আত্মজ্ঞান, পরমার্থ সত্য জ্ঞেয় ব্রহ্মের সহিত অভিন্ন, ইহাই ব্রহ্মবিদগণ বলিয়া থাকেন। অগ্নির উষ্ণতার ন্যায় বিজ্ঞতার জ্ঞান কখনও বিলুপ্ত হয় না 'ব্রহ্ম বিজ্ঞান এবং আনন্দস্বরূপ' "ব্রহ্ম সত্য, জ্ঞান এবং অনন্ত" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যসমূহ হইতে অবগত হওয়া যায় যে, ব্রহ্মের সহিত জ্ঞান অভিন্ন। সেই ব্রহ্মেরই বিশেষণ, যাহার ব্রহ্ম জ্ঞেয়, তাহার স্বরূপ ভূত ব্রহ্মের বিশেষণ—উষ্ণতার ন্যায় সেই ব্রহ্ম অগ্নিবৎ জ্ঞেয় অর্থাৎ উষ্ণতা যেরূপ অগ্নির বিশেষণ, সেইরূপ জ্ঞানও ব্রহ্মের বিশেষণ, উষ্ণতা যেরূপ অগ্নি হইতে অভিন্ন, সেইরূপ জ্ঞানও ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন, অগ্নির স্বভাবই যেরূপ উষ্ণতা, ব্রহ্মও সেইরূপ জ্ঞানস্বরূপ। সেই উৎপত্তি-হীন আত্মস্বরূপ জ্ঞান দ্বারা উৎপত্তিহীন জ্ঞেয় আত্মতত্ত্ব অর্থাৎ আত্মস্বরূপ ব্রহ্ম স্বয়ংই স্বরূপ অবগত হন। কারণ আত্মা বা ব্রহ্ম স্বয়ং অবগতি বা উপলব্ধিস্বরূপ, সুতরাং স্বানুভব বিষয়ে অন্য পদার্থের অপেক্ষা নাই, যেমন নিত্য প্রকাশ স্বরূপ সূর্য্য স্বীয় প্রকাশের জন্য কাহারও অপেক্ষা করেন না, ঠিক সেইরূপ। অভিপ্রায় এই যে, আত্মতত্ত্ব কেবলমাত্র নিত্য বিজ্ঞান ও আনন্দঘন বলিয়া স্বীয় বিজ্ঞপ্তির নিমিত্ত অন্য জ্ঞানের অপেক্ষা করেন না ॥ ১০০ ॥ ৩৩ ॥

নিগৃহীতস্য মনসো নির্ব্বিকল্পস্য ধীমতঃ।
প্রচারঃ স তু বিজ্ঞেয়ঃ সুষুপ্তেঽন্যো ন তৎসমঃ ॥ ১০১ ॥ ৩৪ ॥

অন্বয় ঃ—নিগৃহীতস্য (নিরুদ্ধ) নির্ব্বিকল্পস্য (সংকল্প-বিকল্পরহিত) ধীমতঃ (বিবেকসম্পন্ন) মনসঃ (মনের) প্রচারঃ (পরমার্থ সত্য আত্মতত্ত্বে যে পর্য্যবসান) সঃ তু বিজ্ঞেয়ঃ (আত্মতত্ত্বে পর্য্যবসানরূপ মনের সেই প্রচার যোগিগণ কর্ত্তৃক বিশেষরূপে জ্ঞাতব্য) সুষুপ্তে (সুষুপ্তি অবস্থায়) অন্যঃ (মনের অজ্ঞানে পর্য্যবসানরূপ প্রচার অন্যপ্রকার) ন তৎসমঃ (নিরুদ্ধ অবস্থার সমান নহে) ॥ ১০১ ॥ ৩৪ ॥

অনুবাদ ঃ—আত্মতত্ত্বে নিরুদ্ধ, সংকল্প-বিকল্পরহিত, নির্ব্বিষয়, বিবেকখ্যাতিসম্পন্ন মনের পরমার্থ সত্য আত্মতত্ত্বে পর্য্যবসানরূপ যে প্রচার, সেই প্রচার যোগিগণ কর্ত্তৃক বিশেষরূপে জ্ঞাতব্য। সুষুপ্তি অবস্থায় অজ্ঞানে পর্য্যবসানরূপ যে মনের প্রচার তাহা কিন্তু অন্যপ্রকার, উহা নিরুদ্ধ অবস্থার সমান নহে ॥ ১০১ ॥ ৩৪ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্ ঃ—আত্মসত্যানুবোধেন সঙ্কল্পমকুর্ব্বৎ বাহ্যবিষয়াভাবে নিরিন্ধনাগ্নিবৎ প্রশান্তং সৎ নিগৃহীতং নিরুদ্ধং মনো ভবতীত্যুক্তম্। এবঞ্চ মনসো হ্যমনীভাবে দ্বৈতাভাবশ্চোক্তঃ। তস্যৈবং নিগৃহীতস্য নিরুদ্ধস্য মনসো নির্ব্বিকল্পস্য সর্ব্বকল্পনাবর্জ্জিতস্য ধীমতো বিবেকবতঃ প্রচরণং প্রচারো যঃ, স তু প্রচারঃ বিশেষেণ জ্ঞেয়ো বিজ্ঞেয়ো যোগিভিঃ।

নন্বু সর্ব্বপ্রত্যয়াভাবে যাদৃশঃ সুষুপ্তিস্থস্য মনসঃ প্রচারঃ, তাদৃশ এব নিরুদ্ধস্যাপি, প্রত্যয়াভাবাবিশেষাৎ কিং তত্র বিজ্ঞেয়ম্? ইতি। অত্রোচ্যতে—নৈবম্ যস্মাৎ সুষুপ্তেঽন্যঃ প্রচারঃ অবিদ্যা-মোহতমোগ্রস্তস্য অন্তর্লীনানেকানর্থপ্রবৃত্তিবীজবাসনাবতঃ মনসঃ আত্মসত্যানুবোধ-হুতাশবিপ্লুষ্টাবিদ্যাদ্যনর্থপ্রবৃত্তিবীজস্য নিরুদ্ধস্য অন্য এব প্রশান্ত-সর্ব্বক্লেশরজসঃ স্বতন্ত্রঃ প্রচারঃ, অতো ন তৎসমঃ। তস্মাদ্ যুক্তঃ স বিজ্ঞাতুমিত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ১০১ ॥ ৩৪ ॥

ভাষ্যানুবাদ ঃ—পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, শাস্ত্র ও আচার্য্যের উপদেশের পশ্চাৎ মননাদি সাধন দ্বারা আত্মতত্ত্ব অবগত হওয়ায় বাহ্য-বিষয়ের অভাবহেতু সঙ্কল্প পরিত্যাগপূর্ব্বক ইন্ধনশূন্য অগ্নির ন্যায় প্রশান্ত হইয়া মন

নিগৃহীত অর্থাৎ নিরুদ্ধ হয় এবং এইরূপে মনের অমনীভাব হইলে দ্বৈতেরও অভাব হইয়া থাকে, ইহাও উক্ত হইয়াছে। এইরূপে নিগৃহীত আত্মস্বরূপে নিরুদ্ধ, নির্বিকল্প অর্থাৎ সর্ব্ববিকল্পরহিত, বিবেকসম্পন্ন সেই মনের যে প্রচরণ বা প্রচার অর্থাৎ আত্মস্বরূপে পর্য্যবসান, সেই প্রচার যোগিগণ কর্ত্তৃক বিশেষরূপে জ্ঞাতব্য।

আচ্ছা, সর্ব্ববিশেষজ্ঞানের অভাবহেতু, সুষুপ্তি অবস্থায় মনের যেরূপ প্রচার বা পর্য্যবসান হয়, নিরুদ্ধ অবস্থাতেও ত মনের সেইরূপ পর্য্যবসান হয়, কারণ সমস্ত বিশেষ প্রতীতির অভাব উভয় অবস্থাতেই তুল্য, সুতরাং নিরুদ্ধ অবস্থায় জ্ঞাতব্য আর কি থাকিতে পারে? এ সম্বন্ধে বলা হইতেছে— এরূপ হইতে পারে না অর্থাৎ সুষুপ্ত মন এবং নিরুদ্ধ মন সমান হইতে পারে না। যেহেতু সুষুপ্তি অবস্থায় মনের প্রচার অর্থাৎ পর্য্যবসান বা লয় নিরুদ্ধ অবস্থায় মনের পর্য্যবসান হইতে ভিন্ন। সুষুপ্তি অবস্থায় অবিদ্যা মোহ ও তমোগ্রস্ত মনের অভ্যন্তরে অনেক অনর্থ ফলপ্রদ প্রবৃত্তিসমূহের বীজস্বরূপ বাসনারাশি লীন হইয়া থাকে, কিন্তু নিরুদ্ধ অবস্থায় পরমার্থ সত্য আত্মতত্ত্বের সাক্ষাৎ অপরোক্ষ জ্ঞানরূপ অগ্নিদ্বারা অনর্থপ্রদ প্রবৃত্তিসমূহের বীজস্বরূপ অবিদ্যা দগ্ধ হইয়া যায় এবং সমস্ত ক্লেশের কারণ রজোগুণ প্রশমিত হয়। অতএব নিরুদ্ধ অবস্থায় আত্মজ্ঞানে পর্য্যবসিত মনের প্রচার, অজ্ঞানে পর্য্যবসিত সৌষুপ্ত মনের প্রচার হইতে ভিন্ন। অতএব পূর্ব্বোক্ত উভয়বিধ প্রচার সমান নহে। সুতরাং নিরুদ্ধ অবস্থায় মনের প্রচার বা পর্য্যবসান 'জ্ঞাতব্য' এই উক্তিই যুক্তিযুক্ত হইয়াছে, ইহাই অভিপ্রায়॥ ১০১ ॥ ৩৪ ॥

লীয়তে হি সুষুপ্তে তন্নিগৃহীতং ন লীয়তে।
তদেব নির্ভয়ং ব্রহ্ম জ্ঞানালোকং সমন্ততঃ ॥ ১০২ ॥ ৩৫ ॥

অন্বয়ঃ—হি (যেহেতু) তৎ (সেই মন) সুষুপ্তে (সুষুপ্তি অবস্থায়) লীয়তে (স্বীয় কারণ অজ্ঞানে লীন হয়) নিগৃহীতং (আত্মতত্ত্বে নিরুদ্ধ মন

কিন্তু) ন লীয়তে (অজ্ঞানে লীন হয় না) তদেব (সেই মনই) নির্ভয়ং ব্রহ্ম (অভয় ব্রহ্ম) সমন্ততঃ (সর্ব্বদিক) জ্ঞানালোকং (স্বপ্রকাশ চৈতন্যস্বরূপ) ॥ ১০২ ॥ ৩৫ ॥

অনুবাদ ঃ—যেহেতু সুষুপ্তি অবস্থায় সেই মন স্বীয় কারণ অজ্ঞানে লীন হয় কিন্তু আত্মতত্ত্বে নিরুদ্ধ মন অজ্ঞানে লীন হয় না, সেই সমাহিত মনই অমনীভাব প্রাপ্ত হইয়া স্বপ্রকাশ চৈতন্যস্বরূপ অভয়ব্রহ্মই হইয়া যায়। সেইহেতু সুষুপ্তি অবস্থায় মনের প্রচার বা পর্য্যবসানের সহিত নিরুদ্ধ অবস্থায় মনের পর্য্যবসান বা প্রচারের পার্থক্য আছে ॥ ১০২ ॥ ৩৫ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্ ঃ—প্রচার ভেদে হেতুমাহ—লীয়তে সুষুপ্তৌ হি যস্মাৎ সর্ব্বাভিঃ অবিদ্যাদিপ্রত্যয়বীজবাসনাভিঃ সহ তমোরূপম্ অবিশেষরূপং বীজ-ভাবমাপদ্যতে, তদ্‌বিবেকবিজ্ঞানপূর্ব্বকং নিরুদ্ধং নিগৃহীতং সৎ ন লীয়তে তমোবীজভাবং নাপদ্যতে। তস্মাদ্‌যুক্তঃ প্রচারভেদঃ সুষুপ্তস্য সমাহিতস্য মনসঃ। যদা গ্রাহ্যগ্রাহকাবিদ্যাকৃতমলদ্বয়বর্জ্জিতং তদা পরমদ্বয়ং ব্রহ্মৈব তৎ সংবৃত্তম্ ইত্যতস্তদেব নির্ভয়ম্। দ্বৈতগ্রহণস্য ভয়নিমিত্তস্য অভাবাৎ। শান্তমভয়ং ব্রহ্ম, যদ্‌বিজ্ঞান ন বিভেতি কুতশ্চন, তদেববিশেষ্যতে—জ্ঞপ্তির্জ্ঞানম্ আত্ম-স্বভাবচৈতন্যং, তদেব জ্ঞানম্ আলোকঃ প্রকাশো যস্য, তদ্ ব্রহ্ম জ্ঞানালোকং বিজ্ঞানৈকরসঘনম্ ইত্যর্থঃ। সমন্ততঃ সমন্তাৎ সর্ব্বতো ব্যোমবৎ নৈরন্তর্য্যেণ ব্যাপকম্ ইত্যর্থঃ ॥ ১০২ ॥ ৩৫ ॥

ভাষ্যানুবাদ ঃ—সুষুপ্ত ও সমাহিত মনের প্রচার বা পর্য্যবসানের পার্থক্যের কারণ বলিতেছেন—যেহেতু সুষুপ্তি অবস্থায় মন অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ-দ্বেষ প্রভৃতির প্রতীতির কারণস্বরূপ সমস্ত বাসনার সহিত বিশেষ-বিশেষ ভাববর্জ্জিত সাধারণ অজ্ঞানরূপ কারণ ভাব প্রাপ্ত হয়, পরন্তু বিবেক বিজ্ঞানপূর্ব্বক আত্মতত্ত্বে নিরুদ্ধ অর্থাৎ নিগৃহীত, দ্বৈতবর্জ্জিত সেই সমাহিত মন লীন হয় না অর্থাৎ অজ্ঞানরূপ কারণ ভাব প্রাপ্ত হয় না; সেইহেতু সুষুপ্ত ও সমাহিত মনের প্রচার অর্থাৎ পর্য্যবসানের পার্থক্য যুক্তিযুক্ত।

যখন মন সমাহিত হইয়া অবিদ্যাকৃত গ্রাহ্য ও গ্রাহক এই মলদ্বয় রহিত হয়, তখন সেই মন অদ্বিতীয় পরব্রহ্মস্বরূপই প্রাপ্ত হইয়া থাকে; এইহেতু ভয়ের কারণ দ্বৈত জ্ঞানের অভাবহেতু সেই মনই নির্ভয় হয়, শান্ত অভয় ব্রহ্মকে আত্মস্বরূপে সাক্ষাৎ উপলব্ধি করিয়া কোথা হইতেও ভীত হয় না। তাহাই বিশেষরূপে কথিত হইতেছে—জ্ঞপ্তি অর্থ জ্ঞান আত্মার স্বভাবভূত চৈতন্য, সেই জ্ঞানই আলোক অর্থাৎ প্রকাশ যাঁহার তিনিই জ্ঞানালোক ব্রহ্ম, তিনি কেবল স্বপ্রকাশ চৈতন্যমাত্র স্বরূপ ইহাই তাৎপর্য্য। সমন্ততঃ অর্থ সর্ব্বদিকে আকাশবৎ নিরন্তর ব্যাপক অর্থাৎ আকাশের ন্যায় অবিচ্ছিন্নভাবে সর্ব্বতোব্যাপী ॥ ১০২ ॥ ৩৫ ॥

অজমনিদ্রমস্বপ্নমনামকমরূপকম্।
সকৃদ্ বিভাতং সর্ব্বজ্ঞং নোপচারঃ কথঞ্চন ॥ ১০৩ ॥ ৩৬ ॥

অন্বয়ঃ—অজং (জন্মরহিত) অনিদ্রং (অবিদ্যারূপ সুষুপ্তিরহিত) অস্বপ্নং (অবিদ্যা কার্য্যরূপ স্বপ্ন বর্জ্জিত) অনামকং (নামহীন) অরূপকং (রূপহীন) সকৃৎ বিভাতং (সর্ব্বদা প্রকাশস্বরূপ) সর্ব্বজ্ঞং (সর্ব্বাত্মক চৈতন্য স্বরূপ) উপচারঃ (কর্ত্তব্য) ন কথঞ্চন (কোন প্রকারেই সম্ভব হইতে পারে না) ॥ ১০৩ ॥ ৩৬ ॥

অনুবাদঃ—নিরুপাধিক ব্রহ্ম অবিদ্যারূপ সুষুপ্তিরহিত, স্বপ্নবর্জ্জিত, জন্মহীন, নামহীন, রূপহীন, সর্ব্বদা স্বপ্রকাশ চৈতন্যস্বরূপ, তাহাতে কোন প্রকার ব্যবহার, কোন প্রকার কর্ত্তব্য সম্ভব হইতে পারে না ॥ ১০৩ ॥ ৩৬ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্ঃ—জন্মনিমিত্তাভাবাৎ সবাহ্যাভ্যন্তরম্ অজম্; অবিদ্যানিমিত্তং হি জন্ম রজ্জুসর্পবৎ ইত্যবোচাম। সা চাবিদ্যা আত্মসত্যানুবোধেন নিরুদ্ধা যতঃ, অতঃ অজম্, অতএবানিদ্রম্,—অবিদ্যালক্ষণানাদিমায়া-নিদ্রাস্বাপাৎ প্রবুদ্ধম্ অদ্বয়স্বরূপেণ আত্মনা; অতঃ অস্বপ্নম্। অপ্রবোধকৃতেহস্য নাম-রূপে, প্রবোধাচ্চ তে রজ্জুসর্পবদ্বিনষ্টে; ন নাম্না অভিধীয়তে ব্রহ্ম,

রূপ্যতে বা ন কেনচিৎ প্রকারেণ, ইতি অনামকম্ অরূপকঞ্চতৎ! "যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে" ইত্যাদি শ্রুতেঃ।

কিঞ্চ, সকৃৎ বিভাতং সদৈব বিভাতং সদা ভারূপম্, গ্রহণাগ্রহণাবির্ভাবতিরোভাববিবর্জ্জিতত্বাৎ। গ্রহণাগ্রহণে হি রাত্র্যহনী; তমশ্চাবিদ্যালক্ষণং সদা অপ্রভাতত্বে কারণম্; তদাভাবাৎ নিত চৈতন্যভারূপত্বাচ্চ যুক্তং সকৃদ্-বিভাতমিতি। অতএব সর্ব্বঞ্চ তৎ জ্ঞস্বরূপঞ্চেতি সর্ব্বজ্ঞম্। নেহ ব্রহ্মণি এবং-বিধে উপচরণমুপচারঃ, কর্ত্তব্যঃ, যথা অন্যেষামাত্মস্বরূপব্যতিরেকেন সমাধানাদ্যুপচারঃ। নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাবত্বাদ্ব্রহ্মণঃ কথঞ্চন ন কথঞ্চিদপি কর্ত্তব্যসম্ভবঃ অবিদ্যানাশে ইত্যর্থঃ॥ ১০৩॥ ৩৬॥

ভাষ্যানুবাদঃ—জন্মের কারণ অবিদ্যার অভাবহেতু বাহ্যাভ্যন্তরে অবস্থিত, নিরুপাধক ব্রহ্ম জন্মরহিত। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি অবিদ্যা-নিমিত্তই রজ্জুসর্পের ন্যায় জন্ম হইয়া থাকে। সেই অবিদ্যা আত্মার পারমার্থিক সত্যত্বের সাক্ষাৎ উপলব্ধির দ্বারা নিরুদ্ধ হইয়াছে। যেহেতু ব্রহ্ম অজ অর্থাৎ জন্মরহিত, সেইহেতু তিনি অনিদ্র; অবিদ্যারূপ অনাদিমায়াই 'নিদ্রা' শব্দবাচ্য; সেই মায়ারূপ নিদ্রা হইতে ব্রহ্ম স্বীয় অদ্বিতীয়স্বরূপে সর্ব্বদা জাগরিত; অতএব তিনি স্বপ্নহীন। ইঁহার নাম ও রূপ অজ্ঞানকৃত; জাগরণ অর্থাৎ স্বীয় অদ্বয়রূপে অবস্থানহেতু রজ্জুসর্পের ন্যায় সেই নাম ও রূপ বিনষ্ট হইয়া যায়; এইহেতু নিরুপাধিক নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মকে নামের দ্বারা অভিহিত করা যায় না কিংবা কোনপ্রকারে রূপায়িত হন না অর্থাৎ রূপ দ্বারাও ব্রহ্মকে নিরূপিত করা যায় না; এইহেতু সেই ব্রহ্ম অনামক এবং অরূপক; শ্রুতিও বলেন, "যাঁহা হইতে মনের সহিত বাক্য ফিরিয়া আসে" ইত্যাদি।

আরও, ব্রহ্ম "সকৃত বিভাতং" অর্থাৎ সর্ব্বদাই বিভাত, সর্ব্বদা চৈতন্য-জ্যোতিস্বরূপ। বিষয়ের গ্রহণ এবং বিপরীতভাবে গ্রহণ রাত্রি ও দিবসের ন্যায়; তমঃ ও অবিদ্যাই সর্ব্বদা অপ্রকাশের কারণ অর্থাৎ দেহরূপ উপাধিতে

অবস্থিত জীবে অহংরূপ গ্রহণ বা জ্ঞানের অনুদয় হইলে তাহার তিরোভাব হয় এবং 'আমি কর্ত্তা' এইরূপ বিপরীত গ্রহণ বা বিপরীত জ্ঞানের উদয়ে তাহার আবির্ভাব হয়, এই গ্রহণ বা অগ্রহণ অবিদ্যাকৃত। ব্রহ্মে সেই অবিদ্যার অভাবহেতু ব্রহ্ম সর্ব্বদা চৈতন্য জ্যোতিস্বরূপে প্রকাশমান। যেমন সূর্য্য সর্ব্বদা প্রকাশমান থাকিলেও সূর্য্যের উদয় ও অস্তের কল্পনা দ্বারা রাত্রি ও দিবস কল্পিত হয়, সূর্য্যে যেরূপ রাত্রি ও দিবস নাই সেইরূপ গ্রহণ ও অগ্রহণ ব্রহ্মে নাই; কিন্তু অজ্ঞানকৃত উপাধিদ্বারা রাত্রি ও দিবসের ন্যায় কল্পিত হইয়া থাকে; এইহেতু ব্রহ্ম সূর্য্যের ন্যায় 'সকৃত বিভাত' অর্থাৎ সর্ব্বদা চৈতন্যজ্যোতিঃ স্বরূপে প্রকাশমান, সুতরাং ব্রহ্ম যে 'সকৃত বিভাত' ইহা যুক্তিযুক্ত। সর্ব্বদা চৈতন্যস্বরূপে প্রকাশমান হওয়ায় ব্রহ্ম সর্ব্বজ্ঞ অর্থাৎ তিনি সব এবং তিনি জ্ঞানস্বরূপ অর্থাৎ তিনি সর্ব্বাত্মক ও সর্ব্ববিদ্। সেইহেতু অবিদ্যালেশরহিত, নিরুপাধিক এই ব্রহ্মে উপচরণ বা উপচার অর্থাৎ সমাধি প্রভৃতি কোনরূপ কর্ত্তব্য সম্ভব হয় না, যেরূপ অন্য অজ্ঞ অনাত্মবিদগণের পক্ষে আত্মস্বরূপ ব্যতীত সমাধি প্রভৃতি কর্ত্তব্য সম্ভব হয়। অভিপ্রায় এই যে অবিদ্যার বিনাশ হইলে নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত-স্বভাব হেতু ব্রহ্মের কোন প্রকার কর্ত্তব্য সম্ভব হয় না। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে আত্মতত্ত্বে নিরুদ্ধমনা বিদ্বানের ব্রহ্মস্বরূপে অবস্থান হয়; সেই ব্রহ্মবিদের কোন প্রকার কর্ত্তব্য শেষ থাকে না; কারণ সমস্ত ব্যবহার অবিদ্যা-দশাতেই হইয়া থাকে; পরন্তু ব্রহ্মাত্মৈক্য জ্ঞান দ্বারা সেই অবিদ্যা নির্ম্মূলিত হইলে কোন প্রকার ব্যবহার থাকে না। ব্রহ্মবিদ্ পুরুষে বাধিতানুবৃত্তি দ্বারা কেবল ব্যবহারের আভাস মাত্র দৃষ্ট হইয়া থাকে॥ ১০৩॥ ৩৬॥

সর্ব্বাভিলাপবিগতঃ সর্ব্বচিন্তাসমুত্থিতঃ।
সুপ্রশান্তঃ সকৃজ্জ্যোতিঃ সমাধিরচলোঽভয়ঃ॥ ১০৪॥ ৩৭॥

অন্বয়ঃ—সর্ব্বাভিলাপবিগতঃ (সর্ব্বপ্রকার বাক্ বা নামরহিত সর্ব্ববাহ্যেন্দ্রিয়

বিবর্জ্জিত) সর্ব্বচিন্তাসমুত্থিতঃ (সমস্ত চিন্তার সাধনাভূত বুদ্ধি হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত অর্থাৎ অন্তঃকরণ বর্জ্জিত) সুপ্রশান্তঃ (দ্বৈতের অভাবে সম্যক্ প্রশান্ত অর্থাৎ সর্ব্ববিধ ক্ষোভরহিত) সকৃৎজ্যোতিঃ (সর্ব্বদা স্বীয় চৈতন্যস্বরূপ প্রকাশমান) সমাধিঃ (সমাধিস্বরূপ) অচলঃ (নিষ্ক্রিয়) অভয়ঃ (দ্বৈতের অভাবে সর্ব্বদা নির্ভয়) ॥ ১০৪ ॥ ৩৭ ॥

অনুবাদ ঃ—নিরুপাধিক নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম সর্ব্বপ্রকার বাক্ বা নাম রহিত কোন শব্দ দ্বারা তাঁহাকে অভিহিত করা যায় না, বাহ্যেন্দ্রিয়-বর্জ্জিত, সমস্ত চিন্তার সাধনীভূত বুদ্ধি হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত অর্থাৎ মনের অগোচর, অন্তঃ-করণ-বর্জ্জিত, সুপ্রশান্ত, সর্ব্বদা স্বীয় চৈতন্যস্বরূপে প্রকাশমান, সমাধিরূপ নিষ্ক্রিয় এবং নির্ভয় ॥ ১০৪ ॥ ৩৭ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্ ঃ—অনামকত্বাদ্যুক্তার্থসিদ্ধয়ে হেতুমাহ—অভিলপ্যতে অনেনেতি অভিলাপো বাক্করণং সর্ব্বপ্রকারস্য অভিধানস্য; তস্মাদ্ বিগতঃ। বাগত্র উপলক্ষণার্থা, সর্ব্ববাহ্যকরণ-বর্জ্জিত ইত্যেতৎ। তথা, সর্ব্বচিন্তাসমুত্থিতঃ চিন্ত্যতে অনয়া ইতি চিন্তাবুদ্ধিঃ তস্যাঃ সমুত্থিতঃ, অন্তঃকরণবর্জ্জিত ইত্যর্থঃ, "অপ্রাণে হ্যমনাঃ শুভ্রঃ" "অক্ষরাৎ পরতঃ পরঃ" ইত্যাদি শ্রুতেঃ। যস্মাৎ সর্ব্ব-বিষয়বর্জ্জিত ; অতঃ সুপ্রশান্তঃ। সকৃজ্জ্যোতিঃ সদৈব জ্যোতিঃ আত্মচৈতন্য-স্বরূপেণ ; সমাধিঃ সমাধিনিমিত্তপ্রজ্ঞাবগম্যত্বাৎ, সমাধীয়তে অস্মিন্নিতি বা সমাধিঃ। অচলঃ অবিক্রিয়ঃ ; অতএব অভয়ঃ বিক্রিয়াভাবাৎ ॥ ১০৪ ॥ ৩৭ ॥

ভাষ্যানুবাদ ঃ—পূর্ব্বোক্ত অনামকত্বাদি সিদ্ধির নিমিত্ত কারণ প্রদর্শন করিতেছেন—যাহাদ্বারা শব্দোচ্চারণ করা যায় তাহা অভিলাপ, সর্ব্বপ্রকার নামোচ্চারণের প্রধান সাধন বাক্-ইন্দ্রিয়, তাহা হইতে বিমুক্ত ; বাক্-ইন্দ্রিয় এখানে অপর ইন্দ্রিয়ের উপলক্ষণ অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে অর্থাৎ বাগিন্দ্রিয় এখানে অপরাপর ইন্দ্রিয়ের জ্ঞাপক। ইন্দ্রিয় অর্থে এখানে বাহ্যেন্দ্রিয় ; অভিপ্রায় এই যে ব্রহ্ম সর্ব্ববাহ্যইন্দ্রিয় বর্জ্জিত। সেইরূপ সমস্ত চিন্তা হইতে সম্পূর্ণ অতীত, যাহা দ্বারা চিন্তা করা যায় তাহাই চিন্তা অর্থাৎ বুদ্ধি, সেই বুদ্ধি

হইতে সমুত্থিত অর্থাৎ অন্তঃকরণ-বর্জ্জিত। শ্রুতি বলেন—"ব্রহ্ম অপ্রাণ, অমনা অর্থাৎ বহিরিন্দ্রিয় ও অন্তরিন্দ্রিয়রহিত, শুভ্র অর্থাৎ চৈতন্য জ্যোতিঃ স্বরূপ এবং কার্য্যবর্গ হইতে শ্রেষ্ঠ কারণরূপ প্রকৃতি হইতেও উৎকৃষ্ট।" যেহেতু সমস্ত বিশেষভাবে বর্জ্জিত; সেইহেতু সম্পূর্ণ প্রশান্ত; "সকৃৎ জ্যোতি" সর্ব্বদাই আত্মচৈতন্যস্বরূপে প্রকাশমান, সমাধিস্বরূপ অর্থাৎ সমাধি নিমিত্ত নির্ম্মল জ্ঞানগম্য অথবা যাঁহাতে জীব ও তাহার উপাধি লীন হইয়া যায় সেই পরমাত্মাই 'সমাধি' শব্দবাচ্য। তিনি অচল অর্থাৎ নিষ্ক্রিয়, অতএব নির্ব্বিকার হেতু অভয় ॥ ১০৪ ॥ ৩৭ ॥

গ্রহো ন তত্র নোৎসর্গশ্চিন্তা যত্র ন বিদ্যতে।
আত্মসংস্থং তদা জ্ঞানমজাতি সমতাং গতম্ ॥ ১০৫ ॥ ৩৮ ॥

অন্বয় ঃ—তত্র (সেই অবিক্রিয় পরমাত্মাতে) গ্রহঃ (গ্রহণ) ন (নাই) উৎসর্গঃ ন (ত্যাগ নাই) যত্র (যে নিরুপাধিকব্রহ্মে) চিন্তা ন বিদ্যতে (চিন্তার সাধনভূত মনের অভাবহেতু চিন্তা নাই) তদা (সেই অবস্থায় অর্থাৎ যখন আত্মরূপে সাক্ষাৎ ব্রহ্মোপলব্ধি হয় সেই অবস্থায়) আত্মসংস্থং (চৈতন্যস্বরূপ আত্মাতে স্থিত) অজাতি (উৎপত্তি-বিনাশহীন) জ্ঞানং (আত্মজ্ঞান) সমতাং গতং (সমতাপ্রাপ্ত হয়) ॥ ১০৫ ॥ ৩৮ ॥

অনুবাদ ঃ—সেই অবিক্রিয় নিরুপাধিক ব্রহ্মে চিন্তার সাধনভূত মনের অভাবহেতু তাঁহাতে চিন্তা নাই; চিন্তার অভাবহেতু তাঁহাতে গ্রহণ এবং ত্যাগও নাই। সেই অবস্থায় অর্থাৎ নিরুপাধিক; হেয়োপাদেয়বর্জ্জিত ব্রহ্মকে আত্মরূপে সাক্ষাৎ উপলব্ধি করিলে, আত্মস্বরূপ প্রাপ্ত, উৎপত্তি-বিনাশহীন জ্ঞান ভেদবুদ্ধি পরিত্যাগ পূর্ব্বক সমতাপ্রাপ্ত হয় ॥ ১০৫ ॥ ৩৮ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্ ঃ—যস্মাদ্ ব্রহ্মৈব "সমাধিরচলোঽভয়ঃ" ইত্যুক্তং; অতো ন তত্র তস্মিন্ ব্রহ্মণি গ্রহো গ্রহণং উপাদানং, ন উৎসর্গ উৎসর্জ্জনং হানং বা বিদ্যতে। যত্র হি বিক্রিয়া তদ্বিষয়ত্বং বা তত্র হানোপাদানে স্যাতাম্;

ন তদ্ দ্বয়মিহ ব্রহ্মণি সম্ভবতি; বিকারহেতোঃ অন্যস্যাভাবাৎ নিরবয়বত্বা'চ্চ; অতো ন তত্র হানোপাদানে সম্ভবতঃ। চিন্তা যত্র ন বিদ্যতে, সর্ব্বপ্রকারৈব চিন্তা ন সম্ভবতি যত্র অমনস্ত্বাৎ; কুতস্তত্র হানোপাদানে ইত্যর্থঃ। যদৈব আত্মসত্যানুবোধো জাতঃ, তদৈব আত্মসংস্থং বিষয়াভাবাৎ অগ্ন্যুষ্ণবৎ আত্মন্যেব স্থিতং জ্ঞানম্, অজাতি-জাতিবর্জ্জিতম্; সমতাং গতং পরং সাম্যমাপন্নং ভবতি। যদাদৌ প্রতিজ্ঞাতম্ "অতো বক্ষ্যাম্যকার্পণ্যমজাতিসমতাং গতম্" ইতি, ইদং তদুপপত্তিতঃ শাস্ত্রতশ্চোক্তম্ উপসংহ্রিয়তে—অজাতি সমতাং গতামিতি। এতস্মাদাত্মসত্যানুবোধাৎ কার্পণ্যবিষয়মন্যৎ, "যো বা এতদক্ষরং গার্গ্যবিদিত্বা অস্মাল্লোকাৎ প্রৈতি, স কৃপণঃ" ইতি শ্রুতেঃ। প্রাপ্যৈতৎ সর্ব্বঃ কৃতকৃত্যো ব্রাহ্মণো ভবতীত্যভিপ্রায়ঃ॥ ১০৫ ॥ ৩৮ ॥

ভাষ্যানুবাদঃ—যেহেতু ব্রহ্মই সমাধি, অচল, অভয় এইরূপ উক্ত হইয়াছে, সেইহেতু সেই ব্রহ্মে গ্রহণ অর্থাৎ উপাদান, উৎসর্গ অর্থাৎ হান বা পরিত্যাগ নাই; কারণ যাহাতে বিকার বা বিকারের বিষয়ত্ব বা যোগ্যতা থাকে তাহাতেই হান বা ত্যাগ এবং উপাদান বা গ্রহণ বিদ্যমান থাকে, কিন্তু ব্রহ্মে ত্যাগ ও গ্রহণ এই দুইটি সম্ভব হয় না, মনের অগোচর বলিয়া ব্রহ্মে ঐ দুইটির অবকাশই নাই; বিকারের কারণ মন প্রভৃতি অন্য পদার্থের অভাবহেতু এবং ব্রহ্ম নিরবয়ব হওয়ায় ব্রহ্মে ত্যাগ ও গ্রহণ নাই। যেখানে চিন্তা নাই, যে ব্রহ্মে চিন্তার সাধনভূত মনের অভাবহেতু সর্ব্বপ্রকার চিন্তাই সম্ভবপর হয় না, সেই ব্রহ্মে ত্যাগ ও গ্রহণ কি প্রকারে সম্ভব হইবে? যখনই আত্মসত্যের সাক্ষাৎ উপলব্ধি বা জ্ঞান হয়, তখনই অন্য কোন জ্ঞাতব্য পদার্থ না থাকায়, সেই জ্ঞান অগ্নির উষ্ণতার ন্যায়, আত্মসংস্থ অর্থাৎ আত্মাতেই সম্পূর্ণরূপে স্থিত হয়; সেই জ্ঞান অজাতি অর্থাৎ উৎপত্তিহীন এবং পরম সমতা প্রাপ্ত হয়। পূর্ব্বে "অতএব অজাতি, সমতাপ্রাপ্ত অকার্পণ্য বলিব" এই বাক্য দ্বারা যাহা প্রতিজ্ঞাত হইয়াছিল এক্ষণে এই শ্লোকে "অজাতি সমতাং গতম্"

আত্মজ্ঞান উৎপত্তিবিহীন এবং পরম সাম্যপ্রাপ্ত এই বাক্যে সেই প্রতিজ্ঞাত বিষয়ের শাস্ত্র ও যুক্তি দ্বারা উপসংহার করা হইতেছে। উৎপত্তিবিহীন, পরম সমতাপ্রাপ্ত এই আত্মসত্যের সাক্ষাৎ উপলব্ধি হইতে অন্য সব জ্ঞান কার্পণ্যের বিষয়ীভূত; একমাত্র তত্ত্বজ্ঞানই অকার্পণ্য, তত্ত্বজ্ঞান হইতে অতিরিক্ত অন্য সব জ্ঞান কার্পণ্যের বিষয়, যেহেতু শ্রুতি বলেন—"হে গার্গি, যে ব্যক্তি এই অবিক্রিয় অক্ষর ব্রহ্মকে আত্মরূপে সাক্ষাৎ উপলব্ধি না করিয়া ইহলোক হইতে প্রস্থান করে অর্থাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হয়, সেই ব্যক্তি কৃপণ।" অভিপ্রায় এই যে, এই তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়া সকলেই কৃতকৃত্য হইয়া ব্রহ্মজ্ঞ অর্থাৎ ব্রাহ্মণ হন ॥ ১০৫ ॥ ৩৮ ॥

অস্পর্শযোগো বৈ নাম দুর্দর্শঃ সর্ব্বযোগিভিঃ।
যোগিনো বিভ্যতি হ্যস্মাদভয়ে ভয়দর্শিনঃ ॥ ১০৬ ॥ ৩৯ ॥

অন্বয়ঃ—অস্পর্শযোগঃ (বিষয় সম্বন্ধ বর্জ্জিত) নাম (উপনিষদে প্রসিদ্ধ) বৈ (নিশ্চয়ই) সর্ব্বযোগিভিঃ (সর্ব্বযোগিগণ কর্তৃক) দুর্দ্দশঃ (দুষ্প্রাপ্য) অভয়ে (অদ্বৈতে) ভয়দর্শিনঃ (ভয়দর্শিগণ) যোগিনঃ (যোগিগণ) হি (নিশ্চয়ই) অস্মাৎ (এই অস্পর্শ যোগ হইতে) বিভ্যতি (ভীত হন)॥ ১০৬ ॥ ৩৯ ॥

অনুবাদঃ—বর্ণাশ্রমাদিধর্ম্ম, পাপাদিবল প্রভৃতি বিষয়সংস্পর্শশূন্য ব্রহ্মাত্মৈকাজ্ঞানরূপ উপনিষৎ-প্রসিদ্ধ এই অস্পর্শযোগ কর্ম্মনিষ্ঠ বহির্ম্মুখ সমস্ত যোগিগণের পক্ষে দুর্ল্লভ। দ্বৈত সংস্পর্শরহিত অভয়স্বরূপে ভয়দর্শি-যোগিগণ ব্রহ্মাত্মৈক্যজ্ঞানরূপ এই অস্পর্শযোগ হইতে ভীত হইয়া থাকেন। ১০৬ ॥ ৩৯ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্ঃ—যদ্যপি ইদমিত্থং পরমার্থতত্ত্বং, অস্পর্শযোগো নাম অয়ং সর্ব্বসম্বন্ধাখ্যস্পর্শবর্জ্জিতত্বাৎ অস্পর্শযোগো নাম বৈ স্মর্য্যতে প্রসিদ্ধ উপনিষৎসু। দুঃখেন দৃশ্যত ইতি দুর্দর্শঃ সর্বৈর্যোগিভিঃ বেদান্তবিজ্ঞানরহিতৈঃ,

সর্ব্বযোগিভিঃ আত্মসত্যানুবোধায়াসলভ্য এবেত্যর্থঃ। যোগিনো বিভ্যতি হি অস্মাৎ সর্ব্বভয়বর্জ্জিতাদপি আত্মনাশরূপম্ ইমং যোগং মন্যমানা ভয়ং কুর্ব্বন্তি, অভয়েঽস্মিন্ ভয়দর্শিনো ভয়নিমিত্তাত্মনাশ-দর্শনশীলা অবিবেকিন ইত্যর্থঃ ॥ ১০৬ ॥ ৩৯ ॥

ভাষ্যানুবাদ ঃ—যদ্যপি তত্ত্বজ্ঞান হইতে কূটস্থ সচ্চিদানন্দস্বরূপ পরমার্থ-তত্ত্ব প্রাপ্ত হওয়া যায় তথাপি 'বহির্মুখ মূঢ়গণ তত্ত্বজ্ঞাননিষ্ঠ হন না। সর্ব্বপ্রকার বিষয়-সংস্পর্শবর্জ্জিতহেতু অদ্বৈত ব্রহ্মাত্মৈক্যজ্ঞানরূপ এই অস্পর্শযোগ উপনিষৎ সমূহে প্রসিদ্ধ। দুঃখে দর্শনযোগ্য বলিয়া দুর্দ্দর্শ অর্থাৎ দুর্ল্লভ, বেদান্ত-বিজ্ঞানবিরহিত সমস্ত যোগিগণের পক্ষে এই অস্পর্শযোগ দুর্ল্লভ। শাস্ত্র ও আচার্য্যের উপদেশ শ্রবণের পশ্চাৎ মনন ও নিদিধ্যাসনরূপ ক্লেশ স্বীকার পূর্ব্বক আত্মসত্যের যে সাক্ষাৎ উপলব্ধি সেই আত্মৈকত্ব জ্ঞান দ্বারাই ইহা লভ্য। সর্ব্বপ্রকার ভয়রহিত হইলেও এই অদ্বৈত অস্পর্শযোগ হইতে যোগিগণ ভীত হইয়া থাকেন, তাঁহারা মনে করেন এই যোগ আত্মনাশরূপ অর্থাৎ এই অদ্বৈততত্ত্বজ্ঞান উদিত হইলে 'অহং' বা 'আমি' নষ্ট হইয়া যাইবে। ভয় নিমিত্ত আত্মবিনাশ দর্শনই যাঁহাদের স্বভাব সেই অবিবেকিগণ, সেই কেবল কর্ম্মনিষ্ঠ বহির্ম্মুখ যোগিগণ এই অস্পর্শযোগ সর্ব্বপ্রকারে ভয়বর্জ্জিত হইলেও; এই যোগ আত্মবিনাশক এইরূপ মনে করিয়া অভয় স্বরূপ এই অস্পর্শযোগে ভয় দর্শন করেন ॥ ১০৬ ॥ ৩৯ ॥

মনসো নিগ্রহায়ত্তমভয়ং সর্ব্বযোগিনাম্।
দুঃখক্ষয়ঃ প্রবোধশ্চাপ্যক্ষয়া শান্তিরেব চ ॥ ১০৭ ॥ ৪০ ॥

অন্বয় ঃ—সর্ব্বযোগিনাম্ (অদ্বৈত-আত্মজ্ঞানরহিত, কর্ম্মনিষ্ঠ বহির্ম্মুখ, সন্মার্গগামী যোগিগণের) অভয়ং (নিরতিশয় পরমানন্দ) দুঃখক্ষয়ঃ (দুঃখের আত্যন্তিকনিবৃত্তি) প্রবোধঃ চ (আত্মজ্ঞান) অপি অক্ষয়াশান্তিঃ (এবং শাশ্বতী শান্তি) মনসঃ (মনের) নিগ্রহায়ত্তম্ এব (নিশ্চয়ই নিগ্রহাধীন) ॥ ১০৭ ॥ ৪০ ॥

অনুবাদ ঃ—অদ্বৈত-আত্মজ্ঞানরহিত, কর্ম্মনিষ্ঠ, বহির্ম্মুখ, সন্মার্গগামী যোগিগণের পক্ষে আত্মজ্ঞানজনিত অশেষ ভয়নিবৃত্তি, দুঃখের আত্যন্তিক-নিবৃত্তি, আত্মজ্ঞান এবং শাশ্বতী শান্তি নিশ্চয়ই মনোনিগ্রহের অধীন ॥ ১০৭ ॥ ৪০ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্ ঃ—যেষাং পুনর্ব্রহ্মস্বরূপ ব্যতিরেকেন রজ্জুসর্পবৎ কল্পিতমেব মন-ইন্দ্রিয়াদি চ ন পরমার্থতো বিদ্যতে, তেষাং ব্রহ্মস্বরূপাণামভয়ং, মোক্ষাখ্যা চাক্ষয়া শান্তিঃ স্বভাবত এব সিদ্ধা, নান্যায়ত্তা, "নোপচারঃ কথঞ্চন" ইত্যুক্তেঃ। যে তু অতোঽন্যে যোগিনো মার্গগা হীনমধ্যদৃষ্টয়ো মনোঽন্যৎ আত্মব্যতিরিক্তম্ আত্মসম্বন্ধি পশ্যন্তি, তেষাম্ আত্মসত্যানুবোধরহিতানাম্ মনসো নিগ্রহায়ত্তম্ অভয়ং সর্ব্বেষাং যোগিণাম্। কিঞ্চ দুঃখক্ষয়োঽপি ; ন হ্যাত্মসম্বন্ধিনি মনসি প্রচলিতে দুঃখক্ষয়োঽস্তি অবিবেকিনাম্। কিঞ্চ আত্মপ্রবোধোঽপি মনোনিগ্রহায়ত্ত এব। তথা অক্ষয়াপি মোক্ষাখ্যা শান্তিস্তেষাং মনো নিগ্রহায়ত্তৈব ॥ ১০৭ ॥ ৪০ ॥

ভাষ্যানুবাদ ঃ—যাঁহাদের নিকট ব্রহ্ম ব্যতীত মন ইন্দ্রিয় প্রভৃতি রজ্জু-সর্পের ন্যায় কল্পিত, পরমার্থতঃ বিদ্যমান নাই অর্থাৎ যাঁহারা সতত সর্ব্বত্র একমাত্র অদ্বৈত ব্রহ্মই দর্শন করেন, যাঁহাদের নিকট ব্রহ্মাতিরিক্ত অন্য সমস্তই অসৎ, রজ্জু-সর্পের ন্যায় অজ্ঞানকল্পিত, সেই ব্রহ্মস্বরূপাপন্ন তত্ত্ববিদ্-গণের পক্ষে অভয় এবং মোক্ষরূপ অক্ষয়া শান্তি স্বভাবতঃই সিদ্ধ, অন্য কোন সাধন-সাপেক্ষ নহে ; কারণ পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে 'সেই ব্রহ্মবিদ্ পুরুষে কোন উপচার অর্থাৎ কর্ত্তব্য সম্ভব হয় না।' কিন্তু এই অদ্বৈতদর্শী ব্রহ্মবিদ্ হইতে ভিন্ন যে সমস্ত সৎপথগামী, হীন-মধ্যম-দৃষ্টিসম্পন্ন যোগিগণ মনকে আত্মা হইতে পৃথক, আত্মার সহিত সম্বন্ধযুক্ত দর্শন করেন, আত্ম-সত্যের উপলব্ধিরহিত সেই সমস্ত যোগিগণের পক্ষে অভয় প্রাপ্তি মনো-নিগ্রহের অধীন, আর দুঃখক্ষয়ও মনোনিরোধ সাপেক্ষ। কারণ যাঁহারা অবিবেকী, যাঁহারা আত্মসত্তা হইতে মনের পৃথক বাস্তব সত্তা স্বীকার করেন,

তাঁহাদের সেই আত্মসম্বন্ধি মন চঞ্চল হইলে, সেই বিবেকরহিত ব্যক্তিগণের দুঃখের আন্তরিক নিবৃত্তি হয় না, আত্মপ্রবোধও তাঁহাদের পক্ষে মনো নগ্রহের অধীন ; সেইরূপ মোক্ষ নামক শাশ্বতী শান্তি ও মনোনিরোধ সাপেক্ষ॥ ১০৭ ॥ ৪০ ॥

উৎসেক উদধের্যদ্বৎ কুশাগ্রেণৈকবিন্দুনা।
মনসো নিগ্রহস্তদ্বদ্ভবেদপরিখেদতঃ ॥ ১০৮ ॥ ৪১ ॥

অন্বয়ঃ—কুশাগ্রেণ (কুশের অগ্রভাগ দ্বারা) একবিন্দুনা (এক এক বিন্দু করিয়া) উদধেঃ (সমুদ্রের) উৎসেকঃ (শোধন, সেচন) যদ্বৎ (যেরূপ) অপরিখেদতঃ (উদ্বেগবিহীন) মনসঃ নিগ্রহঃ (মনের নিগ্রহ) তদ্বৎ (সেইরূপ) ॥ ১০৮ ॥ ৪১ ॥

অনুবাদঃ—কুশের অগ্রভাগদ্বারা এক এক বিন্দু করিয়া সমুদ্রশোষণের ন্যায় উদ্যমশীল অনবসন্নচিত্ত ব্যক্তির মনোনিগ্রহ ঠিক সেইরূপ ॥ ১০৮ ॥ ৪১ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্ঃ—মনোনিগ্রহোঽপি তেষাম্ উদধেঃ কুশাগ্রেণৈকবিন্দুনা উৎসেচনেন শোষন-ব্যবসায়বৎ ব্যবসায়বতাম্ অনবসন্নান্তঃকরণানাম্ অনির্বেদাৎ অপরিখেদতঃ ভবতীত্যর্থঃ ॥ ১০৮ ॥ ৪১ ॥

ভাষ্যানুবাদঃ—মুমুক্ষু তত্ত্বজিজ্ঞাসু ব্যক্তিগণের মনোনিগ্রহ সিদ্ধ হইতে পারে। কুশের অগ্রভাগ দ্বারা বিন্দু বিন্দু করিয়া সমুদ্রের জল সেচন দ্বারা সমুদ্রশোষণ বিষয়ে যাঁহারা উৎসাহসম্পন্ন, উদ্দমশীল, অনবসন্নচিত্ত তাঁহাদের মনোনিগ্রহও সম্ভবপর হয় ॥ ১০৮ ॥ ৪১ ॥

উপায়েন নিগৃহ্ণীয়াদ্বিক্ষিপ্তং কাম-ভোগয়োঃ।
সুপ্রসন্নং লয়ে চৈব যথা কামো লয়স্তথা ॥ ১০৯ ॥ ৪২ ॥

অন্বয়ঃ—কাম-ভোগয়োঃ (কাম্য এবং ভোগ্য বিষয়ে) বিক্ষিপ্তং [মনঃ] (চঞ্চল মনকে) উপায়েন (উপায়দ্বারা) নিগৃহ্ণীয়াৎ (নিগৃহীত করিবে)

লয়ে (সুষুপ্তি অবস্থায়) সুপ্রসন্নং (উদ্বেগরহিত) চৈব (নিশ্চয়ই) যথা কামঃ (কাম যেরূপ) তথা লয়ঃ (লয়ও সেইরূপ) ।। ১০৯ ।। ৪২ ।।

অনুবাদ ঃ—কাম্য এবং ভোগ্য বিষয়ে বিক্ষিপ্ত মনকে উপায় দ্বারা নিগৃহীত করিবে ; সুষুপ্তি অবস্থায় অজ্ঞানে লীন মনকে নিগৃহীত করিবে অর্থাৎ আত্মতত্ত্ব মনন সময়ে মন তমোগুণ দ্বারা অভিভূত হইয়া যাহাতে নিদ্রিত না হয় সে বিষয়ে সাবধান থাকিবে। সুষুপ্তি অবস্থায় উদ্বেগরহিত মনকে রজোগুণ পরিচালিত কাম্য ও ভোগ্য বিষয়ে বিক্ষিপ্ত মনের ন্যায় নিগৃহীত করিবে। কারণ কাম্য বিষয়ে বিক্ষিপ্ত মন যেরূপ অনর্থপ্রদ সুষুপ্তিতে তমোভিভূত অজ্ঞানে লয়প্রবণ মনও সেইরূপ অনর্থক। সমাধিনিষ্ঠ সাধকের লয়, বিক্ষেপ, রসাস্বাদ সমাধির প্রতিবন্ধক, সুতরাং ঐসকল প্রতিবন্ধক হইতে মনের নিগ্রহ করা কর্ত্তব্য ॥ ১০৯ ॥ ৪২ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্ ঃ—কিম্ অপরিখিন্নব্যবসায়মাত্রমেব মনোনিগ্রহ উপায়ঃ ? ন ইত্যুচ্যতে। অপরিখিন্নব্যবসায়বান্ সন্ বক্ষ্যমানেন উপায়েন কামভোগ-বিষয়েষু বিক্ষিপ্তং মনো নিগৃহ্লীয়াৎ নিরুন্ধ্যাৎ আত্মনি এব ইত্যর্থঃ। কিঞ্চ লীয়তে অস্মিন্নিতি সুষুপ্তো লয়ঃ, তস্মিন্ লয়ে চ সুপ্রসন্নম্ আয়াসবর্জ্জিতমপি ইত্যেতৎ নিগৃহ্লীয়াৎ ইত্যনুবর্ত্ততে। সুপ্রসন্নঞ্চেৎ কস্মাৎ নিগৃহ্যতে ? ইতি উচ্যতে—যস্মাদ্ যথা কামঃ অনর্থহেতুঃ, তথা লয়োঽপি। অতঃ কামবিষয়স্য মনসো নিগ্রহবৎ লয়াদপি নিরোদ্ধব্যত্বম্ ইত্যর্থঃ ।। ১০৯ ॥ ৪২ ।।

ভাষ্যানুবাদ ঃ—আচ্ছা, অখিন্নহৃদয়ে অধ্যবসায়ই কি মনোনিগ্রহের উপায় ? না, তাহা বলা হইতেছে—অখিন্নচিত্তে উদ্যমশীল হইয়া বক্ষ্যমান উপায় দ্বারা কাম্য ও ভোগ্য বিষয়সমূহে বিক্ষিপ্ত মনকে নিগ্রহ করিবে অর্থাৎ আত্মতত্ত্বেই নিরুদ্ধ করিবে। আরও এই স্থানে লীন হয়, এইহেতু সেই সুষুপ্তিই লয় নামে অভিহিত, সেই সুষুপ্তিতে ক্লেশরহিত এই মনকে নিগৃহীত করিবে। এখানে "নিগৃহীত করিবে" এই ক্রিয়াপদের সহিত সম্বন্ধ আছে। সুষুপ্তিতে মন যদি নিরুদ্বেগ হয় তাহা হইলে সেই

উদ্বেগরহিত মনকে কিহেতু নিগৃহীত করিতে হইবে? বলা হইতেছে—যেহেতু কামনা যেরূপ অনর্থ-হেতু লয়ও সেইরূপ অনর্থপ্রদ, অতএব কাম্য-বিষয়াসক্ত মনের নিগ্রহের ন্যায় লয় হইতেও মনকে নিরোধ করা কর্ত্তব্য॥ ১০৯॥ ৪২॥

দুঃখং সর্ব্বমনুস্মৃত্য কাম-ভোগান্নিবর্ত্তয়েৎ।
অজং সর্ব্বমনুস্মৃত্য জাতং নৈব তু পশ্যতি॥ ১১০॥ ৪৩॥

অন্বয়ঃ—সর্ব্বং (নামরূপাত্মক সমস্ত দ্বৈতজগৎ) দুঃখং (দুঃখস্বরূপ) অনুস্মৃত্য (পুনঃ পুনঃ স্মরণ করিয়া) কামভোগাৎ (অভিলষিত বিষয়ভোগ হইতে) নিবর্ত্তয়েৎ (মনকে নিরুদ্ধ করিবে) সর্ব্বং (সমস্ত) অজং (উৎপত্তি-বিনাশহীন ব্রহ্ম) জাতং (দ্বৈত জগৎ) নৈব তু পশ্যতি (দর্শন করেন না)॥ ১১০॥ ৪৩॥

অনুবাদঃ—নামরূপাত্মক সমস্ত দ্বৈতজগৎ দুঃখরূপ, ইহা অনবরত স্মরণ পূর্ব্বক বৈরাগ্যবান্ কেবল্যপ্রার্থী সন্ন্যাসী অভিলষিত বিষয়ভোগ হইতে মনকে নিরুদ্ধ করিবে এবং সমস্তই উৎপত্তিবিনাশহীন ব্রহ্ম এইরূপ জ্ঞানাভ্যাস দ্বারা বৈরাগ্যবান মুমুক্ষু সাধক দ্বৈত দর্শন করেন না॥ ১১০॥ ৪৩॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্ঃ—কঃ স উপায় ইতি? উচ্যতে—সর্ব্বং দ্বৈতম্ অবিদ্যা-বিজৃম্ভিতং দুঃখমেব, ইত্যনুস্মৃত্য কামভোগাৎ—কামনিমিত্তো ভোগ ইচ্ছা-বিষয়ঃ, তস্মাৎ বিপ্রসৃতং মনো নিবর্ত্তয়েৎ বৈরাগ্যভাবনয়া ইত্যর্থঃ। অজং ব্রহ্ম সর্ব্বমিত্যেতৎ শাস্ত্রাচার্য্যোপদেশতঃ অনুস্মৃত্য তদ্‌বিপরীতং নৈব তু পশ্যতি, অভাবাৎ॥ ১১০॥ ৪৩॥

ভাষ্যানুবাদঃ—মনোনিগ্রহের সেই উপায় কি? কথিত হইতেছে—সমস্ত দ্বৈত-জগৎ অজ্ঞানকল্পিত, অবিদ্যা কর্ত্তৃক প্রসারিত এবং দুঃখরূপ এইরূপ নিয়ত স্মরণপূর্ব্বক কামনা নিমিত্ত ভোগের যে ইচ্ছা, সেই ভোগাভি-লাষের যাহা বিষয়, সেই ভোগ্য বিষয় হইতে বৈরাগ্য-ভাবনা দ্বারা মনকে

নিবৃত্ত করিবে। শাস্ত্র ও আচার্য্যের উপদেশ অনুসারে সবই অজ ব্রহ্ম এইরূপ সর্ব্বদা স্মরণপূর্ব্বক অদ্বৈত ব্রহ্মের বিপরীত দ্বৈতসমূহ নিশ্চয়ই দর্শন করে না; কারণ দ্বৈতের অভাবহেতু একমাত্র অদ্বৈত অজ ব্রহ্মই দর্শন করেন॥ ১১০॥ ৪৩॥

লয়ে সম্বোধয়েচ্চিত্তং বিক্ষিপ্তং শময়েৎ পুনঃ।
সকষায়ং বিজানীয়াৎ সমপ্রাপ্তং ন চালয়েৎ॥ ১১১॥ ৪৪॥

অন্বয়ঃ—লয়ে (সুষুপ্তি অবস্থায় লয়োন্মুখ) চিত্তং (চিত্তকে) সম্বোধয়েৎ (সম্যক্‌রূপে জাগরিত করিবে) পুনঃ (পুনরায়) বিক্ষিপ্তং (ভোগ্য বিষয়ে ধাবমান মনকে) শময়েৎ (প্রশান্ত করিবে) সকষায়ং (বাসনাবাসিত মনকে) বিজানীয়াৎ (সম্প্রজ্ঞাত সমাধি দ্বারা সাম্যভাব প্রাপ্ত করাইবে) সমপ্রাপ্তং (সমতাপ্রাপ্ত) ন চালয়েৎ (বিষয়োন্মুখ করিয়া চঞ্চল করিবে না)॥ ১১১॥ ৪৪॥

অনুবাদঃ—সুষুপ্তি অবস্থায় লয়োন্মুখ চিত্তকে জ্ঞানাভ্যাস দ্বারা অর্থাৎ শ্রবণ-মনন-নিদিধ্যাসন হইতে প্রকাশিত আত্মজ্ঞানে নিযুক্ত করিবে, ভোগ্য বিষয়ে ধাবমান মনকে বৈরাগ্যাভ্যাস দ্বারা অর্থাৎ বিষয়ে পুনঃপুনঃ দোষ দর্শন দ্বারা প্রশান্ত করিবে। বাসনাবাসিত মনকে সম্প্রজ্ঞাত ও অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি দ্বারা সমতাপ্রাপ্ত করাইবে। মন সমতা প্রাপ্ত হইলে তাহাকে আর বিষয়োন্মুখ করিয়া চঞ্চল করিবে না॥ ১১১॥ ৪৪॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্ঃ—এবমনেন জ্ঞানাভ্যাসবৈরাগ্যদ্বয়োপায়েন লয়ে সুষুপ্তে লীনং সম্বোধয়েৎ মনঃ, আত্মবিবেকদর্শনেন যোজয়েৎ। চিত্তং মন ইত্য-নর্থান্তরম্। বিক্ষিপ্তঞ্চ কামভোগেষু শময়েৎ পুনঃ। এবং পুনঃপুনঃ অভ্যস্যতো লয়াৎ সম্বোধিতং বিষয়েভ্যশ্চ ব্যাবর্ত্তিতং, নাপি সাম্যাপন্নং অন্তরালাবস্থং সকষায়ং সরাগং বীজসংযুক্তং মন ইতি বিজানীয়াৎ। ততোঽপি যত্নতঃ সাম্যম্ আপাদয়েৎ। যদা তু সমপ্রাপ্তং ভবতি—সমপ্রাপ্ত্যভিমুখী ভবতীত্যর্থঃ, ততস্তৎ ন বিচালয়েৎ বিষয়াভিমুখং ন কুর্য্যাদিত্যর্থঃ॥ ১১১॥ ৪৪॥

ভাষ্যানুবাদ ঃ—এইরূপে জ্ঞানাভ্যাস ও বৈরাগ্য এই দুইটি উপায়ের দ্বারা সুষুপ্তে লীন মনকে আত্মবিষয়ক বিবেক জ্ঞানে নিযুক্ত করিবে অর্থাৎ নিত্য স্বপ্রকাশ চৈতন্যস্বরূপ আত্মা, বুদ্ধি প্রভৃতি অনিত্য অচেতন অনাত্ম পদার্থ হইতে বিলক্ষণ এইরূপ বিচার দ্বারা চিদানন্দস্বরূপ, বুদ্ধি প্রভৃতির সাক্ষী আত্মার মননে চিত্তকে নিযুক্ত করিবে। চিত্ত এবং মন ভিন্ন নহে, একই। অভিলষিত ভোগ্য বিষয়ে বিক্ষিপ্ত মনকে পুনঃপুনঃ বিষয় হইতে ব্যাবৃত্ত করিবে অর্থাৎ বিষয়ের দোষ দর্শন দ্বারা মনকে শান্ত, স্থির করিবে। এইরূপে পুনঃপুনঃ অভ্যাস দ্বারা সুষুপ্তি অবস্থা হইতে প্রবুদ্ধ এবং বিষয় হইতে ব্যাবর্ত্তিত হইলেও মন নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হয় না, সমতা প্রাপ্ত হয় না, মন তখন অন্তরাল অবস্থাপন্ন অর্থাৎ বহির্বিষয়ে প্রবৃত্তির কারণ-স্বরূপ কষায় বা বাসনা, বা বিষয়াসক্তিমুক্ত হইয়া অবস্থান করে এইরূপ জানিবে। সেই কষায় মনকে সেই অন্তরাল অবস্থা হইতে অত্যন্ত প্রযত্নের সহিত অর্থাৎ সম্প্রজ্ঞাত সমাধি দ্বারা সমতা প্রাপ্ত করাইবে অর্থাৎ সম্প্রজ্ঞাত সমাধি দ্বারা মনের সমতা সম্পাদন করিবে। যখন মন সমতাপ্রাপ্ত হইবে অর্থাৎ নির্ব্বিশেষ, পরিপূর্ণ, সমব্রহ্মাভিমুখী হয় তখন সেই অবস্থা হইতে মনকে বিচলিত করিবে না অর্থাৎ বিষয়াভিমুখী করিবে না ॥ ১১১ ॥ ৪৪ ॥

নাস্বাদয়েৎ সুখং তত্র নিঃসঙ্গঃ প্রজ্ঞয়া ভবেৎ।
নিশ্চলং নিশ্চরৎ চিত্তমেকীকুর্য্যাৎ প্রযত্নতঃ ॥ ১১২ ॥ ৪৫ ॥

অন্বয়ঃ—তত্র (সেই সমাধি অবস্থায়) সুখং (যে সুখ অনুভূত হয় তাহা) ন আস্বাদয়েৎ (আস্বাদন করিবে না) প্রজ্ঞয়া (বিবেক জ্ঞান দ্বারা) নিঃসঙ্গঃ (নিস্পৃহ) ভবেৎ (হইবে) নিশ্চলং (স্থির) চিত্তং (মন) নিশ্চরৎ (বিষয়োন্মুখ হইলে) প্রযত্নতঃ (প্রযত্নপূর্ব্বক) একীকুর্য্যাৎ (আত্মাতে একীভূত করিবে) ॥ ১১২ ॥ ৪৫ ॥

অনুবাদ ঃ—সমাধি অবস্থায় যে সুখ অনুভূত হয় তাহা আস্বাদন করিবে

না, কারণ তাহা হইলে দ্বৈতের নিবৃত্তি হইবে না এবং পরমানন্দস্বরূপে অবস্থান হইবে না, সেইহেতু মনকে সেই সুখভোগের অভিলাষ হইতে নিবৃত্ত করিবে এবং পূর্ব্বোক্ত বিবেক-জ্ঞান অবলম্বনপূর্ব্বক নিঃস্পৃহ হইয়া অবস্থান করিবে। জ্ঞানাভ্যাস ও বৈরাগ্যাভ্যাসরূপ উপায় দ্বারা নিশ্চলীকৃত আত্মস্বরূপ-প্রবণ চিত্ত যদি স্বভাবানুসারে পুনরায় বিষয়োন্মুখ হয় তাহা হইলে প্রযত্নপূর্ব্বক সেই চিত্তকে বিশুদ্ধ, পরিপূর্ণস্বভাব ব্রহ্মাত্মৈক্য জ্ঞানে একীভূত করিবে অর্থাৎ স্বয়ং পরিপূর্ণ ব্রহ্মাত্মস্বরূপে অবস্থান করিবে ॥ ১১২ ॥ ৪৫ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্ ঃ—সমাধিৎসতো যোগিনো যৎ সুখং জায়তে, তৎ ন আস্বাদয়েৎ, তত্র ন রজ্যেত ইত্যর্থঃ। কথং তর্হি? নিঃসঙ্গঃ নিস্পৃহঃ প্রজ্ঞয়া বিবেকবুদ্ধ্যা,—যৎ উপলভ্যতে সুখং, তৎ অবিদ্যাপরিকল্পিতং মৃষৈব ইতি বিভাবয়েৎ; ততোঽপি সুখরাগাৎ নিগৃহ্ণীয়াৎ ইত্যর্থঃ। যদা পুনঃ সুখরাগান্নিবৃত্তং নিশ্চলস্বভাবং সৎ নিশ্চরদ্ বহির্নির্গচ্ছদ্ ভবতি চিত্তং, ততস্ততো নিয়ম্য উক্তোপায়েন আত্মন্যেব একীকুর্য্যাৎ প্রযত্নতঃ, চিৎস্বরূপসত্তামাত্রমেব আপাদয়েদিত্যর্থঃ ॥ ১১২ ॥ ৪৫ ॥

ভাষ্যানুবাদ ঃ—সমাধিলাভে ইচ্ছুক যোগীর যে সুখ উৎপন্ন হয়, সেই সুখ আস্বাদন করিবে না। অর্থাৎ সেই সুখভোগে অনুরক্ত হইবে না। তাহা হইলে কি প্রকারে অবস্থান করিতে হইবে? সেই অবস্থায় যে সুখ উপলব্ধ হয় তাহা অবিদ্যাপরিকল্পিত মিথ্যাই, বিবেক বুদ্ধি দ্বারা এইরূপ অবগত হইয়া, সেই সুখভোগে স্পৃহা বর্জ্জনপূর্ব্বক অবস্থান করিবে, সেই সুখভোগের আসক্তি হইতেও মনকে নিগৃহীত করিবে, ইহাই তাৎপর্য্য। সুখভোগে বীতরাগ, নিশ্চলস্বভাব চিত্ত যখন পুনরায় বিষয়োন্মুখ হয় তখন তাহাকে পূর্ব্বোক্ত উপায় দ্বারা নিয়মিত করিয়া প্রযত্নপূর্ব্বক আত্মাতেই সম্মিলিত করিবে অর্থাৎ চিত্তকে কেবল চৈতন্যমাত্রস্বরূপ আত্মসত্তা প্রাপ্ত করাইবে। কেবল চৈতন্যমাত্রস্বরূপে অবস্থান করিবে ॥ ১১২ ॥ ৪৫ ॥

যদা ন লীয়তে চিত্তং ন চ বিক্ষিপ্যতে পুনঃ।
অনিঙ্গনমনাভাসং নিষ্পন্নং ব্রহ্ম তৎ তদা ॥ ১১৩ ॥ ৪৬ ॥

অন্বয়ঃ—যদা (যখন) চিত্তং ন লীয়তে (সুষুপ্তিতে লীন না হয়) ন চ পুনঃ বিক্ষিপ্যতে (বিষয়োন্মুখ হইয়া পুনরায় চঞ্চল হয় না) তদা (তখন) অনিঙ্গনম্ (অচল, নিষ্কম্প) অনাভাসং (বিষয়াকারে অপ্রকাশমান) তৎ (সেই চিত্ত) ব্রহ্ম নিষ্পন্নং (ব্রহ্মস্বরূপ প্রাপ্ত হয়) ॥ ১১৩ ॥ ৪৬ ॥

অনুবাদঃ—লয়-বিক্ষেপ-কষায় এই ত্রিবিধ প্রতিবন্ধক রহিত চিত্ত অর্থাৎ যখন চিত্ত সুষুপ্তি অবস্থায় স্বীয় করেন অজ্ঞানে লীন হইয়া না যায়; এবং বিষয়োন্মুখ হইয়া পুনরায় চঞ্চল হইয়া না উঠে, তখন নিষ্কম্প বিষয়াকারে অনবভাসমান সেই চিত্ত ব্রহ্মস্বরূপ প্রাপ্ত হয় ॥ ১১৩ ॥ ৪৬ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্ঃ—যথোক্তেন উপায়েন নিগৃহীতং চিত্তং যদা সুষুপ্তৌ ন লীয়তে, ন চ পুনর্ব্বিষয়েষু বিক্ষিপ্যতে, অনিঙ্গনমচলং নিবাতপ্রদীপকল্পম্, অনাভাসং ন কেনচিৎ কল্পিতেন বিষয়ভাবেন অবভাসতে ইতি; যদা এবং লক্ষণং চিত্তং, তদা নিষ্পন্নং ব্রহ্ম, ব্রহ্মস্বরূপেণ নিষ্পন্নং চিত্তং ভবতীত্যর্থঃ ॥ ১১৩ ॥ ৪৬ ॥

ভাষ্যানুবাদঃ—যখন পূর্ব্বোক্ত বিবেকজ্ঞান ও বৈরাগ্য এই দুই উপায় দ্বারা নিগৃহীতচিত্ত সুষুপ্তিতে লীন হয় না এবং পুনরায় বিষয়সমূহে বিক্ষিপ্ত হয় না এবং 'অনিঙ্গন' অর্থাৎ অচল নিবাত নিষ্কম্প প্রদীপের ন্যায় এবং 'অনভ্যাস' অর্থাৎ কোন কল্পিত-বিষয়রূপে প্রকাশ পায় না, চিত্ত যখন এইরূপ লক্ষণবিশিষ্ট হয় তখন 'ব্রহ্ম নিষ্পন্ন' অর্থাৎ তখনই চিত্ত ব্রহ্মস্বরূপে অবস্থান করে ॥ ১১৩ ॥ ৪৬ ॥

স্বস্থং শান্তং সনির্ব্বাণম্ অকথ্যং সুখমুত্তমম্।
অজমজেন জ্ঞেয়েন সর্ব্বজ্ঞং পরিচক্ষতে ॥ ১১৪ ॥ ৪৭ ॥

অন্বয়ঃ—স্বস্থং (স্বীয় আত্মাতে স্থিত) শান্তং (সর্ব্ববিধ অনর্থরহিত)

সনির্ব্বাণম্ (কৈবল্যরূপ) অকথ্যং (অবর্ণনীয়) উত্তমম্ (নিরতিশয়) সুখং (আনন্দ) অজম্ (নিত্য) অজেন জ্ঞেয়েন (উৎপত্তি-বিনাশরহিত জ্ঞেয় ব্রহ্মরূপে) সর্ব্বজ্ঞং (সর্ব্বজ্ঞ) পরিচক্ষতে (ব্রহ্মবিদ্‌গণ বলিয়া থাকেন)॥ ১১৪ ॥ ৪৭ ॥

অনুবাদ ঃ—শাস্ত্র এবং আচার্য্যের উপদেশের পশ্চাৎ বিবেকবৈরাগ্যবান মুমুক্ষু মনন ও নিদিধ্যাসন দ্বারা অসম্প্রজ্ঞাত সমাধিতে আত্মতত্ত্বের সাক্ষাৎ উপলব্ধিজনিত যে সুখ অনুভব করেন, ব্রহ্মবিদ্‌গণ সেই সুখকে আত্মাতে স্থিত অর্থাৎ আত্মানন্দ, নিরুপদ্রব, কৈবল্যরূপ, অবর্ণনীয়, নিত্য, নিরতিশয় আনন্দ, উৎপত্তি-বিনাশহীন জ্ঞেয় ব্রহ্মরূপে সর্ব্বজ্ঞ বলিয়া অভিহিত করেন ॥ ১১৪ ॥ ৪৭ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্ ঃ—যথোক্তং পরমার্থসুখম্ আত্মসত্যানুবোধলক্ষণং স্বস্থং স্বাত্মনি স্থিতম্, শান্তং সর্ব্বানর্থোপশমরূপম্। সনির্ব্বাণং, নির্ব্বৃতিনির্ব্বাণং কৈবল্যং, সহনির্ব্বাণেন বর্ত্ততে। তচ্চ অকথ্যং—ন শক্যতে কথয়িতুম্, অত্যন্তাসাধারণ-বিষয়ত্বাৎ। সুখমুত্তমং নিরতিশয়ং হি তৎ যোগিপ্রত্যক্ষমেব। ন জাতম্ ইত্যজম্; যথা বিষয়-বিষয়ং; অজেন অনুৎপন্নেন জ্ঞেয়েন অব্যতিরিক্তং সৎ স্বেন সর্ব্বজ্ঞরূপেন সর্ব্বজ্ঞং ব্রহ্মৈব সুখং পরিচক্ষতে কথয়ন্তি ব্রহ্মবিদঃ ॥ ১১৪ ॥ ৪৭ ॥

ভাষ্যানুবাদ ঃ—আত্মসত্যের সাক্ষাৎ উপলব্ধিস্বরূপ যথোক্ত পরমার্থ সুখকে ব্রহ্মবিদগণ স্বস্থ অর্থাৎ স্বীয় আত্মাতে স্থিত, শান্ত, অর্থাৎ সর্ব্ববিধ অনর্থের উপশমরূপ; সনির্ব্বাণ, নির্ব্বাণ অর্থ নির্ব্বৃতি (সুখ) কৈবল্য, সেই নির্ব্বাণের সহিত বর্ত্তমান এবং সেই কৈবল্য সুখ অকথ্য অর্থাৎ তাহাকে বাক্যদ্বারা বলা যায় না; কারণ সেই সুখের বিষয় অসাধারণ অর্থাৎ উহা স্বীয় অনুভবগম্য, এইজন্য বাক্য দ্বারা উহা অপরকে বুঝাইতে পারা যায় না, সেই সুখ উত্তম অর্থাৎ নিরতিশয়, তাহার অপেক্ষা অধিক সুখ আর নাই, সেই সুখ যোগিগণেরই প্রত্যক্ষ সিদ্ধ, বিষয়

সুখের ন্যায় ইহা উৎপন্ন হয় না বলিয়া অজ ; সেই উৎপত্তিহীন নিরতিশয় সুখ অজ জ্ঞেয় ব্রহ্মের সহিত অভিন্ন হওয়ায়, স্বীয় সর্ব্বজ্ঞস্বরূপে সর্ব্বজ্ঞ ব্রহ্মকেই সুখ শব্দ দ্বারা অভিহিত করেন অর্থাৎ সুখস্বরূপ বলিয়া বর্ণনা করেন॥ ১১৪ ॥ ৪৭ ॥

ন কশ্চিজ্জায়তে জীবঃ সম্ভবোঽস্য ন বিদ্যতে।
এতত্তদুত্তমং সত্যং যত্র কিঞ্চিন্ন জায়তে ॥ ১১৫ ॥ ৪৮ ॥

অন্বয় ঃ—কশ্চিৎ (কোন) জীবঃ (জীব) ন জায়তে (উৎপন্ন হয় না) অস্য (এই জীবের) সম্ভবঃ (কারণ) ন বিদ্যতে (বিদ্যমান নাই) এতৎ (এইটি) তদুত্তমং (পূর্ব্বোক্ত উপায়রূপে বর্ণিত ব্যবহারিক সত্যসমূহের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ) সত্যং (পারমার্থিক সত্য) যত্র (অদ্বিতীয় ব্রহ্মে) কিঞ্চিৎ (অণুমাত্রও কিছু) ন জায়তে (উৎপন্ন হয় না) ॥ ১১৫ ॥ ৪৮ ॥

অনুবাদ ঃ—কোন জীব উৎপন্ন হয় না, জীবের জনয়িতা বা উৎপাদক কারণ নাই। পূর্ব্বোক্ত উপায়রূপে বর্ণিত ব্যবহারিক সত্যসমূহের মধ্যে ইহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, নিরপেক্ষ পারমার্থিক সত্য যে অদ্বিতীয় ব্রহ্মে অনুমাত্রও কিছু উৎপন্ন হয় না। রজ্জুতে সর্প প্রতীত হইলেও সেই রজ্জু-সর্প যেমন পরমার্থতঃ রজ্জুতে উৎপন্ন হয় না, রজ্জু সর্ব্বদাই যেমন রজ্জুরূপে বর্ত্তমান থাকে সেইরূপ একমাত্র সত্য-জ্ঞান অনন্তস্বরূপ-অদ্বৈত ব্রহ্মই বিদ্যমান আছেন, জীব প্রভৃতি কিছুই পরমার্থতঃ তাহাতে উৎপন্ন হয় নাই ॥ ১১৫ ॥ ৪৮ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্ ঃ—সর্ব্বোঽপ্যয়ং মনোনিগ্রহাদিঃ মৃল্লোহাদিবৎ সৃষ্টিরুপাসনা চোক্তা পরমার্থ-স্বরূপ-প্রতিপত্ত্যুপায়ত্বেন, ন পরমার্থসত্যেতি। পরমার্থসত্যং তু—ন কশ্চিৎ জায়তে জীবঃ কর্ত্তা ভোক্তা চ নোৎপদ্যতে কেনচিদপি প্রকারেণ। অতঃ স্বভাবতঃ অজস্য অস্য একস্য আত্মনঃ সম্ভবঃ কারণং ন বিদ্যতে নাস্তি। যস্মাৎ ন বিদ্যতে অস্য কারণং; তস্মাৎ ন কশ্চিজ্জায়তে জীবঃ ইত্যেতৎ।

পূর্ব্বেষু উপায়ত্বেন উক্তানাং সত্যানাম্ এতৎ উত্তমং সতং, যস্মিন্ সত্যস্বরূপে ব্রহ্মণি অণুমাত্রমপি কিঞ্চিন্ন জায়তে ইতি ॥ ১১৫ ॥ ৪৮

ইতি শ্রীশঙ্করভগবতঃ কৃতৌ গৌড়পাদীয়ভাষ্যে অদ্বৈতাখ্য-
তৃতীয়প্রকরণভাষ্যম্ ॥

ভাষ্যানুবাদ ঃ—পূর্ব্বোক্ত মনোনিগ্রহ প্রভৃতি, মৃত্তিকা লৌহ প্রভৃতির ন্যায় সৃষ্টি, এবং উপাসনা এসবই কোন পরমার্থস্বরূপ অদ্বৈত ব্রহ্মের সাক্ষাৎ উপলব্ধির উপায়রূপে উপদিষ্ট হইয়াছে ইহারা পারমার্থিক সত্য নহে। কর্ত্তা এবং ভোক্তা কোন জীব কোন প্রকারেই উৎপন্ন হয় না, ইহাই কিন্তু পারমার্থিক সত্য। অতএব স্বভাবতঃ উৎপত্তিহীন এই এক আত্মার সম্ভব অর্থাৎ কারণ নাই। যেহেতু এই আত্মার কোন উৎপাদক কারণ নাই সেইহেতু কোন জীব উৎপন্ন হয় না। পূর্ব্বে উপায়রূপে উক্ত সত্য-সমূহের মধ্যে ইহাই উৎকৃষ্ট সত্য যে সেই সত্যস্বরূপ ব্রহ্মে অণুমাত্রও কিছু উৎপন্ন হয় না ॥ ১১৫ ॥ ৪৮ ॥

ইতি শঙ্করভগবৎকৃত গৌড়পাদীয়ভাষ্যে অদ্বৈতপ্রকরণ সমাপ্ত।

অলাতশান্তি প্রকরণম্

চতুর্থ অধ্যায়

জ্ঞানেনাকাশকল্পেন ধর্ম্মান্ যো গগনোপমান্।
জ্ঞেয়াভিন্নেন সম্বুদ্ধস্তং বন্দে দ্বিপদাং বরম্॥ ১১৬ ॥ ১ ॥

অন্বয় ঃ—যঃ (যে নারায়ণসংজ্ঞক ঈশ্বর) আকাশকল্পেন (সর্ব্বব্যাপী আকাশের ন্যায়) জ্ঞেয়াভিন্নেন (জানিবার যোগ্য আত্মস্বরূপ ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন) জ্ঞানেন (ব্রহ্মাত্মৈক্য জ্ঞান দ্বারা) গগনোপমান্ (আকাশসদৃশ অসঙ্গ সর্ব্বব্যাপী) ধর্ম্মান্ (বহু আত্মাকে অর্থাৎ উপাধিকল্পিত বহু আত্মার চৈতন্যমাত্র স্বরূপ) সম্বুদ্ধঃ (সাক্ষাৎ উপলব্ধি করিয়াছেন) তং দ্বিপদাং বরম্ (সেই পুরুষোত্তমকে) বন্দে (বন্দনা করি) ॥ ১১৬ ॥ ১ ॥

অনুবাদ ঃ—যে নারায়ণসংজ্ঞক ঈশ্বর সর্ব্বব্যাপী আকাশের ন্যায় আত্ম-স্বরূপ জ্ঞেয় ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন ব্রহ্মাত্মৈক্য জ্ঞান দ্বারা, উপাধিকল্পিত বহু-আত্মাকে আকাশসদৃশ অসঙ্গ, সর্ব্বব্যাপী চৈতন্যমাত্রস্বরূপে জানিয়াছেন সেই পুরুষোত্তমকে আমি বন্দনা করি। আচার্য্যশ্রেষ্ঠ গৌড়পাদ বদরিকা-শ্রমে কঠোর তপস্যা দ্বারা নারায়ণকে তুষ্ট করিয়া তাঁহা হইতে উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া ব্রহ্মাত্মৈক্য জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন, সেইহেতু স্বীয় গুরুকে এই শ্লোক দ্বারা প্রণাম করিতেছেন ॥ ১১৬ ॥ ১ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্ ঃ—ওঙ্কারনির্ণয়দ্বারেণ আগমতঃ প্রতিজ্ঞাতস্য অদ্বৈতস্য বাহ্যবিষয়ভেদ-বৈতথ্যাচ্চ প্রসিদ্ধস্য পুনরদ্বৈতে শাস্ত্রযুক্তিভ্যাং সাক্ষান্নির্ধারিতস্য এতদুত্তমং সত্যম্, ইত্যুপসংহারঃ কৃতোঽন্তে তস্য এতস্য আগমার্থস্য অদ্বৈত-দর্শনস্য প্রতিপক্ষভূতা দ্বৈতিনো বৈনাশিকাশ্চ; তেষাং চ অন্যোন্য-বিরোধাৎ রাগদ্বেষাদিক্লেশাস্পদং দর্শনমিতি মিথ্যাদর্শনত্বং সূচিতম্; ক্লেশানাস্পদত্বাৎ

সম্যগ্ দর্শনমিতি অদ্বৈতদর্শনস্তুতয়ে। তদিহ বিস্তরেণ অন্যোন্যবিরুদ্ধতয়া অসম্যগ্ দর্শনত্বং প্রদর্শ্য তৎপ্রতিষেধেন অদ্বৈতদর্শনসিদ্ধিঃ উপসংহর্ত্তব্যা অবীতন্যায়েন, ইতি অলাতশান্তি-প্রকরণম্ আরভ্যতে। তত্র অদ্বৈতদর্শন-সম্প্রদায়কর্ত্তুঃ অদ্বৈতস্বরূপেণৈব নমস্কারার্থোঽয়ম্ আদ্যশ্লোকঃ। আচার্য্য-পূজা হি অভিপ্রেতার্থসিদ্ধ্যর্থেষ্যতে শাস্ত্রারম্ভে। আকাশেন ঈষদসমাপ্তম্ আকাশকল্পম্ আকাশতুল্যমিত্যেতৎ। তেন আকাশকল্পেন জ্ঞানেন। কিং? ধর্ম্মানাত্মনঃ। কিং বিশিষ্টান্? গগনোপমান্ গগনমুপমা যেষাং তে গগনোপমাঃ, তানাত্মনো ধর্ম্মান্। জ্ঞানস্যৈব পুনর্বিশেষণম্—জ্ঞেয়ৈর্ধর্ম্মৈঃ আত্মভিঃ অভিন্নম্ অগ্ন্যুষ্ণবৎ সবিতৃপ্রকাশবচ্চ যৎ জ্ঞানং, তেন জ্ঞেয়াভিন্নেন জ্ঞানেন আকাশকল্পেন জ্ঞেয়াত্মস্বরূপাব্যতিরিক্তেন গগনোপমান্ ধর্ম্মান্ যঃ সম্বুদ্ধঃ সম্বুদ্ধবান্ নিত্যমেব ঈশ্বরো যো নারায়ণাখ্যঃ, তং বন্দে অভিবাদয়ে, দ্বিপদাং বরং দ্বিপদোপলক্ষিতানাং পুরুষাণাং বরং প্রধানং পুরুষোত্তমম্ ইত্যভিপ্রায়ঃ। উপদেষ্টৃনমস্কারমুখেন জ্ঞান-জ্ঞেয়-জ্ঞাতৃভেদরহিতং পরমার্থ-তত্ত্বদর্শনমিহ প্রকরণে প্রতিপিপাদয়িষিতং প্রতিপক্ষ-প্রতিষেধদ্বারেণ প্রতিজ্ঞাতং ভবতি॥ ১১৬॥ ১॥

ভাষ্যানুবাদ ঃ—পূর্ব্বোক্ত তিন প্রকরণের সহিত এই চতুর্থ প্রকরণের সম্বন্ধ নির্ণয়ের জন্য পূর্ব্বোক্ত প্রকরণত্রয়ে যাহা কথিত হইয়াছে তাহা ক্রমানুসারে প্রদর্শিত হইতেছে—আগম প্রকরণে ওঁঙ্কারস্বরূপ-নির্ণয় দ্বারা প্রতিজ্ঞাত অদ্বৈত-তত্ত্ব বৈতথ্য-প্রকরণে বিবিধ বাহ্য বিষয়সমূহের মিথ্যাত্ব প্রতিপাদন দ্বারা প্রমাণিত এবং পুনরায় তৃতীয় অদ্বৈত প্রকরণে শাস্ত্র ও যুক্তি দ্বারা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে উহা নির্দ্ধারিত করিয়া অবশেষে "এই অদ্বৈতই সর্ব্বোত্তম সত্য" এই বলিয়া উপসংহার করা হইয়াছে। ভেদদর্শী দ্বৈতবাদী এবং নৈরাত্মবাদী বৌদ্ধগণ বেদ-প্রতিপাদিত এই অদ্বৈত-তত্ত্বের প্রতিপক্ষ অর্থাৎ বিরোধী। তাহাদের মধ্যে পরস্পর বিরোধহেতু তাহাদের দর্শন রাগদ্বেষাদি ক্লেশ দ্বারা দূষিত; এইহেতু তাহাদের দর্শনের মিথ্যাত্ব সূচিত হইয়াছে। দ্বৈতবাদী ও বৌদ্ধদিগের দর্শনের মিথ্যাত্ব ও অসারতা প্রদর্শন

দ্বারা ক্লেশাদি দোষরহিত অদ্বৈত দর্শনই যে সম্যক্ দর্শন তাহা প্রতিপাদন করিয়া অদ্বৈত দর্শনের প্রশংসা করা হইয়াছে। প্রতিপক্ষদিগের দর্শন-সমূহ পরস্পর পরস্পরের বিরোধী হওয়ায় উহারা যথার্থ দর্শন নহে, উহা অসম্যক্ দর্শন। এই প্রকরণে সেই প্রতিপক্ষদিগের দর্শনসমূহ পরস্পর বিরুদ্ধ, তাহাদের অযথার্থতা বিস্তারপূর্ব্বক প্রদর্শন করিয়া ব্যতিরেক অনুমান দ্বারা তাহাদের প্রতিষেধপূর্ব্বক অদ্বৈত সিদ্ধির উপসংহার করা কর্ত্তব্য বলিয়া অলাতশান্তি নামক এই চতুর্থ প্রকরণ আরব্ধ হইতেছে। অদ্বৈত দর্শনের সম্প্রদায় প্রবর্ত্তকের পক্ষে অদ্বৈতস্বরূপেই নমস্কার করা কর্ত্তব্য বলিয়া সেই অদ্বৈত-তত্ত্বের উপদেশের জন্যই প্রথম শ্লোক রচিত হইয়াছে। শাস্ত্রারম্ভে আচার্য্যের পূজা নির্বিঘ্নে গ্রন্থ সমাপ্তির দ্যোতক।

'এতৎ' এই অদ্বৈত-তত্ত্ব 'আকাশকল্প' অর্থাৎ আকাশের সহিত অদ্বৈত-তত্ত্বের উপমা দিলে সেই উপমা ঈষৎ অসমাপ্ত থাকিয়া যায়, কারণ আকাশ জড় আর এই অদ্বৈত স্বপ্রকাশ চৈতন্যস্বরূপ; আকাশ কার্য্যপদার্থ, কিন্তু এই অদ্বৈত স্বপ্রকাশ চৈতন্যস্বরূপ পরমার্থ সত্যবস্তু কার্য্য-কারণবর্জ্জিত; তবে আকাশ সর্ব্বব্যাপী; সেইহেতু আকাশের সহিত অদ্বৈত-তত্ত্বের উপমা দেওয়া হইয়াছে; কারণ এই অদ্বৈত-তত্ত্ব আকাশের ন্যায় বিভু, সর্ব্বব্যাপী, অতএব আকাশকল্প অর্থাৎ আকাশের তুল্য। সেই আকাশকল্প জ্ঞান দ্বারা—কি? ধর্ম্মান্ উপাধিকল্পিত বহু আত্মাকে (জীবাত্মাকে), সেই আত্মাসমূহ কি প্রকার? গগনোপম, অর্থাৎ আকাশ হইয়াছে উপমা যাহাদের তাহারা গগনোপম, সেই আকাশসদৃশ আত্মাসমূহকে। পুনরায় আকাশতুল্য জ্ঞানেরই বিশেষণ কথিত হইতেছে—জ্ঞেয়াভিন্ন অর্থাৎ জ্ঞেয় বা আত্মাসমূহের সহিত অভিন্ন, অগ্নির উষ্ণতার ন্যায় এবং সূর্য্যের স্বপ্রকাশের ন্যায় যে জ্ঞান আত্মাসমূহের সহিত অভিন্ন সেই আত্মৈকত্ব জ্ঞান দ্বারা অর্থাৎ জ্ঞেয় আত্মস্বরূপ হইতে অপৃথকভূত, আকাশতুল্য জ্ঞান দ্বারা যে নারায়ণাখ্য ঈশ্বর ধর্ম্মসমূহকে অর্থাৎ উপাধিকল্পিত আত্মাসমূহের চিদ্‌রূপত্ব, একত্ব সম্যক্-

রূপে অবগত আছেন সেই নারায়ণকে আমি বন্দনা করি, অর্থাৎ অভিবাদন করি। তিনি দ্বিপদাংবর অর্থাৎ 'দ্বিপদ' দ্বারা উপলক্ষিত পুরুষগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম বা প্রধান; তিনি পুরুষোত্তম ইহাই অভিপ্রায়। উপদেষ্টা গুরু নারায়ণের নমস্কার দ্বারা এই প্রকরণে জ্ঞাতৃ-জ্ঞান-জ্ঞেয় এই ত্রিপুটি ভেদ রহিত পরমার্থ তত্ত্বজ্ঞান প্রতিপক্ষ নিষেধপূর্ব্বক প্রতিপাদন করাই যে উদ্দেশ্য তাহাই প্রতিজ্ঞাত হইল॥ ১১৬॥ ১॥

অস্পর্শযোগো বৈ নাম সর্ব্বসত্ত্বসুখো হিতঃ।
অবিবাদোঽবিরুদ্ধশ্চ দেশিতস্তং নমাম্যহম্॥ ১১৭॥ ২॥

অন্বয়ঃ—অস্পর্শযোগঃ (অজ্ঞান ও তৎকার্য্যের সহিত সম্বন্ধ-লেশরহিত যোগ) বৈ (নিশ্চয়) নাম (সর্ব্বশাস্ত্রপ্রসিদ্ধ) সর্ব্বসত্ত্বসুখঃ (সমস্ত প্রাণীর সুখাবহ) হিতঃ (কল্যাণপ্রদ) অবিবাদঃ (নির্ব্বিবাদ পক্ষ, প্রতিপক্ষশূন্য) অবিরুদ্ধঃ (অবিরোধী) দেশিতঃ (উপদিষ্ট) তং (সেই যোগকে) অহম্ নমামি (আমি নমস্কার করি)॥ ১১৭॥ ২॥

অনুবাদঃ—অজ্ঞান ও তৎকার্য্যের সহিত সম্বন্ধলেশশূন্য, অদ্বৈত দর্শন নামক যে প্রসিদ্ধ অস্পর্শযোগ সর্ব্বপ্রাণীর সুখ ও পরম কল্যাণস্বরূপ, যে যোগ নির্ব্বিবাদ অর্থাৎ পক্ষ-প্রতিপক্ষরহিত এবং অবিরোধী, যাহা যোগশাস্ত্রে উপদিষ্ট হইয়াছে আমি সেই যোগকে নমস্কার করি॥ ১১৭॥ ২॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্ঃ—অধুনা অদ্বৈতদর্শনযোগস্য নমস্কারঃ তৎস্তুতয়ে; স্পর্শনং স্পর্শঃ সম্বন্ধো ন বিদ্যতে যস্য যোগস্য কেনচিৎ কদাচিদপি, সোঽস্পর্শযোগো ব্রহ্মস্বভাব এব, বৈ নামেতি ব্রহ্মবিদাম্ অস্পর্শযোগ ইত্যেবং প্রসিদ্ধ ইত্যর্থঃ। স চ সর্ব্বসত্ত্বসুখো ভবতি। কশ্চিৎ অত্যন্তসুখসাধনবিশিষ্টোঽপি দুঃখরূপঃ, যথা তপঃ, অয়ন্তু ন তথা, কিন্তর্হি? সর্ব্বসত্ত্বানাং সুখঃ। তথেহ ভবতি কশ্চিদ্ বিষয়োপভোগঃ সুখঃ, ন হিতঃ, অয়ন্তু সুখো হিতশ্চ, নিত্যম্ অপ্রচলিত-স্বভাবত্বাৎ। কিঞ্চ, অবিবাদঃ বিরুদ্ধবদনং বিবাদঃ পক্ষ-প্রতিপক্ষ-পরিগ্রহেণ

যস্মিন্ ন বিদ্যতে, সোঽবিবাদঃ। কস্মাৎ? যতঃ অবিরুদ্ধশ্চ, য ঈদৃশো যোগো দেশিত উপদিষ্টঃ শাস্ত্রেণ, তং নমাম্যহং প্রণমামী ত্যর্থঃ ॥ ১১৭ ॥ ২ ॥

ভাষ্যানুবাদ ঃ—এক্ষণে 'অদ্বৈত দর্শন' নামক যোগের প্রশংসার জন্য এই শ্লোক দ্বারা নমস্কার করিতেছেন; স্পর্শ অর্থ স্পর্শন, সম্বন্ধ; যে যোগের কাহারও সহিত কখনও কোন সম্বন্ধ নাই, তাহাই 'অস্পর্শ যোগ' উহা ব্রহ্ম-স্বরূপই, 'বৈ ও নাম' এই শব্দদ্বয়ের অর্থ হইতেছে পূর্ব্বোক্ত অস্পর্শযোগ ব্রহ্মবিদগণের নিকট প্রসিদ্ধ। সেই অস্পর্শযোগ সর্ব্বপ্রাণীর সুখস্বরূপ; কোন কোন বিষয় অতিশয় সুখসাধনবিশিষ্ট হইলেও দুঃখরূপ, যেমন তপস্যা, কিন্তু এই অস্পর্শযোগ সেরূপ নয়। ইহা তাহা হইলে কিরূপ? এই অস্পর্শযোগ সর্ব্বপ্রাণীর সুখস্বরূপ। সেইরূপ এই জগতে দেখা যায় কোন কোন বিষয়োপভোগ সুখকর হইলেও তাহা হিতকর নহে, কিন্তু এই অস্পর্শ-যোগ সুখস্বরূপ এবং মঙ্গলস্বরূপ এবং নির্ব্বিকার স্বভাবহেতু ইহা নিত্য অর্থাৎ ইহার স্বরূপের কখনও প্রচ্যুতি হয় না। আরও এই অদ্বৈতদর্শন-রূপ অস্পর্শযোগ অবিবাদ, বিরুদ্ধকথন বিবাদ, পক্ষ ও প্রতিপক্ষ গ্রহণ-পূর্ব্বক যাহাতে কোন নাই তাহাই অবিবাদ; কেন? যেহেতু এই অস্পর্শযোগ অবিরুদ্ধ। এইরূপ যে যোগশাস্ত্র উপদিষ্ট হইয়াছে সেই যোগকে আমি প্রণাম করি ॥ ১১৭ ॥ ২ ॥

ভূতস্য জাতিমিচ্ছন্তি বাদিনঃ কেচিদেব হি।
অভূতস্যাপরে ধীরা বিবদন্তঃ পরস্পরম্ ॥ ১১৮ ॥ ৩ ॥

অন্বয় ঃ—পরস্পরং বিবদন্তঃ (পরস্পর পরস্পরকে জয় করিতে ইচ্ছুক বিবাদকারী) কেচিৎ বাদিনঃ এব হি (কোন কোন দ্বৈতবাদিগণ) ভূতস্য (বিদ্যমান বস্তুর) জাতিং (উৎপত্তি) ইচ্ছন্তি (ইচ্ছা করেন) ধীরা (বুদ্ধিমান) অপরে (অপরদ্বৈতদর্শী) অভূতস্য (অসৎপদার্থের) ॥ ১১৮ ॥ ৩ ॥

অনুবাদ ঃ—জয় করিতে ইচ্ছুক, পরস্পর বিবাদকারী কোন কোন দ্বৈত-

বাদিগণ সৎবস্তুর উৎপত্তি ইচ্ছা করেন, আবার নিজেকে বুদ্ধিমান বলিয়া অভিমানী কোন কোন দ্বৈতদর্শীগণ অসৎপদার্থের উৎপত্তি ইচ্ছা করিয়া থাকেন ॥ ১১৮ ॥ ৩ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্ঃ—কথং দ্বৈতিনঃ পরস্পরং বিরুধ্যন্তে, ইতি উচ্যতে—ভূতস্য বিদ্যমানস্য বস্তুনো জাতিম্ উৎপত্তিম্ ইচ্ছন্তি বাদিনঃ কেচিদেব হি সাঙ্খ্যাঃ; ন সর্ব্ব এব দ্বৈতিনঃ। যস্মাৎ অভূতস্য অবিদ্যমানস্য অপরে বৈশেষিকা নৈয়ায়িকাশ্চ ধীরা ধীমন্তঃ প্রাজ্ঞাভিমানিন ইত্যর্থঃ, বিবদন্তঃ বিরুদ্ধং বদন্তো হি অন্যোন্যম্ ইচ্ছন্তি জেতুম্ ইত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ১১৮ ॥ ৩ ॥

ভাষ্যানুবাদঃ—কি প্রকারে দ্বৈতবাদিগণ পরস্পর বিবাদ করিয়া থাকেন? তাহা কথিত হইতেছে—কোন কোন দ্বৈতবাদিগণ অর্থাৎ যাঁহারা সাঙ্খ্যমতাবলম্বী তাঁহারা বিদ্যমান সৎবস্তুর উৎপত্তি স্বীকার করেন, সব দ্বৈত-বাদিগণ এরূপ স্বীকার করেন না। যেহেতু অপর বৈশেষিক এবং নৈয়ায়িক-গণ যাঁহারা নিজেকে প্রাজ্ঞ বলিয়া অভিমান করেন তাঁহারা অভূত অর্থাৎ অবিদ্যমান অসৎপদার্থের উৎপত্তি অঙ্গীকার করেন। অভিপ্রায় এই যে পরস্পর পরস্পরকে জয়লাভ করিতে ইচ্ছুক হইয়া বিরুদ্ধ মত পোষণপূর্ব্বক বিরুদ্ধ ভাষণে তৎপর হইয়া থাকেন ॥ ১১৮ ॥ ৩ ॥

ভূতং ন জায়তে কিঞ্চিদভূতং নৈব জায়তে।
বিবদন্তোঽদ্বয়া হ্যেবমজাতিং খ্যাপয়ন্তি তে ॥ ১১৯ ॥ ৪ ॥

অন্বয়ঃ—ভূতং (বিদ্যমান সৎপদার্থ) কিঞ্চিৎ (কিছুই) ন জায়তে (উৎপন্ন হয় না) অভূতং নৈব জায়তে (অবিদ্যমান অসৎ পদার্থও জন্মে না) তে দ্বয়া (সেই দ্বৈতবাদিগণ) এবং (এইরূপে) বিবদন্তঃ (বিবাদ করিয়া) অজাতিং (অনুৎপত্তি) হি (নিশ্চয়ই) খ্যাপয়ন্তি (প্রকাশ করিয়া থাকেন) ॥ ১১৯ ॥ ৪ ॥

অনুবাদঃ—বিদ্যমান সৎপদার্থ কিছুই জন্মায় না, অবিদ্যমান অসৎ-

পদার্থও উৎপন্ন হয় না। সেই দ্বৈতবাদী সাঙ্খ্য এবং নৈয়ায়িক ও বৈশেষিক-গণ এইরূপে পরস্পর বিবাদ করিয়া নিশ্চয়ই অনুৎপত্তিই ঘোষণা করিয়া থাকেন ॥ ১১৯ ॥ ৪ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্ ঃ—তৈরেবং বিরুদ্ধবদনেন অন্যোন্যপক্ষপ্রতিষেধং কুর্ব্বদ্ভিঃ কিং খ্যাপিতং ভবতীতি উচ্যতে—ভূতং বিদ্যমানং বস্তু ন জায়তে কিঞ্চিদ্‌বিদ্য-মানত্বাৎ এব, আত্মবৎ; ইত্যেবং বদন্ অসদ্‌বাদী সাঙ্খ্যপক্ষং প্রতিষেধতি সজ্জন্ম। তথা অভূতম্ অবিদ্যমানম্ অবিদ্যমানত্বাৎ ন এব জায়তে, শশবিষাণবৎ; ইত্যেবং বদন্ সাঙ্খ্যোঽপি অসদ্‌বাদিপক্ষম্ অসজ্জন্ম প্রতি-ষেধতি। বিবদন্তো বিরুদ্ধং বদন্তঃ অদ্বয়া অদ্বৈতিনোঽপ্যেতে অন্যোন্যস্য পক্ষৌ সদসতোর্জ্জন্মনা প্রতিষেধন্তঃ অজাতিম্ অনুৎপত্তিম্ অর্থাৎ খ্যাপয়ন্তি প্রকাশয়ন্তি তে ॥ ১১৯ ॥ ৪ ॥

ভাষ্যানুবাদ ঃ—সেই দ্বৈতবাদী সাংখ্য এবং নৈয়ায়িক ও বৈশেষিকগণ পরস্পর পরস্পরের পক্ষ খণ্ডন পূর্ব্বক বিবাদ করায় কি প্রকার সিদ্ধান্ত স্থিরীকৃত হয়? তাহা কথিত হইতেছে—আত্মা যেরূপ নিত্য সৎবস্তু বলিয়া উৎপন্ন হয় না সেই বিদ্যমান কোন সদ্‌বস্তুই বিদ্যমান থাকা হেতু উৎপন্ন হয় না, যেমন আত্মা। এইরূপ যুক্তি প্রদর্শন পূর্ব্বক অসদ্‌বাদী নৈয়ায়িকগণ সাংখ্য মতবাদ খণ্ডন করেন" অর্থাৎ সৎবস্তুর জন্ম প্রতিষেধ করিয়া থাকেন। সেইরূপ শশশৃঙ্গের ন্যায় অসৎ কোন অবিদ্যমান বস্তুই অবিদ্যমান থাকা হেতু উৎপন্ন হয় না; এইরূপ যুক্তি উত্থাপন পূর্ব্বক সাংখ্য ও অসদ্‌বাদী নৈয়ায়িকের পক্ষ অর্থাৎ অসতের উৎপত্তি এই মতবাদ খণ্ডন করেন। এইরূপে পরস্পর বিবাদকারী সেই দ্বৈতবাদিগণ পরস্পরের পক্ষ অর্থাৎ সৎ ও অসতের উৎপত্তিরূপ মতবাদ প্রতিষেধ করায় প্রকৃত-পক্ষে অজাতি বা অনুৎপত্তিই প্রকাশ করিয়া থাকেন ॥ ১১৯ ॥ ৪ ॥

খ্যাপ্যমানামজাতিং তৈরনুমোদামহে বয়ম্।
বিবদামো ন তৈঃ সার্দ্ধমবিবাদং নিবোধত ॥ ১২০ ॥ ৫ ॥

অন্বয় ঃ—তৈঃ (সেই দ্বৈতবাদিগণ কর্ত্তৃক) খ্যাপ্যমানাম্ (প্রকাশিত) অজাতিং (অনুৎপত্তি) বয়ম্ অনুমোদামহে (আমরা অনুমোদন করি) তৈঃ সার্দ্ধম্ (তাহাদের সহিত) ন বিবদামঃ (আমরা বিবাদ করি না) অবিবাদং (বিবাদরহিত) নিবোধত (নিশ্চিতরূপে অবগত হও) ॥ ১২০ ॥ ৫ ॥

অনুবাদ ঃ—সেই দ্বৈতবাদিগণ কর্ত্তৃক প্রকাশিত অনুৎপত্তিবাদ আমরা অনুমোদন করি। পক্ষ-প্রতিপক্ষ অবলম্বন পূর্ব্বক তাহাদের সহিত বিবাদ করিতে আমরা প্রবৃত্ত হই না। হে শিষ্যগণ, এই পরমার্থ সত্য অদ্বৈতদর্শন নির্ব্বিবাদ বলিয়া তোমরা নিশ্চিতরূপে অবগত হও ॥ ১২০ ॥ ৫ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্ ঃ—তৈঃ এবং খ্যাপ্যমানাম্ অজাতিম্ 'এবমস্তু' ইতি অনুমোদামহে কেবলং, ন তৈঃ সার্দ্ধং বিবদামঃ পক্ষ-প্রতিপক্ষগ্রহণেন, যথা তে অন্যোন্যম্ ইত্যভিপ্রায়ঃ। অতস্তম্ অবিবাদং বিবাদরহিতং পরমার্থদর্শনম্ অনুজ্ঞাতম্ অস্মাভিঃ নিবোধত, হে শিষ্যাঃ ॥ ১২০ ॥ ৫ ॥

ভাষ্যানুবাদ ঃ—সেই দ্বৈতবাদিগণ কর্ত্তৃক প্রকাশিত অজাতি বা অনুৎপত্তিবাদকে "ইহা এই প্রকারেই হউক" এই বলিয়া আমরা কেবল অনুমোদন করি; তাহাদের সহিত পক্ষ-প্রতিপক্ষ গ্রহণ পূর্ব্বক বিবাদ করি না; অভিপ্রায় এই যে তাহারা যেরূপ পক্ষ-প্রতিপক্ষ অবলম্বন পূর্ব্বক পরস্পর বিবাদ করে আমরা তাহাদের সহিত সেইরূপ বিবাদ করি না। এইহেতু হে শিষ্যগণ, আমাদিগের অনুমোদিত বিবাদরহিত, পরমার্থতত্ত্ব সেই অদ্বৈতদর্শন নিশ্চিতরূপে অবগত হও ॥ ১২০ ॥ ৫ ॥

অজাতস্যৈব ধর্ম্মস্য জাতিমিচ্ছন্তি বাদিনঃ।
অজাতো হ্যমৃতো ধর্ম্মো মর্ত্ত্যতাং কথমেষ্যতি ॥ ১২১ ॥ ৬ ॥

অন্বয় ঃ—বাদিনঃ (সৎ ও অসৎবাদিগণ) অজাতস্য (উৎপত্তিরহিত) ধর্ম্মস্য এব (পদার্থেরই) জাতিং (উৎপত্তি) ইচ্ছন্তি (ইচ্ছা করেন) অজাতঃ

(উৎপত্তিহীন) অমৃতঃ (বিনাশরহিত) হি (নিশ্চয়) ধর্ম্মঃ (পদার্থ) কথং (কি প্রকারে) মর্ত্ত্যতাং (মরণশীলতা) এষ্যতি (প্রাপ্ত হইবে ॥ ১২১ ॥ ৬ ॥

অনুবাদ ঃ—সৎ ও অসৎবাদিগণ উৎপত্তিরহিত পদার্থেরই উৎপত্তি স্বীকার করেন। যে পদার্থ উৎপত্তি ও বিনাশহীন সেই স্বভাবতঃ অমৃত-স্বরূপ পদার্থ কি প্রকারে মরণশীলতা প্রাপ্ত হইবে? ॥ ১২১ ॥ ৬ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্ ঃ—সদসদ্বাদিনঃ সর্ব্বে। অয়ন্তু পুরস্তাৎ কৃতভাষ্যঃ শ্লোকঃ ॥ ১২১ ॥ ৬ ॥

ভাষ্যানুবাদ ঃ—জন্মরহিত পদার্থের জন্ম সৎবাদী এবং অসৎবাদী সকলেই স্বীকার করেন। এই শ্লোকের অবশিষ্ট অংশ পূর্ব্বেই বাখ্যাত হইয়াছে ॥ ১২১ ॥ ৬ ॥

> ন ভবত্যমৃতং মর্ত্ত্যং ন মর্ত্ত্যমমৃতং তথা।
> প্রকৃতেরন্যথাভাবো ন কথঞ্চিদ্ভবিষ্যতি ॥ ১২২ ॥ ৭ ॥
> স্বভাবেনামৃতো যস্য ধর্ম্মো গচ্ছতি মর্ত্ত্যতাম্।
> কৃতকেনামৃতস্তস্য কথং স্থাস্যতি নিশ্চলঃ ॥ ১২৩ ॥ ৮ ॥

অন্বয় ঃ—মর্ত্ত্যং (মরণশীল পদার্থ) অমৃতং (অমৃতস্বরূপ) ন ভবতি (হয় না) তথা (সেইরূপ) অমৃতং (বিনাশরহিত পদার্থ) মর্ত্ত্যং ন (মরণশীল হয় না) প্রকৃতেঃ (স্বভাবের) অন্যথাভাবঃ (স্বভাবের বিপর্য্যয়) কথঞ্চিৎ (কোন প্রকারেই) ন ভবিষ্যতি (হইবে না) ॥ ১২২ ॥ ৭ ॥

যস্য (যাঁহার মতে) স্বভাবেন (স্বভাবতঃ) অমৃতঃ ধর্ম্মঃ (অমরণশীল বস্তু) মর্ত্ত্যতাং (মরণশীলতা) গচ্ছতি (প্রাপ্ত হয়) তস্য (তাঁহার মতে) কৃতকেন (ক্রিয়াদ্বারা লব্ধ) অমৃতঃ (অমৃতত্বরূপ মোক্ষ) কথং (কি প্রকারে) নিশ্চলঃ (স্থির, নিত্য হইয়া) স্থাস্যতি (থাকিবে) ? ॥ ১২২ ॥ ৮ ॥

অনুবাদ ঃ—মরণশীল পদার্থ অবিনাশী হয় না, সেইরূপ বিনাশরহিত

পদার্থ মরণশীল হয় না; স্বভাবের বিপরীত ভাব কোন প্রকারেই হয় না॥ ১২২॥ ৭॥

যাঁহার মতে স্বভাবতঃ অমরণশীল বস্তু মরণশীলতা প্রাপ্ত হয়, তাঁহার মতে ক্রিয়াদ্বারা লব্ধ অমৃতত্বরূপ মোক্ষ কি প্রকারে অবিকৃত, নিত্য হইয়া থাকিতে পারে? ॥ ১২৩॥ ৮॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্ঃ—উক্তার্থানাং শ্লোকানাম্ ইহোপন্যাসঃ পরবাদিপক্ষাণাম্ অন্যোন্যবিরোধ-খ্যাপিতানুমোদন-প্রদর্শনার্থঃ॥ ১২২-২৩॥ ৭-৮॥

ভাষ্যানুবাদঃ—অদ্বৈতদর্শনের প্রতিপক্ষ দ্বৈতবাদিগণের পরস্পর বিরোধদ্বারা প্রকাশিত অজাতি বা অনুৎপত্তিবাদের অনুমোদন প্রদর্শনার্থ এইস্থলে পূর্ব্বে যে শ্লোকসমূহের অর্থ উক্ত হইয়াছে সেই শ্লোকসমূহেরই উপন্যাস করা হইয়াছে॥ ১২২-১২৩॥ ৭-৮॥

সাংসিদ্ধিকী স্বাভাবিকী সহজা অকৃতা চ যা।
প্রকৃতিঃ সেতি বিজ্ঞেয়া স্বভাবং ন জহাতি যা॥ ১২৪॥ ৯॥

অন্বয়ঃ—যা সাংসিদ্ধিকী (যাহা সম্যক্ যোগানুষ্ঠানদ্বারা প্রাপ্ত অনিমাদি-সিদ্ধি) স্বাভাবিকী (যাহা বস্তুর স্বভাবসিদ্ধ যেমন অগ্নির উষ্ণতা) সহজা (যাহা জন্মের সহিত উৎপন্ন যেমন পক্ষীর আকাশ গমন) অকৃতা (যাহা কাহারও দ্বারা কৃত হয় না, যেমন জলের নিম্নদেশে গমন) যা (অন্য যাহা) স্বভাবং (স্বীয় স্বরূপ) ন জহাতি (পরিত্যাগ করে না) সা (তাহাই) প্রকৃতিঃ ইতি বিজ্ঞেয়া (প্রকৃতি বলিয়া জানিবে)॥ ১২৪॥ ৯॥

অনুবাদঃ—যাহা অঙ্গের সহিত যোগের সম্যক্ অনুষ্ঠান দ্বারা লব্ধ "সাংসিদ্ধিকী" সিদ্ধি অগ্নির উষ্ণতার ন্যায় যাহা বস্তুর স্বভাবসিদ্ধ "স্বাভাবিকী" পক্ষীর আকাশ গমনের ন্যায় যাহা জন্মের সহিত উৎপন্ন "সহজা" জলের নিম্নাভিমুখে গমনের ন্যায় যাহা কাহারও কৃত নয় সেই

"অকৃতা" এবং যাহা স্বীয় স্বরূপ পরিত্যাগ করে না তাহাই প্রকৃতি বলিয়া জানিবে ।। ১২৪ ।। ৯ ।।

শাঙ্কর-ভাষ্যম্ঃ—যস্মাল্লৌকিক্যপি প্রকৃতির্ন বিপর্য্যেতি, কা অসাবিত্যাহ— সম্যক্‌সিদ্ধিঃ সংসিদ্ধিঃ, তত্র ভবা সাংসিদ্ধিকী ; যথা যোগিনাং সিদ্ধানামণিমাদ্যৈশ্বর্য্য-প্রাপ্তিঃ প্রকৃতিঃ, সা ভূতভবিষ্যৎকালয়োরপি যোগিনাং ন বিপর্য্যেতি, তথৈব সা। তথা, স্বাভাবিকী দ্রব্য-স্বভাবতঃ এব সিদ্ধা ; যথা অগ্ন্যাদীনামুষ্ণপ্রকাশাদিলক্ষণা ; সাপি ন কালান্তরে ব্যভিচরতি দেশান্তরে চ ; তথা সহজা আত্মনা সহৈব জাতা ; যথা পক্ষ্যাদিনামাকাশগমনলক্ষণা। অন্যাপি যা কাচিদকৃতা কেনচিন্ন কৃতা, যথা অপাং নিম্নদেশগমনাদিলক্ষণা। অন্যাপি যা কাচিৎ স্বভাবং ন জহাতি, সা সর্ব্বা প্রকৃতিরিতি বিজ্ঞেয়া। লোকে মিথ্যা-কল্পিতেষু লৌকিকেষ্বপি বস্তুষু প্রকৃতির্নান্যথা ভবতি, কিমুত অজস্বভাবেষু পরমার্থবস্তুষ্বমৃতত্বলক্ষণা প্রকৃতির্নান্যথা ভবতীত্যভিপ্রায়ঃ।। ১২৪ ।। ৯ ।।

ভাষ্যানুবাদঃ—পূর্ব্বে বলা হইয়াছে প্রকৃতির অন্যথাভাব হয় না ; এক্ষণে সেই প্রকৃতির অর্থ কি তাহাই কথিত হইতেছে—যেহেতু লৌকিক প্রকৃতিই বিপরীতভাব অর্থাৎ অন্যথাভাব প্রাপ্ত হয় না সেইহেতু পরমার্থ সৎবস্তু, স্বভাবতঃ উৎপত্তি-বিনাশহীন আত্মা যে তাহার অমৃতত্বস্বরূপ কখন পরিত্যাগ করে না সে বিষয়ে আর বলিবার কি আছে ? সেই লৌকিক প্রকৃতি কি তাহা বলিতেছেন—সম্যক্‌সিদ্ধি হইতেছে সংসিদ্ধি, সেই সংসিদ্ধি হইতে যাহা উৎপন্ন, তাহা সাংসিদ্ধিকী, যেমন সিদ্ধ যোগিগণের অণিমাদি ঐশ্বর্য্যপ্রাপ্তি, উহা তাঁহাদের প্রকৃতি, যোগিগণের সেই প্রকৃতি ভূত-ভবিষ্যৎকালেও অন্যথাভাব প্রাপ্ত হয় না, উহা সেইরূপই থাকে। সেইরূপ স্বাভাবিকী অর্থাৎ যাহা দ্রব্যের স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম, যেমন অগ্নির উষ্ণতা ও প্রকাশ প্রভৃতিরূপ, সেই প্রকাশ ও উষ্ণতা কালান্তরে এবং দেশান্তরে অন্যথাভাব প্রাপ্ত হয় না ; সেইরূপ সহজা অর্থাৎ নিজের সহিতই যাহা জন্মের সঙ্গেই উৎপন্ন হয়, যেমন পক্ষী প্রভৃতির আকাশাদি গমনরূপ ;

আরও অকৃতা অর্থাৎ যাহা কাহারও দ্বারা কৃত হয় নাই যেমন জল-সমূহের নিম্নদেশ অভিমুখে গমন। অপর যাহা কিছু স্বীয় স্বভাব পরিত্যাগ করে না। সেই সমস্তই লৌকিক প্রকৃতি বলিয়া জ্ঞাতব্যা। জগতে মিথ্যা-কল্পিত; লৌকিক বস্তুসমূহের প্রকৃতিই যখন অন্যথাভাব প্রাপ্ত হয় না, তখন স্বভাবতঃ উৎপত্তিহীন, পরমার্থ সত্যবস্তুর অমৃতত্বরূপ স্বভাব বা প্রকৃতির যে কখন অন্যথাভাব হয় না সে বিষয়ে আর বলিবার কি আছে? ইহাই এই শ্লোকের অভিপ্রায় ॥ ১২৪ ॥ ৯ ॥

জরা-মরণনির্ম্মুক্তাঃ সর্ব্বে ধর্ম্মাঃ স্বভাবতঃ।
জরা-মরণমিচ্ছন্তশ্চ্যবন্তে তন্মনীষয়া ॥ ১২৫ ॥ ১০ ॥

অন্বয়ঃ—সর্ব্বে ধর্ম্মাঃ (সমস্ত আত্মা) স্বভাবতঃ (স্বরূপতঃ) জরামরণ-নির্ম্মুক্তাঃ (জরা-মরণরহিত) জরামরণম্ (জরা এবং মৃত্যু) ইচ্ছন্তঃ (কামনা করিয়া) তন্মনীষয়া (সেই জরামরণ-ভাবনা হেতু) চ্যবন্তে (স্বরূপ হইতে ভ্রষ্ট হয়) ॥ ১২৫ ॥ ১০ ॥

অনুবাদঃ—উপাধিকল্পিত আত্মাসমূহ স্বরূপতঃ জরামরণরহিত; জরামরণ কামনা করিয়া সেই জরামরণ ভাবনা হেতু তাহারা স্বরূপ হইতে ভ্রষ্ট হয় ॥ ১২৫ ॥ ১০ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্ঃ—কিং বিষয়া পুনঃ সা প্রকৃতিঃ, যস্যা অন্যথাভাবো বাদিভিঃ কল্পতে? কল্পনায়াং বা কো দোষঃ? ইত্যাহ—জরামরণনির্ম্মুক্তাঃ জরামরণাদি-সর্ব্ববিক্রিয়াবর্জ্জিতা ইত্যর্থঃ। কে? সর্ব্বে ধর্ম্মাঃ; সর্ব্বে আত্মান ইত্যেতৎ, স্বভাবতঃ প্রকৃতিত এব। অত এবং স্বভাবাঃ সন্তো ধর্ম্মা-জরামরণ-মিচ্ছন্ত ইবেচ্ছন্তো রজ্জ্বামিব সর্পম্ আত্মনি কল্পয়ন্তশ্চ্যবন্তে স্বভাবতঃ চলন্তীত্যর্থঃ। তন্মনীষয়া জরামরণচিন্তয়া তদ্ভাবভাবিতত্ব-দোষেণ ইত্যর্থঃ ॥ ১২৫ ॥ ১০ ॥

ভাষ্যানুবাদঃ—বাদিগণ যে প্রকৃতির অন্যথাভাব কল্পনা করেন সেই প্রকৃতি কোন্ বিষয়া? অর্থাৎ সেই প্রকৃতি কোন্ বস্তুর? আর এইরূপ

কল্পনায় কি দোষ হয়? তাহা বলিতেছেন—"জরামরণনির্ম্মুক্তাঃ" অর্থ জরামরণাদি সমস্ত বিকাররহিত, কাহারা? "সর্ব্বেধর্ম্মাং" অর্থ সমস্ত আত্মা 'স্বভাবতঃ' অর্থ স্বীয় প্রকৃতি অনুসারেই স্বরূপতঃ। অতএব আত্মাসমূহ এইরূপ স্বভাব হইয়া জরামরণ ইচ্ছা করিয়া অর্থাৎ রজ্জুতে সর্পের ন্যায় নিজেতে যেন জরা-মরণাদি কল্পনা করিয়া সেই মনীষা বা ভাবনা দ্বারা স্বীয় স্বভাব হইতে চ্যুত হইয়া থাকেন অর্থাৎ সেই মনীষা দ্বারা, সেই জরামরণ চিন্তা দ্বারা সেইভাবে ভাবিত হওয়া রূপ দোষ দ্বারা নিজেকে জরামরণশীল বলিয়া কল্পনা করেন ॥ ১২৫ ॥ ১০ ॥

কারণং যস্য বৈ কার্য্যং কারণং তস্য জায়তে।

জায়মানং কথমজং ভিন্নং নিত্যং কথঞ্চ তৎ ॥ ১২৬ ॥ ১১ ॥

অন্বয় ঃ—যস্য (যাঁহার) কারণং বৈ কার্য্যং (কারণই কার্য্যরূপে পরিণত হয়) তস্য (তাঁহার) কারণং জায়তে (কারণ উৎপন্ন হয়) জায়মানং (উৎপদ্যমান কারণ) কথং (কি প্রকারে) অজং (জন্মরহিত হইতে পারে?) কথং (কি প্রকারে) তৎ (সেই কারণ) ভিন্নং (কার্য্যাকারে পরিণাম প্রাপ্ত) নিত্যং চ (এবং নিত্য) ॥ ১২৬ ॥ ১১ ॥

অনুবাদ ঃ—যে সাংখ্যবাদীর মতে ত্রিগুণাত্মক প্রধানই মহদাদি কার্য্যরূপে পরিণত হয় তাঁহার মতে উৎপদ্যমান কারণ প্রধান কি প্রকারে অজ অর্থাৎ জন্মরহিত হইতে পারে? কি প্রকারেই বা সেই কারণ-কার্য্যাকারে পরিণাম প্রাপ্ত হইয়াও নিত্য হইতে পারে? ॥ ১২৬ ॥ ১১ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্ ঃ—কথং সজ্জাতিবাদিভিঃ সাংখ্যৈঃ অনুপপন্নমুচ্যতে? ইত্যাহ বৈশেষিকঃ। কারণং মৃদ্‌বদুপাদানলক্ষণং, যস্য বাদিনো বৈ কার্য্যং কারণমেব কার্য্যাকারেণ পরিণমতে; তস্য বাদিন ইত্যর্থঃ। তস্য অজমেব সৎ প্রধানাদি কারণং মহদাদি-কার্য্যরূপেণ জায়ত ইত্যর্থঃ। মহদাদ্যাকারেণ চেৎ জায়মানং প্রধানং কথম্ অজমুচ্যতে তৈঃ, বিপ্রতিষিদ্ধঞ্চেদং জায়তে

অজশ্চেতি। নিত্যঞ্চ তৈরুচ্যতে। প্রধানং; ভিন্নং বিদীর্ণম্, স্ফুটতম্ একদেশেন সৎ কথং নিত্যং ভবেদিত্যর্থঃ। ন হি সাবয়বং ঘটাদি একদেশস্ফুটনধর্ম্মি নিত্যং দৃষ্টং লোক ইত্যর্থঃ। বিদীর্ণঞ্চ স্যাৎ একদেশে-নাজং নিত্যঞ্চেতি এতদ্ বিপ্রতিষিদ্ধং তৈরভিধীয়ত ইত্যভিপ্রায়ঃ॥ ১২৬ ॥ ১১ ॥

ভাষ্যানুবাদঃ—বৈশেষিক মতাবলম্বী সাংখ্যমত খণ্ডন করিতে প্রবৃত্ত **হইয়া বলিতেছেন**—যাঁহারা বিদ্যমান সৎবস্তুর উৎপত্তি স্বীকার করেন, **যাঁহাদের মতে** মৃত্তিকার ন্যায় উপাদান স্বরূপ কারণ বিকারী এবং কার্য্যাকারে **পরিণাম প্রাপ্ত হয়** সেই সাংখ্যমতাবলম্বিগণের উক্তি যুক্তিযুক্ত নহে। তাঁহার মতে বিদ্যমান উৎপত্তিহীন সৎ পদার্থ প্রধানরূপ কারণ মহদাদি কার্য্যরূপে উৎপন্ন হয়। মহত্তত্ত্বাদি আকারে উৎপদ্যমান প্রধানকে তাঁহারা কি প্রকারে অজ অর্থাৎ উৎপত্তিহীন বলেন? 'অজ' অর্থাৎ উৎপত্তিহীন পদার্থ উৎপন্ন হয় এরূপ উক্তি অসঙ্গত, কারণ ইহা পরস্পরবিরুদ্ধ। তাঁহারা প্রধানকে নিত্য বলিয়া স্বীকার করেন; সেই প্রধান যদি একস্থানে ভিন্ন অর্থাৎ বিদীর্ণ, স্ফুটিত হয় তাহা হইলে সেই প্রধান কি প্রকারে নিত্য হইতে পারে? অভিপ্রায় এই যে একাংশে ভগ্ন ঘটাদি সাবয়ব পদার্থ জগতে নিত্য বলিয়া দৃষ্ট হয় না, এক অংশে বিদীর্ণ অর্থাৎ ভগ্ন, স্ফুটিত বা বিকৃত হইবে আবার নিত্যও হইবে, তাঁহাদের এই উক্তি বিরুদ্ধ, অযৌক্তিক ॥ ১২৬ ॥ ১১ ॥

কারণাদ্ যদ্যনন্যত্বমতঃ কার্য্যমজং যদি।
জায়মানাদ্ধি বৈ কার্য্যাৎ কারণং তে কথং ধ্রুবম্ ॥১২৭ ॥১২

অন্বয়ঃ—যদি কারণাৎ (যদি কারণ হইতে) অনন্যত্বং (অভিন্নত্ব) অতঃ (এইহেতু) কার্য্যং অজং (কার্য্য উৎপত্তিরহিত) জায়মানাৎ হি (উৎপদ্য-মান) কার্য্যাৎ (কার্য্য হইতে) তে (তোমার মতে) কারণং (কারণ) কথং (কি প্রকারে) ধ্রুবং (নিত্য) ॥ ১২৭ ॥ ১২ ॥

অনুবাদ ঃ—তোমার মতে অজ প্রধান রূপ কারণ যদি মহদাদি কার্য্য হইতে অভিন্ন হয় তাহা হইলে কার্য্যও অজ অর্থাৎ উৎপত্তিহীন হইবে। কিন্তু কার্য্য নিশ্চয়ই উৎপন্ন হইতেছে এবং উৎপদ্যমান কার্য্য হইতে কারণ অভিন্ন হওয়ায় সেই কারণ কি প্রকারে ধ্রুব অর্থাৎ নিত্য হইতে পারে? ১২৭ ॥ ১২ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্ ঃ—উক্তস্যৈবার্থস্য স্পষ্টীকরণার্থমাহ—কারণাদজাৎ কার্য্যস্য যদি অনন্যত্বম্ ইষ্টং ত্বয়া, ততঃ কার্য্যমপ্যজমিতি প্রাপ্তম্। ইদঞ্চ অন্যদ্-বিপ্রতিষিদ্ধং কার্য্যমজঞ্চেতি তব। কিঞ্চান্যৎ, কার্য্যকারণয়োরণন্যত্বে জায়-মানাদ্ধি বৈ কার্য্যাৎ কারণমনন্যং নিত্যং ধ্রুবঞ্চ তে কথং ভবেৎ। ন হি কুক্কুট্যা একদেশঃ পচ্যতে, একদেশঃ প্রসবায় কল্প্যতে ॥ ১২৭ ॥ ১২ ॥

ভাষ্যানুবাদ ঃ—পূর্ব্বোক্ত বাক্যের অর্থ স্পষ্ট করিবার অভিপ্রায়ে বলিতেছেন—অজ অর্থাৎ উৎপত্তিরহিত কারণের সহিত কার্য্যের অভিন্নত্বই যদি তোমার অভিপ্রেত হয়, তাহা হইলে কার্য্য ও অজ অর্থাৎ উৎপত্তি-হীন হইবে। তোমার এই আর একটি বিরুদ্ধ উক্তি—কার্য্য ও কারণ এই উভয়ের অভিন্নত্ব হইলে নিশ্চয়ই উৎপদ্যমান কার্য্য অভিন্ন কারণ কি প্রকারে নিত্য হইবে? কুক্কুটীর এক অংশ পাক করিতেছে আর অন্য অংশ সন্তান প্রসবের জন্য রক্ষিত আছে, এইরূপ কখনই সম্ভব হয় না॥ ১২৭ ॥ ১২ ॥

অজাদ্বৈ জায়তে যস্য দৃষ্টান্তস্তস্য নাস্তি বৈ।
জাতাচ্চ জায়মানস্য ন ব্যবস্থা প্রসজ্যতে ॥ ১২৮ ॥ ১৩ ॥

অন্বয় ঃ—যস্য (যে সাংখ্যবাদীর মতে) অজাৎ বৈ (অজ অর্থাৎ উৎপত্তিহীন প্রধানরূপ কারণ হইতে) জায়তে (মহদাদি কারণ উৎপন্ন হয়) তস্য দৃষ্টান্তঃ বৈ নাস্তি (তাঁহার মতে দৃষ্টান্তই নাই) জাতাৎ চ (জাত

পদার্থ হইতে কার্য্য উৎপন্ন হয় স্বীকার করিলে) জায়মানস্য (উৎপদ্যমান কার্য্য পদার্থের) ব্যবস্থা ন প্রসজ্যতে (কোন ব্যবস্থা থাকে না)॥ ১২৮ ॥ ১৩ ॥

অনুবাদ ঃ—যে সাংখ্যবাদীর মতে অজ অর্থাৎ উৎপত্তিহীন প্রধান-রূপ কারণ হইতে মহদাদি কার্য্য উৎপন্ন হয়, তাঁহার মতে কোন দৃষ্টান্ত নাই এবং জাত পদার্থ হইতে কার্য্যের উৎপত্তি স্বীকার করিলে উৎপদ্যমান কার্য্য পদার্থের কোন ব্যবস্থাই হয় না অর্থাৎ অনবস্থা দোষ উপস্থিত হয়॥ ১২৮ ॥ ১৩ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্ ঃ—কিঞ্চ অন্যৎ, অজাৎ অনুৎপন্নাৎ বস্তুনো জায়তে যস্য বাদিনঃ কার্য্যম্, দৃষ্টান্তস্তস্য নাস্তি বৈ, দৃষ্টান্তাভাবে অর্থাৎ অজাৎ ন কিঞ্চিজ্জায়ত ইতি সিদ্ধন্তবতীত্যর্থঃ। যদা পুনর্জাতাৎ জায়মানস্য বস্তুনঃ অভ্যুপগমঃ, তদপি অন্যস্মাৎ জাতাৎ, তদপি অন্যস্মাদিতি ন ব্যবস্থা প্রসজ্যতে, অনবস্থানং স্যাদিত্যর্থঃ ॥ ১২৮ ॥ ১৩ ॥

ভাষ্যানুবাদ ঃ—সাংখ্যবাদীর মতে আরও একটি দোষ এই যে—যে বাদীর মতে অনুৎপন্ন বস্তু হইতে কার্য্য উৎপন্ন হয়, সেই বাদীর মতে নিশ্চয়ই কোন দৃষ্টান্ত নাই। দৃষ্টান্তের অভাবে অনুমানমূলক তাঁহার মত-বাদ অগ্রাহ্য হওয়ায় অজ অর্থাৎ উৎপত্তিহীন বস্তু হইতে যে কিছুই উৎপন্ন হয় না এই মতবাদই সিদ্ধ হয়। যদি আবার জাত পদার্থ হইতে উৎপদ্য-মান বস্তুর উৎপত্তি স্বীকার করা হয় তাহা হইলে সেই পদার্থটি অন্য একটি জাত পদার্থ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে স্বীকার করিতে হইবে এবং সেই পদার্থও আর একটি জাত পদার্থ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে বলিতে হইবে; এইরূপ হইলে কোন ব্যবস্থাই হইতে না পারায় অনবস্থা দোষ উপস্থিত হয় ॥ ১২৮ ॥ ১৩ ॥

হেতোরদিঃ ফলং যেষামাদির্হেতুঃ ফলস্য চ।
হেতোঃ ফলস্য চানাদিঃ কথং তৈরুপবর্ণ্যতে ॥ ১২৯ ॥ ১৪ ॥

অন্বয় ঃ—যেষাং (যাঁহাদের মতে) ফলং (ফলস্বরূপ দেহাদি সংঘাত)

হেতোঃ (ধর্ম্মাধর্ম্মাদির) আদিঃ (কারণ) চ হেতুঃ (এবং ধর্ম্মাধর্ম্মাদি) ফলস্ত (দেহাদি সংঘাতের) আদিঃ (কারণ) তৈঃ (তাঁহাদের কর্ত্তৃক) কথং (কি প্রকারে) হেতোঃ ফলস্ত চ (কারণ ও কার্য্যের) অনাদিঃ (অনাদি সম্বন্ধ) উপবর্ণ্যতে (বিবৃত হয়) ॥ ১২৯ ॥ ১৪ ॥

অনুবাদ ঃ—যাঁহাদের মতে ধর্ম্মাধর্ম্মাদির কারণ হইতেছে ফলস্বরূপ দেহাদি সংঘাত এবং দেহাদি সংঘাতের কারণ হইতেছে ধর্ম্মাধর্ম্মাদি তাঁহারা কি প্রকারে কার্য্য ও কারণের সম্বন্ধকে অনাদি বলিয়া বর্ণনা করেন? এই সংসার হেতুফলাত্মক ॥ ১২৯ ॥ ১৪ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্ ঃ—"যত্র ত্বস্ত সর্ব্বমাত্মৈবাভূৎ" ইতি পরমার্থতো দ্বৈতাভাবঃ শ্রুত্যোক্তঃ, তমাশ্রিত্যাহ—হেতোঃ ধর্ম্মাদেঃ আদিঃ কারণং দেহাদি-সজ্ঘাতঃ ফলং যেষাং বাদিনাম্; তথা আদিঃ কারণম্ হেতুঃ ধর্ম্মাদিঃ ফলস্ত চ দেহাদিসজ্ঘাতস্ত। এবং হেতুফলয়োঃ ইতরেতর কার্য্যকারণত্বেন আদিমত্বং ব্রুবদ্ভিরেবং হেতোঃ ফলস্ত চ অনাদিত্বং কথং তৈঃ উপবর্ণ্যতে? বিপ্রতিষিদ্ধমিত্যর্থঃ। ন হি নিত্যস্ত কূটস্থস্যাত্মনো হেতুফলাত্মকতা সম্ভবতি ॥ ১২৯ ॥ ১৪ ॥

ভাষ্যানুবাদ ঃ—"সাধকের যে অবস্থায় সমস্তই আত্মস্বরূপ হইয়া যায়" এই বাক্য দ্বারা শ্রুতি কর্ত্তৃক পরমার্থতঃ দ্বৈতাভাবই উক্ত হইয়াছে, সেই শ্রুতিসিদ্ধ অদ্বৈততত্ত্ব অবলম্বন করিয়া বলিতেছেন—যে বাদিগণের মতে হেতুস্বরূপ ধর্ম্মাদির কারণ হইতেছে ফলস্বরূপ দেহাদিসংঘাত, সেইরূপ ফল-স্বরূপ দেহাদিসংঘাতের কারণ হইতেছে হেতুস্বরূপ ধর্ম্মাদি, এইরূপে পরস্পর পরস্পরের কার্য্যকারণস্বরূপে স্থিত হেতু ও ফলের আদিমত্ব অর্থাৎ উৎপত্তি স্বীকারকারী সেই বাদিগণ হেতু ও ফলের অনাদিত্ব কি প্রকারে বর্ণনা করিয়া থাকেন? এই প্রকার উক্তি বিরুদ্ধ কথনমাত্র। নিত্যকূটস্থ আত্মার হেতু ফলাত্মকতা অর্থাৎ কার্য্যকারণভাব নিশ্চয়ই সম্ভব হয় না ॥ ১২৯ ॥ ১৪ ॥

**হেতোরাদিঃ ফলং যেষামাদির্হেতুঃফলস্য চ।
তথা জন্ম ভবেত্তেষাং পুত্রাজ্জন্ম পিতুর্যথা॥ ১৩০ ॥ ১৫ ॥**

অন্বয়ঃ—যেষাং (যাঁহাদের মতে) ফলং (ফলস্বরূপ কার্য্য) হেতোঃ (কারণের) আদিঃ (কারণ) হেতুঃ চ (এবং কারণ) ফলস্য (ফলরূপ কার্য্যের) আদিঃ (কারণ) তেষাং (তাঁহাদের মতে) যথা (যেরূপ) পুত্রাৎ (পুত্র হইতে) পিতুঃ (পিতার) জন্ম (উৎপত্তি) তথা (সেইরূপ) জন্ম (উৎপত্তি) ভবেৎ (হইবে)॥ ১৩০ ॥ ১৫ ॥

অনুবাদঃ—যাঁহারা বলেন দেহাদিরূপ কার্য্যহেতু অর্থাৎ ধর্ম্মাধর্ম্মাদির কারণ এবং ধর্ম্মাধর্ম্মাদিরূপ হেতু ফলরূপ দেহাদির কারণ, তাহাদের মতে পুত্র হইতে পিতার জন্ম যেরূপ অসম্ভব সেইরূপ কার্য্য হইতে কারণের উৎপত্তিও অসম্ভব। যাঁহাদের মতে হেতু ও ফল অর্থাৎ কারণ ও কার্য্য পরস্পর পরস্পরের কারণ তাঁহাদের মতে কার্য্য ও কারণ নিশ্চয়ই আদিমান হইবে। সুতরাং কার্য্যকারণাত্মক এই সংসারকে তাঁহারা কি প্রকারে অনাদি বলিতে পারেন? ॥ ১৩০ ॥ ১৫ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্ঃ—কথং তৈর্ব্বিরুদ্ধম্ অভ্যুপগম্যতে? ইতি; উচ্যতে—হেতুজন্যাদেব ফলাৎ হেতোর্জ্জন্ম অভ্যুপগচ্ছতাং তেষামীদৃশো বিরোধ উক্তো ভবতি; যথা পুত্রাৎ জন্ম পিতুঃ॥ ১৩০ ॥ ১৫ ॥

ভাষ্যানুবাদঃ—তাহারা কি প্রকারে এই বিরুদ্ধ মতবাদ স্বীকার করেন? তাহা কথিত হইতেছে—কারণ-সম্ভূত কার্য্য হইতেই কারণের উৎপত্তি স্বীকারকারী তাঁহাদের এই বিরুদ্ধ সিদ্ধান্ত ঠিক সেইরূপ যেরূপ পুত্র হইতে পিতার জন্ম। সুতরাং কার্য্যকারণভাবই তাঁহাদের পক্ষে সম্ভব হয় না॥ ১৩০ ॥ ১৫ ॥

**সম্ভবে হেতু-ফলয়োরেষিতব্যঃ ক্রমস্ত্বয়া।
যুগপৎ-সম্ভবে যস্মাদসম্বন্ধো বিষাণবৎ॥ ১৩১ ॥ ১৬ ॥**

অন্বয় ঃ—হেতুফলয়োঃ (কারণ ও কার্য্যের) সম্ভবে (উৎপত্তি বিষয়ে) ত্বয়া (তোমা কর্ত্তৃক) ক্রমঃ (ক্রম অর্থাৎ কারণের নিয়ত পূর্ব্বভাবিত্ব এবং কার্য্যের নিয়ত উত্তরভাবিত্ব) এষিতব্যঃ (স্বীকার করিতে হইবে) যস্মাৎ (যেহেতু) যুগপৎসম্ভবে (এক সময়ে উভয়ের উৎপত্তি হইলে) বিষাণবৎ (বাম পার্শ্বস্থ ও দক্ষিণ পার্শ্বস্থ শৃঙ্গের ন্যায়) অসম্বন্ধঃ (কারণ ও কার্য্যের সম্বন্ধই সিদ্ধ হয় না) ॥ ১৩১ ॥ ১৬ ॥

অনুবাদ ঃ—কারণ ও কার্য্যের উৎপত্তি বিষয়ে তোমাকে ক্রম স্বীকার করিতে হইবে অর্থাৎ কারণের নিয়ত পূর্ব্বভাবিত্ব এবং কার্য্যের নিয়ত পশ্চাৎভাবিত্ব অঙ্গীকার করিতে হইবে। যেহেতু একই সময়ে কারণ ও কার্য্যের উৎপত্তি হইলে দক্ষিণ ও বাম পার্শ্বস্থিত শৃঙ্গদ্বয়ের ন্যায় উভয়ের কার্য্যকারণরূপ সম্বন্ধ প্রমাণিত হয় না ॥ ১৩১ ॥ ১৬ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্ ঃ—যথোক্তো বিরোধো ন যুক্তঃ অভ্যুপগন্তুমিতি চেৎ, মন্যসে, সম্ভবে হেতু-ফলয়োরুৎপত্তৌ ক্রম এষিতব্যঃ, ত্বয়া অন্বেষ্টব্যঃ— হেতুঃ পূর্ব্বং, পশ্চাৎ-ফলঞ্চেতি। ইতশ্চ যুগপৎসম্ভবে যস্মাৎ হেতুফলয়োঃ কার্য্যকারণত্বেন অসম্বন্ধঃ। যথা যুগপৎ সম্ভবতোঃ সব্যেতর-গো-বিষাণয়োঃ ॥ ১৩১ ॥ ১৬ ॥

ভাষ্যানুবাদ ঃ—যদি মনে কর যে কার্য্য ও কারণ যখন প্রতীত হইতেছে, তখন উভয়ের মধ্যে পূর্ব্বোক্ত বিরোধ স্বীকার করা কর্ত্তব্য নয়, তাহা হইলে আমরা বলি যে তোমাকে কার্য্য ও কারণের উৎপত্তি বিষয়ে ক্রম অন্বেষণ করিতে হইবে। কারণ নিয়ত পূর্ব্বভাবী এবং কার্য্য নিয়ত পশ্চাৎভাবী এইহেতু কারণ ও কার্য্যের যুগপৎ উৎপত্তি হইলে কার্য্যকারণরূপে উভয়ের সম্বন্ধ সিদ্ধ হয় না; যেমন যুগপৎ উৎপন্ন দুই পার্শ্বস্থিত গোশৃঙ্গ দুইটির কার্য্য-কারণ সম্বন্ধ সিদ্ধ হয় না ॥ ১৩১ ॥ ১৬ ॥

ফলাদুৎপদ্যমানঃ সন্ ন তে হেতুঃ প্রসিধ্যতি।
অপ্রসিদ্ধঃ কথং হেতুঃ ফলমুৎপাদয়িষ্যতি ॥ ১৩২ ॥ ১৭ ॥

অন্বয় ঃ—তে (তোমার মতে) হেতুঃ (কারণ) ফলাৎ (কার্য্য হইতে) উৎপদ্যমানঃ সন্ (উৎপন্ন হইয়া) ন প্রসিধ্যতি (কারণত্ব সিদ্ধ হয় না) অপ্রসিদ্ধঃ (কারণরূপে অসিদ্ধ) হেতুঃ (কারণ) কথং (কি প্রকারে) ফলং (কার্য্য) উৎপাদয়িষ্যতি (উৎপন্ন করিবে) ॥ ১৩২ ॥ ১৭ ॥

অনুবাদ ঃ—কার্য্য ও কারণ এই উভয়ই পরস্পর পরস্পরের কার্য্য ও কারণ এই মতবাদ যাঁহারা স্বীকার করেন, তাঁহাদের মতে হেতু অর্থাৎ কারণ যখন কার্য্য হইতে উৎপন্ন হয় তখন কার্য্যের অধীন হওয়া হেতু তাহার কারণত্বই সিদ্ধ হয় না, সুতরাং কার্য্য হইতে উৎপদ্যমান হেতু অর্থাৎ কারণের কারণত্বই সিদ্ধ হয় না; অতএব কারণরূপে অসিদ্ধ হেতু কি প্রকারে ফল অর্থাৎ কার্য্যের উৎপন্ন করিবে? ॥ ১৩২ ॥ ১৭ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্ ঃ—কথমসম্বন্ধ ইত্যাহ—জন্যাৎ স্বতঃ অলব্ধাত্মকাৎ ফলাৎ উৎপদ্যমানঃ সন্ শশবিষাণাদেরিব অসতো ন হেতুঃ প্রসিধ্যতি জন্ম ন লভতে। অলব্ধাত্মকঃ অপ্রসিদ্ধঃ সন্ শশবিষাণাদিকল্পঃ তে তব কথং ফলমুৎপাদয়িষ্যতি? ন হি ইতরেতরাপেক্ষ-সিদ্ধ্যোঃ-শশবিষাণকল্পয়োঃ কার্য্য-কারণভাবেন সম্বন্ধঃ ক্বচিদ্‌দৃষ্টঃ অন্যথা বেত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ১৩২ ॥ ১৭ ॥

ভাষ্যানুবাদ ঃ—হেতু ও ফলের মধ্যে কার্য্যকারণ ভাব কেন হয় না তাহাই বলিতেছেন—যাহা জন্য পদার্থ অর্থাৎ যে পদার্থ নিজেই আত্মলাভ করে নাই অর্থাৎ উৎপন্ন হয় নাই, যেহেতু কার্য্যের সত্তা কারণের সত্তার উপর নির্ভর করে সুতরাং কারণ ব্যতীত কার্য্য স্বতঃ আত্মলাভ করিতে পারে না, সুতরাং শশবিষাণাদির ন্যায় অসৎ সেই অপ্রসিদ্ধ কার্য্য হইতে হেতু অর্থাৎ কারণ জন্মলাভ করিতে পারে না। তোমার সেই শশশৃঙ্গতুল্য অপ্রসিদ্ধ হেতু বা কারণ কি প্রকারে ফল বা কার্য্য উৎপন্ন করিবে? পরস্পরসাপেক্ষ

শশবিষাণসদৃশ পদার্থদ্বয়ের মধ্যে কার্য্যকারণ সম্বন্ধ কিংবা অন্য কোন প্রকার সম্বন্ধ কোথাও দৃষ্ট হয় না। ইহাই এই শ্লোকের অভিপ্রায়॥ ১৩২ ॥ ১৭ ॥

যদি হেতোঃ ফলাৎ সিদ্ধিঃ ফলসিদ্ধিশ্চ হেতুতঃ।
কতরৎ পূর্ব্বনিষ্পন্নং যস্য সিদ্ধিরপেক্ষয়া ॥ ১৩৩ ॥ ১৮ ॥

অন্বয়ঃ—যদি ফলাৎ (যদি কার্য্য হইতে) হেতোঃ সিদ্ধঃ (কারণের আত্মলাভ অর্থাৎ উৎপত্তি হয়) হেতুতঃ চ (এবং কারণ হইতে) ফলসিদ্ধিঃ (কার্য্যের উৎপত্তি হয়) কতরৎ (পরস্পর সাপেক্ষ এই কার্য্যকারণের মধ্যে কোনটি) পূর্ব্বনিষ্পন্নং (প্রথমোৎপন্ন) যস্য অপেক্ষয়া (যাহার অপেক্ষায় অর্থাৎ যাহার সাহায্য দ্বারা) সিদ্ধিঃ (পরবর্ত্তী কার্য্যের উৎপত্তি হয়)॥ ১৩৩ ॥ ১৮ ॥

অনুবাদঃ—যদি কার্য্য হইতে কারণের উৎপত্তি এবং কারণ হইতেও কার্য্যে উৎপত্তি হয়, তাহা হইলে পরস্পর সাপেক্ষ কার্য্য ও কারণের মধ্যে কোন্‌টি প্রথমোৎপন্ন, যাহা দ্বারা পরবর্ত্তী কার্য্যের সিদ্ধি বা উৎপত্তি হইবে? যাহা নিয়ত পূর্ব্ববর্ত্তী তাহাই কারণ হয় কিন্তু উভয়ই যদি উভয়ের কার্য্য এবং কারণ হয়, তাহা হইলে কার্য্য ও কারণের ক্রম থাকে না॥ ১৩৩ ॥ ১৮ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্‌ঃ—অসম্বন্ধতাদোষেণ অপোদিতেঽপি হেতুফলয়োঃ কার্য্যকারণভাবে, যদি হেতুফলয়োঃ, অন্যোন্যসিদ্ধিঃ অভ্যুপগম্যত এব ত্বয়া, কতরৎ পূর্ব্বনিষ্পন্নং হেতুফলয়োঃ যস্য পশ্চাদ্ভাবিনঃ সিদ্ধিঃ স্যাৎ পূর্ব্বসিদ্ধ্যপেক্ষয়া তদ্‌ব্রূহীত্যর্থঃ॥ ১৩৩ ॥ ১৮ ॥

ভাষ্যানুবাদঃ—হেতু এবং ফল এই উভয়ের মধ্যে সম্বন্ধের অভাবরূপ দোষ দ্বারা হেতু ও ফলের কার্য্যকারণভাব নিরাকৃত হইলেও যদি তুমি হেতু ও ফলের পরস্পর সাপেক্ষ সিদ্ধি বা উৎপত্তি স্বীকার কর তাহা হইলে হেতু ও ফলের মধ্যে কোন্‌টি প্রথমোৎপন্ন যাহার পূর্ব্বে সিদ্ধির

অপেক্ষায় অর্থাৎ যাহার প্রথমোৎপত্তিকে অপেক্ষা করিয়া পশ্চাৎ ভাবী কার্য্যের সিদ্ধি বা উৎপত্তি হইবে তাহা তুমি বল ॥ ১৩৩ ॥ ১৮ ॥

অশক্তিরপরিজ্ঞানং ক্রমকোপোঽথবা পুনঃ।
এবং হি সর্ব্বথা বুদ্ধৈরজাতিঃ পরিদীপিতা ॥ ১৩৪ ॥ ১৯ ॥

অন্বয়ঃ—অশক্তি (অসামর্থ্য) অপরিজ্ঞানং (অজ্ঞতা) অথবা পুনঃ (কিংবা আবার) ক্রমকোপঃ (নিয়ত পূর্ব্বাপরভাবরূপ ক্রমের অসিদ্ধি) এবং (এইরূপ) বুদ্ধৈঃ (বুদ্ধিজীবী পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক) সর্ব্বথা (সর্ব্বপ্রকারে) অজাতিঃ (অনুৎপত্তিবাদই) পরিদীপিতা (প্রকাশিত হইয়াছে) ॥ ১৩৪ ॥ ১৯ ॥

অনুবাদঃ—কার্য্য ও কারণ পরস্পর পরস্পরের আশ্রিত হওয়ায় ইহা পূর্ব্ববর্ত্তী, ইহা পরবর্ত্তী এরূপ দৃঢ় নিশ্চয় করিতে অসমর্থ হওয়া হেতু কার্য্য-কারণ নির্ণয় সম্বন্ধে বাদিগণের অসামর্থ্য এবং অজ্ঞতা দৃষ্ট হয়, আবার হেতু অর্থাৎ কারণ এবং ফল অর্থাৎ কার্য্য পরস্পর পরস্পরের কারণ ও কার্য্য বলিলে কার্য্য ও কারণের মধ্যে নিয়ত পূর্ব্বাপর ভাবরূপ যে ক্রম, সেই ক্রমের অসিদ্ধি হয়। অতএব এইসব বুদ্ধিজীবী পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক আমাদের অভিমত অনুৎপত্তিবাদই সর্ব্বপ্রকারে প্রকাশিত হইয়াছে ॥ ১৩৪ ॥ ১৯ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্ঃ—অথৈতৎ ন শক্যতে বক্তুমিতি মন্যসে, সা ইয়ম্ অশক্তিঃ অপরিজ্ঞানম্, তত্ত্বাবিবেকো মূঢ়তা ইত্যর্থঃ। অথবা যোঽয়ং ত্বয়োক্তঃ ক্রমঃ—হেতোঃ ফলস্য সিদ্ধিঃ ফলাচ্চ হেতোঃ সিদ্ধিরিতি ইতরেতরানন্তর্য্যলক্ষণঃ, তস্য কোপো বিপর্য্যাসঃ অন্যথাভাবঃ স্যাৎ ইত্যভিপ্রায়ঃ। এবং হেতুফলয়োঃ কার্য্যকারণভাবানুপপত্তেঃ অজাতিঃ সর্ব্বস্য অনুৎপত্তিঃ পরিদীপিতা প্রকাশিতা অন্যোন্যাপেক্ষদোষং ব্রুবদ্ভির্ব্বাদিভিঃ বুদ্ধৈঃ পণ্ডিতৈঃ ইত্যর্থঃ ॥ ১৩৪ ॥ ১৯ ॥

ভাষ্যানুবাদঃ—যদি মনে কর কার্য্য-কারণের পূর্ব্বাপর ভাবরূপ এই ক্রম জানিতে পারা যায় না তাহা হইলে সেই অসামর্থ্য অর্থাৎ তত্ত্ববিষয়ক

অজ্ঞান তোমাদের মূঢ়তাই প্রকাশ করিতেছে। অথবা তোমা কর্ত্তৃক কার্য্য-কারণের যে ক্রম উক্ত হইয়াছে অর্থাৎ কারণ হইতে কার্য্যের সিদ্ধি এবং কার্য্য হইতে কারণের সিদ্ধি, এই হেতু ও ফলের অর্থাৎ কারণ ও কার্য্যের এই যে পৌর্ব্বাপর্য্য ইহার অন্যথাভাব হয় অর্থাৎ তোমার প্রতিজ্ঞা-হানিরূপ দোষ হয়, ইহাই অভিপ্রায়। আমাদের প্রতিপক্ষ বুদ্ধিমান পণ্ডিতগণ বলেন কার্য্য ও কারণ পরস্পর পরস্পরের আশ্রিত, এইরূপ বলায় -তাহাদের প্রতিজ্ঞাহানিরূপ দোষ হয়, সুতরাং কার্য্যকারণভাব অসিদ্ধ হওয়া হেতু পূর্ব্বোক্ত দোষযুক্ত বাক্য অর্থাৎ কার্য্যকারণ পরস্পর-সাপেক্ষ এই দোষযুক্ত বাক্য কথনশীল সেই পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক অনুৎপত্তি অর্থাৎ সৃষ্টির অভাবরূপ অজাতিবাদই সর্ব্বপ্রকারে প্রকাশিত হইয়াছে॥ ১৩৪ ॥ ১৯ ॥

বীজাঙ্কুরাখ্যো দৃষ্টান্তঃ সদা সাধ্যসমো হি সঃ।
ন হি সাধ্যসমো হেতুঃ সিদ্ধৌ সাধ্যস্য যুজ্যতে॥ ১৩৫ ॥ ২০ ॥

অন্বয়ঃ—বীজাঙ্কুরাখ্যঃ (বীজাঙ্কুর নামক) দৃষ্টান্তঃ (উদাহরণ) সঃ হি (সেই দৃষ্টান্ত নিশ্চয়ই) সাধ্যসমঃ (সাধ্যের সমান) সাধ্যসমঃ হেতুঃ (সাধ্যের সমান দৃষ্টান্ত) সাধ্যস্য সিদ্ধৌ (সাধ্যের সিদ্ধি বিষয়ে) ন হি যুজ্যতে (যোগও হয় না)॥ ১৩৫ ॥ ২০ ॥

অনুবাদঃ—পূর্ব্বপক্ষী যদি বলেন হেতু ও ফল পরস্পর আশ্রিত নহে উভয়ের মধ্যে কার্য্যকারণ ভাবরূপ সম্বন্ধ বীজাঙ্কুরের ন্যায় অনাদি, তাহা হইলে আমরা বলি তাহাদের এই বীজাঙ্কুর নামক দৃষ্টান্তটি সাধ্যের সমান অসিদ্ধ। যাহা এখনও প্রমাণিত হয় নাই, যাহা দৃষ্টান্ত দ্বারা প্রমাণ করিতে হইবে তাহাকে সাধ্য বলা হয়। এখানে হেতু ও ফলের কার্য্য-কারণ ভাবরূপ সম্বন্ধের অনাদিত্ব হইতেছে সাধ্য অর্থাৎ প্রমাণ করিতে হইবে এখনও উহা প্রমাণিত হয় নাই, সুতরাং সেই সাধ্য এখন পর্য্যন্ত

সিদ্ধ অর্থাৎ অপ্রমাণিত। দৃষ্টান্ত যে বীজাঙ্কুর তাহারও অনাদিত্ব এখনও প্রমাণিত হয় নাই; সুতরাং দৃষ্টান্তও অসিদ্ধ। সেইজন্য বলিতেছেন—বীজাঙ্কুর নামক এই যে দৃষ্টান্ত উহা সর্ব্বদা সাধ্যের সমান অসিদ্ধ; সুতরাং সাধ্যের সমান অসিদ্ধ দৃষ্টান্ত সাধ্যের সিদ্ধি বিষয়ে উপযোগী হয় না অর্থাৎ অসিদ্ধ দৃষ্টান্ত কখন সাধ্যকে প্রমাণিত করিতে সমর্থ হয় না॥ ১৩৫॥ ২০॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্ঃ—নন্থ হেতু-ফলয়োঃ কার্য্য-কারণভাব ইতি অস্মাভিঃ উক্তং শব্দমাত্রমাশ্রিত্যচ্ছলমিদং ত্বয়োক্তং—'পুত্রাজ্জন্ম পিতুর্যথা', 'বিষাণবচ্চা-সম্বন্ধঃ' ইত্যাদি। ন হি অস্মাভিঃ অসিদ্ধাৎ হেতোঃ ফলসিদ্ধিঃ, অসিদ্ধাৎ বা ফলাৎ হেতুসিদ্ধিঃ অভ্যুপগতা; কিন্তর্হি? বীজাঙ্কুরবৎ কার্য্যকারণভাবঃ অভ্যুপগম্যত ইতি। অত্রোচ্যতে—বীজাঙ্কুরাখ্যো যো দৃষ্টান্তঃ স সাধ্যেন তুল্যো মমেত্যভিপ্রায়ঃ।

নন্থ প্রত্যক্ষঃ কার্য্য-কারণভাবো বীজাঙ্কুরয়োঃ অনাদিঃ, ন পূর্ব্বস্য পূর্ব্বস্য অপরবদাদি-মত্ত্বাভ্যুপগমাৎ। যথা ইদানীমুৎপন্নঃ অপরঃ অঙ্কুরঃ বীজাদি-মান্, বীজঞ্চ অপরম্ অন্যস্মাৎ অঙ্কুরাৎ ইতি ক্রমেণোৎপন্নত্বাৎ আদিমৎ, এবং পূর্ব্বপূর্ব্বঃ অঙ্কুরঃ, বীজঞ্চ পূর্ব্বং পূর্ব্বম্ আদিমৎ এবেতি প্রত্যেকং সর্ব্বস্য বীজাঙ্কুরজাতস্য আদিমত্ত্বাৎ কস্যচিদপি অনাদিত্বানুপপত্তিঃ। এবং হেতু-ফলয়োঃ।

অথ বীজাঙ্কুরসন্ততেঃ অনাদিমত্ত্বম্ ইতি চেৎ; ন, একত্বানুপপত্তেঃ। ন হি বীজাঙ্কুরব্যতিরেকেণ বীজাঙ্কুরসন্ততির্নামৈকা অভ্যুপগম্যতে হেতুফল-সন্ততিঃ বা তদনাদিত্ববাদিভিঃ। তস্মাৎ সূক্তং "হেতোঃ ফলস্য চানাদিঃ কথং তৈঃ উপবর্ণ্যতে" ইতি। তথাচ, অন্যদপি অনুপপত্তেঃ নচ্ছলম্ ইত্য-ভিপ্রায়ঃ, ন চ লোকে সাধ্যসমো হেতুঃ সাধ্যস্য সিদ্ধৌ সিদ্ধিনিমিত্তং যুজ্যতে প্রযুজ্যতে প্রমাণকুশলৈরিত্যর্থঃ। হেতুরিতি দৃষ্টান্তঃ অত্রাভিপ্রেতঃ গমক-ত্বাৎ। প্রকৃতো হি দৃষ্টান্তো ন হেতুরিতি॥ ১৩৫॥ ২০॥

ভাষ্যানুবাদঃ—আচ্ছা, হেতু ও ফল এই উভয়ের কার্য্যকারণভাব,

এই কথাই আমরা বলিয়াছি। তোমরা আমাদের অভিপ্রায় না বুঝিয়া কেবল শব্দমাত্র অর্থাৎ আমাদের উক্তিটি মাত্র অবলম্বন করিয়া "পুত্র হইতে যেমন পিতার জন্ম", "শৃঙ্গদ্বয়ের ন্যায় অসম্বন্ধ" ইত্যাদি বাক্‌চাতুরী প্রয়োগ করিতেছ। আমরা ত ইহা স্বীকার করি না যে অসিদ্ধ হেতু হইতে কার্য্যোৎপত্তি হয় কিংবা অসিদ্ধ কার্য্য হইতে কারণোৎপত্তি হইয়া থাকে। তাহা হইলে তোমরা কি স্বীকার কর? আমরা বীজাঙ্কুরের ন্যায় অনাদি-কার্য্য-কারণভাব স্বীকার করিয়া থাকি। এই বিষয়ে বলা হইতেছে—তোমরা যে বীজাঙ্কুর নামক দৃষ্টান্ত দাও সেই দৃষ্টান্ত আমার অভিপ্রেত সাধ্যের সমান (যথার্থ কার্য্যকারণভাব কখনও অসিদ্ধ অর্থাৎ অপ্রমাণিত হয় না। তোমার প্রদত্ত দৃষ্টান্ত বীজ ও অঙ্কুরের কার্য্যকারণভাবের অনাদিত্ব রূপ সাধ্য এখনও প্রমাণিত হয় নাই, সুতরাং সেই অসিদ্ধ সাধ্য অর্থাৎ হেতুফলের অনাদি কার্য্যকারণভাব বীজাঙ্কুর নামক অসিদ্ধ দৃষ্টান্ত দ্বারা প্রমাণ করিতে পার না ইহাই অভিপ্রায়।

কেন? বীজাঙ্কুরের কার্য্যকারণভাব যে অনাদি তাহা প্রত্যক্ষ প্রমাণ-সিদ্ধ। না, একথা বলিতে পার না; কারণ তোমরা কি বীজাঙ্কুরের ব্যষ্টিভাব অবলম্বন করিয়া অর্থাৎ বীজ একটি ব্যক্তি, অঙ্কুর একটি ব্যক্তি এইরূপে উভয়ের পৃথক পৃথক ব্যক্তিত্ব আশ্রয় করিয়া উভয়ের কার্য্যকারণ-ভাবের অনাদিত্ব প্রমাণ করিতে চাহিতেছ কিংবা বীজাঙ্কুরের সন্তান বা প্রবাহকে অবলম্বন করিয়া উভয়ের কার্য্যকারণভাবের অনাদিত্ব প্রমাণ করিতে ইচ্ছা করিতেছ? এই দুই বিকল্পের প্রথমটি অসিদ্ধ, কারণ পূর্ব্ব পূর্ব্ব বীজ বা অঙ্কুর যখন উত্তরোত্তর অঙ্কুর ও বীজের আকার প্রাপ্ত হয় তখনও তাহাদের আদিমত্বই সিদ্ধ হইতেছে। বর্ত্তমান সময়ে বিদ্যমান বীজ হইতে অন্য একটি অঙ্কুর উৎপন্ন হওয়ায় উহা যেমন আদিমান সেই-রূপ অঙ্কুর হইতে অন্য একটি বীজও এই ক্রমানুসারে উৎপন্ন হওয়া হেতু উহাও আদিযুক্ত। এইরূপে পূর্ব্ব পূর্ব্ব অঙ্কুর এবং পূর্ব্ব পূর্ব্ব বীজ নিশ্চয়ই

আদিমান; সুতরাং সমস্ত বীজাঙ্কুরসমূহ আদিমান হওয়ায় উহাদের মধ্যে কোনটিরই অনাদিত্ব সিদ্ধ হয় না। হেতুফলেরও এইরূপ অর্থাৎ বীজাঙ্কুরের ন্যায় হেতুফলের কার্য্যকারণ ভাবরূপ সম্বন্ধের অনাদিত্ব অসিদ্ধ।

যদি দ্বিতীয় বিকল্পটি স্বীকার কর অর্থাৎ যদি বল বীজ ও অঙ্কুর অনাদি না হইলেও বীজাঙ্কুরপ্রবাহ অনাদি হইবে না কেন? তাহার উত্তরে আমরা বলি—না, তাহাও হইতে পারে না; কারণ একত্বের অনুপপত্তি হয়, কারণ বীজাঙ্কুর ব্যতিরেকে বীজাঙ্কুর প্রবাহ নামক একটি স্বতন্ত্র বস্তু স্বীকৃত হয় না। হেতুফলপ্রবাহ এবং তাহার অনাদিত্ব-কথনশীল বাদিগণ কর্ত্তৃক যখন বীজাঙ্কুরপ্রবাহ ও হেতুফলপ্রবাহ নামক একটি স্বতন্ত্র বস্তু স্বীকৃত হয় না তখন ইহা ঠিকই বলা হইয়াছে—"তাহারা কি প্রকারে হেতু ও ফলের অনাদিত্ব বর্ণনা করেন?" হেতু ও ফল পরস্পরাশ্রিত হইলে অন্যোন্যাশ্রয় অনবস্থা প্রভৃতি দোষ হয়, সুতরাং হেতুফলের কার্য্য-কারণ ভাবরূপ সম্বন্ধের অনাদিত্ব অসিদ্ধ হওয়ায় "পিতা হইতে পুত্রের জন্ম" ইত্যাদি বাক্য যাহা আমরা পূর্ব্বে প্রয়োগ করিয়াছি উহা ছল বা বাক্‌চাতুরী নহে। প্রমাণকুশল বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ সাধ্যসিদ্ধি বিষয়ে সিদ্ধির নিমিত্ত অনিশ্চিত সাধ্যের সমান অনিশ্চিত দৃষ্টান্ত প্রয়োগ করেন না। এখানে "হেতু" এই শব্দটির অর্থ দৃষ্টান্ত; কারণ দৃষ্টান্তই এখানে প্রস্তাবিত বিষয়, হেতু অর্থাৎ কারণ নহে॥ ১৩৫॥ ২০॥

পূর্ব্বাপরাপরিজ্ঞানমজাতেঃ পরিদীপকম্।
জায়মানাদ্ধি বৈ ধর্ম্মাৎ কথং পূর্ব্বং ন গৃহ্যতে॥ ১৩৬॥ ২১॥

অন্বয়ঃ—পূর্ব্বাপরাপরিজ্ঞানম্ (কার্য্য ও কারণের নিয়ত পৌর্ব্বাপর্য্যের অজ্ঞান) অজাতেঃ (অনুৎপত্তির) পরিদীপকম্ (জ্ঞাপক) জায়মানাৎ হি ধর্ম্মাৎ (উৎপন্ন কার্য্য হইতেই) পূর্ব্বং (কার্য্যের নিয়ত পূর্ব্ববর্ত্তী কারণকে) কথং বৈ (কেনই বা) ন গৃহ্যতে (জ্ঞাত হওয়া যাইবে না)॥ ১৩৬॥ ২১॥

অনুবাদ ঃ—কার্য্য ও কারণের নিয়ত পৌর্ব্বাপর্য্যের অজ্ঞানই অনুৎপত্তির জ্ঞাপক, উৎপন্ন কার্য্য হইতেই তাহার নিয়ত পূর্ব্ববর্ত্তী কারণ কেন জ্ঞাত হইবে না? পূর্ব্বপক্ষী বলেন—কার্য্য যখন দৃষ্ট হইতেছে তখন জগতের উৎপত্তিই হয় নাই, এই অজাতি বা অনুৎপত্তি অর্থাৎ সৃষ্টি আদৌ হয় নাই ইহা কি প্রকারে সম্ভব হইতে পারে? ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন যে কার্য্য যখন জ্ঞাত হইতেছে তখন কারণও অবশ্য জ্ঞাত হইবে এবং কারণ যদি জ্ঞাত হয় তাহা হইলে উহা উৎপন্ন পদার্থ হইবে, এইরূপে অনবস্থা, এবং অন্যোন্যাশ্রয় দোষ আসিয়া উপস্থিত হইবে, সুতরাং নিয়ত পূর্ব্বাপর সম্বন্ধবিশিষ্ট কার্য্যকারণ অনির্ণীত হওয়ায় অজাতি বা অনুৎপত্তিই সিদ্ধ হয়। এক অদ্বিতীয় চৈতন্যস্বরূপ আত্মাই রজ্জু সর্পবৎ বিশ্বাকারে বিভাত হইতেছেন। আত্মাতিরিক্ত পরমার্থতঃ কোন বস্তু নাই ॥ ১৩৬ ॥ ২১ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্ ঃ—কথং বুদ্ধৈঃ অজাতিঃ পরিদীপিতা? ইত্যাহ—যদেতৎ হেতু-ফলয়োঃ পূর্ব্বাপরাপরিজ্ঞানং, তচ্চ এতদজাতেঃ পরিদীপকং অববোধকম্ ইত্যর্থঃ। জায়মানো হি চেৎ ধর্ম্মো গৃহ্যতে, কথং তস্মাৎ পূর্ব্বং কারণং ন গৃহ্যতে? অবশ্যং হি জায়মানস্য গ্রহীত্রা তজ্জনকং গ্রহীতব্যম্ জন্য-জনকয়োঃ সম্বন্ধস্য অনপেতত্বাৎ। তস্মাৎ অজাতিপরিদীপকং তৎ ইত্যর্থঃ ॥ ১৩৬ ॥ ২১ ॥

ভাষ্যানুবাদ ঃ—আচ্ছা, পরস্পর বিবাদপরায়ণ বিচক্ষণ পূর্ব্বপক্ষিগণ কি প্রকারে অজাতি বা অনুৎপত্তিই জ্ঞাপন করিয়া থাকেন? ইহার উত্তরে বলিতেছেন—এই যে হেতু ও ফলের পৌর্ব্বাপর্য্যের অজ্ঞান, সেই অজ্ঞানই অজাতি বা অনুৎপত্তির অববোধক। উৎপন্ন কার্য্য যদি গৃহীত অর্থাৎ জ্ঞাত হয়, তাহা হইলে তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী কারণ কেন গৃহীত হইবে না? উৎপদ্যমান কার্য্যের যিনি জ্ঞাতা অর্থাৎ যিনি উৎপদ্যমান কার্য্যকে দর্শন করেন তিনি সেই কার্য্যের জনক নিয়ত পূর্ব্ববর্ত্তী কারণকে নিশ্চয়ই দর্শন করিবেন অর্থাৎ উৎপন্ন পদার্থরূপেই কারণকে জানিবেন; যেহেতু কার্য্য-

কারণের সম্বন্ধ নিয়ত অর্থাৎ কখন পরিত্যক্ত হয় না, সেইহেতু অর্থাৎ কার্য্য-কারণের নিয়ত পৌর্ব্বাপর্য্য সম্বন্ধের অনির্ণয় হেতু অজাতি বা অনুৎপত্তিই সর্ব্বপ্রকারে জ্ঞাপিত হইয়া থাকে ॥ ১৩৬ ॥ ২১ ॥

স্বতো বা পরতো বাপি ন কিঞ্চিদ্‌বস্তু জায়তে।
সদসৎ সদসদ্‌বাপি ন কিঞ্চিদ্‌বস্তু জায়তে ॥ ১৩৭ ॥ ২২ ॥

অন্বয় ঃ—স্বতঃ (নিজ হইতে) পরতঃ (নিজ হইতে ভিন্ন অপর বস্তু হইতে) কিঞ্চিৎ বস্তু (কোন বস্তুই) ন জায়তে (উৎপন্ন হয় না) সৎ (সত্তাযুক্ত বস্তু) অসৎ (সত্তাহীন পদার্থ) সদসৎ (সৎ ও অসৎ এই উভয়াত্মক) কিঞ্চিৎ বস্তু (কোন বস্তুই) ন জায়তে (উৎপন্ন হয় না) ॥ ১৩৭ ॥ ২২ ॥

অনুবাদ ঃ—কাহারও অপেক্ষা না রাখিয়া স্বয়ংই কোন কার্য্য উৎপন্ন হয় না; স্বয়ং উৎপন্ন হইলে আত্মাশ্রয় দোষ হয়। নিজ হইতে ভিন্ন অপর বস্তু হইতে কোন পদার্থ উৎপন্ন হয় না। সৎ, অসৎ কিংবা সদসৎ কোন বস্তুই উৎপন্ন হয় না ॥ ১৩৭ ॥ ২২ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্ ঃ—ইতশ্চ ন জায়তে কিঞ্চিৎ; যৎ জায়মানং বস্তু স্বতঃ পরতঃ উভয়তো বা সৎ অসৎ সদসদ্‌বা জায়তে ন তস্য কেনচিদপি প্রকারেণ জন্ম সম্ভবতি। ন তাবৎ স্বয়মেব অপরিনিষ্পন্নাৎ স্বরূপাৎ স্বয়মেব জায়তে, যথাঃ ঘটঃ, তস্মাদেব ঘটাৎ। নাপি পরতঃ অন্যস্মাৎ অন্যঃ, যথা ঘটাৎ ঘটঃ, পটাৎ পটান্তরম্। তথা নোভয়তঃ বিরোধাৎ। যথা ঘটপটাভ্যাং ঘটঃ, পটো বা ন জায়তে। ননু মৃদো ঘটো জায়তে পিতুশ্চ পুত্রঃ? সত্যম্; অস্তি, জায়তে ইতি প্রত্যয়ঃ শব্দশ্চ মূঢ়ানাম্। তৌ এব তু শব্দ-প্রত্যয়ৌ বিবেকিভিঃ পরীক্ষ্যেত, কিং সত্যমেব তৌ? উত মৃষা? ইতি। যাবতা পরীক্ষ্যমাণে শব্দপ্রত্যয়বিষয়ং বস্তু ঘটপুত্রাদিলক্ষণং শব্দমাত্রমেব তৎ "বাচারম্ভণম্" ইতি শ্রুতেঃ। সচ্চেৎ, ন জায়তে, সত্ত্বাৎ, মৃৎপিত্রাদিবৎ। যদি অসৎ, তথাপি ন জায়তে, অসত্ত্বাদেব, শশবিষাণবৎ। অথ সদসৎ,

তথাপি ন জায়তে, বিরুদ্ধস্য একস্য অসম্ভবাৎ। অতো ন কিঞ্চিদ্‌বস্তু জায়ত ইতি সিদ্ধম্। যেষাং পুনর্জ্জনিঃ এব জায়ত ইতি ক্রিয়াকারকফলৈকত্বম্ অভ্যুপগম্যতে, ক্ষণিকত্বঞ্চ বস্তুনঃ, তে দূরত এব ন্যায়াপেতাঃ। ইদম্ ইত্থম্ ইতি অবধারণ-ক্ষণান্তরানবস্থানাৎ অননুভূতস্য স্মৃত্যনুপপত্তেশ্চ॥ ১৩৭ ॥ ২২ ॥

ভাষ্যানুবাদঃ—এই কারণেও কিছুই উৎপন্ন হয় না। উৎপদ্যমান যে বস্তু তাহা স্বতঃ পরতঃ উভয়তঃ কিংবা সৎ, অসৎ বা সদসৎ এই ছয় প্রকারের কোন প্রকারেই তাহার জন্ম হয় না। উৎপদ্যমান কার্য্য স্বয়ং নিজ হইতে উৎপন্ন হইতে পারে না; কারণের অধীন হইয়াই কার্য্য পরিনিষ্পন্ন হইয়া থাকে অর্থাৎ স্বয়ং আত্মলাভ করে, কারণের অপেক্ষা ব্যতীত কার্য্য কখনও স্বীয় স্বরূপ হইতে স্বয়ং উৎপন্ন হয় না, যেমন ঘট, সেই ঘট হইতেই উৎপন্ন হয় না। কিংবা পরতঃও কিছু উৎপন্ন হয় না, অর্থাৎ একটি ভিন্ন বস্তু হইতে অপর একটি ভিন্ন বস্তু উৎপন্ন হয় না, যেমন ঘট হইতে পট উৎপন্ন হয় না এবং পট হইতে পৃথকভূত অন্য পদার্থ উৎপন্ন হয় না। স্বতঃ এবং পরতঃ পরস্পর বিরুদ্ধ বলিয়া উভয়াত্মক হইতেও কিছু উৎপন্ন হইতে পারে না। যেমন ঘট-পটাত্মক বস্তু হইতে ঘট কিংবা পট উৎপন্ন হয় না। একটি ভিন্ন বস্তু হইতে যদি আর একটি ভিন্ন বস্তু উৎপন্ন হয়, তাহা হইলে যাহা হইতে কার্য্যটি উৎপন্ন হয়, তাহাতে কার্য্যকে উৎপাদন করিবার শক্তি এবং যোগ্যতা থাকা আবশ্যক, কিন্তু উৎপত্তি ব্যতীত তাহাতে কার্য্যজনকত্ব এবং যোগ্যত্ব অবগত হওয়া যায় না। অতএব স্বতঃ, পরতঃ কিংবা উভয়তঃ কিছুই উৎপন্ন হয় না।

আচ্ছা ভিন্ন হইলেও, ইহা ত প্রত্যক্ষ সিদ্ধ যে মৃত্তিকা হইতে ঘট এবং পিতা হইতে পুত্র উৎপন্ন হইয়া থাকে। হাঁ, ইহা সত্য, কিন্তু এইরূপ উক্তি কি বিবেকী পুরুষের কিংবা অবিবেকী পুরুষের? যাঁহারা অবিবেকী সেই মূঢ় ব্যক্তিদিগেরই "ইহা আছে" "ইহা উৎপন্ন হয়" এইরূপ জ্ঞান এবং শব্দ ব্যবহার হইয়া থাকে; কিন্তু বিবেকগণ শব্দ ও প্রতীতি সেই

উভয়ই সত্য কিংবা মিথ্যা তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখেন এবং পরীক্ষা করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে সেই শব্দও প্রতীতির বিষয়ীভূত ঘট, পুত্র প্রভৃতি বস্তু কেবল শব্দমাত্র, উহা সত্য নহে। শ্রুতিও বলেন "বাক্যারব্ধ নাম মাত্রই বিকার, মৃত্তিকাই সত্য" অর্থাৎ মৃত্তিকা হইতে পৃথক হইয়া 'ঘট' বলিয়া কোন বস্তু নাই। পদার্থ যদি সৎ হয়, তাহা হইলে তাহা উৎপন্ন হয় না, কেন না,, পূর্ব্ব হইতেই যাহা বিদ্যমান আছে তাহার উৎপত্তি সম্ভব হয় না, সুতরাং সত্তা বা অস্তিত্ব হেতু সৎ পদার্থ উৎপন্ন হয় না, যেমন মৃত্তিকা এবং পিতা। পদার্থ যদি অসৎ হয়, তাহা হইলে শশবিষাণবৎ অসত্তা হেতু তাহা উৎপন্ন হয় না। আর যদি কোন পদার্থ সদসৎ এই উভয়াত্মক হয়, তাহা হইলেও উহা উৎপন্ন হইতে পারে না, 'কারণ সৎ ও অসৎ পরস্পর বিরোধী, সুতরাং একই বস্তুর পরস্পর বিরুদ্ধস্বভাব হইতে পারে না। যখন পূর্ব্বোক্ত ছয় প্রকারের কোন প্রকারেই উৎপত্তি সম্ভব নয়, তখন "কিছুই উৎপন্ন হয় না" এই অজাতবাদ সিদ্ধ হইল। আর যে বৌদ্ধদিগের মতে জন্ম ক্রিয়াই উৎপন্ন হয়, ক্রিয়া, কারক ও ফলের একত্ব অঙ্গীকৃত হয় এবং বস্তুর ক্ষণিকত্ব স্বীকৃত হয়, তাহাদের সেই মতবাদ সম্পূর্ণরূপে যুক্তি বহির্ভূত; কারণ "ইহা এইরূপ" এই প্রকার নিশ্চয়ের পরক্ষণেই যখন সেই বস্তু থাকে না, তখন সেই অনুভূত বস্তুর স্মৃতি অসম্ভব। 'ইহা' এই শব্দ উচ্চারিত হইবামাত্রই সেইক্ষণ অতীত হইয়া গিয়াছে, সুতরাং সেইক্ষণ দ্বারা অবিচ্ছিন্ন 'ইহা' আর পরক্ষণে থাকিতে পারে না; অতএব 'ইহা এইরূপ' এই প্রকার ভক্তি যুক্তিবিরুদ্ধ হয়, কারণ 'ইহা' নষ্ট হইয়া যাওয়ায় তাহার স্মৃতি হইতে পারে না; সুতরাং অনুভব ও স্মৃতি এই উভয় জ্ঞান অসিদ্ধ হওয়ায় বৌদ্ধমত যুক্তিসঙ্গত নহে॥ ১৩৭॥ ২১॥

হেতুর্ন জায়তেঽনাদেঃ ফলঞ্চাপি স্বভাবতঃ।
আদির্ন বিদ্যতে যস্য তস্য হ্যাদির্ন বিদ্যতে ॥ ১৩৮ ॥ ২৩ ॥

অন্বয় ঃ—অনাদেঃ (আদিরহিত ফল হইতে) হেতুঃ ন জায়তে (হেতু উৎপন্ন হয় না) অপি ফলং চ (এবং অনাদিহেতু ফলও উৎপন্ন হয় না) স্বভাবতঃ (কোন নিমিত্তকে অপেক্ষা না করিয়া অকস্মাৎ স্বভাবতঃ কোন বস্তু উৎপন্ন হয় না) যস্য আদিঃ (যাহার কারণ) ন বিদ্যতে (থাকে না) তস্য আদিঃ (তাহার জন্ম) হি (নিশ্চয়ই) ন বিদ্যতে (নাই) ॥ ১৩৮ ॥ ২৩ ॥

অনুবাদ ঃ—অনাদি কার্য্য হইতে তাহার কারণ উৎপন্ন হইতে পারে না। এবং অনাদিকারণ হইতেও কার্য্যের উৎপত্তি হয় না। কোন নিমিত্তকে অপেক্ষা না করিয়া অকস্মাৎ স্বভাবতঃই কোন কিছু উৎপন্ন হয় না। যাহার কারণ নাই তাহার জন্ম নিশ্চয়ই হইতে পারে না ॥ ১৩৮ ॥ ২৩ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্ ঃ—কিঞ্চ, হেতু-ফলয়োঃ অনাদিত্বমভ্যুপগচ্ছতা ত্বয়া বলাৎ হেতু-ফলয়োঃ অজন্মৈব অভ্যুপগতং স্যাৎ, কথম্? অনাদেঃ আদিরহিতাৎ ফলাৎ হেতুর্ন জায়তে। ন হ্যনুৎপন্নাৎ অনাদেঃ ফলাৎ হেতোঃ জন্ম ইষ্যতে ত্বয়া, ফলঞ্চ আদিরহিতাৎ অনাদের্হেতোঃ অজাৎ স্বভাবত এব নির্নিমিত্তং জায়ত ইতি নাভ্যুপগম্যতে। তস্মাৎ অনাদিত্বম্ অভ্যুপগচ্ছতা ত্বয়া হেতুফলয়োঃ অজন্মৈব অভ্যুপগম্যতে যস্মাৎ আদিঃ কারণং ন বিদ্যতে যস্য লোকে, তস্য আদিঃ পূর্ব্বোক্তা জাতির্না বিদ্যতে। কারণবত এব হ্যাদিঃ অভ্যুপগম্যতে, ন অকারণবতঃ ॥ ১৩৮ ॥ ২৩ ॥

ভাষ্যানুবাদ ঃ—আরও হেতুফলের অর্থাৎ কারণ ও কার্য্য এই উভয়ের অনাদিত্ব স্বীকার করা হেতু তোমার পক্ষে বাধ্য হইয়াই কার্য্য ও কারণের অনুৎপত্তিই অঙ্গীকার করিতে হয়। কেন? কারণ আদিরহিত কার্য্য হইতে কারণ উৎপন্ন হয় না। যাহা উৎপন্নই হয় নাই এরূপ অনাদি কার্য্য হইতে কারণের উৎপত্তি তুমিও স্বীকার কর না এবং আদি-

রহিত অর্থাৎ উৎপত্তিহীন অনাদিকারণ হইতে কার্য্যেরও উৎপত্তি হয় না। কোন নিমিত্তকে অপেক্ষা না করিয়া স্বভাবতঃই পদার্থের উৎপত্তি হয় ইহাও তুমি স্বীকার কর না। সেইহেতু কার্য্য ও কারণের অনাদিত্ব অঙ্গীকার করায় তোমার পক্ষে অনুৎপত্তিই স্বীকৃত হইয়াছে অর্থাৎ "কিছুই উৎপন্ন হয় না" এই অজাতবাদ তোমাকে বাধ্য হইয়াই স্বীকার করিতে হইয়াছে। লোকে দেখা যায় কারণযুক্ত পদার্থের জন্ম হয় অর্থাৎ জগতে যে পদার্থের কারণ নাই তাহার পূর্ব্বোক্ত উৎপত্তিও নাই। কারণবিশিষ্ট পদার্থেরই জন্ম স্বীকৃত হইয়া থাকে, কারণহীনের নহে ॥ ১৩৮ ॥ ২৩ ॥

প্রজ্ঞপ্তেঃ সনিমিত্তত্বমন্যথা দ্বয়নাশতঃ।
সংক্লেশস্যোপলব্ধেশ্চ পরতন্ত্রাস্তিতা মতা ॥ ১৩৯ ॥ ২৪ ॥

অন্বয় ঃ—প্রজ্ঞপ্তেঃ (জ্ঞানের) সনিমিত্তত্বম্ (বিষয়রূপ কারণত্ব আছে) অন্যথা (যদি বাহ্যবিষয়রূপ নিমিত্ত না থাকে) দ্বয়নাশতঃ (বিচিত্র দ্বৈত জগতের অভাব প্রসঙ্গবশতঃ) সংক্লেশস্য চ (এবং দাহাদিজনিত দুঃখের) উপলব্ধেঃ (অনুভূতি হেতু) পরতন্ত্রাস্তিতা (দ্বৈতবাদীদিগের শাস্ত্র প্রতিপাদ্য বাহ্যবস্তুর অস্তিত্ব) মতা (স্বীকার করা উচিত) ॥ ১৩৯ ॥ ২৪ ॥

অনুবাদ ঃ—কোন বস্তু পরমার্থতঃ উৎপন্ন না হওয়া হেতু একমাত্র উৎপত্তি-বিনাশহীন চৈতন্যমাত্রস্বরূপ অদ্বৈত বস্তুই তত্ত্ব বা পারমার্থিক সত্য; ইহা প্রতিপাদিত হইয়াছে। এক্ষণে অদ্বৈতবাদের বিরুদ্ধে দ্বৈতবাদী শঙ্কা উত্থাপন করিতেছেন—জ্ঞান যদি নির্বিষয় হয় তাহা হইলে ঘটজ্ঞান, পট-জ্ঞান ইত্যাদি জ্ঞানবৈচিত্র্য কখনই হইতে পারে না; কিন্তু জ্ঞানবৈচিত্র্য যখন প্রত্যক্ষসিদ্ধ তখন ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে, জ্ঞানের শব্দ-স্পর্শাদি বাহ্য বিষয়রূপ নিমিত্ত বা কারণ আছে, যদি জ্ঞানাতিরিক্ত বাহ্য বিষয়ের অস্তিত্ব স্বীকার না করা হয় তাহা হইলে বৈচিত্র্যপূর্ণ দ্বৈত জগতের বিলোপ হইবে। কিন্তু বিচিত্র দ্বৈত জগৎ যখন প্রত্যক্ষসিদ্ধ তখন নিশ্চয়ই স্বীকার করিতে হইবে যে জ্ঞানাতিরিক্ত বাহ্য বস্তু বিদ্যমান আছে। দাহাদিজনিত

দুঃখের অনুভূতিও যখন হইয়া থাকে তখন দ্বৈতবাদীর শাস্ত্র প্রতিপাদ্য জ্ঞানাতিরিক্ত বাহ্যবস্তুর অস্তিত্ব অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে ॥ ১৩৯ ॥ ২৪ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্ ঃ—উক্তস্যৈব অর্থস্য দৃঢ়ীকরণচিকীর্ষয়া পুনরাক্ষিপতি,—প্রজ্ঞানং প্রজ্ঞপ্তিঃ শব্দাদিপ্রতীতিঃ, তস্যাঃ সনিমিত্তত্বম্, নিমিত্তং কারণং বিষয় ইত্যেতৎ; সনিমিত্তত্বং সবিষয়ত্বং স্বাত্ম-ব্যতিরিক্তবিষয়তা ইত্যেতৎ, প্রতিজানীমহে। ন হি নির্ব্বিষয়া প্রজ্ঞপ্তিঃ শব্দাদিপ্রতীতিঃ স্যাৎ; তস্যাঃ সনিমিত্তত্বাৎ। অন্যথা নির্ব্বিষয়ত্বে শব্দ-স্পর্শ-নীলপীতলোহিতাদি প্রত্যয়বৈচিত্র্যস্য দ্বয়স্য নাশতঃ, নাশঃ অভাবঃ প্রসজ্যেত ইত্যর্থঃ। ন চ প্রত্যয়বৈচিত্র্যস্য দ্বয়স্য অভাবোঽস্তি, প্রত্যক্ষত্বাৎ। অতঃ প্রত্যয়বৈচিত্র্যস্য দ্বয়স্য দর্শনাৎ, পরেষাং তন্ত্রং পরতন্ত্রম্ ইত্যন্যশাস্ত্রং, তস্য পরতন্ত্রাশ্রয়স্য বাহ্যার্থস্য প্রজ্ঞানব্যতিরিক্তস্য অস্তিতা মতা অভিপ্রেতা। ন হি প্রজ্ঞপ্তেঃ প্রকাশমাত্রস্বরূপায়া নীল-পীতাদি-বাহ্যালম্বন-বৈচিত্র্যমন্তরেণ স্বভাবভেদেনৈব বৈচিত্র্যং সম্ভবতি। স্ফটিকস্যেব নীলাদ্যুপাধ্যাশ্রয়ৈঃ বিনা বৈচিত্র্যং ন ঘটত ইত্যভিপ্রায়ঃ। ইতশ্চ পরতন্ত্রাশ্রয়স্য বাহ্যার্থস্য জ্ঞানব্যতিরিক্তস্য অস্তিতা। সংক্লেশনং সংক্লেশো দুঃখম্ ইত্যর্থঃ। উপলভ্যতে হি অগ্নিদাহাদিনিমিত্তং দুঃখং, যদি অগ্ন্যাদিবাহ্যং দাহাদি-নিমিত্তং বিজ্ঞানব্যতিরিক্তং, ন স্যাৎ, ততো দাহাদিদুঃখং ন উপলভ্যেত, উপলভ্যেত তু অতস্তেন মন্যামহে অস্তি বাহ্যোঽর্থ ইতি। ন হি বিজ্ঞানমাত্রে সংক্লেশো যুক্তঃ, অন্যত্রাদর্শনাৎ ইত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ১৩৯ ॥ ২৪ ॥

ভাষ্যানুবাদ ঃ—পূর্ব্বোক্ত বিষয় দৃঢ়ীকরণের অভিপ্রায়ে পুনরায় আক্ষেপ উত্তোলন করিতেছেন। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে কোন বস্তুই পরমার্থতঃ উৎপন্ন হয় না, একমাত্র নির্ব্বিশেষ চৈতন্যস্বরূপ পরব্রহ্মই সত্যবস্তু, তদতিরিক্ত কোন বস্তুরই বাস্তব সত্তা নাই। এক্ষণে শঙ্কা ও সমাধান বা প্রশ্ন ও উত্তর দ্বারা বাহ্যার্থবাদীদিগের পূর্ব্বোক্ত বিষয় সম্বন্ধে শঙ্কা উত্থাপন করিয়া স্বীয় উক্তি দৃঢ় করিবার নিমিত্ত বলিতেছেন—প্রজ্ঞান অর্থাৎ প্রজ্ঞপ্তি,

শব্দস্পর্শাদি বিষয়সমূহের প্রতীতি বা অনুভূতি; সেই অনুভূতি বা জ্ঞানের সনিমিত্তত্ব, 'নিমিত্ত' অর্থ কারণ অর্থাৎ শব্দাদিবিষয়, অতএব 'সনিমিত্তত্ব' অর্থ হইতেছে সবিষয়ত্ব অর্থাৎ স্বাত্মব্যতিরিক্ত বিষয়তা। অভিপ্রায় এই যে বাহ্যার্থবাদী নির্ব্বিষয় জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্ম সম্বন্ধে শঙ্কা উত্থাপন করিয়া বলিতেছেন যে জ্ঞান কখনও নির্ব্বিষয় হইতে পারে না; কারণ শব্দজ্ঞান, স্পর্শজ্ঞান প্রভৃতি জ্ঞানের সবিষয়ত্বই প্রমাণ করিতেছে; সুতরাং আমরা প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক জ্ঞানের সবিষয়ত্ব অর্থাৎ জ্ঞানাতিরিক্ত বাহ্যবস্তুর সত্তা প্রতিপাদন করিতে আছি। প্রজ্ঞপ্তি অর্থাৎ শব্দাদিবিষয়ক জ্ঞান কখন নির্ব্বিষয় হইতে পারে না; কারণ সেই সেই জ্ঞানের নিমিত্ত বা বিষয়রূপে স্ফুরণ হইয়া থাকে। জ্ঞান নির্ব্বিষয় হইলে শব্দ-স্পর্শ-নীল-পীত-লোহিতাদি জ্ঞানের বৈচিত্র বা বিভিন্নতারূপে দ্বৈতের নাশ বা অভাব হইত, কিন্তু জ্ঞানের বৈচিত্র্য বা বিভিন্নতা প্রত্যক্ষসিদ্ধ হওয়ায় দ্বৈতের অভাব হইতে পারে না। অতএব প্রত্যয়গত বৈচিত্র্যময় দ্বৈতের প্রত্যক্ষ জ্ঞানহেতু অপরবাদীদিগের অর্থাৎ যাঁহারা জ্ঞানাতিরিক্ত বাহ্য পদার্থের অস্তিত্ব স্বীকার করেন, সেই বাহ্যার্থবাদী-দিগের তন্ত্র অর্থাৎ শাস্ত্র; সুতরাং 'পরতন্ত্র' শব্দের অর্থ অন্যবাদী কর্ত্তৃক প্রণীত শাস্ত্র; সেই শাস্ত্রাশ্রিত অর্থাৎ দ্বৈতবাদীকৃত শাস্ত্রে প্রতিপাদিত, প্রজ্ঞানাতিরিক্ত বাহ্যপদার্থের অস্তিত্ব অভিপ্রেত—অর্থাৎ প্রমাণসিদ্ধ হওয়ায় গ্রহণযোগ্য। কেবলমাত্র প্রকাশস্বরূপ প্রজ্ঞানের নীল-পীতাদি বাহ্যপদার্থের অবলম্বন ব্যতীত স্বরূপগত ভেদের দ্বারাই নীলজ্ঞান, পীতজ্ঞান প্রভৃতি জ্ঞানবৈচিত্র্য সম্ভব হয় না; কারণ প্রজ্ঞান কেবল প্রকাশস্বরূপ, তাহাতে কোন স্বগত ভেদ নাই। এই জ্ঞান-বৈচিত্র্য ঔপাধিকও বলা যায় না; কারণ বাহ্যপদার্থ ব্যতীত 'উপাধি' বলিয়া কোন স্বতন্ত্র বস্তুর জ্ঞান অসম্ভব। স্ফটিকের যে নীল-পীতাদি বৈচিত্র্য তাহা স্ফটিক হইতে স্বতন্ত্র নীল প্রভৃতি উপাধির অবলম্বন ব্যতীত সম্ভবপর নহে। আরও একটি কারণে দ্বৈতবাদীর শাস্ত্রে প্রতিপাদিত, জ্ঞানাতিরিক্ত বাহ্যবস্তুর অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়।

সেই কারণটি হইতেছে—'সংক্লেশনং', সংক্লেশ অর্থ দুঃখ, অগ্নিদাহাদি নিমিত্ত দুঃখ অনুভূত হইয়া থাকে। যদি দাহাদির কারণভূত জ্ঞানাতিরিক্ত বাহ্যপদার্থ অগ্নি না থাকিত, তাহা হইলে দাহাদিজনিত দুঃখ অনুভূত হইত না। কিন্তু দাহাদিজনিত দুঃখ অনুভূত হইয়া থাকে; অতএব সেই কারণে আমরা মনে করি জ্ঞানাতিরিক্ত বাহ্যপদার্থ নিশ্চয়ই বর্ত্তমান আছে। কেবলমাত্র জ্ঞান বিদ্যমান থাকিলেই পূর্ব্বোক্ত দাহাদিক্লেশের অনুভূতি হওয়া যুক্তিসঙ্গত হয় না; যেহেতু অন্যত্র কোথায়ও ঐরূপ দৃষ্ট হয় না; অর্থাৎ দাহাদিব্যতিরিক্ত চন্দন কিংবা কর্দ্দমলেপেতেও জ্ঞানের সবিষয়ত্বই অনুভূত হইয়া থাকে; অতএব জ্ঞানাতিরিক্ত বাহ্যপদার্থের বিদ্যমানতা হেতু "কোন কিছুই পরমার্থতঃ উৎপন্ন হয় না," এই যে উক্তি উহা অসিদ্ধ॥ ১৩৯ ॥ ২৪ ॥

প্রজ্ঞপ্তেঃ সনিমিত্তত্বমিষ্যতে যুক্তিদর্শনাৎ।
নিমিত্তস্যানিমিত্তত্বমিষ্যতে ভূতদর্শনাৎ॥ ১৪০ ॥ ২৫

অন্বয়ঃ—যুক্তিদর্শনাৎ (জ্ঞানের বৈচিত্র্য এবং দাহাদিজনিত ক্লেশের উপলব্ধি এই দুইটি অর্থাপত্তি প্রমাণসিদ্ধ যুক্তিহেতু) প্রজ্ঞপ্তেঃ (জ্ঞানের) সনিমিত্তত্বম্ (সবিষয়ত্ব) ইষ্যতে (ইচ্ছা করিতেছে) ভূতদর্শনাৎ (পরমার্থতত্ত্ব দৃষ্টি অনুসারে) নিমিত্তস্য (তোমার অভিপ্রেত বাহ্যপদার্থরূপ কারণের) অনিমিত্তত্বম্ (জ্ঞানবৈচিত্র্যের এবং ক্লেশাদি অনুভূতির অহেতু) ইষ্যতে (আমরা ইচ্ছা করি)॥ ১৪০ ॥ ২৫ ॥

অনুবাদঃ—জ্ঞানের বৈচিত্র্য অর্থাৎ ঘটজ্ঞান, পটজ্ঞান ইত্যাদি বিভিন্ন জ্ঞান এবং দাহাদিজনিত ক্লেশের উপলব্ধি এই দুই অর্থাপত্তি প্রমাণ দ্বারা দ্বৈতবাদী তোমরা জ্ঞানের সবিষয়ত্ব প্রমাণ পূর্ব্বক জ্ঞানাতিরিক্ত বাহ্যপদার্থের অস্তিত্ব প্রমাণ করিতে ইচ্ছা করিতেছ; কিন্তু অদ্বৈতবাদী আমরা পরমার্থ-তত্ত্বদৃষ্টি দ্বারা জ্ঞানবৈচিত্র্যের হেতুভূত তোমার অভিপ্রেত বাহ্যপদার্থরূপ কারণের অহেতু, অকারণতা ইচ্ছা করি॥ ১৪০ ॥ ২৫ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্ঃ—অত্রোচ্যতে—বাঢ়ম্ এবং, **প্রজ্ঞপ্তেঃ** সনিমিত্তত্বং দ্বয়সংক্লেশোপলব্ধিযুক্তিদর্শনাৎ ইষ্যতে **ত্বয়া। স্থিরীভব তাবৎ ত্বং—যুক্তিদর্শনং** বস্তুনঃ তথাত্বাভ্যুপগমে কারণম্ ইত্যত্র। **ব্রূহি কিং তত ইতি। উচ্যতে—** নিমিত্তস্য প্রজ্ঞপ্ত্যালম্বনাভিমতস্য তব ঘটাদেঃ **অনিমিত্তত্বম্ অনালম্বনত্বং** বৈচিত্র্যা-হেতুত্বম্ ইষ্যতে অস্মাভিঃ। কথং? ভূতদর্শনাৎ **পরমার্থদর্শনাৎ ইত্যেতৎ। ন হি** ঘটো যথাভূতমৃদ্রূপদর্শনে সতি তদ্ব্যতিরেকেণ অস্তি, যথা **অশ্বাৎ মহিষঃ,** পটো বা তন্তুব্যতীরেকেণ, তন্তবশ্চ অংশুব্যতিরেকেণ, ইত্যেবম্ **উত্তরোত্তর-**ভূতদর্শনে আ শব্দপ্রত্যয়নিরোধাৎ নৈব নিমিত্তম্ উপলভামহ ইত্যর্থঃ।

অথবা, অভূতদর্শনাদ্‌বাহ্যাথস্যানিমিত্তত্বম্ ইষ্যতে রজ্জ্বাদৌ ইব সর্পাদেঃ ইত্যর্থঃ। ভ্রান্তিদর্শনবিষয়ত্বাচ্চ নিমিত্তস্য অনিমিত্তত্বং ভবেৎ, তদভাবে অভাবাৎ। ন হি সুষুপ্ত-সমাহিত-মুক্তানাং ভ্রান্তিদর্শনাভাবে আত্মব্যতিরিক্তো বাহ্যোঽর্থ উপলভ্যতে। ন হি উন্মত্তাবগতং বস্তু অনুন্মত্তৈঃ অপি তথাভূতং গম্যতে। এতেন দ্বয়দর্শনং সংক্লেশোপলব্ধিশ্চ প্রত্যুক্তা॥ ১৪০ ॥ ২৫ ॥

ভাষ্যানুবাদঃ—এ বিষয় সম্বন্ধে বলা যাইতেছে—আচ্ছা, দ্বৈতজনিত ক্লেশের উপলব্ধিরূপ যুক্তি অনুসারে তুমি দ্বৈতবাদী জ্ঞানের সবিষয়ত্ব ইচ্ছা করিতেছ। দ্বৈতবাদী তোমার মতবাদ তর্কপ্রধান, সুতরাং তোমার পক্ষে ঘটজ্ঞান, পটজ্ঞান এবং ক্লেশের অনুভূতি ইত্যাদি কেবলমাত্র প্রতীতির শরণ গ্রহণ যুক্তিযুক্ত নয়; তুমি স্থির হও—অর্থাৎ যুক্তিদ্বারা তোমার মতবাদ প্রমাণ করিতে স্থিরসংকল্প হও; অভিপ্রায় এই যে, জ্ঞানের সবিষয়ত্বহেতু জ্ঞানাতিরিক্ত বাহ্যপদার্থের সত্যত্ব বিষয়ে যে পূর্ব্বোক্ত যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছ, সে বিষয়ে একটু স্থির হও। যদি এরূপ শঙ্কা কর যে, তাহাতে কি হইবে বল? কারণ আমি ত বিচার-দৃষ্টি অবলম্বন করিয়াই রহিয়াছি, ইহাতে আমার কি দোষ হইল তাহা বল? বলিতেছি—তুমি একটু স্থির হইয়া শ্রবণ কর। 'নিমিত্তের' অর্থাৎ তোমার অভিপ্রেত জ্ঞানের অবলম্বন রূপ ঘট প্রভৃতি বিষয়ের নিমিত্তত্ব, আলম্বনত্ব এবং জ্ঞান-বৈচিত্র্যের কারণ

গ্রহণ করিতে আমরা ইচ্ছা করি না। কেন? 'ভূতদর্শন' পরমার্থতত্ত্ব-দৃষ্টিই ইহার কারণ। মৃত্তিকার যথার্থ জ্ঞান হইলে, 'অশ্ব হইতে ভিন্ন মহিষের ন্যায়,' মৃত্তিকা হইতে অতিরিক্ত বা ভিন্ন হইয়া 'ঘট' বলিয়া কোন পদার্থ থাকে না। সেইরূপ তন্তু বা সূত্রের যথার্থ জ্ঞান হইলে তন্তু ব্যতিরেকে 'বস্ত্র' বলিয়া কোন স্বতন্ত্র পদার্থ থাকে না; আবার 'অংশু' বা আঁশের যথার্থ জ্ঞান হইলে, অংশু ব্যতীত 'তন্তু' বলিয়া কোন স্বতন্ত্র পদার্থ থাকে না; এইরূপে উত্তরোত্তর, "যে পর্য্যন্ত না শব্দব্যবহারজনিত জ্ঞানের নিবৃত্তি হয়, সে পর্য্যন্ত তত্ত্বদৃষ্টি অবলম্বনপূর্ব্বক বিচার করিলে জ্ঞানবৈচিত্র্যের কারণ ত আমরা দেখিতে পাই না।" অভিপ্রায় এই যে, ঘট, পট প্রভৃতির স্বীয় কারণ ব্যতীত নিজের কোন বাস্তব সত্তা নাই; সুতরাং যাহার নিজের কোন সত্তা নাই, সেই অসৎ পদার্থ কখনই জ্ঞান-বৈচিত্র্যের কারণ হইতে পারে না। অতএব ঘটপটাদি জ্ঞানযুক্ত জ্ঞানের ন্যায় অন্যান্য প্রত্যয়সমূহও বাস্তব অবলম্বনরহিত। "ভুতদর্শন" অর্থাৎ যুক্তিসঙ্গত পরমার্থতত্ত্ব দৃষ্টি দ্বারা বিচার করিয়া দ্বৈতবাদীর অভিপ্রেত জ্ঞানবৈচিত্র্যের কারণভূত বাহ্যপদার্থের কারণত্ব নিরাকরণ পূর্ব্বক এক্ষণে বলিতেছেন—

যদি অভূতদর্শন অর্থাৎ অযৌক্তিক অযথার্থ জ্ঞানহেতু বাহ্যপদার্থের নিমিত্তত্ব অর্থাৎ জ্ঞানবৈচিত্র্যের কারণত্ব ইচ্ছা কর, অর্থাৎ রজ্জু প্রভৃতিতে সর্প প্রভৃতি দর্শনের ন্যায় অযথার্থদর্শন হেতু বাহ্যপদার্থের কারণত্ব স্বীকার কর, তাহা হইলে আমরা বলিব তাহাও হইতে পারে না; কারণ ভ্রান্ত-জ্ঞানের বিষয় হওয়া হেতু বাহ্য সর্প প্রভৃতি পদার্থের নিমিত্তত্ব বা কারণত্ব, অনিমিত্তত্ব, অর্থাৎ অকারণত্ব হইয়া যাইবে। রজ্জুতে আরোপিত সর্প যথার্থজ্ঞানের অবলম্বন হইতে পারে না। সুতরাং রজ্জুতে আরোপিত সর্পের ন্যায় ভ্রান্তজ্ঞানের বিষয় হওয়ায় পরমার্থ-তত্ত্বজ্ঞানের অবলম্বন হইতে পারে না। কারণ ভ্রান্ত-জ্ঞানের অভাব হইলে বাহ্য পদার্থেরও অভাব হইয়া যাইবে। সুষুপ্ত, সমাহিত এবং মুক্তপুরুষদিগের ভ্রান্তজ্ঞানের অভাবহেতু

আত্মব্যতিরিক্ত বাহ্যপদার্থের উপলব্ধি হয় না। উন্মত্ত ব্যক্তি যে বস্ত যেরূপে অবগত হয়, অনুন্মত্ত ব্যক্তিগণ তাহা সেইরূপে গ্রহণ করেন না। পূর্ব্বোক্ত যুক্তিদ্বারা দ্বৈতদর্শন এবং দুঃখাদির উপলব্ধি নিরাকৃত হইল। [ব্যবহার দশাতেও পূর্ব্ব পূর্ব্ব অজ্ঞান দ্বারা সমারোপিত বাহ্যপদার্থ স্বপ্ন-দৃশ্যের ন্যায় মিথ্যা হওয়ায় জ্ঞানবৈচিত্র্যের এবং দুঃখোপলব্ধির কারণ হইতে পারে না॥ ১৪০ ॥ ২৫ ॥

চিত্তং ন সংস্পৃশত্যর্থং নার্থাভাসং তথৈব চ।
অভূতো হি যতশ্চার্থো নার্থাভাসস্ততঃ পৃথক্ ॥ ১৪১ ॥ ২৬ ॥

অন্বয়ঃ—চিত্তং (চিত্ত) অর্থং (শব্দাদি বাহ্যবিষয়) ন সংস্পৃশতি (গ্রহণ করে না) তথৈব (সেইরূপ) ন চ অর্থাভাসং (বিষয়াকারে প্রতীয়মান মনঃকল্পিত বিষয়ও গ্রহণ করে না) যতঃ (যেহেতু) অর্থশ্চ (বাহ্য বিষয়) হি (নিশ্চয়ই) অভূতঃ (অসৎ) ততঃ (চিত্ত হইতে) ন পৃথক্ (পৃথক নহে) ॥ ১৪১ ॥ ২৬ ॥

অনুবাদঃ—ঘটজ্ঞান, পটজ্ঞান ইত্যাদি জ্ঞেয় বিশিষ্ট হইয়াই জ্ঞান স্ফুরিত হইয়া থাকে, তত্ত্বদৃষ্টি দ্বারা জ্ঞেয়রূপ বাহ্যপদার্থ নিরাকৃত হইলে, বাহ্য-পদার্থের সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞানও কেন নিরাকৃত হইবে না? এরূপ আশঙ্কা যুক্তিযুক্ত নহে; কারণ, জ্ঞান স্বতঃস্ফূর্ত্ত, স্বপ্রকাশ; সুতরাং জ্ঞান নিরপেক্ষ। ক্রিয়াফল প্রভৃতি কল্পনা দ্বারাই জ্ঞানের সকর্ম্মত্ব স্বীকৃত হইয়া থাকে। অতএব চিত্তশব্দাদি বাহ্যবিষয় গ্রহণ করে না, সেইরূপ বিষয়াকারে প্রতীয়মান অর্থাভাসও গ্রহণ করে না; যেহেতু চিত্ত-পরিকল্পিত বলিয়া বাহ্য-পদার্থ অসৎ এবং চিত্তই বিষয়াকারে প্রতীত হয় অর্থাভাসের চিত্তসত্ত্বাতিরিক্ত সত্তা না থাকা হেতু চিত্ত নিশ্চয়ই অর্থাভাসও গ্রহণ করে না॥ ১৪১ ॥ ২৬ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্ঃ—যস্মা'ৎ নাস্তি বাহ্যং নিমিত্তং, অতশ্চিত্তং ন স্পৃশত্যর্থং বাহ্যালম্বনবিষয়ম্, নাপি অর্থাভাসং, চিত্তত্বাৎ, স্বপ্নচিত্তবৎ। অভুতো হি

জাগরিতেঽপি স্বপ্নার্থবৎ এব বাহ্যঃ শব্দাদ্যর্থো যত উক্তহেতুত্বাচ্চ। নাপি অর্থাভাসঃ চিত্তাৎ পৃথক্; চিত্তমেব হি ঘটাদ্যর্থবৎ অবভাসতে, যথা স্বপ্নে ॥ ১৪১ ॥ ২৬ ॥

ভাষ্যানুবাদ ঃ—যেহেতু বাহ্যপদার্থরূপ নিমিত্ত বা আলম্বন নাই, সেইহেতু চিত্ত অর্থকে অর্থাৎ বাহ্য আলম্বনরূপ শব্দাদি বিষয়কে স্পর্শ করে না; চিত্ত অর্থাভাসকেও স্পর্শ করে না; কারণ, চিত্তই অর্থাভাসরূপে প্রতীত হয়; যেমন স্বপ্নকালীন চিত্ত অর্থাৎ বিষয় পরমার্থতঃ অবিদ্যমান হইলেও যখন প্রতীত হয়, তখন সেই প্রতীয়মান বিষয়কে অর্থাভাস বলে। স্বপ্নে বিষয় প্রকৃতপক্ষে না থাকিলেও চিত্তই স্বপ্নকালীন বিষয়াকারে প্রতীত হয়; নিজেই নিজেকে কর্ম্মরূপে গ্রহণ করা যায় না বলিয়া চিত্ত অর্থাভাসকে স্পর্শ করে না। পূর্ব্বোক্ত যুক্তি হেতু জাগ্রৎকালেও, চিত্ত কল্পিত বলিয়া শব্দাদি বাহ্যপদার্থ স্বপ্নকালীন পদার্থের ন্যায়ই নিশ্চয় অসৎ। অর্থাভাসও চিত্ত হইতে পৃথক্ নহে। জাগ্রতেও স্বপ্নের ন্যায় চিত্তই ঘটাদি বাহ্য পদার্থরূপে অবভাসিত হইয়া থাকে ॥ ১৪১ ॥ ২৬ ॥

নিমিত্তং ন সদা চিত্তং সংস্পৃশত্যধ্বসু ত্রিষু।
অনিমিত্তো বিপর্য্যাসঃ কথং তস্য ভবিষ্যতি ॥ ১৪২ ॥ ২৭

অন্বয় ঃ—ত্রিষু অধ্বসু (অতীত, বর্ত্তমান এবং ভবিষ্যৎ এই তিনকালে) চিত্তং (চিত্ত) সদা (সর্ব্বদা) নিমিত্তং (জ্ঞানের আলম্বনীভূত বাহ্যবিষয়কে) ন সংস্পৃশতি (স্পর্শ করে না) তস্য (সেই চিত্তের) কথং (কি প্রকারে) অনিমিত্তঃ (নির্নিমিত্ত) বিপর্য্যাসঃ (বিপরীতজ্ঞান, ভ্রান্তি) ভবিষ্যতি (হইবে) ॥ ১৪২ ॥ ২৭ ॥

অনুবাদ ঃ—অতীত, বর্ত্তমান এবং ভবিষ্যৎ এই তিনকালেই চিত্ত কখন জ্ঞানের আলম্বনীভূত বাহ্য বিষয়কে স্পর্শ করে না। অতএব চিত্তাতিরিক্ত বাহ্যবিষয় না থাকায় সেই চিত্তের নির্নিমিত্ত বিপর্য্যাস বা ভ্রান্তজ্ঞান কি প্রকারে হইবে? ॥ ১৪২ ॥ ২৭ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্ ঃ—ননু বিপর্য্যাসঃ তর্হি অসতি ঘটাদৌ ঘটাভাভাসতা চিত্তস্য ; তথা চ সতি অবিপর্য্যাসঃ ক্বচিদ্‌বক্তব্য ইতি। অত্রোচ্যতে—নিমিত্তং বিষয়ম্ অতীতানাগতবর্ত্তমানাধ্বসু ত্রিষ্বপি সদা চিত্তং ন সংস্পৃশেদেব হি। যদি হি ক্বচিৎ সংস্পৃশেৎ, সঃ অবিপর্য্যাসঃ পরমার্থঃ, ইত্যতঃ তদপেক্ষয়া অসতি ঘটে ঘটভাসতা বিপর্য্যাসঃ স্যাৎ ; ন তু তদস্তি কদাচিদপি চিত্তস্য অর্থসংস্পর্শনম্। তস্মাৎ অনিমিত্তো বিপর্য্যাসঃ কথং তস্য চিত্তস্য ভবিষ্যতি ? ন কথঞ্চিৎ বিপর্য্যাসোঽস্তি ইত্যভিপ্রায়ঃ। অয়মেব হি স্বভাবঃ চিত্তস্য, যদুত অসতি নিমিত্তে ঘটাদৌ তদ্‌বৎ অবভাসনম্॥ ১৪২ ॥ ২৭ ॥

ভাষ্যানুবাদ ঃ—আচ্ছা, জ্ঞানের আলম্বনরূপ ঘটাদি বাহ্যবিষয়ের অভাব হইলে চিত্তের ঘটাদি আকারে যে জ্ঞান হয়, সেই জ্ঞান তাহা হইলে আভাস জ্ঞান, মিথ্যা জ্ঞান, অর্থাৎ ভ্রান্তি বলিতে হইবে। ভ্রান্তি কিন্তু অভ্রান্তির প্রতিযোগিনী ; সুতরাং অভ্রান্ত জ্ঞান নিশ্চয়ই আছে ; তাহা হইলে সেই বস্তুবিষয়ক যথার্থ জ্ঞান যখন হয়, তখন জ্ঞানের আলম্বনরূপ বাহ্য বিষয়ও বর্ত্তমান আছে স্বীকার করিতে হয়, সর্পের যথার্থ জ্ঞান পূর্ব্বে হইয়াছে সেইজন্য রজ্জুতে সর্পভ্রম হইয়া থাকে। সুতরাং ভ্রান্ত জ্ঞানমাত্রই যথার্থ জ্ঞানের প্রতিযোগী। অতএব কোথায়ও অবিপর্য্যাস বা যথার্থ জ্ঞান আছে বলিতে হইবে। এই বিষয় সম্বন্ধে বলা হইতেছে—অতীত, বর্ত্তমান, ভবিষ্যৎ তিন কালেই চিত্ত সর্ব্বদা বাহ্য বিষয়কে, নিমিত্তকে স্পর্শই করে না। চিত্ত যদি কখন বাহ্য বিষয়কে স্পর্শ বা গ্রহণ করিত, তাহা হইলে সেই বিষয়ক জ্ঞান-পরমার্থ অর্থাৎ যথার্থ জ্ঞান হইত এবং চিত্তাতিরিক্ত সৎ বাহ্যবস্তু থাকিত এবং তাহার অপেক্ষায় অবিদ্যমান ঘটে ঘটাভাসের জ্ঞান-রূপ বিপর্য্যাস বা ভ্রম হইতে পারিত ; কিন্তু চিত্ত যখন তিন কালেই বাহ্য-বস্তু গ্রহণ করে না, তখন বাহ্যবস্তু-বিষয়ক যথার্থ জ্ঞান কি প্রকারে হইবে ? বাহ্য-বস্তুবিষয়ক যথার্থ জ্ঞানের অভাবহেতু বাহ্যবস্তু-জনিত সংস্কার হইতে উৎপন্ন ভ্রম বা বিপর্য্যাসও অসম্ভব। বাহ্য বিষয়ের সহিত চিত্তের সংস্পর্শ

কখনও হয় না; সুতরাং সেই বিপর্য্যাস বা ভ্রম নাই। সেইহেতু চিত্তের নির্নিমিত্ত বিপর্য্যাস কি প্রকারে হইবে? অভিপ্রায় এই যে কোন প্রকারেই বিপর্য্যাস নাই। যথার্থ জ্ঞানকে অপেক্ষা করিয়াই যে ভ্রম বা বিপর্য্যাস হইবে এরূপ কোন নিয়ম নাই। চিত্তের স্বভাবই এই যে, ঘটাদি নিমিত্ত বা বাহ্য বিষয় বিদ্যমান না থাকিলেও চিত্তই সেই বিষয়াকারে ভাসমান হইয়া থাকে ॥ ১৪২ ॥ ২৭ ॥

তস্মান্ন জায়তে চিত্তং চিত্তদৃশ্যং ন জায়তে।
তস্য পশ্যন্তি যে জাতিং খে বৈ পশ্যন্তি তে পদম্ ॥ ১৪৩ ॥ ২৮ ॥

অন্বয়ঃ—তস্মাৎ (সেইহেতু অর্থাৎ দৃশ্য বাহ্যপদার্থের অনুৎপত্তি হেতু) চিত্তং ন জায়তে (দৃশ্য হওয়া হেতু চিত্তও পরমার্থতঃ উৎপন্ন হয় না) যে (যাঁহারা) তস্য (সেই চিত্তের) জাতিং (উৎপত্তি) পশ্যন্তি (দর্শন করেন) তে (তাঁহারা) খে (আকাশে) পদং (পক্ষী প্রভৃতির পদচিহ্ন) বৈ পশ্যন্তি (নিশ্চয়ই দর্শন করেন) ॥ ১৪৩ ॥ ২৮ ॥

অনুবাদঃ—ক্ষণিক বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধদিগের বিজ্ঞানবাদ অবলম্বনপূর্ব্বক যাঁহারা বাহ্য বস্তুর উৎপত্তি স্বীকার করেন, সেই বাহ্যার্থবাদীদিগের মত খণ্ডন করা হইয়াছে। যুক্তি দ্বারা প্রদর্শিত হইয়াছে যে, ঘটাদি বাহ্যপদার্থ বস্তুতঃ বিদ্যমান না থাকিলেও বিজ্ঞানই ঘটাদি আকারে অবভাসিত হইয়া থাকে। এক্ষণে বিজ্ঞানবাদ ও নিরাকৃত হইতেছে—দৃশ্য বাহ্যপদার্থের অনুৎপত্তি হেতু, চিত্ত অর্থাৎ বিজ্ঞানও উৎপন্ন হয় না; কারণ বিজ্ঞানবাদী প্রতিক্ষণে বিজ্ঞানের জন্ম দর্শন করেন, সুতরাং বিজ্ঞানও দৃশ্য হওয়া হেতু পরমার্থতঃ উৎপন্ন হয় না এবং চিত্তের দৃশ্য ঘটাদি বাহ্য পদার্থও উৎপন্ন হয় না। যাঁহারা চিত্তের উৎপত্তি দর্শন করেন, তাঁহারা আকাশে পক্ষী প্রভৃতির পদ চিহ্ন নিশ্চয়ই দর্শন করেন ॥ ১৪৩ ॥ ২৮ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্ঃ—"প্রজ্ঞপ্তেঃ সনিমিত্তত্বম্" ইত্যাদি এতদন্তং বিজ্ঞান-

বাদিনো বৌদ্ধস্য বচনং বাহ্যার্থবাদিপক্ষ প্রতিষেধপরম্ আচার্য্যেণ অনুমোদিতম্। তদেব হেতুং কৃত্বা তৎপক্ষপ্রতিষেধায় তদিদম্ উচ্যতে "তস্মাৎ" ইত্যাদি। যস্মাৎ অসত্যেব ঘটাদৌ ঘটাদ্যাভাসতা চিত্তস্য বিজ্ঞানবাদিনা অভ্যুপগতা, তদনুমোদিতম্ অস্মাভিরপি ভূতদর্শনাৎ। তস্মাৎ তস্যাপি চিত্তস্য জায়মানাব-ভাসতা অসত্যেব জন্মনি যুক্তা ভবিতুমিতি, অতো ন জায়তে চিত্তম্; যথা চিত্তদৃশ্যং ন জায়তে, অতস্তস্য যে জাতিং পশ্যন্তি বিজ্ঞানবাদিনঃ ক্ষণিকত্বদুঃখিত্বশূন্যত্বানাত্মত্বাদি চ। তেনৈব চিত্তেন চিত্তস্বরূপং দ্রষ্টুমশক্যং পশ্যন্তঃ খে বৈ পশ্যন্তি তে পদং পক্ষ্যাদীনাম্। অত ইতরেভ্যোঽপি দ্বৈতিভ্যঃ অত্যন্ত-সাহসিকা ইত্যর্থঃ। যেঽপি শূন্যবাদিনঃ পশ্যন্ত এব সর্ব্বশূন্যতাং স্বদর্শনস্যাপি শূন্যতাং প্রতিজানতে, তে ততোঽপি সাহসিকতরাঃ খং মুষ্টিনাপি জিঘৃক্ষন্তি ॥ ১৪৩ ॥ ২৮ ॥

ভাষ্যানুবাদঃ—"প্রজ্ঞপ্তেঃ সনিমিত্তত্বং" জ্ঞানের সবিষয়ত্ব, বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধের এই যে উক্তি, ইহা বাহ্যার্থবাদীদিগের মত, অর্থাৎ যাঁহারা বাহ্য-পদার্থের তত্ত্বতঃ উৎপত্তি স্বীকার করেন তাঁহাদের সেই মতবাদ নিরাকৃত করিবার জন্য আচার্য্য গৌড়পাদ কর্ত্তৃক অঙ্গীকৃত হইয়াছে। বিজ্ঞানবাদীর সেই যুক্তিসমূহকে হেতুরূপ অর্থাৎ কারণরূপে গ্রহণ করিয়া সেই বিজ্ঞান-বাদীর মতবাদ নিরাকরণ করিবার জন্য 'তস্মাৎ' ইত্যাদি শ্লোক কথিত হইতেছে—যেহেতু বিজ্ঞানবাদী স্বীকার করেন যে, ঘটাদি বাহ্যপদার্থ বিদ্যমান না থাকিলেও চিত্তই বাহ্যপদার্থাকারে প্রতীত হয় অর্থাৎ ঘট প্রভৃতি বাহ্যপদার্থ চিত্তেরই আভাসমাত্র এবং আমরাও পরমার্থদৃষ্টি অবলম্বন পূর্ব্বক বিজ্ঞানবাদীর এই মতবাদ অর্থাৎ বাহ্যপদার্থের অনুৎপত্তি অঙ্গীকার করিয়াছি; সেইহেতু সেই চিত্তেরও আভাসরূপে যে জায়মানতা অর্থাৎ উৎপত্তি, তাহা অসৎ জন্মপক্ষেই যুক্তিযুক্ত হয়, অতএব চিত্ত উৎপন্ন হয় না, যেমন চিত্তের দৃশ্য ঘটাদি উৎপন্ন হয় না, ঠিক সেইরূপ। বিজ্ঞানবাদী বলেন—বাহ্যপদার্থ উৎপন্ন হয় না, উহারা চিত্তের আভাস।

চিত্তের আভাসতা উৎপন্ন হওয়া হেতু উহাও দৃশ্য; সুতরাং উহা বস্তুতঃ উৎপন্ন হয় না। অতএব চিত্ত বা বিজ্ঞানের পরমার্থতঃ উৎপত্তিই যখন যুক্তিসঙ্গত নয়, তখন সেই অনুৎপন্ন চিত্তের দ্বারাই যে বিজ্ঞানবাদিগণ চিত্তের উৎপত্তি, 'ক্ষণিকত্ব, দুঃখিত্ব, অনাত্মত্ব প্রভৃতি চিত্তের ধর্ম্মসমূহ দর্শন করেন অর্থাৎ যে অনুৎপন্ন চিত্তদ্বারা চিত্তের স্বরূপ দর্শন কোন প্রকারেই করা যায় না, সেই চিত্ত দ্বারা যাঁহারা চিত্তের ধর্ম্মসমূহ দর্শন করেন, তাঁহারা আকাশে পক্ষী প্রভৃতির পদচিহ্ন নিশ্চয়ই দর্শন করিয়া থাকেন। অভিপ্রায় এই যে বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধ অন্যান্য দ্বৈতবাদী অপেক্ষাও সাহসী। আর যে শূন্যবাদিগণ সর্ব্বশূন্যতা দর্শন করেন, এমন কি স্বীয় প্রত্যক্ষ দর্শনেরও শূন্যতা স্বীকার করেন, তাঁহারা সেই বিজ্ঞানবাদী অপেক্ষাও অধিকতর সাহসী, তাঁহারা আকাশকে মুষ্টি দ্বারা গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করেন ॥ ১৪৩ ॥ ২৮ ॥

অজাতং জায়তে যস্মাদজাতিঃ প্রকৃতিস্ততঃ।
প্রকৃতেরন্যথাভাবো ন কথঞ্চিদ্ভবিষ্যতি ॥ ১৪৪ ॥ ২৯ ॥

অন্বয়ঃ—অজাতং (উৎপত্তিহীন চিত্ত) যস্মাৎ (যেহেতু) জায়তে (উৎপন্ন হয়) প্রকৃতিঃ (প্রকৃতি বা স্বভাব) অজাতিঃ (অনুৎপত্তি বা জন্ম-রাহিত্য) ততঃ (সেইহেতু) প্রকৃতেঃ (প্রকৃতির) অন্যথাভাবঃ (অন্য প্রকার ভাব) কথঞ্চিৎ (কোন প্রকারেই) ন ভবিষ্যতি (হইবে না) ॥ ১৪৪ ॥ ২৯ ॥

অনুবাদঃ—যেহেতু বাদিগণ বলেন যে স্বভাবতঃ উৎপত্তিহীন চিত্ত উৎপন্ন হয়, তাঁহাদের এই উক্তি বিরুদ্ধ, কেননা অনুৎপত্তিই চিত্তের প্রকৃতি বা স্বভাব; সেইহেতু স্বভাব বা প্রকৃতির অন্যথাভাব অর্থাৎ স্বরূপহানি কোন প্রকারেই হইবে না ॥ ১৪৪ ॥ ২৯ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্ঃ—উক্তৈঃ হেতুভিঃ অজমেকং ব্রহ্মেতি সিদ্ধং, যৎ পুনরাদৌ প্রতিজ্ঞাতং তৎ, ফলোপসংহারার্থঃ অয়ং শ্লোকঃ। অজাতং যচ্চিত্তং

ব্রহ্মৈব জায়ত ইতি বাদিভিঃ পরিকল্প্যতে, তৎ অজাতং জায়তে যস্মাৎ অজাতিঃ প্রকৃতিঃ তস্য; ততঃ তস্মাৎ অজাতরূপায়াঃ প্রকৃতেঃ অন্যথাভাবো জন্ম ন কথঞ্চিদ্ভবিষ্যতি ॥ ১৪৪ ॥ ২৯ ॥

ভাষ্যানুবাদ ঃ—পূর্ব্বোক্ত যুক্তিসমূহের দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে যে ব্রহ্ম এক এবং জন্মরহিত। যে এক, অদ্বিতীয়, কূটস্থব্রহ্ম পূর্ব্বে প্রস্তাবিত এবং যুক্তিসমূহ দ্বারা সিদ্ধ হইয়াছে, তাহারই ফলের উপসংহারের নিমিত্ত এই শ্লোক আরব্ধ হইতেছে। ইহাই যদি বাদীর অভিপ্রেত হয় যে চিত্ত বা বিজ্ঞান স্বভাবতঃ জন্মরহিত, তাহা হইলে সেই অজাত চিত্ত "ব্রহ্মই"; সুতরাং ব্রহ্ম যেরূপ স্বরূপতঃ কূটস্থও একরূপ, চিত্তও সেইরূপ ব্রহ্মের ন্যায় একরূপ ও কূটস্থ। বাদিগণ সেই স্বভাবতঃ উৎপত্তিহীন চিত্ত উৎপন্ন হয় বলিয়া পরিকল্পনা করেন। 'সেই অজাত চিত্ত জন্মলাভ করে', ইহা বিরুদ্ধ। চিত্ত বস্তুতঃ উৎপন্ন হয় না, যেহেতু অজাতি বা অনুৎপত্তিই তাহার প্রকৃতি বা স্বভাব; সেইহেতু স্বভাবতঃ জন্মরহিত প্রকৃতির অন্যথাভাব অর্থাৎ জন্ম কোন প্রকারেই সম্ভব হইবে না ॥ ১৪৪ ॥ ২৯ ॥

অনাদেরন্তবত্ত্বঞ্চ সংসারস্য ন সেৎস্যতি।
অনন্ততা চাদিমতো মোক্ষস্য ন ভবিষ্যতি ॥ ১৪৫ ॥ ৩০ ॥

অন্বয় ঃ—অনাদেঃ (অনাদি) সংসারস্য (সংসারের) অন্তবত্ত্বং চ (শেষ) ন সেৎস্যতি (সিদ্ধ হইবে না) আদিমতঃ (ব্রহ্মাত্মৈক্য জ্ঞান হইতে উৎপন্ন, সুতরাং আদিমান্) মোক্ষস্য চ (মোক্ষের) অনন্ততা (নিত্যত্ব, অক্ষয়ত্ব) ন ভবিষ্যতি (হইবে না) ॥ ১৪৫ ॥ ৩০ ॥

অনুবাদ ঃ—যাঁহারা বলেন সংসার অনাদি, তাঁহাদের অনাদি সংসারের শেষ হইতে পারে না, কারণ যাহার আদিই নাই তাহার অন্ত হইতে পারে না। আবার যাঁহারা বন্ধ এবং মোক্ষকে সত্য বলিয়া মনে করেন, তাঁহাদের পক্ষেও মোক্ষ যখন ব্রহ্মজ্ঞান হইতে উৎপন্ন হয়, তখন

সেই 'মোক্ষ' জন্ম পদার্থ বলিয়া আদিমান্ হওয়ায়, উহা কখন অক্ষয় হইতে পারে না ॥ ১৪৫ ॥ ৩০ ॥

[বীজ ও অঙ্কুরের ন্যায় সংসার অনাদি হইলেও তাহার অর্থাৎ বীজাঙ্কুরের বিচ্ছেদ ত দেখা যায়? এরূপ শঙ্কা যুক্তিযুক্ত নয়, কারণ, বীজ ও অঙ্কুর দুই ভিন্ন পদার্থ; সুতরাং তাহাদের নাশ সম্ভব হয়; কিন্তু একই পদার্থ অনাদি হইয়া কখন নাশবান্ হইতে পারে না; আর যে বলা হয়, ঘটাদি কার্য্য পদার্থের ধ্বংস যেরূপ নিত্য, সেইরূপ বিবেক জ্ঞান হইতে উৎপন্ন মোক্ষ জন্য পদার্থ হইলেও অক্ষয় হইবে, বাদিগণের এই উক্তিও সমীচীন নহে; কারণ যাহা কৃতক তাহা অনিত্য; আর মোক্ষ যদি প্রধ্বংসাভাবের ন্যায়, শশবিষাণবৎ অভাব পদার্থ হয়, তাহা হইলে মোক্ষের উৎপত্তিই সম্ভব হয় না]।

শাঙ্কর-ভাষ্যম্ ঃ—অয়ঞ্চ অপর আত্মনঃ সংসারমোক্ষয়োঃ পরমার্থ-সদ্ভাববাদিনাং দোষ উচ্যতে,—অনাদেঃ অতীতকোটিরহিতস্য সংসারস্য অন্তবত্ত্বং সমাপ্তিঃ ন সেৎস্যতি যুক্তিতঃ সিদ্ধিং ন উপযাস্যতি। ন হি অনাদিঃ সন্ অন্তবান্ কশ্চিৎ পদার্থো দৃষ্টো লোকে। বীজাঙ্কুরসম্বন্ধ নৈরন্তর্য্য-বিচ্ছেদো দৃষ্ট ইতি চেৎ; ন একবস্তুভাবেন অপোদিতত্বাৎ। তথা অনন্ততাপি বিজ্ঞানপ্রাপ্তিকালপ্রভবস্য মোক্ষস্য আদিমতো ন ভবিষ্যতি; ঘটাদিষু অদর্শনাৎ। ঘটাদিবিনাশবৎ অবস্তুত্বাৎ অদোষ ইতি চেৎ; তথা চ মোক্ষস্য পরমার্থসদ্ভাব-প্রতিজ্ঞাহানিঃ, অসত্ত্বাদেব, শশবিষাণস্যেব আদিমত্ত্বাভাবশ্চ ॥ ১৪৫ ॥ ৩০ ॥

ভাষ্যানুবাদ ঃ—'আত্মার সংসার এবং মোক্ষ সত্য' এই মত পোষণ-কারীদিগের পক্ষে অন্য একটা দোষ কথিত হইতেছে—অনাদি অর্থাৎ আদি-হীন পূর্ব্বরহিত সংসারের সমাপ্তি বা শেষ কোন যুক্তি দ্বারাই প্রমাণিত হইবে না, কারণ কোন পদার্থ অনাদি হইয়া যে নাশ প্রাপ্ত হয়, ইহা জগতে দৃষ্ট হয় না। যদি বল, বীজ ও অঙ্কুরের অনাদি সম্বন্ধেরও ত বিচ্ছেদ দৃষ্ট হয়?

না, তাহা হইতে পারে না, বীজ ও অঙ্কুর দুইটি পৃথক বস্তু বলিয়া তাহাদের সম্বন্ধের অনাদিত্ব পূর্ব্বেই নিরাকৃত হইয়াছে। বিজ্ঞান প্রাপ্তির সমকালেই উৎপন্ন আদিমান মোক্ষেরও অনন্ততা হইবে না; কারণ ঘটাদি কার্য্য পদার্থে উহা দেখা যায় না। যদি বল, ঘটাদি ধ্বংসের ন্যায় অবস্তু হওয়ায় উহা নির্দ্দোষ, তাহাও বলিতে পার না; কারণ, তাহা হইলে 'মোক্ষ পারমার্থিক সত্য' এই প্রতিজ্ঞার হানি হয়; পক্ষান্তরে অসত্ত্বা নিমিত্তই শশবিষাণের ন্যায় মোক্ষের আদিমত্তাও হইতে পারে না॥ ১৪৫॥ ৩০॥

আদাবন্তে চ যন্নাস্তি বর্ত্তমানেঽপি তৎ তথা।
বিতথৈঃ সদৃশাঃ সন্তোঽবিতথা ইব লক্ষিতাঃ॥ ১৪৬॥ ৩১॥

অন্বয় ঃ—যৎ (যে বস্তু) আদৌ অন্তে চ নাস্তি (আদিতে এবং অন্তে নাই) তৎ (সেই বস্তু) বর্ত্তমানে অপি (বর্ত্তমানকালেও) তথা (সেইরূপ) বিতথৈঃ সদৃশাঃ (মিথ্যাসদৃশ) সন্তঃ (হইয়াও) অবিতথা ইব (সত্যের ন্যায়) লক্ষিতাঃ (দৃষ্ট হয়)॥ ১৪৬॥ ৩১॥

অনুবাদঃ—যে পদার্থ আদিতে এবং অন্তে নাই, সেই পদার্থ বর্ত্তমানেও সেইরূপ, অর্থাৎ বর্ত্তমানেও তাহা নাই। সেই অসৎ পদার্থসমূহ মিথ্যাসদৃশ হইয়াও অজ্ঞানবশতঃ সত্যের ন্যায় প্রতীত হয়॥ ১৪৬॥ ৩১॥

সপ্রয়োজনতা তেষাং স্বপ্নে বিপ্রতিপদ্যতে।
তস্মাদাদ্যন্তবত্ত্বেন মিথ্যৈব খলু তে স্মৃতাঃ॥ ১৪৭॥ ৩২॥

অন্বয় ঃ—তেষাং (জাগ্রৎকালীন সেই অসৎ পদার্থসমূহের) সপ্রয়োজনতা (গমনাগমন পানভোজনাদি কার্য্যকারিতা) স্বপ্নে (স্বপ্নাবস্থায়) বিপ্রতিপদ্যতে (বিরুদ্ধ হয়) তস্মাৎ (সেইহেতু) আদ্যন্তবত্ত্বেন (উৎপত্তি ও বিনাশ থাকা হেতু) তে (দৃশ্য পদার্থসমূহ) মিথ্যৈব খলু (নিশ্চয়ই মিথ্যা) স্মৃতাঃ (বিবেকিগণ দ্বারা সুচিন্তিত)॥ ১৪৭॥ ৩২॥

অনুবাদ ঃ—জাগ্রৎকালীন সেই অসৎ পদার্থসমূহের সপ্রয়োজনতা অর্থাৎ গমনাগমন, পানভোজনাদি কার্য্যকারিতা স্বপ্নাবস্থায় বিরুদ্ধ হইয়া যায়; সেইজন্য উৎপত্তি বিনাশ নিবন্ধন তাহারা নিশ্চয় মিথ্যা, পণ্ডিতগণ কর্তৃক এইরূপ সুচিন্তিত হইয়াছে। জাগ্রৎদৃশ্য আদিমত্ব ও অন্তবত্ত্ব হেতু স্বপ্ন দৃশ্যের ন্যায় মিথ্যা; তাহাদের পারমার্থিক সত্তা নাই, কেবলমাত্র প্রাতীতিক সত্ত্বা আছে। যদি বল, জাগ্রৎদৃশ্য প্রয়োজন সিদ্ধ করে, সুতরাং তাহা মিথ্যা নহে; তাহাও বলিতে পার না, কারণ জাগ্রৎ দৃশ্যের প্রয়োজন সিদ্ধত্ব থাকে না ॥ ১৪৭ ॥ ৩২ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্ ঃ—বৈতথ্যে কৃতব্যাখ্যানৌ শ্লোকৌ ইহ সংসার-মোক্ষা-ভাবপ্রসঙ্গেন পঠিতৌ ॥ ১৪৬ ॥ ৩১—১৪৭ ॥ ৩২ ॥

ভাষ্যানুবাদ ঃ—বৈতথ্য প্রকরণে পূর্ব্বোক্ত দুই শ্লোক ব্যাখাত হইয়াছে। সংসার এবং মোক্ষের অসত্যতা নির্দ্ধারণ প্রসঙ্গে এখানে সেই দুইটি শ্লোক পঠিত হইয়াছে মাত্র ॥ ১৪৬ ॥ ৩১—১৪৭ ॥ ৩২ ॥

সর্ব্বে ধর্ম্মা মৃষা স্বপ্নে কায়স্যান্তর্নিদর্শনাৎ।
সংবৃতেঽস্মিন্ প্রদেশে বৈ ভূতানাং দর্শনং কুতঃ ॥ ১৪৮ ॥ ৩৩ ॥

অন্বয় ঃ—স্বপ্নে (স্বপ্নাবস্থায়) কায়স্য (শরীরের, সূক্ষ্ম দেহের) অন্তঃ (অভ্যন্তরে) নিদর্শনাৎ (নিশ্চিতরূপে দর্শন হেতু, অনুভব হেতু) সর্ব্বে ধর্ম্মাঃ (সমস্ত পদার্থ) মৃষা (মিথ্যা) অস্মিন্ (এই) সংবৃতে (সঙ্কুচিত, সঙ্কীর্ণ) প্রদেশে (স্থানে) ভূতানাং (পদার্থসমূহের) দর্শনং কুতঃ (কি প্রকারে দর্শন সম্ভব হইতে পারে?) ॥ ১৪৩ ॥ ৩৩ ॥

অনুবাদ ঃ—স্বপ্নাবস্থায় সূক্ষ্মদেহের অভ্যন্তরে দর্শনহেতু স্বপ্নকালীন পদার্থসমূহ মিথ্যা নাড়ীর অভ্যন্তরস্থ সঙ্কীর্ণস্থানে পদার্থসমূহের দর্শন কি প্রকারে সম্ভব হইতে পারে? স্বপ্নাবস্থায় দেহমধ্যস্থ দৃশ্যসমূহ যদি মিথ্যা হয়, তাহা হইলে জাগ্রৎ অবস্থায় এই বিরাট দেহে দৃশ্যমান জগৎ প্রপঞ্চ

নিশ্চয়ই মিথ্যা। স্বপ্নাবস্থায় দৃশ্যমান পর্ব্বত প্রভৃতির সূক্ষ্ম নাড়ীমধ্যে অবস্থান অসম্ভব বলিয়া যদি তাহারা মিথ্যা হয়, তাহা হইলে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম চৈতন্য-মাত্রস্বরূপ, অখণ্ড, একরস, পূর্ণ, নিরন্তর প্রত্যগাত্মস্বরূপ ব্রহ্মে জগৎ প্রপঞ্চ কিরূপে বিদ্যমান থাকিতে পারে ? ॥ ১৪৮ ॥ ৩৩ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্ ঃ—"নিমিত্তস্যানিমিত্তত্বম্ ইষ্যতে ভূতদর্শনাৎ" ইত্যয়মর্থঃ প্রপঞ্চ্যতে এতৈঃ শ্লোকৈঃ ॥ ১৪৮ ॥ ৩৩ ॥

ভাষ্যানুবাদ ঃ—পরমার্থ দৃষ্টিদ্বারা বিচার করিলে বাদিগণের অভিপ্রেত বাহ্যপদার্থরূপ নিমিত্তের অনিমিত্তত্বই অঙ্গীকার করিতে হয় অর্থাৎ ব্রহ্মাতিরিক্ত কোন বাহ্য বিষয় পরমার্থতঃ বিদ্যমান নাই ইহাই স্বীকার করিতে হয়। এই সমস্ত শ্লোক দ্বারা সেই বিষয়ই বিশদভাবে প্রদর্শিত হইতেছে ॥ ১৪৮ ॥ ৩৩ ॥

ন যুক্তং দর্শনং গত্বা কালস্যানিয়মাদ্‌গতৌ।
প্রতিবুদ্ধশ্চ বৈ সর্ব্বস্তস্মিন্ দেশে ন বিদ্যতে ॥ ১৪৯ ॥ ৩৪ ॥

অন্বয় ঃ—গতৌ (দেশান্তর গমন বিষয়ে) কালস্য (সময়ের) অনিয়মাৎ (নিয়ম না থাকা হেতু) গত্বা (গমন করিয়া) দর্শনং (বিষয় দর্শন) ন যুক্তং (যুক্তি সঙ্গত নহে) সর্ব্বঃ (সব লোকই) প্রতিবুদ্ধঃ চ (জাগরিত হইয়া) তস্মিন্ দেশে (সেই দেশে) ন বিদ্যতে (অবস্থান করে না) ॥ ১৪৯ ॥ ৩৪ ॥

অনুবাদ ঃ—স্বপ্নাবস্থায় দেশান্তরে গমন বিষয়ে কালের কোন নিয়ম না থাকায় বস্তুতঃ সেই দেশে গমন পূর্ব্বক বিষয়সমূহ দর্শন যুক্তি সঙ্গত নহে। সব লোকই স্বপ্নাবস্থা হইতে জাগ্রত হইয়া সেই স্বপ্নদৃষ্ট স্থানে অবস্থান করে না। যে স্থানে গমন করিতে মাসাধিক কালের প্রয়োজন, স্বপ্নদর্শী ব্যক্তি স্বপ্নাবস্থায় মুহূর্ত্তমধ্যে সেই স্থানে গমন করে। সময়ের নিয়ম না থাকায় স্বপ্নদৃষ্ট সেই স্থান যেরূপ মিথ্যা, সেইরূপ মৃত্যুর পর অর্চ্চিরাদি মার্গ দ্বারা গমন পূর্ব্বক ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তিও সময়ের অনিয়মহেতু যুক্তিসঙ্গত নয়। লোকে জাগরিত হইয়া যেমন নিজেকে স্বপ্নদৃষ্ট স্থানে

দর্শন করে না, সেই যেস্থানে অবস্থান পূর্ব্বক মানুষ সংসার অনুভব করিতেছে, ব্রহ্মাত্মৈক্য জ্ঞানহেতু ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হইয়া সেই ব্যক্তি নিজেকে আর সেই স্থানে দর্শন করে না ; তখন সে পরিপূর্ণ ব্রহ্মস্বরূপে অবস্থান করিতে থাকে ॥ ১৪৯ ॥ ৩৪ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্ ঃ—জাগরিতে গত্যাগমনকালৌ নিয়তৌ দেশঃ প্রমাণতো যঃ, তস্য অনিয়মাৎ নিয়মস্য অভাবাৎ স্বপ্নে ন দেশান্তরগমনমিত্যর্থঃ ॥ ১৪৯ ॥ ৩৪ ॥

ভাষ্যানুবাদ ঃ—জাগ্রৎ অবস্থায় কোন দেশে গমনাগমন বিষয়ে যে সময় নির্দ্ধারিত আছে এবং যে স্থান প্রমাণসিদ্ধ ও নির্দিষ্ট আছে, স্বপ্নাবস্থায় সেই নিয়মের অভাব হেতু দেশান্তরে গমন হয় না ॥ ১৪৯ ॥ ৩৪ ॥

মিত্রাদ্যৈঃ সহ সংমন্ত্র্য সম্বুদ্ধো ন প্রপদ্যতে।
গৃহীতঞ্চাপি যৎকিঞ্চিৎ প্রতিবুদ্ধো ন পশ্যতি ॥ ১৫০ ॥ ৩৫ ॥

অন্বয় ঃ—**মিত্রাদ্যৈঃ সহ** (মিত্রগণের সহিত) সংমন্ত্র্য (আলাপ করিয়া) **সম্বুদ্ধঃ** (**জাগরিত হইয়া**) ন প্রপদ্যতে (প্রাপ্ত হয় না) যৎ কিঞ্চিৎ গৃহীতং চ অপি (যাহা কিছু প্রাপ্ত হয়) প্রতিবুদ্ধঃ (জাগরিত হইয়া) ন পশ্যতি (দেখিতে পায় না) ॥ ১৫০ ॥ ৩৫ ॥

অনুবাদ ঃ—স্বপ্নে মিত্রগণের সহিত আলাপ করিয়া যখন জাগরিত হয়, তখন আর তাহাদিগকে প্রাপ্ত হয় না অর্থাৎ দেখিতে পায় না। স্বপ্নাবস্থায় যাহা কিছু গ্রহণ করে, জাগরিত হইয়া তাহা আর দেখিতে পায় না। স্বপ্নে মিত্রগণের সহিত কথোপকথন যেরূপ অপ্রামাণিক, সেইরূপ জাগ্রৎ অবস্থায় "আমাদিগকে নিঃশ্রেয়সপ্রাপ্তি করিতে হইবে" এইরূপে ব্রহ্মবাদিগণের সহিত ব্রহ্মাত্মতত্ত্ব বিষয়ক সমালোচনা ও মানুষ যখন অজ্ঞানরূপ নিদ্রা হইতে জাগরিত হয়, তখন সেই ব্যক্তি আত্মতত্ত্ব যে শ্রবণাদি সাধ্য তাহা আর অনুভব করে না। কারণ তখন তাহার নিশ্চয় হয় যে

সকলেই সর্ব্বদা নিত্যমুক্ত, অতএব মুমুক্ষুত্ব, শ্রবণ মননাদি কর্ত্তব্য কেবল ভ্রান্তি মাত্র এবং উপদেশ গ্রহণজনিত ফলস্বরূপ প্রাপ্ত করাইয়া দিতে পারে না। সেই বিদ্বান্ তখন বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়াদির কর্ম্মে স্বীয় কর্ত্তৃত্ব, ভোক্তৃত্ব দর্শন করেন না।। ১৫০ ।। ৩৫ ।।

শাঙ্কর-ভাষ্যম্ ঃ—মিত্রাদ্যৈঃ সহ সংমন্ত্র্য তদেব মন্ত্রণং প্রতিবুদ্ধো ন প্রপদ্যতে। গৃহীতঞ্চ যৎকিঞ্চিৎ হিরণ্যাদি ন প্রাপ্নোতি। গতশ্চ ন দেশান্তরং গচ্ছতি স্বপ্নে ।। ১৫০ ।। ৩৫ ।।

ভাষ্যানুবাদ ঃ—মিত্র প্রভৃতির সহিত স্বপ্নাবস্থায় সম্যক্‌রূপে মন্ত্রণা করিয়া মনুষ্য জাগরিত হইলে সেই সব মন্ত্রণা আর দেখিতে পায় না এবং স্বপ্নে সুবর্ণাদি যাহা কিছু গ্রহণ করে তাহাও জাগ্রৎ অবস্থায় প্রাপ্ত হয় না। এই কারণেও স্বপ্নে দেশান্তরগমন সম্ভব হয় না ।। ১৫০ ।। ৩৫ ।।

স্বপ্নে চাবস্তুকঃ কায়ঃ পৃথগন্যস্য দর্শনাৎ ।
যথা কায়স্তথা সর্ব্বং চিত্তদৃশ্যমবস্তুকম্ ॥ ১৫১ ॥ ৩৬ ॥

অন্বয় ঃ—স্বপ্নে (স্বপ্নাবস্থায়) কায়ঃ (স্বপ্নকালীন সূক্ষ্মদেহ) চ অবস্তুকঃ (অবস্তু, মিথ্যা) অন্যস্য (অন্য স্থূলদেহ) পৃথক্ (বিচরণশীল স্বপ্ন দেহ হইতে পৃথকভাবে অর্থাৎ নিশ্চলভাবে অবস্থিত) দর্শনাৎ (দর্শন হেতু) যথাকায়ঃ (স্বপ্নকালীন শরীর যেরূপ মিথ্যা) তথা (সেইরূপ) সর্ব্বং চিত্তদৃশ্যং (সমস্ত চিত্তকল্পিত দৃশ্য) অবস্তুকং (মিথ্যা)।১৫১ ॥ ৩৬ ॥

অনুবাদ ঃ—স্বপ্নাবস্থায় মানুষ যে দেহ দ্বারা বিচরণ করে, সে দেহ মিথ্যা, কারণ সেই দেহ হইতে পৃথক স্থূলদেহ নিশ্চলভাবে অবস্থান করে। যেমন স্বপ্নকালীন সেই মনঃকল্পিত সূক্ষ্মদেহ মিথ্যা, সেইরূপ চিত্তকল্পিত চরাচর দৃশ্যসমূহ মিথ্যা। জাগ্রৎ অবস্থায় মানুষ যে সন্ন্যাসি প্রভৃতি দেহ দ্বারা পর্য্যটন করে এবং কাহার পূজ্য, কাহারও বা দ্বেষ্য হয়, সেই সন্ন্যাসি দেহ প্রভৃতিও মিথ্যা; কারণ সেই বিচরণশীল সন্ন্যাসি দেহ হইতে পৃথক নিশ্চল, কূটাখ্য, ব্রহ্মাখ্য

দেহের অনুভব হইয়া থাকে। আরও স্বপ্নদৃশ্য যেরূপ মিথ্যা সেইরূপ সমস্ত চিত্তদৃশ্য জড় বলিয়া, পরিচ্ছিন্ন বলিয়া বিকারী হওয়ায় মিথ্যা ॥ ১৫১ ॥ ৩৬ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্ ঃ—স্বপ্নে চ অটন্ দৃশ্যতে যঃ কায়ঃ, সঃ অবস্তুকঃ, ততোঽন্যস্য স্বাপদেশস্থস্য পৃথক্ কায়ান্তরস্য দর্শনাৎ। যথা স্বপ্নদৃশ্যঃ কায়ঃ অসন্, তথা সর্ব্বং চিত্তদৃশ্যম্ অবস্তুকং জাগরিতেঽপি, চিত্তদৃশ্যত্বাৎ ইত্যর্থঃ। স্বপ্নসমত্বাৎ অসৎ জাগরিতমপীতি প্রকরণার্থঃ ॥ ১৫১ ॥ ৩৬ ॥

ভাষ্যানুবাদ ঃ—স্বপ্নাবস্থায় মানুষ যে দেহ পর্য্যটন করিতেছে দেখে, সেই স্বপ্নকালীন দেহ মিথ্যা; কারণ যে স্থানে শয়ন করিয়া মানুষ ঐ স্বপ্নকালীন দেহ দর্শন করে, সেই স্থানে অবস্থিত ঐ স্বপ্ন দেহ হইতে পৃথক্ অন্য দেহ দৃষ্ট হইয়া থাকে। যেরূপ স্বপ্নদৃশ্য সূক্ষ্ম-শরীর অসৎ, সেইরূপ জাগ্রদবস্থায় সমস্ত দৃশ্য চিত্তেরই দৃশ্য হওয়ায় মিথ্যা; ইহাই অভিপ্রায়। স্বপ্নতুল্য হেতু জাগ্রৎ ও অসৎ, ইহাই এই প্রকরণের তাৎপর্য্য ॥ ১৫১ ॥ ৩৬ ॥

গ্রহণাজ্জাগরিতবত্তদ্ধেতুঃ স্বপ্ন ইষ্যতে।
তদ্ধেতুত্বাত্তু তস্যৈব সজ্জাগরিতমিষ্যতে ॥ ১৫২ ॥ ৩৭ ॥

অন্বয় ঃ—জাগরিতবৎ (জাগ্রৎ অবস্থার ন্যায়) গ্রহণাৎ (গ্রাহ্য-গ্রাহকরূপে বিষয়সমূহের উপলব্ধি হেতু) স্বপ্নঃ (স্বপ্ন) তদ্ধেতুঃ (জাগরিতের কার্য্য বলিয়া) ইষ্যতে (স্বীকৃত হয়) তদ্ধেতুত্বাৎ তু (কিন্তু জাগরিতের কার্য্য হওয়ায়) তস্য এব (সেই স্বপ্নদ্রষ্টার পক্ষেই) জাগরিতং সৎ ইতি ইষ্যতে (জাগরিত সত্য বলিয়া স্বীকৃত হইতে পারে) ॥ ১৫২ ॥ ৩৭ ॥

অনুবাদ ঃ—জাগ্রৎ অবস্থার ন্যায় দ্রষ্টা ও দৃশ্যরূপে স্বপ্নে বিষয়সমূহের উপলব্ধি হেতু স্বপ্ন জাগরণের কার্য্য বলিয়া স্বীকৃত হয়। কিন্তু স্বপ্ন জাগরিতের কার্য্য হওয়ায় কেবল সেই স্বপ্নদ্রষ্টার পক্ষেই জাগ্রত সত্য বলিয়া গৃহীত হইতে পারে, অন্যের পক্ষে নহে। স্বপ্নদৃশ্য অবিদ্যমান হইলেও বিদ্যমান সত্য পদার্থের ন্যায় অবভাত হইয়া থাকে। জাগ্রৎ যদি সেই

অসৎ স্বপ্নের কারণ হয়, তাহা হইলে জাগ্রদবস্থা স্বপ্নের ন্যায় মিথ্যা হওয়াই উচিত। যদি বল কার্য্য মিথ্যা হইলে কারণ মিথ্যা হইবে এরূপ কোন প্রমাণ নাই, তাহা হইলে আমরা বলিব যে বস্তুর বিদ্যমানতাই তাহার বাস্তব সত্তার কারণ নহে, শুক্তি রজত, রজ্জু-সর্প ইহার দৃষ্টান্ত; যাহা বুদ্ধি সাপেক্ষ তাহা মিথ্যা, বুদ্ধি নিরপেক্ষ বস্তুই পরমার্থতঃ সৎ ॥ ১৫২ ॥ ৩৭ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্ ঃ—ইতশ্চ অসত্ত্বং জাগ্রদ্‌বস্তুনঃ, জাগরিতবৎ, জাগরিতস্যেব গ্রহণাদ্ গ্রাহ্য-গ্রাহকরূপেণ স্বপ্নস্য, তজ্জাগরিতং হেতুরস্য স্বপ্নস্য, স স্বপ্নঃ তদ্ধেতুঃ জাগরিতকার্য্যমিষ্যতে। তদ্ধেতুত্বাৎ জাগরিতকার্য্যত্বাৎ তস্যৈব স্বপ্নদৃশ এব সৎ জাগরিতং, ন তু অন্যেষাম্; যথা স্বপ্নঃ ইত্যভিপ্রায়ঃ। যথা স্বপ্নঃ স্বপ্নদৃশ এব সন্ সাধারণবিদ্যমানবস্তুবৎ অবভাসতে, তথা তৎকারণত্বাৎ সাধারণ-বিদ্যমানবস্তুবৎ অবভাসনম্, ন তু সাধারণং বিদ্যমানবস্তু স্বপ্নবৎ এবেত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ১৫২ ॥ ৩৭ ॥

ভাষ্যানুবাদ ঃ—এই কারণেও জাগ্রৎ বস্তুর অসত্ত্ব প্রতিপাদিত হয়; কারণ জাগ্রৎ অবস্থারই অনুভবের ন্যায় গ্রাহ্য-গ্রাহকরূপে স্বপ্নকালীন পদার্থ-সমূহেরও অনুভূতি হইয়া থাকে। এইহেতু 'জাগ্রৎ' এই স্বপ্নের হেতু অর্থাৎ স্বপ্নকে জাগরিতের কার্য্য বলিয়া ইচ্ছা করা হয়। জাগরিতের কার্য্য হওয়ায় অর্থাৎ জাগ্রৎ হইতেছে কারণ এবং স্বপ্ন হইতেছে কার্য্য, সেইহেতু সেই স্বপ্নদ্রষ্টারই নিকট জাগ্রদবস্থা সত্য হইতে পারে, কিন্তু অপরের নিকট নহে। অপরের নিকট জাগ্রদবস্থাটি স্বপ্নের ন্যায় অসৎ; ইহাই হইতেছে অভিপ্রায়। স্বপ্নদ্রষ্টার নিকট স্বপ্নকালীন পদার্থসমূহ যেরূপ সাধারণ বিদ্যমান বস্তুর ন্যায় প্রতিভাত হয় সেইরূপ জাগ্রৎ অবস্থাটি স্বপ্নের কারণ হওয়ায় জাগ্রৎকালীন পদার্থসমূহও সাধারণ বিদ্যমান বস্তুর ন্যায় অবভাত হয় মাত্র, বস্তুতঃ সেই সব পদার্থ সাধারণ বস্তুর ন্যায় বিদ্যমান নাই, উহারা স্বপ্নের দৃশ্যের ন্যায় অসৎই; ইহাই এই শ্লোকের অভিপ্রায় ॥ ১৫২ ॥ ৩৭ ॥

উৎপাদস্যাপ্রসিদ্ধত্বাদজং সর্ব্বমুদাহৃতম্।
ন চ ভূতাদভূতস্য সম্ভবোঽস্তি কথঞ্চন ॥ ১৫৩ ॥ ৩৮ ॥

অন্বয় ঃ—উৎপাদস্য (উৎপত্তির) অপ্রসিদ্ধত্বাৎ (অপ্রমাণিত হওয়া হেতু) সর্ব্বং (সমস্ত জগৎ) অজং (উৎপত্তিহীন) উদাহৃতম্ (কথিত হইয়াছে) ভূতাৎ (বিদ্যমান সদ্বস্তু হইতে) অভূতস্য (অসতের) সম্ভবঃ (উৎপত্তিঃ) ন চ কথঞ্চন অস্তি (কোন প্রকারেই হইতে পারে না) ॥ ১৫৩ ॥ ৩৮ ॥

অনুবাদ ঃ—উৎপত্তি প্রমাণিত না হওয়ায়, সমস্তই জন্মরহিত বলিয়া কথিত হইয়াছে। বিদ্যমান সদ্বস্তু হইতে অসতের উৎপত্তি কোন প্রকারেই হইতে পারে না। বাদিগণ জাগরিতকে সৎ বলেন এবং স্বপ্নকে জাগরিতের কার্য্য বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকেন, কিন্তু তাঁহাদের এই উক্তি যুক্তি-সঙ্গত নহে; কারণ সৎ হইতে অসতের উৎপত্তি অসম্ভব। স্বপ্ন যেরূপ অসৎ, জাগ্রৎও সেইরূপ অসৎ। উৎপত্তিবিনাশহীন, এক, অদ্বিতীয়, সদ্ঘন, চিদ্ঘন, আনন্দঘন ব্রহ্মই বিদ্যমান আছেন, তাঁহাতে অজ্ঞান বা মায়া বা অবিদ্যা জাগ্রৎ-স্বপ্ন-সুষুপ্তিরূপে, নিখিল জগৎরূপে ইন্দ্রজালবৎ প্রতীত হইতেছে মাত্র ॥ ১৫৩ ॥ ৩৮ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্ ঃ—নন্থ স্বপ্নকারণত্বেঽপি জাগরিতবস্তুনো ন স্বপ্নবৎ অবস্তুত্বম্। অত্যন্তচলো হি স্বপ্নঃ জাগরিতস্তু স্থিরং লক্ষ্যতে। সত্যমেবম্ অবিবেকিনাং স্যাৎ, বিবেকিনাস্তু ন কস্যচিৎ বস্তুন উৎপাদঃ প্রসিদ্ধঃ; অতঃ অপ্রসিদ্ধত্বাৎ উৎপাদস্য আত্মৈব সর্ব্বমিতি অজং সর্ব্বম্ উদাহৃতং বেদান্তেষু "সবাহ্যাভ্যন্তরো হ্যজঃ" ইতি।

যদপি মন্যসে জাগরিতাৎ সতঃ অসন্ স্বপ্নো জায়তে ইতি, তৎ অসৎ; ন ভূতাৎ বিদ্যমানাৎ অভূতস্য অসতঃ সম্ভবোঽস্তি লোকে। ন হ্যসতঃ শশবিষাণাদেঃ সম্ভবো দৃষ্টঃ কথঞ্চিদপি ॥ ১৫৩ ॥ ৩৮ ॥

ভাষ্যানুবাদ ঃ—আচ্ছা, স্বপ্নের কারণ হইলেও জাগ্রৎকালীন বস্তুর

অবস্তুত্ব অসত্ব হইতে পারে না, কারণ স্বপ্ন অতিশয় চঞ্চল; কিন্তু জাগ্রৎ স্থির বলিয়া দৃষ্ট হইয়া থাকে, সুতরাং স্বপ্ন-পদার্থের ন্যায় জাগ্রৎকালীন পদার্থ মিথ্যা হইতে পারে না। হাঁ, ইহা সত্য বটে; অবিবেকিগণের নিকটই জাগ্রৎ সত্যরূপে প্রতীত হয়, কিন্তু বিবেকিগণের নিকট কোন বস্তুরই উৎপত্তি প্রমাণ-সিদ্ধ নহে; অতএব উৎপত্তি অপ্রসিদ্ধ হওয়ায় একমাত্র আত্মাই সব। বেদান্ত শাস্ত্রসমূহে "বাহ্যাভ্যন্তর সহিত উৎপত্তিহীন আত্মাই বর্ত্তমান" ইত্যাদি বাক্য দ্বারা পরিদৃশ্যমান সমস্তই অবিনাশী আত্মা বলিয়া অভিহিত হইয়াছে।

যদি মনে কর—সৎরূপ জাগরিত হইতে অসৎ স্বপ্ন উৎপন্ন হয়, তাহা হইলে আমরা বলিব তোমাদের এই উক্তি যুক্তিসঙ্গত নহে; কারণ লোকে দেখা যায় বিদ্যমান সৎবস্তু হইতে অসতের উৎপত্তি সম্ভব হয় না। অসৎ শশবিষাণ প্রভৃতির উৎপত্তি কোন প্রকারেই দৃষ্ট হয় না ॥ ১৫৩ ॥ ৩৮ ॥

অসজ্জাগরিতে দৃষ্ট্বা স্বপ্নে পশ্যতি তন্ময়ঃ।
অসৎ স্বপ্নেঽপি দৃষ্ট্বা চ প্রতিবুদ্ধো ন পশ্যতি ॥ ১৫৪ ॥ ৩৯ ॥

অন্বয়ঃ—জাগরিতে (জাগ্রত অবস্থায়) অসৎ (অসৎ পদার্থসমূহ) দৃষ্ট্বা (দর্শন করিয়া) তন্ময়ঃ (তাহাদের সংস্কার সম্পন্ন হইয়া) স্বপ্নে (স্বপ্নাবস্থায়) পশ্যতি (অসৎ পদার্থসকল দর্শন করে) স্বপ্নে অপি (স্বপ্নাবস্থায়ও) অসৎ দৃষ্ট্বা (অসৎ পদার্থ দর্শন করিয়া) প্রতিবুদ্ধঃ (জাগরিত হইয়া) ন পশ্যতি (স্বপ্নদৃষ্ট বস্তু দর্শন করে না) ॥ ১৫৪ ॥ ৩৯ ॥

অনুবাদঃ—জাগ্রৎ অবস্থায় অসত্য পদার্থসমূহ দর্শন করিয়া সেই সেই পদার্থের সংস্কারসম্পন্ন মনুষ্য তত্তন্ময় হইয়া স্বপ্নেও অসত্য পদার্থ দর্শন করিয়া থাকে। কিন্তু স্বপ্নে অসত্য পদার্থ দর্শন পূর্ব্বক জাগরিত হইয়া স্বপ্নদৃষ্ট পদার্থ দর্শন করে না ॥ ১৫৪ ॥ ৩৯ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্ঃ—ননু উক্তং ত্বয়ৈব স্বপ্নো জাগরিতকার্য্যমিতি, তৎ কথম্

উৎপাদঃ অপ্রসিদ্ধ ইত্যুচ্যতে? শৃণু, তত্র যথা কার্য্যকারণভাবঃ অস্মাভিঃ অভিপ্রেত ইতি। অসৎ অবিদ্যমানং রজ্জু-সর্পবৎ বিকল্পিতং বস্তু জাগরিতে দৃষ্ট্বা তদ্ভাবভাবিতঃ তন্ময়ঃ স্বপ্নেঽপি জাগরিতবৎ গ্রাহ্যগ্রাহকরূপেণ বিকল্পয়ন্ পশ্যতি, তথা অসৎ স্বপ্নেঽপি দৃষ্ট্বা চ প্রতিবুদ্ধো ন পশ্যতি অবিকল্পয়ন্, চ-শব্দাৎ। তথা জাগরিতেঽপি দৃষ্ট্বা স্বপ্নে ন পশ্যতি কদাচিৎ ইত্যর্থঃ। তস্মাৎ জাগরিতং স্বপ্নহেতুঃ ইত্যুচ্যতে, ন তু পরমার্থসৎ ইতি কৃত্বা ॥ ১৫৪ ॥ ৩৯ ॥

ভাষ্যানুবাদ ঃ—আচ্ছা, তোমরাই ত বলিয়াছ স্বপ্ন হইতেছে জাগরিতের কার্য্য, সুতরাং স্বপ্ন এবং জাগ্রৎ এই উভয় অবস্থার কার্য্যকারণ ভাব স্বীকার করিয়াও কি প্রকারে বলিতেছ যে উৎপত্তিই অপ্রসিদ্ধ? স্বপ্ন ও জাগরণের মধ্যে কি প্রকার কার্য্যকারণভাব স্বীকার করি তাহা বলিতেছি, একাগ্র হইয়া শ্রবণ কর। জাগ্রৎ অবস্থায়, অসৎ অর্থাৎ অবিদ্যমান রজ্জু-সর্পবৎ কল্পিত বস্তু দর্শন করিয়া, তদ্ভাবে ভাবিত অর্থাৎ তন্ময় হইয়া জাগ্রৎ অবস্থার ন্যায় গ্রাহ্য-গ্রাহকরূপে কল্পনা করিয়া স্বপ্নেও সেই অসৎ কল্পিত বস্তুই দর্শন করে। সেইরূপ স্বপ্নে অসৎকল্পিত পদার্থ দর্শনপূর্ব্বক জাগরিত হইয়া স্বপ্নকালীন কল্পনার অভাব হেতু স্বপ্নদৃষ্ট বস্তু দর্শন করে না। স্বপ্ন ও জাগরণের মধ্যে কার্য্যকারণভাব নিয়ত বিদ্যমান নহে তাহা শ্লোকস্থ "চ" এই শব্দ দ্বারা কথিত হইয়াছে, কারণ কখন কখন এরূপও দেখা যায় যে, জাগ্রৎ অবস্থায় দৃষ্ট বস্তু স্বপ্নে দর্শন করে না। স্বপ্ন প্রায়শঃ জাগ্রদ্বাসনাধীন; সেই হেতু জাগ্রৎকে স্বপ্নের কারণ বলা হইয়া থাকে। কিন্তু ঐ কার্য্যকারণভাব পরমার্থ সত্য বলিয়া কথিত হয় না অর্থাৎ স্বপ্ন ও জাগরণের কার্য্যকারণভাব পরমার্থ সৎ মনে করিয়া উভয়ের কার্য্যকারণভাব কথিত হয় না ॥ ১৫৪ ॥ ৩৯ ॥

নাস্ত্যসদ্ধেতুকমসৎ সদসদ্ধেতুকন্তথা।
সচ্চ সদ্ধেতুকং নাস্তি সদ্ধেতুকমসৎ কুতঃ ॥ ১৫৫ ॥ ৪০ ॥

অন্বয় ঃ—অসদ্ধেতুকং (অসৎ কারণোৎপন্ন) অসৎ নাস্তি (অসৎ পদার্থ নাই) তথা (সেইরূপ) অসদ্ধেতুকং (অসৎ কারণোৎপন্ন) সৎ (সত্য বস্তু নাই) সদ্ধেতুকং (সৎ কারণোৎপন্ন) সৎ চ (সৎ বস্তুও) নাস্তি (নাই) সদ্ধেতুকং (সৎ কারণোৎপন্ন) অসৎ (অসৎ বস্তু) কুতঃ (কি প্রকারে সম্ভব হইতে পারে?) ॥ ১৫৫ ॥ ৪০ ॥

অনুবাদ ঃ—অসৎ পদার্থ কখন অসৎ কারণ হইতে উৎপন্ন হয় না; সেইরূপ অসৎ কারণ হইতে সৎবস্তুও উৎপন্ন হয় না। সৎ কারণ হইতে সৎ বস্তুও উৎপন্ন হয় না; অতএব সৎ কারণ হইতে অসৎ পদার্থের উৎপত্তি কি প্রকারে সম্ভব হইতে পারে? অনির্ব্বাচ্য, মায়াময় কার্য্যকারণভাব প্রতীত হইতেছে মাত্র। এক অদ্বিতীয়, সর্ব্ববিধ ভেদরহিত, পরমানন্দবোধ-স্বরূপ ব্রহ্মই বিভাত হইতেছেন। শুক্তিতে রজতবৎ এই নির্ব্বিকল্প, নিরু-পাধিক ব্রহ্মে মায়াকল্পিত কার্য্যকারণভাব প্রতীত হইতেছে মাত্র। শুক্তিতে রজত দর্শন বুদ্ধি সাপেক্ষ; কিন্তু শুক্তি বুদ্ধি সাপেক্ষ নহে। যাহা বুদ্ধি সাপেক্ষ তাহা মিথ্যা, বুদ্ধি নিরপেক্ষ বস্তুই পরমার্থ সত্য ॥ ১৫৫ ॥ ৪০ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্ ঃ—পরমার্থ বস্তু ন কস্যচিৎ কেনচিদপি প্রকারেণ কার্য্য-কারণভাব উপপদ্যতে। কথম্? নাস্তি অসদ্ধেতুকম্ অসৎ শশবিষাণাদিহেতুঃ কারণং যস্য অসত এব খ-পুষ্পাদেঃ, তৎ অসদ্ধেতুকম্ অসৎ ন বিদ্যতে। তথা সদপি ঘটাদি বস্তু অসদ্ধেতুকং শশবিষাণাদিকার্য্যং নাস্তি। তথা সচ্চ বিদ্যমানং ঘটাদিবস্ত্বন্তরকার্য্যং নাস্তি। সৎকার্য্যম্ অসৎ কুতঃ এব সম্ভবতি? ন চান্যঃ কার্য্য-কারণভাবঃ সম্ভবতি, শক্যো বা কল্পয়িতুম্। অতো বিবেকিনাম্ অসিদ্ধ এব কার্য্য-কারণভাবঃ কস্যচিৎ, ইত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ১৫৫ ॥ ৪০ ॥

ভাষ্যানুবাদ ঃ—তত্ত্বদৃষ্টিতে কোন প্রকারেই কোন পদার্থেরও পরমার্থতঃ কার্য্যকারণভাব যুক্তিসঙ্গত হয় না। এই কার্য্যকারণভাব লোকপ্রসিদ্ধ, সুতরাং কার্য্যকারণভাব অনুপপন্ন হইলে লোকপ্রসিদ্ধির ব্যাঘাত হয়; আর কোন প্রক্রিয়ার দ্বারাই বা উপপন্ন হয় না বলিতেছ? তাহা বলা হইতেছে—অসৎ

কারণোৎপন্ন অসৎ কার্য্য নাই; শশবিষাণ প্রভৃতি অসৎ পদার্থ হইয়াছে কারণ যাহার, তাহাই অসৎ-হেতুক; আর আকাশ-কুসুম হইতেছে অসৎ পদার্থ, সুতরাং শশবিষাণাদির ন্যায় অসৎ কারণ হইতে আকাশকুসুম প্রভৃতি অসৎ কার্য্যের উৎপত্তি হয় না। সেইহেতু অসৎকারণোৎপন্ন অসৎ নাই। সেইরূপ ঘট প্রভৃতি বিদ্যমান সৎ পদার্থ শশবিষাণাদির ন্যায় অসৎ কারণের কার্য্য হইতে পারে না। সুতরাং অসৎ কারণোৎপন্ন সৎ পদার্থ নাই। সেইরূপ সৎ অর্থাৎ বিদ্যমান বস্তু ঘটাদি অপর বিদ্যমান বস্তুর কার্য্য হইতে পারে না। অতএব সতের কার্য্য কি প্রকারে অসৎ হইতে পারে না? অন্য কোনরূপেও কার্য্যকারণভাব সম্ভব হয় না কিংবা কেহ কল্পনা করিতেও সমর্থ হয় না। অতএব যে কোন বিবেকিগণের নিকট কার্য্যকারণভাব অসিদ্ধ; ইহাই অভিপ্রায়॥ ১৫৫ ॥ ৪০ ॥

বিপর্য্যাসাদ্‌যথা জাগ্রদচিন্ত্যান্ ভূতবৎ স্পৃশেৎ।
তথা স্বপ্নে বিপর্য্যাসাদ্‌ধর্ম্মাংস্তত্রৈব পশ্যতি ॥ ১৫৬ ॥ ৪১ ॥

অন্বয়ঃ—যথা (যেরূপ) বিপর্য্যাসাৎ (অবিবেকহেতু ভ্রমবশতঃ) জাগ্রদ-চিন্ত্যান্ (জাগ্রৎ অবস্থায় অনিশ্চিত পদার্থসমূহকে) ভূতবৎ (সত্য বস্তুর ন্যায়) স্পৃশেৎ (স্পর্শ করে অর্থাৎ কল্পনা করে) তথা (সেইরূপ) স্বপ্নে (স্বপ্নাবস্থায়) বিপর্য্যাসাৎ (অজ্ঞানজনিত ভ্রমবশতঃ) তত্র এব (সেই স্বপ্নেও) ধর্ম্মান্ (পদার্থসমূহকে) পশ্যতি (দর্শন করে)॥ ১৫৬ ॥ ৪১ ॥

অনুবাদঃ—মনুষ্য যেরূপ জাগ্রৎ অবস্থায় অবিবেক হেতু ভ্রমবশতঃ শুক্তি রজতাদির ন্যায় অচিন্ত্যনীয়, অনিশ্চিতস্বরূপ পদার্থসমূহকে সত্যবৎ কল্পনা করিয়া থাকে, সেইরূপ স্বপ্নেও অজ্ঞানজনিত ভ্রমবশতঃ সেই স্বপ্নে অবিদ্যমান অসৎ পদার্থসমূহকে দর্শন করে॥ ১৫৬ ॥ ৪১ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্ঃ—পুনরপি জাগ্রৎ-স্বপ্নয়োঃ অসতোঃ অপি কার্য্যকারণ-ভাবাশঙ্কাম্ অপনয়ন্ আহ—বিপর্য্যাসাদবিবেকতো যথা জাগ্রৎ জাগরিতে অচিন্ত্যান্ ভাবান্ অশক্যচিন্তনান্ রজ্জুসর্পাদীন্ ভূতবৎ পরমার্থবৎ স্পৃশেৎ

স্পৃশন্নিব বিকল্পয়েৎ ইত্যর্থঃ, কশ্চিদ্ যথা, তথা স্বপ্নে বিপর্য্যাসাৎ হস্ত্যাদীন্ পশ্যন্নিব বিকল্পয়তি, তত্রৈব পশ্যতি; ন তু জাগরিতাৎ উৎপদ্যমানান্ ইত্যর্থঃ ॥ ১৫৬ ॥ ৪১ ॥

ভাষ্যানুবাদ ঃ—পুনরায় অসৎ জাগ্রৎ ও স্বপ্ন এই উভয়ের কার্য্যকারণ ভাব বিষয়ক শঙ্কা নিবারণপূর্ব্বক বলিতেছেন—'বিপর্য্যাসাৎ' অর্থাৎ অবিবেক-বশতঃ যেরূপ কেহ কেহ জাগ্রৎ অবস্থায় চিন্তার অযোগ্য অচিন্তনীয় রজ্জু-সর্প প্রভৃতিকে পরমার্থ সত্য বস্তুর ন্যায় স্পর্শ করে অর্থাৎ কল্পনা করে, সেইরূপ স্বপ্নেও অবিবেকবশতঃ হস্তী প্রভৃতিকে যেন দর্শন করিতেছে, এইরূপে সেই স্বপ্নে কল্পিত হস্তী প্রভৃতিকে দর্শন করিয়া থাকে; সেই হস্তী প্রভৃতি যে জাগ্রৎ অবস্থা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে তাহা নহে, উহারা সেই স্বপ্নাবস্থাতেই অজ্ঞানজনিত ভ্রমবশতঃ কল্পিত হইয়াছে। জাগ্রৎ-কালীন পদার্থসমূহ যেরূপ অজ্ঞান কল্পিত, স্বপ্নে পদার্থও সেইরূপ অজ্ঞান-কল্পিত, অতএব জাগ্রৎ ও স্বপ্ন এই উভয়ের মধ্যে পরমার্থতঃ কোন কার্য্য-কারণভাব বিদ্যমান নাই ॥ ১৫৬ ॥ ৪১ ॥

উপলম্ভাৎ সমাচারাদস্তি-বস্তুত্ববাদিনাম্।
জাতিস্তু দেশিতা বুদ্ধৈরজাতেস্ত্রসতাং সদা ॥ ১৫৭ ॥ ৪২ ॥

অন্বয় ঃ—উপলম্ভাৎ (প্রত্যক্ষরূপে উপলব্ধি হেতু) সমাচারাৎ (বর্ণা-শ্রম ধর্ম্মের সম্যক্ আচরণ হেতু) অস্তি-বস্তুত্ববাদিনাম্ (স্বভাবসিদ্ধ বাহ্য বস্তু আছে এই মতবাদীদিগের নিমিত্ত) সদা (সর্ব্বদা) অজাতেঃ (অনুৎপত্তি হইতে) ত্রসতাং (ভীত) বুদ্ধৈঃ (তত্ত্বজ্ঞ অদ্বৈতবাদিগণ কর্ত্তৃক) জাতিঃ তু (উৎপত্তি) দেশিতা (উপদিষ্ট হইয়াছে) ॥ ১৫৭ ॥ ৪২ ॥

অনুবাদ ঃ—প্রত্যক্ষরূপে উপলব্ধি হেতু এবং বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের সম্যক্ অনুষ্ঠান নিমিত্ত যাঁহারা 'বাহ্যবস্তুর স্বভাবসিদ্ধ অস্তিত্ব আছে' এই মত পোষণ করেন, এবং 'সৃষ্টি হয় নাই' এই অনুৎপত্তি মতবাদ শ্রবণে সর্ব্বদা

ভীত হন, সেই অবিবেকী স্বভাবসিদ্ধ বাহ্যবস্তুর অস্তিত্ববাদিগণের জন্য তত্ত্বদর্শী অদ্বৈতবাদিগণ কর্তৃক পদার্থের উৎপত্তি বা সৃষ্টিবিষয়ক উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে ॥ ১৫৭ ॥ ৪২ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্ঃ—যাপি বুদ্ধৈঃ অদ্বৈতবাদিভিঃ জাতিঃ দেশিতা উপদিষ্টা, উপলম্ভনম্ উপলম্ভঃ, তস্মাৎ উপলব্ধেরিত্যর্থঃ। সমাচারাৎ বর্ণাশ্রমাদিধর্ম্মসমাচরণাচ্চ, তাভ্যাং হেতুভ্যাম্ অস্তিবস্তুত্ববাদিনাম্ অস্তি বস্তুভাব ইত্যেবং বদনশীলানাং দৃঢ়াগ্রহবতাং শ্রদ্ধধানানাং মন্দবিবেকিনাম্ অর্থোপায়ত্বেন সা দেশিতা জাতিঃ; তাং গৃহ্ণন্তু তাবৎ। বেদান্তাভ্যাসিনাং তু স্বয়মেব অজাদ্বয়াত্মবিষয়ো বিবেকো ভবিষ্যতীতি ন তু পরমার্থবুদ্ধ্যা। তে হি শ্রোত্রিয়াঃ স্থূলবুদ্ধিত্বাদজাতেঃ অজাতিবস্তুনঃ সদা ত্রস্যন্ত্যাত্মনাশং মন্যমানা অবিবেকিন ইত্যর্থঃ। "উপায়ঃ সোঽবতারায়" ইত্যুক্তম্ ॥ ১৫৭ ॥ ৪২ ॥

ভাষ্যানুবাদঃ—তত্ত্ব দৃষ্টিদ্বারা বিচার করিয়া যদি কার্য্যকারণভাব অপ্রামাণিক হয়, তাহা হইলে ভগবান বেদব্যাস "জন্মাদ্য সৎ যতঃ" "যাহা হইতে এই জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-লয় হয়" এই সূত্র দ্বারা ব্রহ্মের জগৎকারণত্ব কেন উপদেশ করিয়াছেন? এই শঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন—তত্ত্বজ্ঞানী অদ্বৈতবাদিগণ উৎপত্তি বা সৃষ্টিবিষয়ক যে উপদেশ প্রদান করিয়াছেন তাহা কেবল যাঁহারা প্রত্যক্ষরূপে বাহ্য পদার্থের উপলব্ধি হেতু এবং বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের সম্যক আচরণ নিবন্ধন বাহ্য পদার্থের অর্থাৎ দ্বৈতের পারমার্থিক সত্ত্বা আছে এইরূপ কথনশীল এবং স্বীয় মতে দৃঢ় আগ্রহান্বিত এবং শ্রদ্ধাবান্ সেই সব অল্প বিবেকসম্পন্ন ব্যক্তিগণের যাহাতে বিবেকজ্ঞান দৃঢ় হয়, সেইজন্য বিবেকজ্ঞানলাভের উপায়স্বরূপে কার্য্যকারণভাব স্বীকার করিয়া অদ্বৈতবাদিগণ উৎপত্তিবিষয়ক উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। সেই অল্প বিবেকসম্পন্ন ব্যক্তিগণ প্রথমতঃ বাহ্য পদার্থের বাস্তব উৎপত্তি স্বীকার করুন, তাহাতে ক্ষতি নাই, কিন্তু যখন তাঁহারা বেদান্ত শাস্ত্রের পৌর্ব্বাপর্য্য আলোচনাপূর্ব্বক বেদান্ত শাস্ত্র অধ্যয়নে রত হইবেন, তখন তাঁহারা নিশ্চিত-

রূপে জানিতে পারিবেন যে ব্রহ্মই অভেদ, নিমিত্তোপদেশে বিবর্ত্ত কারণ এবং ব্রহ্মাতিরিক্ত জগতের কোন বাস্তব সত্বা না থাকায় ব্রহ্মই সব ; বেদান্তা-ভ্যাসের মহিমায় তাঁহাদের এক, অজ, অদ্বিতীয়, কূটস্থ আত্মবিষয়ক বিবেক স্বয়ংই উৎপন্ন হইবে। এই অভিপ্রায়েই অদ্বৈতবাদিগণ সৃষ্টি-বিষয়ক উপদেশ করিয়াছেন, শ্রুতি ও যুক্তি দ্বারা নিরূপণের অযোগ্য দ্বৈতের পারমার্থিক সত্যতা স্বীকার করিয়া উৎপত্তিবিষয়ক উপদেশ প্রদত্ত হয় নাই ; অজাতি বা অনুৎপত্তিই পারমার্থিক সত্য। স্থূল বুদ্ধি হেতু যাঁহারা কেবল বেদাধ্যয়নে রত কিন্তু ব্রহ্মনিষ্ঠ নহেন, তাঁহারা অবিবেকী, তাঁহারাই আত্মবিনাশ হেতু অজাতিবাদ হইতে সর্ব্বদা ভীত হন। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে "অদ্বৈততত্ত্বে বুদ্ধিপ্রবেশের উপায়রূপে সৃষ্টিবিষয়ক উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে" ॥ ১৫৭ ॥ ৪২ ॥

অজাতেস্ত্রসতাং তেষামুপলম্ভাদ্ বিয়ন্তি যে।
জাতিদোষা ন সেৎস্যন্তি দোষোঽপ্যল্পো ভবিষ্যতি ॥ ১৫৮ ॥ ৪৩ ॥

অন্বয়ঃ—অজাতেঃ (অজাতি অর্থাৎ বাহ্য পদার্থের অনুৎপত্তি হইতে) ত্রসতাং (ভীত) তেষাং (সেই দ্বৈতবাদিগণের মধ্যে) যে (যাহারা) উপলম্ভাৎ (বাহ্যবস্তুর প্রত্যক্ষ উপলব্ধি হেতু) বিয়ন্তি (অদ্বৈতবাদের বিরুদ্ধাচরণ করেন) জাতিদোষাঃ (দ্বৈত স্বীকারজনিত দোষসমূহ) ন সেৎস্যন্তি (সিদ্ধ হইবে না) দোষঃ অপি (দোষ হইলেও) অল্পঃ ভবিষ্যতি (অল্প হইবে) ॥ ১৫৮ ॥ ৪৩ ॥

অনুবাদঃ—বাহ্য পদার্থের অনুৎপত্তি হইতে পরমার্থতঃ সৃষ্টি হয় নাই, এই অজাতবাদ হইতে যাঁহারা ভীত হন, সেই দ্বৈতবাদিগণের মধ্যে যাঁহারা বাহ্যবস্তুর প্রত্যক্ষ উপলব্ধি হেতু অদ্বৈতবাদের বিরুদ্ধাচরণ করেন, তাঁহারা যদি শ্রদ্ধাশীল হইয়া বেদবিহিত নিষ্কাম কর্ম্ম এবং ঈশ্বর উপাসনা করেন, তাহা হইলে দ্বৈত স্বীকারজনিত দোষসমূহ তাঁহাদের পক্ষে সিদ্ধ হইবে না এবং দোষ হইলেও অল্প হইবে ॥ ১৫৮ ॥ ৪৩ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্ঃ—যে চৈবম্ উপলম্ভাৎ সমাচারাচ্চ অজাতেঃ অজাতি-বস্তুনঃ ত্রসন্তঃ 'অস্তি বস্তু' ইত্যদ্বয়াৎ আত্মনঃ, বিয়ন্তি বিরুদ্ধং যন্তি, দ্বৈতং প্রতিপদ্যন্ত ইত্যর্থঃ। তেষাম্ অজাতেঃ ত্রসতাং শ্রদ্ধধানানাং সন্মার্গাবলম্বিনাং জাতিদোষা জাত্যুপলম্ভকৃতাদোষা ন সেৎস্যন্তি, সিদ্ধিং ন উপযাস্যন্তি, বিবেক-মার্গপ্রবৃত্তত্বাৎ। যদ্যপি কশ্চিদ্দোষঃ স্যাৎ, সোঽপি অল্প এব ভবিষ্যতি সম্যগ্-দর্শনাপ্রতিপত্তিহেতুক ইত্যর্থঃ ॥ ১৫৮ ॥ ৪৩ ॥

ভাষ্যানুবাদ ঃ—এইরূপে যাঁহারা বাহ্যবস্তুর প্রত্যক্ষ উপলব্ধিহেতু এবং বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের আচরণ নিবন্ধন অজাতি বস্তু হইতে অর্থাৎ উৎপত্তিহীন অদ্বিতীয় আত্মা হইতে ভীত হইয়া 'বাহ্যবস্তু আছে' এই কথা বলিয়া অদ্বিতীয় আত্মার বিরুদ্ধাচরণ করেন, অর্থাৎ দ্বৈত স্বীকার করেন, অজাতি অর্থাৎ অনুৎপত্তিবাদ হইতে ভীত শ্রদ্ধাশীল, সৎপথাবলম্বী তাঁহাদের দ্বৈতের প্রত্যক্ষ উপলব্ধিজনিত দোষসমূহ সিদ্ধিলাভ করিবে না; কেন না তাঁহারা বিবেকমার্গে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। যদিও কিছু দোষ হয় অর্থাৎ সম্যক্‌দর্শনের প্রতিবন্ধকরূপ যদি কোন দোষ হয়, তাহা হইলে সেই দোষ অল্পই হইবে ॥ ১৫৮ ॥ ৪৩ ॥

উপলম্ভাৎ সমাচারান্মায়াহস্তী যথোচ্যতে।
উপলম্ভাৎ সমাচারাদস্তি বস্তু তথোচ্যতে ॥ ১৫৯ ॥ ৪৪ ॥

অন্বয় ঃ—উপলম্ভাৎ সমাচারাৎ (প্রত্যক্ষদর্শন ও দ্বৈত উপলব্ধিহেতু) মায়াহস্তী (মায়ানির্ম্মিত হস্তী ও সেই হস্তীর ব্যবহার দর্শনে) যথা (যেরূপ) উচ্যতে (হস্তী আছে এইরূপ কথিত হয়) তথা (সেইরূপ দ্বৈত অর্থাৎ বাহ্য পদার্থ বস্তুতঃ না থাকিলেও) উপলম্ভাৎ সমাচারাৎ (প্রত্যক্ষদর্শন এবং তদুপযোগী ব্যবহারহেতু) বস্তু অস্তি (বাহ্যবস্তু আছে) উচ্যতে (এইরূপ বলা হইয়া থাকে) ॥ ১৫৯ ॥ ৪৪ ॥

অনুবাদ ঃ—প্রত্যক্ষদর্শন এবং দ্বৈত ব্যবহারহেতু মায়াময় হস্তীকে যেরূপ 'হস্তী আছে' এইরূপ বলা হইয়া থাকে, সেইরূপ দ্বৈত বস্তুতঃ না থাকিলেও

প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধি এবং তদুপযোগী ব্যবহার দর্শনহেতু 'বাহ্যবস্তু আছে' এইরূপ কথিত হইয়া থাকে ॥ ১৫৯ ॥ ৪৪ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্ ঃ—**নন্থ উপলম্ভ-সমাচারয়োঃ প্রমাণত্বাৎ অস্ত্যেব দ্বৈতং** বস্তু, ইতি ; ন ; **উপলম্ভ-সমাচারয়োঃ ব্যভিচারাৎ। কথং ব্যভিচার ইতি ? উচ্যতে** —**উপলভ্যতে হি মায়াহস্তী হস্তীব, হস্তিনমিবাত্র সমাচরন্তি বন্ধনারোহণাদি-হস্তিসম্বন্ধিভিঃ ধর্মৈঃ হস্তী ইতি** চ উচ্যতে **অসন্নপি যথা, তথৈব উপলম্ভাৎ সমাচারাৎ** দ্বৈতং ভেদরূপমস্তি বস্তু ইত্যুচ্যতে। **তস্মাৎ ন উপলম্ভ-সমাচারৌ দ্বৈতবস্তুসদ্ভাবে** হেতু ভবত ইত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ১৫৯ ॥ ৪৪ ॥

ভাষ্যানুবাদ ঃ—আচ্ছা, প্রত্যক্ষদর্শন এবং দ্বৈতব্যবহার এই উভয় প্রমাণ হেতু দ্বৈতবস্তু নিশ্চয়ই আছে ইহা স্বীকার করিতে হইবে। না ; প্রত্যক্ষ-দর্শন এবং সমাচারের ব্যভিচার দৃষ্ট হওয়া হেতু উহারা বস্তুর অস্তিত্ব বিষয়ে প্রমাণ হইতে পারে না। ব্যভিচার হয় কেন ? তাহা বলা হইতেছে— যেমন মায়াময় হস্তী হস্তীর ন্যায় 'প্রত্যক্ষরূপে উপলব্ধ হয় এবং হস্তীর ন্যায় লোকে তাহাকে ব্যবহারও করিয়া থাকে অর্থাৎ সেইস্থানে হস্তী না থাকিলেও হস্তী সম্বন্ধীয় ধর্ম্ম বন্ধন, আরোহণ প্রভৃতি দর্শনহেতু ; যেরূপ 'ইহা হস্তী' এইরূপ কথিত হয়, সেইরূপ প্রত্যক্ষদর্শন ও ব্যবহারবশতঃ ভেদভিন্ন দ্বৈত বস্তু আছে এইরূপ বলা হইয়া থাকে। সেইহেতু উপলব্ধ ও সমাচার অর্থাৎ প্রত্যক্ষদর্শন এবং তদুচিত ব্যবহার বস্তুর বাস্তব অস্তিত্ব বিষয়ে কারণ হইতে পারে না ; ইহাই এই শ্লোকের তাৎপর্য্য ॥ ১৫৯ ॥ ৪৪ ॥

জাত্যাভাসং চলাভাসং বস্ত্বাভাসং তথৈব চ।
অজাচলমবস্তুত্বং বিজ্ঞানং শান্তমদ্বয়ম্ ॥ ১৬০ ॥ ৪৫ ॥

অন্বয় ঃ—জাত্যাভাসং (উৎপন্নবৎ অবভাসমানতা) চলাভাসং (সক্রিয়বৎ অবভাসমানতা) বস্ত্বাভাসং (বস্তুবৎ অবভাসমানতা) তথৈব চ (এবং সেইরূপ) অজাচলং (অজ অর্থাৎ জন্মরহিত এবং নিষ্ক্রিয়) অবস্তুত্বং (দ্রব্যধর্ম্ম রহিত)

বিজ্ঞানং (চৈতন্যস্বরূপ পরমার্থতত্ত্ব) শান্তম্ (প্রপঞ্চরহিত) অদ্বয়ম্ (অদ্বিতীয়, দ্বৈত বর্জ্জিত) ॥ ১৬০ ॥ ৪৫ ॥

অনুবাদ ঃ—তত্ত্বদৃষ্টিদ্বারা বিচার করিয়া বাহ্য পদার্থের নিমিত্তত্ব নিরাকৃত হইয়াছে ; এক্ষণে পরমার্থতত্ত্ব দৃষ্টির উপসংহার করা হইতেছে। যে প্রপঞ্চোপশমং শান্তং শিবং অদ্বৈতং, যাহা সমস্ত নিষেধের অবধি, যাঁহাকে আশ্রয় করিয়া এই নামরূপাত্মক, কার্য্যকারণভাবযুক্ত দ্বৈত জগৎ সত্যবৎ প্রতীত হইতেছে, সেই নির্গুণ নির্বিশেষ পরমানন্দবোধস্বরূপ অধিষ্ঠান বা আশ্রয়তত্ত্বের উপসংহার করা হইতেছে—যাহাকে আশ্রয় করিয়া এই দ্বৈত জগৎ উৎপন্ন না হইয়াও উৎপন্নের ন্যায় অবভাসমান হইতেছে ; উৎপত্তিহীন সেই পরমার্থ বস্তুও উপাধিবশতঃ উৎপন্নের ন্যায় দেখাইতেছে, নিষ্ক্রিয় হইয়াও সক্রিয়ের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছে, সেইরূপ গুণের আশ্রয় দ্রব্যাদি না হইয়াও দ্রব্যবৎ প্রতীত হইতেছে, সেই পরমার্থ সৎবস্তুটি উৎপত্তিহীন, নিষ্ক্রিয়, দ্রব্যধর্ম্মরহিত, শান্ত, অদ্বিতীয় চৈতন্যস্বরূপ ॥ ১৬০ ॥ ৪৫ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্ ঃ—কিং পুনঃ পরমার্থসৎবস্তু, যদাস্পদা জাত্যাদ্যসদ্‌বুদ্ধয়ঃ, ইত্যাহ—অজাতি সৎ জাতিবৎ অবভাসত ইতি জাত্যাভাসম্ ; তদ্‌যথা দেবদত্তো জায়ত ইতি। চলাভাসং চলমিব আভাসত ইতি ; যথা, স এব দেবদত্তো গচ্ছতীতি। বস্ত্বাভাসং, বস্তুদ্রব্যং ধর্ম্মি, তদ্বৎ অবভাসত ইতি বস্ত্বাভাসম্ ; যথা, স এব দেবদত্তো গৌরো দীর্ঘ ইতি। জায়তে দেবদত্তঃ স্পন্দতে দীর্ঘো গৌর ইত্যেবম্ অবভাসতে। পরমার্থতঃ তু অজম্ অচলম্ অবস্তুত্বম্ অদ্রব্যঞ্চ। কিং তৎ এবম্প্রকারম্ ? বিজ্ঞানং বিজ্ঞপ্তিঃ ; জাত্যাদিরহিতত্বাৎ শান্তম্ অতএব অদ্বয়ঞ্চ তদিত্যর্থঃ ॥ ১৬০ ॥ ৪৫ ॥

ভাষ্যানুবাদ ঃ—যাহাকে আশ্রয় করিয়া এই অসৎ সৃষ্টি প্রভৃতি বিষয়ক বুদ্ধিসমূহ হইয়া থাকে, সেই পরমার্থ সৎবস্তুটি কি ? তাহা বলা হইতেছে—উৎপত্তিহীন হইয়া যাহা যাহা উৎপত্তির ন্যায় প্রতীয়মান হয় তাহা জাত্যাভাস, যেমন দেবদত্ত জন্মগ্রহণ করে ; চলাভাস অর্থাৎ যাহা সক্রিয়ের ন্যায়

প্রতীত হয়, যেমন সেই দেবদত্তই গমন করিতেছে। বস্ত্বাভাস—বস্তু অর্থাৎ দ্রব্য অর্থাৎ ধর্ম্মসমূহ যাহাকে আশ্রয় করিয়া থাকে, সেই ধর্ম্মিদ্রব্য হইতেছে বস্তু; সেই বস্তুর ন্যায় যাহা প্রতীয়মান হইয়া থাকে তাহা বস্ত্বাভাস; যেমন সেই দেবদত্তই গৌর, দীর্ঘ এইরূপ। দেবদত্ত উৎপন্ন হয়, স্পন্দিত হয়, এবং দীর্ঘত্ব, গৌরত্ব প্রভৃতি গুণবিশিষ্ট হইয়া দ্রব্যরূপে অবভাসমান হইয়া থাকে। কিন্তু উহা যথার্থতঃ অজ, অচল, অবস্তুত্ব অর্থাৎ বস্তুরহিত অদ্রব্য। এই প্রকার সেই বস্তুটি কি? সেই বস্তুটি হইতেছে বিজ্ঞান অর্থাৎ স্বপ্রকাশ চৈতন্যস্বরূপ উৎপত্ত্যাদি রাহিত্যহেতু শান্ত, অতএব অদ্বিতীয় ॥ ১৬০ ॥ ৪৫ ॥

এবং ন জায়তে চিত্তমেবং ধর্ম্মা অজাঃ স্মৃতাঃ।
এবমেব বিজানন্তো ন পতন্তি বিপর্য্যয়ে ॥ ১৬১ ॥ ৪৬ ॥

অন্বয়ঃ—এবম্ (এইরূপে অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত যুক্তিসমূহ হইতে অবগত হওয়া যায়) চিত্তং (চিত্ত অর্থাৎ চিত্তপরিকল্পিত কোন পদার্থ অথবা চৈতন্যস্বরূপ ব্রহ্ম) ন জায়তে (উৎপন্ন হয় না) এবং (পূর্ব্বোক্ত কারণবশতঃ অথবা বিম্বভূত ব্রহ্মচৈতন্যের প্রতিবিম্বকল্প জীবগণ প্রকৃতপক্ষে ব্রহ্মস্বরূপ হওয়ায়) ধর্ম্মাঃ (জীবগণ) অজাঃ (জন্মরহিত) স্মৃতাঃ (তত্ত্বদর্শিগণ কর্ত্তৃক নিশ্চিত হইয়াছে) এবমেব (এইরূপই) বিজানন্তঃ (বিশেষরূপে জানিয়া) বিপর্য্যয়ে (ভ্রমে) ন পতন্তি (পতিত হন না) ॥ ১৬১ ॥ ৪৬ ॥

অনুবাদঃ—পূর্ব্বোক্ত কারণসমূহ হইতে জানা যায় যে, চিত্তপরিকল্পিত কোন পদার্থ উৎপন্ন হয় না। ধর্ম্মশব্দবাচ্য আত্মা জন্মরহিত বলিয়া নিশ্চিত হইয়াছে, যাঁহারা ঠিক এইরূপ জানেন, তাঁহারা ভ্রমে পতিত হন না। অথবা পূর্ব্বোক্ত কারণসমূহ হইতে অবগত হওয়া যায় যে, চৈতন্যস্বরূপ ব্রহ্ম উৎপন্ন হন না, এবং জীবাত্মা বিম্বভূত ব্রহ্মচৈতন্যের প্রতিবিম্বকল্প হওয়ায় ব্রহ্মস্বরূপ বলিয়া অজ অর্থাৎ উৎপত্তিহীন; যাঁহারা এইরূপ জানেন তাঁহারা ভ্রমে পতিত হন না ॥ ১৬১ ॥ ৪৬ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্ ঃ—এবং যথোক্তেভ্যো হেতুভ্যো ন জায়তে চিত্তম্। এবং ধর্ম্মাঃ আত্মানঃ অজাঃ স্মৃতাঃ ব্রহ্মবিদ্ভিঃ। ধর্ম্মা ইতি বহুবচনম্, দেহে ভেদানুবিধায়িত্বাৎ অদ্বয়স্যৈব উপচারতঃ। এবমেব যথোক্তং বিজ্ঞানং জাত্যাদিরহিতম্, অদ্বয়ম্ আত্মতত্ত্বং বিজানন্তঃ ত্যক্তবাহ্যৈষণাঃ পুনর্ন পতন্তি অবিদ্যাধ্বান্তসাগরে বিপর্য্যয়ে "তত্র কো মোহঃ কঃ শোক একত্বমনুপশ্যত" ইত্যাদি মন্ত্রবর্ণাৎ ॥ ১৬১ ॥ ৪৬ ॥

ভাষ্যানুবাদ ঃ—পূর্ব্বোক্ত হেতুসমূহ হইতে ইহাই প্রমাণিত হয় যে, চিত্ত উৎপন্ন হয় না। এইরূপে 'ধর্ম্মা' অর্থাৎ আত্মাসমূহ উৎপত্তিহীন বলিয়া ব্রহ্মবিদ্গণ কর্তৃক নিশ্চিত হইয়াছে। বিভিন্ন দেহে অনুগত থাকা হেতু আত্মা এক, অদ্বিতীয় হইলেও তাঁহাতে দেহরূপ উপাধির ভিন্নতা অনুসারে বহুত্বের আরোপ করিয়া 'ধর্ম্ম' এই পদে বহুবচন প্রযুক্ত হইয়াছে। এইরূপেই পূর্ব্বোক্ত বিজ্ঞানকে অর্থাৎ উৎপত্তি প্রভৃতি রহিত, অদ্বয় আত্মতত্ত্বকে বিশেষরূপে জানিয়া যাঁহারা বাহ্যবিষয়ক বাসনাসমূহ পরিত্যাগ করেন, তাঁহারা বিপর্য্যয়ে অর্থাৎ অবিদ্যারূপ অন্ধকার সাগরে পুনরায় পতিত হন না। মন্ত্র অর্থাৎ বেদবাক্য হইতে জানা যায়। আত্মৈকতত্ত্বদর্শীর শোকই বা কোথায়, মোহই বা কোথায়? ॥ ১৬১ ॥ ৪৬ ॥

ঋজু-বক্রাদিকাভাসমলাতস্পন্দিতং যথা।
গ্রহণ-গ্রাহকাভাসং বিজ্ঞানস্পন্দিতং তথা॥ ১৬২ ॥ ৪৭ ॥

অন্বয় ঃ—অলাতস্পন্দিতং (উল্কা বা জ্বলন্ত কাষ্ঠখণ্ডের স্পন্দন বা ঘূর্ণন) যথা (যেরূপ) ঋজুবক্রাদিকাভাসং (সরল বক্র প্রভৃতি আকারে প্রতীয়মানতা) তথা (সেইরূপ) বিজ্ঞানস্পন্দিতং (চৈতন্যের অবিদ্যাত্মক স্পন্দন) গ্রহণ-গ্রাহকাভাসং (গ্রহণ-গ্রাহক আকারে প্রতীয়মানতা) ॥ ১৬২ ॥ ৪৭ ॥

অনুবাদ ঃ—পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে বিজ্ঞান অর্থাৎ চৈতন্যস্বরূপ ব্রহ্ম উৎপত্তিহীন এবং নিষ্ক্রিয়; কেবল অবিদ্যাবশতঃ যেন উৎপন্নের ন্যায়, যেন

সক্রিয়ের ন্যায় প্রতীয়মান হইয়া থাকেন। এক্ষণে দৃষ্টান্ত দ্বারা বিশদরূপে প্রদর্শন করিতেছেন—যেমন স্পন্দিত অলাত বা উল্কা (অগ্রভাগ প্রজ্বলিত একটি কাষ্ঠখণ্ডকে বেগে ঘুরাইলে একটি গোলাকার বৃত্তরূপে দৃষ্ট হয় উহাকে অলাত বলে, ঐ অলাতের স্পন্দন) সরল, বক্র প্রভৃতি আকারে প্রতীয়মান হয়, বিজ্ঞানস্পন্দনও সেইরূপ গ্রহণ-গ্রাহক, জ্ঞেতৃ-জ্ঞান-জ্ঞেয় প্রভৃতি আকারে অবভাসমান হইয়া থাকে। বিজ্ঞান অর্থাৎ চৈতন্যস্বরূপ ব্রহ্মের স্পন্দন অর্থ বিবর্ত্ত। স্বীয়স্বরূপে বিদ্যমান থাকিয়া অন্যরূপে দেখানর নাম বিবর্ত্ত। নিষ্ক্রিয়, নিরবয়ব, স্বপ্রকাশ চৈতন্যস্বরূপ ব্রহ্ম স্বীয় স্বরূপ হইতে প্রচ্যুত না হইয়া অবিদ্যাবশে জীব-জগৎ ঈশ্বররূপে, বিষয়ী-বিষয়রূপে, জ্ঞাতৃ-জ্ঞান-জ্ঞেয়রূপে, গ্রাহ্য-গ্রাহক-গ্রহণরূপে প্রতীয়মান হইয়া থাকেন। সেই হেতু "বিজ্ঞানস্পন্দিতং" এই পদের অর্থ বিজ্ঞান-বিবর্ত্ত ॥ ১৬২ ॥ ৪৭ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্ ঃ—যথোক্তং পরমার্থদর্শনং প্রপঞ্চয়িষ্যন্ আহ—যথা হি লোকে ঋজুবক্রাদিপ্রকারাভাসম্ অলাতস্পন্দিতম্ উল্কাচলনম্, তথা গ্রহণ-গ্রাহকাভাসং বিষয়ি-বিষয়াভাসম্ ইত্যর্থঃ। কিং তৎ ? বিজ্ঞান-স্পন্দিতম্ স্পন্দিতমিব স্পন্দিতম্ অবিদ্যয়া; ন হি অচলস্য বিজ্ঞানস্য স্পন্দনমস্তি "অজাচলম্" ইতি হি উক্তম্ ॥ ১৬২ ॥ ৪৭ ॥

ভাষ্যানুবাদ ঃ—পূর্ব্বোক্ত পরমার্থ সম্যক্ দর্শন বিশদরূপে প্রদর্শন করিবার নিমিত্ত বলিতেছেন—জগতে অলাতস্পন্দন অর্থাৎ উল্কার চলন যেরূপ সরল, বক্র প্রভৃতি আকারে প্রতীয়মান দৃষ্ট হয়, গ্রহণ-গ্রাহকাকারে, বিষয়ীবিষয়রূপে প্রতীয়মান বিজ্ঞান-স্পন্দনও ঠিক সেইরূপ। সেই বস্তুটি কি ? সেই বস্তুটি বিজ্ঞান-স্পন্দন, স্পন্দিতের ন্যায়, অর্থাৎ অবিদ্যাবশতই বিজ্ঞান যেন স্পন্দিতের ন্যায় প্রতীয়মান হয়। অচল বিজ্ঞানের স্পন্দন নাই। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে 'বিজ্ঞান অজ এবং অচল' ॥ ১৬২ ॥ ৪৭ ॥

অস্পন্দমানমলাতমনাভাসমজং যথা।
অস্পন্দমানং বিজ্ঞানমনাভাসমজং তথা ॥ ১৬৩ ॥ ৪৮ ॥

অন্বয়ঃ—অস্পন্দমানম্ (স্পন্দনরহিত) অলাতম্ (অলাতচক্র) যথা (যেরূপ) অনাভাসম্ (আভাসরহিত অর্থাৎ সরল বক্রাদিভাবে প্রতীয়মান হয় না) অজং (জন্মরহিত) অস্পন্দমানং বিজ্ঞানম্ (স্পন্দনরহিত চৈতন্যস্বরূপ ব্রহ্ম) তথা (সেইরূপ) অনাভাসম্ (জ্ঞাতৃ-জ্ঞেয়াদিরূপে প্রতীয়মান হয় না) অজং (উৎপত্তিহীন) ॥ ১৬৩ ॥ ৪৮ ॥

অনুবাদঃ—স্পন্দনরহিত অলাতচক্র যেরূপ সরলবক্রাদিভাবে প্রতীয়মান হয় না এবং সেইহেতু জন্মরহিত, নিস্পন্দ চৈতন্যস্বরূপ ব্রহ্মও জ্ঞাতৃ-জ্ঞেয়াদি-রূপে প্রতীয়মান হন না; সুতরাং তিনি অজ অর্থাৎ উৎপত্তিহীন ॥ ১৬৩ ॥ ৪৮ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্ঃ—অস্পন্দমানং স্পন্দনবর্জ্জিতং তদেব অলাতম্ ঋজ্বাদ্যা-কারেণ অজায়মানম্ অনাভাসম্ অজং যথা, তথা অবিদ্যয়া স্পন্দমানম্ অবিদ্যো-পরমে অস্পন্দমানং জাত্যাদ্যাকারেণ অনাভাসম্ অজম্ অচলং ভবিষ্যতীত্যর্থঃ ॥ ১৬৩ ॥ ৪৮ ॥

ভাষ্যানুবাদঃ—স্পন্দনবর্জ্জিত সেই অলাতচক্রই যেরূপ সরলবক্রাদি আকারে জায়মান না হওয়ায় যেরূপ অজ অর্থাৎ উৎপত্তিহীন, সেইরূপ অবিদ্যাবশতঃ জ্ঞাতৃ-জ্ঞেয়াদি আকারে প্রতিভাসমান বিজ্ঞান বা চৈতন্যস্বরূপ ব্রহ্ম অবিদ্যার অর্থাৎ নিবৃত্তি হইলে জাতি অর্থাৎ জন্মাদি আকারে প্রতীয়মান না হইয়া অজ ও অচলভাবে অবস্থান করিবেন ॥ ১৬৩ ॥ ৪৮ ॥

অলাতে স্পন্দমানে বৈ নাভাসা অন্যতোভুবঃ।
ন ততোঽন্যত্র নিস্পন্দান্নালাতং প্রবিশন্তি তে ॥ ১৬৪ ॥ ৪৯ ॥

অন্বয়ঃ—অলাতে স্পন্দমানে (অলাত স্পন্দিত হইতে থাকিলে) আভাসাঃ (সরলবক্রাদি আকারে প্রতীয়মান আভাসসমূহ) ন বৈ অন্যতোভুবঃ (অলাত ব্যতীত অন্য কোন কারণ হইতে নিশ্চয়ই উৎপন্ন হয় না) নিস্পন্দাৎ (স্পন্দনের নিবৃত্তি হইলে) ততঃ (সেই অলাত হইতে) অন্যত্র (অন্য কোথায়ও) ন (গমন কল্পনা) তে (সেই আভাসসমূহ) অলাতং ন প্রবিশন্তি (অলাত মধ্যেও প্রবেশ করে না) ॥ ১৬৪ ॥ ৪৯ ॥

অনুবাদ ঃ—অলাত স্পন্দিত হইতে থাকিলে সরল ও বক্রাদি আকারে প্রতীয়মান আভাসসমূহ অলাত হইতে ভিন্ন অন্য কোন কারণ হইতে নিশ্চয়ই উৎপন্ন হয় না, আবার স্পন্দনের নিবৃত্তি হইলে সেই আভাসসমূহ অলাত হইতে অন্যত্র গমন করে না এবং অলাত মধ্যেও তাহারা প্রবেশ করে না ॥ ১৬৪ ॥ ৪৯ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্ ঃ—কিঞ্চ, তস্মিন্ এব অলাতে স্পন্দমানে ঋজুবক্রাদ্যাভাসা অলাতাৎ অন্যতঃ কুতশ্চিদ্ আগত্য অলাতে নৈব ভবন্তীতি নান্যতোভুবঃ। ন চ তস্মান্নিস্পন্দাৎ অলাতাদ্ অন্যত্র নির্গতাঃ। ন চ নিস্পন্দম্ অলাতমেব প্রবিশন্তি তে ॥ ১৬৪ ॥ ৪৯ ॥

ভাষ্যানুবাদ ঃ—আরও সেই অলাতই স্পন্দমান হইতে থাকিলে ঋজুবক্রাদি আকারে প্রতীয়মান অন্য কোন স্থান হইতে আসিয়া অলাতে সমুৎপন্ন হয় না, ইহাই "অন্যতোভুবঃ" এই পদের অর্থ। অলাত নিস্পন্দ হইলে, সেই স্পন্দন-রহিত অলাত হইতে আভাসসমূহ অন্যত্র নির্গত হইয়া যায় না; তাহারা সেই নিস্পন্দ অলাত মধ্যেও প্রবেশ করে না। অনুপলব্ধি হেতুদ্বারা আভাসের মিথ্যাত্ব প্রতিপাদিত হইল ॥ ১৬৪ ॥ ৪৯ ॥

ন নির্গতা অলাতাত্তে দ্রব্যত্বাভাবযোগতঃ।
বিজ্ঞানেঽপি তথৈব স্যুরাভাসস্যাবিশেষতঃ ॥ ১৬৫ ॥ ৫০ ॥

অন্বয় ঃ—দ্রব্যত্বাভাবযোগতঃ (দ্রব্যত্বের অভাবহেতু অর্থাৎ অবস্তু বলিয়া) তে (সেই ঋজুবক্রাদি আকারে প্রতীয়মান আভাসসমূহ) অলাতাৎ ন নির্গতাঃ (অলাত হইতে উৎপন্ন হইতে পারে না কিংবা তাহা হইতে নির্গত হইয়া অন্যত্রও যাইতে পারে না) আভাসস্য (আভাসের অবিশেষতঃ (অবিশেষ তুল্য) তথা (সেইরূপ) বিজ্ঞানে অপি (চেতনস্বরূপ ব্রহ্মে উৎপত্তি) এব (নিশ্চয়ই) স্যুঃ (মিথ্যা হইবে) ॥ ১৬৫ ॥ ৫০ ॥

অনুবাদ ঃ—দ্রব্যত্বের অভাব হেতু অর্থাৎ অবস্তু বলিয়া সেই ঋজুবক্রাদি আকারে প্রতীয়মান আভাসসমূহ অলাত হইতে উৎপন্ন হইতে পারে না

কিংবা তাহা হইতে নির্গত হইয়া অন্যত্রও যাইতে পারে না, কারণ, তাহারা অবস্তু। সেইরূপ চৈতন্যস্বরূপ ব্রহ্ম উৎপত্তি এবং গ্রাহ্য-গ্রাহকাদিরূপে প্রতীয়মান আভাসসমূহ নিশ্চয়ই অবস্তু অর্থাৎ মিথ্যা ॥ ১৬৫ ॥ ৫০ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্ ঃ—কিঞ্চ, ন নির্গতা অলাতাৎ তে আভাসাঃ গৃহাদিব, দ্রব্যত্বাভাবযোগতঃ দ্রব্যস্য ভাবো দ্রব্যত্বম্, তদভাবো দ্রব্যত্বাভাবঃ, দ্রব্যত্বাভাবযোগতো দ্রব্যত্বাভাবযুক্তেঃ বস্তুত্বাভাবাদিত্যর্থঃ। বস্তুনো হি প্রবেশাদি সম্ভবতি, ন অবস্তুনঃ। বিজ্ঞানেঽপি জাত্যাদ্যাভাসাঃ তথৈব স্যুঃ আভাসস্যাবিশেষতঃ তুল্যত্বাৎ ॥ ১৬৫ ॥ ৫০ ॥

ভাষ্যানুবাদ ঃ—আরও সেই ঋজুবক্রাদি আকারে প্রতীয়মান আভাসসমূহ, মনুষ্য প্রভৃতি যেমন গৃহ হইতে নির্গত হয় সেইরূপ অলাত হইতে নির্গত হইয়া অন্যত্র গমন করে না ; কারণ, তাহারা গুণ ও কর্ম্মের আশ্রয় কোন দ্রব্য নয়, তাহারা অবস্তু, মিথ্যা। "দ্রব্যত্বাভাবযোগতঃ" এই পদের অর্থ—দ্রব্যের ভাবদ্রব্যত্ব, তাহার অভাব হইতেছে—দ্রব্যত্বাভাব, সেই দ্রব্যত্বাভাবরূপ যুক্তি হেতু অর্থাৎ বস্তুত্বের অভাবহেতু যাহা বস্তু তাহারই পক্ষে প্রবেশ এবং নির্গমনাদি সম্ভব হয় ; কিন্তু অবস্তুর পক্ষে উহা সম্ভবপর নহে। বিজ্ঞান অর্থাৎ চৈতন্যস্বরূপ ব্রহ্মেও জন্ম প্রভৃতি যে আভাসসমূহ প্রতীয়মান হয়, তাহারাও ঠিক সেইরূপ ; কারণ, আভাসাংশে উভয়ত্রই কোন ইতরবিশেষ নাই অর্থাৎ আভাস উভয় স্থলেই সমান ॥ ১৬৫ ॥ ৫০ ॥

বিজ্ঞানে স্পন্দমানে বৈ নাভাসা অন্যতোভুবঃ।

ন ততোঽন্যত্র নিস্পন্দান্ন বিজ্ঞানং বিশন্তি তে ॥ ১৬৬ ॥ ৫১ ॥

অন্বয় ঃ—বিজ্ঞানে স্পন্দমানে (বিজ্ঞান স্পন্দিত হইলে) আভাসাঃ (আভাসসমূহ) ন বৈ অন্যতোভুবঃ (তাহারা নিশ্চয়ই বিজ্ঞানাতিরিক্ত অন্য কোন কারণ হইতে উৎপন্ন হয় না) নিস্পন্দাৎ (নিস্পন্দ বিজ্ঞান হইতে) তে (সেই আভাসসমূহ) ততঃ (সেই নিস্পন্দ বিজ্ঞান হইতে) অন্যত্র ন (অন্যত্র গমন করে না) ন তে বিজ্ঞানং বিশন্তি (কিংবা বিজ্ঞানে প্রবেশ করে না) ॥ ১৬৬ ॥ ৫১ ॥

অনুবাদ :—বিজ্ঞান স্পন্দিত হইলেই যখন জন্মাদি আভাসসমূহ প্রতীয়মান হয়, তখন তাহারা নিশ্চয়ই বিজ্ঞানাতিরিক্ত অন্য কোন কারণ হইতে উৎপন্ন হয় না। বিজ্ঞান নিস্পন্দ হইলে, সেই নিস্পন্দ বিজ্ঞান হইতে সেই আভাসসমূহ অন্যত্র গমন করে না কিংবা সেই বিজ্ঞানে প্রবেশ করে না ; কারণ, তাহারা অবস্তু অর্থাৎ মিথ্যা ॥ ১৬৬ ॥ ৫১ ॥

ন নির্গতাস্তে বিজ্ঞানাৎ দ্রব্যত্বাভাবযোগতঃ।
কার্য্য-কারণতাভাবাদ্‌যতোঽচিন্ত্যাঃ সদৈব তে ॥ ১৬৭ ॥ ৫২ ॥

অন্বয় :—তে (সেই আভাসসমূহ) দ্রব্যত্বাভাবযোগতঃ (অবস্তু হওয়া হেতু) বিজ্ঞানাৎ (বিজ্ঞান হইতে) ন নির্গতাঃ (নির্গত অর্থাৎ উৎপন্ন হয় না) যতঃ (যেহেতু) কার্য্য-কারণতাভাবাৎ (কার্য্য-কারণ ভাবরূপ সম্বন্ধের অভাব হেতু) তে (সেই আভাসসমূহ) সদা এব অচিন্ত্যাঃ (সর্ব্বদাই অচিন্তনীয়) ॥ ১৬৭ ॥ ৫২ ॥

অনুবাদ :—সেই আভাসসমূহ অবস্তু হওয়াহেতু বিজ্ঞান হইতে নির্গত অর্থাৎ উৎপন্ন হইতে পারে না। যেহেতু বিজ্ঞান ও আভাসের মধ্যে কার্য্য-কারণভাবরূপ সম্বন্ধের অভাব সর্ব্বদা বিদ্যমান, সেই হেতু উক্ত আভাস-সমূহ সর্ব্বদাই অচিন্ত্যনীয় অর্থাৎ চিন্তা দ্বারা উহাদের স্বরূপ নির্ণয় করা যাইতে পারে না ॥ ১৬৭ ॥ ৫২ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্ :—কথং তুল্যত্বমিত্যাহ—অলাতেন সমানং সর্ব্বং বিজ্ঞানস্য, সদা অচলত্বন্তু বিজ্ঞানস্য বিশেষঃ। জাত্যাদ্যাভাসা বিজ্ঞানে অচলে কিংকৃতাঃ ? ইত্যাহ—কার্য্য-কারণতাভাবাৎ জন্যজনকত্বানুপপত্তেঃ অভাবরূপত্বাৎ অচিন্ত্যাঃ তে যতঃ সদৈব। যথা অসৎস্থ ঋজ্বাদ্যাভাসেষু ঋজ্বাদিবুদ্ধিঃ দৃষ্টা অলাতমাত্রে, তথা অসৎস্থ এব জাত্যাদিষু বিজ্ঞানমাত্রে জাত্যাদিবুদ্ধিঃ মৃষৈবেতি সমুদায়ার্থঃ ॥ ১৬৬-১৬৭ ॥ ৫১-৫২ ॥

ভাষ্যানুবাদ :—আভাসসমূহ অলাত-চক্রের সহিত কি প্রকারে তুল্য

হইতে পারে ? তাহা বলা হইতেছে—বিজ্ঞানের সমস্তই অলাতের সহিত সমান, অলাত হইতে বিজ্ঞানের এইমাত্র বিশেষ যে, বিজ্ঞান স্বরূপতঃ সর্ব্বদা অচল অর্থাৎ নির্ব্যাপার। বিজ্ঞান অচল হইলে উহাতে প্রতীয়মান জন্মাদি আভাসসমূহ কাহার দ্বারা কৃত বা উৎপন্ন হয় ? তাহা বলা হইতেছে—বিজ্ঞান ও আভাস-সমূহের মধ্যে কার্য্যকারণভাব অর্থাৎ জন্য-জনকত্বরূপ ভাবের অভাবহেতু সেই আভাসসমূহ সর্ব্বদাই অচিন্ত্য অর্থাৎ নিরূপণের অযোগ্যহেতু মায়াময় হওয়ায় মিথ্যাই হইয়া থাকে। যদি বিজ্ঞান অচল অর্থাৎ নির্ব্যাপারের হয় তাহা হইলে কারণের অভাব হেতু জন্মাদি আভাসসমূহ কি প্রকারে সেই বিজ্ঞানে প্রতীত হইয়া থাকে ? এই আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন—যেরূপ অলাতমাত্রে বক্রাদি আকারে প্রতীয়মান অসৎ আভাসসমূহে ঋজুবক্রাদি বুদ্ধি দৃষ্ট হইয়া থাকে, সেইরূপ বিজ্ঞানে প্রতীয়মান নিরূপণের অযোগ্য, মিথ্যা জন্মাদি অসৎ আভাসসমূহে জন্মাদি বুদ্ধি হইয়া থাকে, বস্তুতঃ উক্ত জন্মাদি আভাসসমূহ অবস্তু বলিয়া সর্ব্বদাই মিথ্যা; ইহাই পূর্ব্বোক্ত শ্লোকদ্বয়ের তাৎপর্য্য ॥ ১৬৬-৬৭ ॥ ৫১-৫২ ॥

দ্রব্যং দ্রব্যস্য হেতুঃ স্যাদন্যদন্যস্য চৈব হি।
দ্রব্যত্বমন্যভাবো বা ধর্ম্মাণাং নোপপদ্যতে ॥ ১৬৮ ॥ ৫৩ ॥

অন্বয় ঃ—দ্রব্যং দ্রব্যস্য হেতুঃ স্যাৎ (এক দ্রব্য অপর দ্রব্যের কারণ হইতে পারে) অন্যস্য (অপর বস্তুর কারণ) অন্যৎ (অপর একটি বস্তু) চ এব হি (নিশ্চয়ই) ধর্ম্মাণাং (আত্মাসমূহের) দ্রব্যত্বম্ (দ্রব্যত্ব) অন্যভাবঃ (পৃথক্ ভাব) বা (কিংবা) ন উপপদ্যতে (উৎপন্ন হয় না) ॥ ১৬৮ ॥ ৫৩ ॥

অনুবাদ ঃ—এক দ্রব্য অপর দ্রব্যের কারণ হইতে পারে। অন্য একটি বস্তু অপর আর একটি বস্তুর কারণ হয়; ইহা নিশ্চিত যে, কোন বস্তু নিজেই নিজের কারণ হয় না। আত্মার অবয়বস্বরূপ দ্রব্যত্ব কিংবা অন্য কিছু হইতে পার্থক্য উৎপন্ন হয় না। নিরবয়ব হেতু আত্মা দ্রব্য নহে,

নির্গুণ বলিয়া আত্মা দ্রব্য নহে; সমস্তই অস্তি ভাতিরূপে প্রকাশ পাইতেছে বলিয়া আত্মা কিছু হইতে ভিন্ন নহে ॥ ১৬৮ ॥ ৫৩ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্ ঃ—অজমেকম্ আত্মতত্ত্বমিতি স্থিতম্। তত্র যৈরপি কার্য্য-কারণভাবঃ কল্প্যতে, তেষাং দ্রব্যং দ্রব্যস্য, অন্যস্য অন্যদ্ধেতুঃ কারণং স্যাৎ, ন তু তস্যৈব তৎ। নাপি অদ্রব্যং কস্যচিৎ কারণং স্বতন্ত্রং দৃষ্টং লোকে। ন চ দ্রব্যত্বং ধর্ম্মাণাম্ আত্মনাম্ উপপদ্যতে, অন্যত্বং বা কুতশ্চিৎ; যেন অন্যস্য কারণত্বং কার্য্যত্বং বা প্রতিপদ্যেত। অতঃ অদ্রব্যত্বাৎ অনন্যত্বাচ্চ ন কস্যচিৎ কার্য্যং কারণং বা আত্মা ইত্যর্থঃ ॥ ১৬৮ ॥ ৫৩ ॥

ভাষ্যানুবাদ ঃ—ইহা নির্দ্ধারিত হইয়াছে যে, আত্মতত্ত্ব এক এবং অজ অর্থাৎ গুণ-গুণিভাবরহিত। যাঁহারা সেই আত্মতত্ত্বে কার্য্যকারণভাব কল্পনা করেন, তাঁহাদের মতে দ্রব্যই দ্রব্যের কারণ হইয়া থাকে, একটি পদার্থ অপর একটি পদার্থের কারণ হইয়া থাকে, কোন পদার্থ নিজেই নিজের কারণ হয় না। জগতে যাহা অদ্রব্য অর্থাৎ অবস্তু তাহা যে স্বতন্ত্র রূপে কাহারও কারণ হয় তাহাও দেখা যায় না। আরও ধর্ম্মশব্দ-বাচ্য আত্মাসমূহের দ্রব্যত্ব কিংবা কাহারও হইতে ভিন্নত্ব উৎপন্ন হয় না, যাহাতে আত্মা অপরের কারণ বা কার্য্য হইতে পারে। অতএব নির্গুণ হওয়া হেতু আত্মা গুণের আশ্রয়দ্রব্য কখনই হইতে পারে না এবং সর্ব্বত্র "অস্তিভাতিরূপে" সচ্চিৎরূপে অনুগত থাকাহেতু কাহারও হইতে ভিন্ন নহেন; এই হেতু আত্মা কাহারও কারণ বা কার্য্য নহেন, ইহাই এই শ্লোকের তাৎপর্য্য ॥ ১৬৮ ॥ ৫৩ ॥

এবং ন চিত্তজা ধর্ম্মাশ্চিত্তং বাপি ন ধর্ম্মজম্।
এবং হেতুফলাজাতিং প্রবিশন্তি মনীষিণঃ ॥ ১৬৯ ॥ ৫৪ ॥

অন্বয় ঃ—এবং (এই প্রকারে) ধর্ম্মাঃ (বাহ্য পদার্থসমূহ অথবা জীবাত্মা-সমূহ) ন চিত্তজাঃ (চিত্ত হইতে উৎপন্ন হয় না কিংবা চিত্তশব্দিত পরমাত্মা হইতে উৎপন্ন হয় না) চিত্তং বা অপি (কিংবা চিত্তও) ন ধর্ম্মজং (বাহ্য পদার্থ

হইতে উৎপন্ন হয় না) মনীষিণঃ (মনীষিগণ) এবং (এইরূপে) হেতুফলাজাতিং (কার্য্য ও কারণ এই উভয়ের অনুৎপত্তি) প্রবিশন্তি (অবধারণ করিয়াছেন) ॥ ১৬৯ ॥ ৫৪ ॥

অনুবাদ ঃ—পূর্ব্বোক্ত তত্ত্বদৃষ্টি দ্বারা বিচার করিলে এই প্রকার জানা যায় যে, বাহ্য পদার্থসমূহ চিত্ত হইতে উৎপন্ন হয় না কিংবা চিত্তও বাহ্য পদার্থ হইতে উৎপন্ন হয় না। জীবাত্মা ব্রহ্মের প্রতিবিম্বসদৃশ হওয়ায়, উহা স্বরূপতঃ ব্রহ্মই। পরিদৃশ্যমান যাহা কিছু তৎসমস্তই ব্রহ্মের আভাসহেতু উহা ব্রহ্মই, সুতরাং ব্রহ্মাতিরিক্ত কিছু হয় নাই, হইবে না। একমাত্র ব্রহ্মই বিভাত হইতেছেন ॥ ১৬৯ ॥ ৫৪ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্ ঃ—এবং যথোক্তেভ্যো হেতুভ্য আত্মবিজ্ঞানস্বরূপম্ এব চিত্তমিতি, ন চিত্তজা বাহ্যধর্ম্মাঃ, নাপি বাহ্যধর্ম্মজং চিত্তম্; বিজ্ঞানস্বরূপাভাসমাত্রত্বাৎ সর্ব্বধর্ম্মাণাম্। এবং ন হেতোঃ ফলং জায়তে, নাপি ফলাৎ হেতুঃ, ইতি হেতু-ফলয়োঃ অজাতিং হেতুফলাজাতিং প্রবিশন্তি অধ্যবস্যন্তি। আত্মনি হেতু-ফলয়োঃ অভাবমেব প্রতিপদ্যন্তে ব্রহ্মবিদ্ ইত্যর্থঃ ॥ ১৬৯ ॥ ৫৪ ॥

ভাষ্যানুবাদ ঃ—এই প্রকারে পূর্ব্বোক্ত হেতুসমূহ হইতে জানা যায় যে, আত্মচৈতন্য স্বরূপই হইতেছে চিত্ত। বাহ্য পদার্থসমূহ চিত্তজাত নহে এবং চিত্তও বাহ্য পদার্থ হইতে উৎপন্ন হয় না। সমস্ত জীবজগৎ চৈতন্যস্বরূপ ব্রহ্মেরই আভাস বা স্ফুরণ মাত্র। এইহেতু কারণ হইতে কার্য্য উৎপন্ন হয় না এবং কার্য্য হইতে কারণ উৎপন্ন হয়; কেন না, কার্য্য-কারণ-ভাবরহিত একমাত্র চৈতন্যস্বরূপ ব্রহ্মই স্ফুরিত হইতেছেন। এইরূপে মনীষিগণ হেতুফলের অজাতি অর্থাৎ কার্য্য ও কারণের অভাব বা অনুৎপত্তি নিশ্চিতরূপে অবধারণ করিয়াছেন। ব্রহ্মবিদ্‌গণ আত্মাতে কার্য্যকারণের অভাবই অনুভব করিয়া থাকেন ॥ ১৬৯ ॥ ৫৪ ॥

যাবদ্ধেতু-ফলাবেশস্তাবদ্ধেতু-ফলোদ্ভবঃ।
ক্ষীণে হেতু-ফলাবেশে নাস্তি হেতু-ফলোদ্ভবঃ ॥ ১৭০ ॥ ৫৫ ॥

অন্বয় ঃ—যাবৎ (যতক্ষণ পর্য্যন্ত) হেতু-ফলাবেশঃ (কারণ ও তৎফলে অভিনিবেশ) তাবৎ (ততক্ষণ পর্য্যন্ত) হেতুফলোদ্ভবঃ (হেতুফলের উদ্ভব) হেতু-ফলাবেশে (হেতুফলের অভিনিবেশ) ক্ষীণে (ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে) হেতু-ফলোদ্ভবঃ (হেতুফলের উদ্ভব) নাস্তি (নাই) ॥ ১৭০ ॥ ৫৫ ॥

অনুবাদ ঃ—কারণ হইতে কার্য্য কিংবা কার্য্য হইতে কারণ উৎপন্ন হয় না, তত্ত্বদৃষ্টি বিচারপূর্ব্বক ইহাই উপদিষ্ট হইয়াছে। এক্ষণে মুমুক্ষু যাহাতে কার্য্য-কারণ ভাবের প্রতি আগ্রহ না করেন, সেইজন্য বলিতেছেন—যতক্ষণ পর্য্যন্ত কার্য্য-কারণভাবে অভিনিবেশ থাকে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত কার্য্য-কারণভাব প্রকাশ পাইতে থাকে, কিন্তু কার্য্য-কারণভাবের অভিনিবেশ ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে কার্য্য-কারণভাবেরও অভাব হইয়া যায় ॥ ১৭০ ॥ ৫৫ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্ ঃ—যে পুনঃ হেতু-ফলয়োঃ অভিনিবিষ্টাঃ, তেষাং কিং স্যাদিতি, উচ্যতে—ধর্ম্মাধর্ম্মাখ্যস্য হেতোঃ "অহং কর্ত্তা, মম ধর্ম্মাধর্ম্মৌ, তৎফলং কালান্তরে ক্বচিৎ প্রাণিনিকায়ে জাতো ভোক্ষ্যে" ইতি যাবৎ হেতুফলয়োঃ আবেশো হেতুফলাগ্রহ আত্মনি অধ্যারোপণম্, তচ্চিত্ততা ইত্যর্থঃ। তাবৎ হেতুফলয়োঃ উদ্ভবঃ—ধর্ম্মাধর্ম্ময়োঃ তৎফলস্য চ অনুচ্ছেদেন প্রবৃত্তিঃ ইত্যর্থঃ। যদা পুনঃ মন্ত্রৌষধিবীর্য্যেণেব গ্রহাবেশো যথোক্তাদ্বৈতদর্শনেন অবিদ্যোদ্ভূত-হেতুফলাবেশঃ অপনীতো ভবতি, তদা তস্মিন্ ক্ষীণে নাস্তি হেতুফলোদ্ভবঃ ॥ ১৭০ ॥ ৫৫ ॥

ভাষ্যানুবাদ ঃ—যাহারা কার্য্যকারণভাবে অভিনিবিষ্ট তাহাদের কি হয় ? তাহা বলা হইতেছে—ধর্ম্মাধর্ম্ম নামক কারণের "আমি কর্ত্তা, আমারই ধর্ম্মাধর্ম্ম এবং এই ধর্ম্মের ফল কালান্তরে কোন প্রাণিদেহে জন্মগ্রহণ করিয়া ভোগ করিব" এইরূপ কারণ ও তৎফলে আবেশ বা অভিনিবেশ অর্থাৎ আত্মাতে সেই কারণ ও তাহার ফলের আগ্রহ বা আরোপ অর্থাৎ কার্য্যকারণভাবে তন্ময়তা যতক্ষণ থাকিবে ততক্ষণ পর্য্যন্ত হেতুফলের উদ্ভব অর্থাৎ ধর্ম্মাধর্ম্ম এবং তাহার ফলের অবিরাম প্রবৃত্তি থাকিবে। কিন্তু গ্রহাবেশ অর্থাৎ উপদেবতার আবেশ বা ভর যেরূপ মন্ত্র বা ঔষধের শক্তি দ্বারা দূরীভূত হইলে সেই গ্রহাবেশ আর

থাকে না, সেইরূপ পূর্ব্বোক্ত অবিদ্যাকৃত হেতুফলের আবেশ যখন অপনীত হয়, তখন সেই হেতুফলের অভিনিবেশ ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে কার্য্যকারণভাবের উদ্ভব অর্থাৎ উৎপত্তি আর থাকে না ॥ ১৭০ ॥ ৫৫ ॥

যাবদ্ধেতু-ফলাবেশঃ সংসারস্তাবদায়তঃ।
ক্ষীণে হেতুফলাবেশে সংসারং ন প্রপদ্যতে ॥ ১৭১ ॥ ৫৬ ॥

অন্বয়ঃ—যাবৎ (যে পর্য্যন্ত) হেতু-ফলাবেশঃ (কারণ ও তৎফলে অভিনিবেশ) তাবৎ (সেই পর্য্যন্ত) সংসারঃ (সংসার) আয়তঃ (বিস্তৃত) হেতুফলাবেশে ক্ষীণে (হেতুফলে অভিনিবেশ ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে) সংসারং (সংসারকে) ন প্রপদ্যতে (প্রাপ্ত হয় না) ॥ ১৭১ ॥ ৫৬ ॥

অনুবাদঃ—যে পর্য্যন্ত কারণ এবং তৎফলে জীবের অভিনিবেশ থাকে যে পর্য্যন্ত কার্য্যকারণাত্মক জন্মমৃত্যুরূপ সংসারপ্রবাহ বিস্তার লাভ করে, হেতু ও ফলে অভিনিবেশ ক্ষয় প্রাপ্ত হইলে জীব আর সংসার প্রাপ্ত হয় না ॥ ১৭১ ॥ ৫৬ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্ঃ—যদি হেতুফলোদ্ভবঃ, তদা কো দোষঃ ইতি; উচ্যতে—যাবৎ সম্যগ্দর্শনেন হেতুফলাবেশো ন নিবর্ত্ততে, অক্ষীণঃ সংসারঃ তাবদায়তো দীর্ঘো ভবতীত্যর্থঃ। ক্ষীণে পুনর্হেতুফলাবেশে সংসারং ন প্রপদ্যতে, কারণাভাবাৎ ॥ ১৭১ ॥ ৫৬ ॥

ভাষ্যানুবাদঃ—যদি হেতুফলের উদ্ভব বা বিদ্যমানতা থাকে, তাহা হইলে কি দোষ হয়? তাহা কথিত হইতেছে—যে পর্য্যন্ত কার্য্যকারণভাবের অভিনিবেশ সম্যক্দর্শনের দ্বারা নিবর্ত্তিত না হয়, সে পর্য্যন্ত সংসার ক্ষয়প্রাপ্ত না হইয়া আয়ত অর্থাৎ দীর্ঘ হইয়া থাকে। হেতুফলে অভিনিবেশ ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে জীব সংসারপ্রাপ্ত হয় না; কেননা, হেতু ও ফলে অভিনিবেশই সংসারপ্রাপ্তির কারণ; সেই অভিনিবেশরূপ কারণের অভাবে সংসাররূপ কার্য্যেরও অভাব হইয়া থাকে ॥ ১৭১ ॥ ৫৬ ॥

সংবৃত্যা জায়তে সর্ব্বং শাশ্বতং নাস্তি তেন বৈ।
সদ্ভাবেন হ্যজং সর্ব্বমুচ্ছেদস্তেন নাস্তি বৈ ॥ ১৭২ ॥ ৫৭ ॥

অন্বয়ঃ—সংবৃত্যা (অবিদ্যাবশতঃ) সর্ব্বং জায়তে (সমস্ত পদার্থ উৎপন্ন হয়) তেন (সেই হেতু) শাশ্বতং (নিত্যবস্তু) নাস্তি বৈ (নিশ্চয়ই নাই) সদ্ভাবেন (পরমার্থ সত্য ব্রহ্মরূপে) সর্ব্বং হি (সমস্ত নিশ্চয়ই) অজং (উৎপত্তি-রহিত) তেন (সেইহেতু) উচ্ছেদঃ বৈ নাস্তি (কোন পদার্থেরই বিনাশ নাই)।

অনুবাদঃ—অবিদ্যাবশতঃ নাম রূপাত্মক ব্যবহারিক জগৎ উৎপন্ন হয়। এই অবিদ্যার নিজের কোন স্বরূপ না থাকায়, অবিদ্যার কার্য্য এই ব্যবহারিক জগতে নিশ্চয়ই কোন নিত্য বস্তু নাই; কিন্তু পরমার্থ সত্য ব্রহ্মরূপে সমস্তই উৎপত্তিরহিত, সেই হেতু কাহারও বিনাশ নাই। এক, অদ্বিতীয়, কূটস্থ আত্মতত্ত্বই বিভাত হইতেছেন। যাঁহারা অবিবেকী তাঁহারাই এই অখণ্ড, একরস, পরমানন্দ বোধস্বরূপ আত্মাকে জন্মমৃত্যুপূর্ণ সংসারপ্রবাহ মনে করিয়া ভীত হন। যে ব্যক্তি রজ্জুকে সর্প মনে করিয়া ভীত হয়, তাহাকে বিবেকী ব্যক্তি যেরূপ বলিয়া থাকেন "কেন ভীত হইতেছ? ইহা রজ্জু, সর্প নহে" সেইরূপ তত্ত্বজ্ঞ পুরুষ অবিবেকীকে বলেন "বৃথা কেন শোক করিতেছ? ইহা সংসার নহে; ইহা আনন্দ-স্বরূপ, অমৃতস্বরূপ ব্রহ্ম, তোমার সংসার তোমারই কল্পিত" ॥ ১৭২ ॥ ৫৭ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্ঃ—নন্বজাৎ আত্মনঃ অন্যৎ নাস্ত্যেব, তৎ কথং হেতু-ফলয়োঃ সংসারস্য চোৎপত্তিবিনাশৌ উচ্যেতে ত্বয়া? শৃণু; সংবৃত্যা সংবরণং সংবৃতিঃ অবিদ্যাবিষয়ো লৌকিকব্যবহারঃ, তয়া সংবৃত্যা জায়তে সর্ব্বম্। তেন অবিদ্যাবিষয়ে শাশ্বতং নিত্যং নাস্তি বৈ। অত উৎপত্তিবিনাশলক্ষণঃ সংসার আয়ত ইত্যুচ্যতে। পরমার্থসদ্ভাবেন তু অজং সর্ব্বমাত্মৈব যস্মাৎ; অতো জাত্য-ভাবাৎ উচ্ছেদঃ তেন নাস্তি বৈ কস্যচিৎ হেতুফলাদেঃ ইত্যর্থঃ ॥ ১৭২ ॥ ৫৭ ॥

ভাষ্যানুবাদঃ—আচ্ছা, যখন উৎপত্তি-বিনাশহীন আত্মতত্ত্ব ব্যতীত কিছুই নাই, তখন তুমি কি প্রকারে হেতু ও ফলের অর্থাৎ কারণ ও কার্য্যের এবং সংসারের উৎপত্তি বিনাশ বলিতেছ? তাহা কথিত হইতেছে—সমাহিত চিত্তে শ্রবণ কর। সংবৃতি অর্থ সংবরণ অর্থাৎ অবিদ্যা বিষয়ক লৌকিক ব্যবহার; সেই সংবৃতির দ্বারা সমস্ত পদার্থ উৎপন্ন হয়; সুতরাং অবিদ্যার বিষয়ীভূত বস্তুসমূহের

থাকে না, সেইরূপ পূর্ব্বোক্ত অবিদ্যাকৃত হেতুফলের আবেশ যখন অপনীত হয়, তখন সেই হেতুফলের অভিনিবেশ ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে কার্য্যকারণভাবের উদ্ভব অর্থাৎ উৎপত্তি আর থাকে না ॥ ১৭০ ॥ ৫৫ ॥

যাবদ্ধেতু-ফলাবেশঃ সংসারস্তাবদায়তঃ ।
ক্ষীণে হেতুফলাবেশে সংসারং ন প্রপদ্যতে ॥ ১৭১ ॥ ৫৬ ॥

অন্বয়ঃ—যাবৎ (যে পর্য্যন্ত) হেতু-ফলাবেশঃ (কারণ ও তৎফলে অভিনিবেশ) তাবৎ (সেই পর্য্যন্ত) সংসারঃ (সংসার) আয়তঃ (বিস্তৃত) হেতুফলাবেশে ক্ষীণে (হেতুফলে অভিনিবেশ ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে) সংসারং (সংসারকে) ন প্রপদ্যতে (প্রাপ্ত হয় না) ॥ ১৭১ ॥ ৫৬ ॥

অনুবাদঃ—যে পর্য্যন্ত কারণ এবং তৎফলে জীবের অভিনিবেশ থাকে যে পর্য্যন্ত কার্য্যকারণাত্মক জন্মমৃত্যুরূপ সংসারপ্রবাহ বিস্তার লাভ করে, হেতু ও ফলে অভিনিবেশ ক্ষয় প্রাপ্ত হইলে জীব আর সংসার প্রাপ্ত হয় না ॥ ১৭১ ॥ ৫৬ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্ঃ—যদি হেতুফলোদ্ভবঃ, তদা কো দোষঃ ইতি ; উচ্যতে—যাবৎ সম্যগ্দর্শনেন হেতুফলাবেশো ন নিবর্ত্ততে, অক্ষীণঃ সংসারঃ তাবদায়তো দীর্ঘো ভবতীত্যর্থঃ। ক্ষীণে পুনর্হেতুফলাবেশে সংসারং ন প্রপদ্যতে, কারণাভাবাৎ ॥ ১৭১ ॥ ৫৬ ॥

ভাষ্যানুবাদঃ—যদি হেতুফলের উদ্ভব বা বিদ্যমানতা থাকে, তাহা হইলে কি দোষ হয় ? তাহা কথিত হইতেছে—যে পর্য্যন্ত কার্য্যকারণভাবের অভিনিবেশ সম্যক্দর্শনের দ্বারা নিবর্ত্তিত না হয়, সে পর্য্যন্ত সংসার ক্ষয়প্রাপ্ত না হইয়া আয়ত অর্থাৎ দীর্ঘ হইয়া থাকে। হেতুফলে অভিনিবেশ ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে জীব সংসারপ্রাপ্ত হয় না ; কেননা, হেতু ও ফলে অভিনিবেশই সংসারপ্রাপ্তির কারণ ; সেই অভিনিবেশরূপ কারণের অভাবে সংসাররূপ কার্য্যেরও অভাব হইয়া থাকে ॥ ১৭১ ॥ ৫৬ ॥

সংবৃত্যা জায়তে সর্ব্বং শাশ্বতং নাস্তি তেন বৈ ।
সদ্ভাবেন হ্যজং সর্ব্বমুচ্ছেদস্তেন নাস্তি বৈ ॥ ১৭২ ॥ ৫৭ ॥

অন্বয় ঃ—সংবৃত্যা (অবিদ্যাবশতঃ) সর্ব্বং জায়তে (সমস্ত পদার্থ উৎপন্ন হয়) তেন (সেই হেতু) শাশ্বতং (নিত্যবস্তু) নাস্তি বৈ (নিশ্চয়ই নাই) সদ্ভাবেন (পরমার্থ সত্য ব্রহ্মরূপে) সর্ব্বং হি (সমস্ত নিশ্চয়ই) অজং (উৎপত্তি-রহিত) তেন (সেইহেতু) উচ্ছেদঃ বৈ নাস্তি (কোন পদার্থেরই বিনাশ নাই)।

অনুবাদ ঃ—অবিদ্যাবশতঃ নাম রূপাত্মক ব্যবহারিক জগৎ উৎপন্ন হয়। এই অবিদ্যার নিজের কোন স্বরূপ না থাকায়, অবিদ্যার কার্য্যে এই ব্যবহারিক জগতে নিশ্চয়ই কোন নিত্য বস্তু নাই; কিন্তু পরমার্থ সত্য ব্রহ্মরূপে সমস্তই উৎপত্তিরহিত, সেই হেতু কাহারও বিনাশ নাই। এক, অদ্বিতীয়, কূটস্থ আত্মতত্ত্বই বিভাত হইতেছেন। যাঁহারা অবিবেকী তাঁহারাই এই অখণ্ড, একরস, পরমানন্দ বোধস্বরূপ আত্মাকে জন্মমৃত্যুপূর্ণ সংসারপ্রবাহ মনে করিয়া ভীত হন। যে ব্যক্তি রজ্জুকে সর্প মনে করিয়া ভীত হয়, তাহাকে বিবেকী ব্যক্তি যেরূপ বলিয়া থাকেন "কেন ভীত হইতেছ? ইহা রজ্জু, সর্প নহে" সেইরূপ তত্ত্বজ্ঞ পুরুষ অবিবেকীকে বলেন "বৃথা কেন শোক করিতেছ? ইহা সংসার নহে; ইহা আনন্দ-স্বরূপ, অমৃতস্বরূপ ব্রহ্ম, তোমার সংসার তোমারই কল্পিত" ॥ ১৭২ ॥ ৫৭ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্ ঃ—নন্থ অজাৎ আত্মনঃ অন্যৎ নাস্ত্যেব, তৎ কথং হেতু-ফলয়োঃ সংসারস্য চোৎপত্তিবিনাশৌ উচ্যেতে ত্বয়া? শৃণু; সংবৃত্যা সংবরণং সংবৃতিঃ অবিদ্যাবিষয়ো লৌকিকব্যবহারঃ, তয়া সংবৃত্যা জায়তে সর্ব্বম্। তেন অবিদ্যাবিষয়ে শাশ্বতং নিত্যং নাস্তি বৈ। অত উৎপত্তিবিনাশলক্ষণঃ সংসার আয়ত ইত্যুচ্যতে। পরমার্থসদ্ভাবেন তু অজং সর্ব্বমাত্মৈব যস্মাৎ; অতো জাত্য-ভাবাৎ উচ্ছেদঃ তেন নাস্তি বৈ কস্যচিৎ হেতুফলাদেঃ ইত্যর্থঃ ॥ ১৭২ ॥ ৫৭ ॥

ভাষ্যানুবাদ ঃ—আচ্ছা, যখন উৎপত্তি-বিনাশহীন আত্মতত্ত্ব ব্যতীত কিছুই নাই, তখন তুমি কি প্রকারে হেতু ও ফলের অর্থাৎ কারণ ও কার্য্যের এবং সংসারের উৎপত্তি বিনাশ বলিতেছ? তাহা কথিত হইতেছে—সমাহিত চিত্তে শ্রবণ কর। সংবৃতি অর্থ সংবরণ অর্থাৎ অবিদ্যা বিষয়ক লৌকিক ব্যবহার; সেই সংবৃতির দ্বারা সমস্ত পদার্থ উৎপন্ন হয়; সুতরাং অবিদ্যার বিষয়ীভূত বস্তুসমূহের

মধ্যে কোন নিত্য শাশ্বত বস্তু নাই। এইহেতু উৎপত্তি-বিনাশশীল সংসার আয়ত, এইরূপ বলা হইয়া থাকে। যেহেতু পরমার্থ সদ্বস্তুরূপে সমস্তই উৎপত্তি-বিনাশহীন আত্মাই; সেইজন্য হেতুফল প্রভৃতি কোন বস্তুরই জন্মাদি বিকারের অভাব-রূপ উচ্ছেদ নাই। অভিপ্রায় এই যে অবিবেকী সম্মুখস্থিত রজ্জুকে সর্প মনে করিয়া পলায়নপর হইলে বিবেকী যেরূপ তাহাকে বলিয়া থাকেন "তুমি বৃথা কেন ভীত হইতেছ? ইহা সর্প নহে, ইহা রজ্জু" সেইরূপ কূটস্থ আত্মদর্শন বিষয়ক বচন ব্যবহারিক জন্মাদি বচনের বিরোধী হয় না॥ ১৭২॥ ৫৭॥

ধর্ম্মা য ইতি জায়ন্তে জায়ন্তে তে ন তত্ত্বতঃ।
জন্ম মায়োপমং তেষাং সা চ মায়া ন বিদ্যতে॥ ১৭৩॥ ৫৮॥

অন্বয়ঃ—যে ধর্ম্মাঃ (যে জীবাত্মাসমূহ) জায়ন্তে (জন্ম গ্রহণ করে) ইতি (পূর্ব্বে অবিদ্যাবশতঃ যাহা উক্ত হইয়াছে) তে (সেই আত্মাসমূহ) তত্ত্বতঃ (পরমার্থতঃ) ন জায়ন্তে (উৎপন্ন হয় না) তেষাং জন্ম (সেই আত্মাসমূহের জন্ম) মায়োপমং (মায়াসদৃশ) সা চ মায়া (সেই মায়াও) ন বিদ্যতে (পরমার্থত বিদ্যমান নাই)॥ ১৭৩॥ ৫৮॥

অনুবাদঃ—পূর্ব্বে যে উক্ত হইয়াছে সংবৃতি বা অবিদ্যাবশতঃ ধর্ম্মসমূহ জন্ম-গ্রহণ করে, তাহারা সত্যসত্যই উৎপন্ন হয় না। সেই ধর্ম্ম শব্দবাচ্য আত্মাসমূহের জন্ম মায়াসদৃশ এবং সেই মায়াও পরমার্থতঃ বিদ্যমান নাই; কারণ, মায়ার নিজস্ব কোন সত্তা নাই॥ ১৭৩॥ ৫৮॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্ঃ—যে অপি আত্মানঃ অন্যে চ ধর্ম্মা জায়ন্তে ইতি কল্প্যন্তে তে, ইতি এবংপ্রকারা যথোক্তা সংবৃতিঃ নির্দ্দিশ্যতে, ইতি সংবৃত্যৈব ধর্ম্মা জায়ন্তে; ন তে তত্ত্বতঃ পরমার্থতো জায়ন্তে। যৎ পুনঃ তৎসংবৃত্যা জন্ম তেষাং ধর্ম্মাণাং যথোক্তানাম্, যথা মায়য়া জন্ম তথা তৎ মায়োপমং প্রত্যেতব্যম্। মায়া নাম বস্তু তর্হি? নৈবম্; সা চ মায়া ন বিদ্যতে। মায়া ইতি অবিদ্যমানস্য আখ্যা ইত্যভিপ্রায়ঃ॥ ১৭৩॥ ৫৮॥

ভাষ্যানুবাদঃ—যে সব আত্মা এবং অন্য ধর্ম্মসমূহ জন্মগ্রহণ করে, এইরূপ কল্পনা করা হইয়া থাকে, 'ইতি' এই শব্দটি পূর্ব্বোক্ত সংবৃতি বা অবিদ্যাকে নির্দ্দেশ করিতেছে অর্থাৎ সেই আত্মাও অন্যান্য ধর্ম্মসমূহ সংবৃতি বা অবিদ্যাবশতঃ উৎপন্ন হয়, পরমার্থতঃ তাহারা জন্মগ্রহণ করে না। পূর্ব্বোক্ত ধর্ম্মসমূহের সংবৃতিবশতঃ জন্ম তাহা মায়াপ্রভাবে অবিদ্যমান বস্তুরও যেরূপ উৎপত্তি দৃষ্ট হয়, ঠিক সেইরূপ অর্থাৎ সেই ধর্ম্মসমূহের জন্ম মায়াসদৃশ বুঝিতে হইবে। তাহা হইলে মায়া সত্য বস্তু? না, মায়া পরমার্থতঃ সত্য বস্তু নহে; সেই মায়া বিদ্যমান নাই। অভিপ্রায় এই যে যাহা বিদ্যমান নাই তাহা বলিতে হইলে 'মায়া' এই নামপ্রদত্ব হইয়া থাকে ॥ ১৭৩ ॥ ৫৮ ॥

যথা মায়াময়াদ্বীজাজ্জায়তে তন্ময়োঽঙ্কুরঃ।
নাঽসৌ নিত্যো ন চোচ্ছেদী তদ্বদ্ধর্ম্মেষু যোজনা ॥ ১৭৪ ॥ ৫৯ ॥

অন্বয়ঃ—যথা মায়াময়াৎ বীজাৎ (যেরূপ মায়াময় বীজ হইতে) তন্ময়ঃ অঙ্কুরঃ জায়তে (মায়াময় অঙ্কুর উৎপন্ন হয়) অসৌ (সেই অঙ্কুর) ন নিত্যঃ (নিত্য নহে) ন উচ্ছেদী (কিংবা বিনাশশীলও নহে) তদ্বৎ (সেইরূপ) ধর্ম্মেষু (আত্মাসমূহে) যোজনা (যুক্তি) ॥ ১৭৪ ॥ ৫৯ ॥

অনুবাদঃ—যেরূপ মায়াময় বীজ হইতে মায়াময় অঙ্কুর উৎপন্ন হয়, সেই অঙ্কুর যেরূপ নিত্য নহে এবং বিনাশশীলও নহে, ধর্ম্মশব্দবাচ্য আত্মা বিষয়েও সেইরূপ যুক্তি অবলম্বনীয় অর্থাৎ আত্মার উৎপত্তিও নাই, বিনাশও নাই ॥ ১৭৪ ॥ ৫৯ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্ঃ—কথং মায়োপমং তেষাং ধর্ম্মাণাং জন্ম? ইত্যাহ—যথা মায়াময়াৎ আম্রাদিবীজাৎ জায়তে তন্ময়ো মায়াময়ঃ অঙ্কুরঃ, নাসৌ অঙ্কুরো নিত্যঃ, ন চোচ্ছেদী বিনাশী বা। অভূতত্বাৎ এব ধর্ম্মেষু জন্মনাশাদিযোজনা-যুক্তিঃ, ন তু পরমার্থতো ধর্ম্মাণাং জন্মনাশো বা যুজ্যতে ইত্যর্থঃ ॥ ১৭৪ ॥ ৫৯ ॥

ভাষ্যানুবাদঃ—সেই ধর্ম্মসমূহের জন্ম মায়াসদৃশ কি প্রকার? তাহা

কথিত হইতেছে—যেরূপ মায়াময় আম্রাদিবীজ হইতে মায়াময় অঙ্কুর উৎপন্ন হয় এবং অভূততত্ত্ব অর্থাৎ অসত্যত্বহেতু সেই অঙ্কুর যেরূপ নিত্যও নহে, বিনাশীও নহে, ঠিক সেইরূপ যুক্তি আত্মাসমূহে যোজনা করিতে হইবে। অর্থাৎ আত্মা সমূহের জন্ম ও বিনাশাদি বিষয়ে সেইরূপ যুক্তি অবলম্বন করিতে হইবে। তাৎপর্য্য এই যে, আত্মাসমূহের পরমার্থতঃ উৎপত্তি বা বিনাশ যুক্তিসঙ্গত হয় না ॥ ১৭৪ ॥ ৫৯ ॥

নাজেষু সর্ব্বধর্ম্মেষু শাশ্বতাশাশ্বতাভিধা।
যত্র বর্ণা ন বর্ত্তন্তে বিবেকস্তত্র নোচ্যতে ॥ ১৭৫ ॥ ৬০ ॥

অন্বয়ঃ—অজেষু (উৎপত্তিরহিত) সর্ব্বধর্ম্মেষু (সমস্ত আত্মা সম্বন্ধে) শাশ্বতাশাশ্বতাভিধা (নিত্য ও অনিত্য এই শব্দদ্বয়) ন (প্রযোজ্য নহে) যত্র (যেখানে) বর্ণাঃ (শব্দসমূহ) ন বর্ত্তন্তে (বিদ্যমান নাই) তত্র (সেখানে) বিবেকঃ (নিত্যানিত্যাদিবিভাগ) ন উচ্যতে (কথিত হয় না) ॥ ১৭৫ ॥ ৬০ ॥

অনুবাদঃ—সমস্ত আত্মাই উৎপত্তি-বিনাশহীন; সুতরাং তাহাদের সম্বন্ধে নিত্য ও অনিত্য এই শব্দদ্বয় প্রযোজ্য নহে। যেখানে শব্দসমূহ বিদ্যমান নাই, সেখানে নিত্যনিত্যাদিবিভাগ নির্দ্দেশ করা যায় না। অভিপ্রায় এই যে, আত্মা স্বরূপতঃ বাক্য মনের অগোচর; সুতরাং কোন বাচক শব্দ বা নাম দ্বারা তাঁহার নির্দ্দেশ করিতে পারা যায় না ॥ ১৭৫ ॥ ৬০ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্ঃ—পরমার্থতঃ তু আত্মসু অজেষু নিতৈকরসবিজ্ঞপ্তিমাত্র সত্তাকেষু শাশ্বতঃ অশাশ্বত ইতি বা ন অভিধা, ন অভিধানং প্রবর্ত্তত ইত্যর্থঃ। যত্র যেষু, বর্ণ্যন্তে যৈঃ অর্থাঃ তে বর্ণাঃ শব্দা ন বর্ত্তন্তে—অভিধাতুং প্রকাশয়িতুং ন প্রবর্ত্তন্তে ইত্যর্থঃ। ইদম্ এব ইতি বিবেকো বিবিক্ততা, তত্র নিত্যঃ অনিত্যঃ ইতি ন উচ্যতে, "যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে" ইতি শ্রুতেঃ ॥ ১৭৫ ॥ ৬০ ॥

ভাষ্যানুবাদঃ—পরমার্থতঃ উৎপত্তিহীন, নিত্য একরস, সৎস্বরূপ, চৈতন্য-মাত্র স্বরূপ আত্মা সম্বন্ধে শাশ্বত কিংবা অশাশ্বত এই অভিধা বা নাম প্রবৃত্ত

হয় না। যে আত্মার, যাহা দ্বারা কোন বস্তু বর্ণিত হয় তাহা বর্ণ অর্থাৎ শব্দ, সেই বর্ণ বা শব্দ যে আত্মার বিগুমান নাই অর্থাৎ আত্মাকে নির্দ্দেশ করিতে, প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত হয় না, ইহাই তাৎপর্য্য। "ইহা এইরূপই" এইরূপে যাহাকে পৃথক্ করিয়া নির্দ্দেশ করা যায় না, সেই আত্মা সম্বন্ধে নিত্য অনিত্যাদি বিভাগ বলিতে পারা যায় না; কারণ, শ্রুতি বলিয়াছেন—"যাহা হইতে বাক্যসমূহ ফিরিয়া আসে" ॥ ১৭৫ ॥ ৬০ ॥

যথা স্বপ্নে দ্বয়াভাসং চিত্তং চলতি মায়য়া।
তথা জাগ্রদ্দ্বয়াভাসং চিত্তং চলতি মায়য়া ॥ ১৭৬ ॥ ৬১ ॥

অন্বয়ঃ—স্বপ্নে (স্বপ্নাবস্থায়) চিত্তং দ্বয়াভাসং (চিত্ত এক হইয়াও দ্বৈতাকারে) মায়য়া (মায়াবশতঃ) চলতি (স্পন্দিত হইয়া নানাবিধ ব্যাপার নিষ্পন্ন করে) তথা (সেইরূপ) জাগ্রৎ (জাগ্রদবস্থায়) চিত্তং দ্বয়াভাসং মায়য়া চলতি (চিত্ত মায়াবশতঃ স্পন্দমান হইয়া স্বব্যাপার সম্পাদন করে) ॥ ১৭৬ ॥ ৬১ ॥

অনুবাদঃ—স্বপ্নাবস্থায় একই চিত্ত যেরূপ মায়াবশতঃ দ্বৈতাকারে স্পন্দিত হইয়া বহুবিধ ব্যাপার সম্পাদন করে, সেইরূপ জাগ্রৎ অবস্থায় সেই একই চিত্ত মায়াবশতঃ দ্বৈতাকারে স্পন্দমান হইয়া বহুবিধ ব্যাপার নিষ্পন্ন করিয়া থাকে ॥ ১৭৬ ॥ ৬১ ॥

অদ্বয়ঞ্চ দ্বয়াভাসং চিত্তং স্বপ্নে ন সংশয়ঃ।
অদ্বয়ঞ্চ দ্বয়াভাসং তথা জাগ্রন্ন সংশয়ঃ ॥ ১৭৭ ॥ ৬২ ॥

অন্বয়ঃ—স্বপ্নে (স্বপ্নাবস্থায়) অদ্বয়ঞ্চ চিত্তং (চিত্ত দ্বৈতরহিত হইলেও) দ্বয়াভাসং (বাসনাবশে দ্বৈতাকারে প্রতিভাসমান হয়) ন সংশয় (এ বিষয়ে কোন সংশয় নাই) তথা (সেইরূপ) জাগ্রৎ (জাগ্রৎ অবস্থায়) অদ্বয়ং চ (চিত্ত দ্বৈতরহিত হইলেও) দ্বয়াভাসং (চিত্ত দ্বৈতাকারে প্রকাশ পাইয়া থাকে) ন সংশয়ঃ (ইহাতে কোন সংশয় নাই) ॥ ১৭৬ ॥ ৬২ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্ঃ—যৎ পুনর্ব্বাগ্‌গোচরত্বং পরমার্থতঃ অদ্বয়স্য, দ্বিজ্ঞান-

মাত্রস্থ, তৎ মনসঃ স্পন্দনমাত্রং ন পরমার্থত ইত্যুক্তার্থৌ শ্লোকৌ॥ ১৭৬-৭৭ ॥ ৬১-৬২ ॥

ভাষ্যানুবাদ ঃ—পরমার্থতঃ অদ্বয়, চৈতন্যমাত্রস্বরূপ আত্মার যে বাগ্‌বিষয়তা হইয়া থাকে, তাহা কেবল মনের স্পন্দনমাত্র, উহা পারমার্থিক নহে। পূর্ব্বোক্ত দুই শ্লোক পূর্ব্বেই ব্যাখাত হইয়াছে ॥ ১৭৬-৭৭ ॥ ৬১-৬২ ॥

স্বপ্নদৃক্ প্রচরন্ স্বপ্নে দিক্ষু বৈ দশসু স্থিতান্।
অণ্ডজান্ স্বেদজান্ বাপি জীবান্ পশ্যতি যান্ সদা ॥ ১৭৮ ॥ ৬৩ ॥

অন্বয় ঃ—স্বপ্নদৃক্ (স্বপ্নদর্শী ব্যক্তি) স্বপ্নে (স্বপ্নাবস্থায়) প্রচরন্ (বিচরণ করিতে করিতে) দশসু দিক্ষু (দশ দিকে) স্থিতান্ যান্ অণ্ডজান্ স্বেদজান্ বা অপি জীবান্ পশ্যতি সদা (অবস্থিত পক্ষিপ্রভৃতি অণ্ডজ মশকাদি স্বেদজ জীব সমূহকে নিশ্চয়ই সর্ব্বদা দর্শন করিয়া থাকে) ॥ ১৭৮ ॥ ৬৩ ॥

অনুবাদ ঃ—স্বপ্নদর্শী ব্যক্তি স্বপ্নাবস্থায় বিচরণ করিতে করিতে দশ দিকে অবস্থিত অণ্ডজ, স্বেদজ যে সমস্ত জীব বর্ত্তমান থাকে, তাহাদিগকে সর্ব্বদা দর্শন করে ॥ ১৭৮ ॥ ৬৩ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্ ঃ—ইতশ্চ বাগ্‌গোচরস্থ অভাবো দ্বৈতস্থ—স্বপ্নান্ পশ্যতীতি স্বপ্নদৃক্ প্রচরন্ পর্য্যটন্ স্বপ্নে স্বপ্নস্থানে দিক্ষু বৈ দশসু স্থিতান্ বর্ত্তমানান্ জীবান্ প্রাণিনঃ অণ্ডজান্ স্বেদজান্ বা যান্ সদা পশ্যতীতি ॥ ১৭৮ ॥ ৬৩ ॥

ভাষ্যানুবাদ ঃ—বাক্যের গোচরীভূত দ্বৈতের অভাব বিষয়ে ইহাও একটি কারণ—যিনি স্বপ্ন দর্শন করেন, তিনি স্বপ্নদৃক্, সেই স্বপ্নদর্শী পুরুষ স্বপ্নে পর্য্যটন করিতে করিতে দশ দিকে বর্ত্তমান যে সমস্ত অণ্ডজ, স্বেদজ প্রাণিসমূহকে সর্ব্বদা দর্শন করেন, সেই সমস্ত প্রাণী বস্তুতঃ তথায় বিদ্যমান নাই ॥ ১৭৮ ॥ ৬৩ ॥

স্বপ্নদৃক্-চিত্তদৃশ্যাস্তে ন বিদ্যন্তে ততঃ পৃথক্।
তথা তদ্দৃশ্যমেবেদং স্বপ্নদৃক্ চিত্যামিষ্যতে ॥ ১৭৯ ॥ ৬৪ ॥

অন্বয় ঃ—স্বপ্নদৃক্ চিত্তদৃশ্যাঃ (স্বপ্নদর্শী পুরুষের চিত্ত দৃশ্য) তে (স্বপ্নাবস্থায়

দৃষ্ট পূর্ব্বোক্ত প্রাণিগণ) ততঃ (স্বপ্নদর্শীর চিত্ত হইতে) ন পৃথক্ বিদ্যন্তে (পৃথক হইয়া বিদ্যমান নাই) তথা (সেইরূপ) তদ্দৃশ্যং (স্বপ্নদর্শীর দৃশ্য) স্বপ্নদৃক্ চিত্তং (স্বপ্নদর্শীর চিত্ত) ইষ্যতে (ইচ্ছা করা হয়) ॥ ১৭৯ ॥ ৬৪ ॥

অনুবাদ ঃ—স্বপ্নাবস্থায় দৃশ্যমান পূর্ব্বোক্ত নানাবিধ প্রাণিগণ স্বপ্নদর্শী পুরুষেরই চিত্তদৃশ্য হওয়ায়, তাহারা চিত্ত হইতে পৃথক্ নহে ; সেইরূপ এই স্বপ্নদর্শীর চিত্ত স্বপ্নদ্রষ্টা পুরুষের দৃশ্য হওয়া হেতু, স্বপ্নদর্শী হইতে এই চিত্ত পৃথক্ নহে ॥ ১৭৯ ॥ ৬৪ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্ ঃ—যদ্যেবম্, ততঃ কিম্ ? উচ্যতে—স্বপ্নদৃশঃ চিত্তং স্বপ্নদৃক্-চিত্তং তেন দৃশ্যাঃ ; তে জীবাঃ ততঃ তস্মাৎ স্বপ্নদৃক্চিত্তাৎ পৃথক্ ন বিদ্যন্তে ন সন্তীত্যর্থঃ চিত্তমেব হি অনেক জীবাদিভেদাকারেণ বিকল্প্যতে। তথা তদপি স্বপ্নদৃক্ চিত্তমিদং তদ্দৃশ্যমেব, তেন স্বপ্নদৃশা দৃশ্যং তদ্দৃশ্যম্। অতঃ স্বপ্নদৃগ্-ব্যতিরেকেণ চিত্তং নাম ন অস্তীত্যর্থঃ ॥ ১৭৯ ॥ ৬৪ ॥

ভাষ্যানুবাদ ঃ—যদি এইরূপ হয়, তাতেই বা কি হইল ? তাহা বলা হইতেছে—'স্বপ্নদৃক্চিত্ত' অর্থাৎ স্বপ্নদ্রষ্টার চিত্ত, স্বপ্নাবস্থায় দৃশ্যমান পূর্ব্বোক্ত জীব-গণ সেই চিত্তের দৃশ্য, সেই হেতু তাহারা স্বপ্নদ্রষ্টার চিত্ত হইতে পৃথক্ হইয়া বিদ্যমান নাই অর্থাৎ চিত্তই বহুবিধ জীবাকারে বিকল্পিত হইয়া থাকে। সেই-রূপ সেই চিত্তও অর্থাৎ স্বপ্নদৃক্চিত্তও তদ্দৃশ্য অর্থাৎ সেই স্বপ্নদ্রষ্টা কর্ত্তৃক দৃশ্য অতএব স্বপ্নদর্শী পুরুষ ব্যতীত চিত্ত বলিয়া কিছু নাই ॥ ১৭৯ ॥ ৬৪ ॥

চরন্ জাগরিতে জাগ্রদ্দিক্ষু বৈ দশস্থু স্থিতান্।
অণ্ডজান্ স্বেদজান্ বাপি জীবান্ পশ্যতি যান্ সদা ॥ ১৮০ ॥ ৬৫ ॥
জাগ্রচ্চিত্তেক্ষণীয়াস্তে ন বিদ্যন্তে ততঃ পৃথক্।
তথা তদ্দৃশ্যমেবেদং জাগ্রতশ্চিত্তমিষ্যতে ॥ ১৮১ ॥ ৬৬ ॥

অন্বয় ঃ—জাগ্রৎ (জাগরিত ব্যক্তি) জাগরিতে (জাগরিত অবস্থায়) চরন্ (বিচরণ করিতে করিতে) দশস্থু দিক্ষু স্থিতান্ যান্ অণ্ডজান্, স্বেদজান্ ব্যাপী

জীবান্ (দশদিকে অবস্থিত যে সমস্ত অণ্ডজ, স্বেদজ, কার্য্যকারণসংঘাতসমূহ বা জীবসকলকে) সদা পশ্যতি (সর্ব্বদা দর্শন করেন) জাগ্রচ্চিত্তেক্ষণীয়াঃ (জাগ্রৎ পুরুষের চিত্ত দ্বারা দৃশ্য) তে (তাহারা) ততঃ (সেই জাগ্রৎ পুরুষের চিত্ত হইতে) ন পৃথক্ বিদ্যন্তে (পৃথক্‌রূপে অবস্থান করে না) তথা (সেইরূপ) জাগ্রতঃ (জাগ্রৎ পুরুষের) ইদং চিত্তং (এই চিত্তও) তদ্দৃশ্যম্ এব (নিশ্চয়ই সেই জাগ্রৎ পুরুষের দৃশ্য) ইষ্যতে (এইরূপ ইচ্ছা করা হয় বা স্বীকার করা হয় অর্থাৎ সেই চিত্তও জাগ্রৎ পুরুষ হইতে পৃথক হইয়া অবস্থান করে না) ॥ ১৮০—৮১ ॥ ৬৫ ৬৬ ॥

অনুবাদঃ—জাগ্রৎ ব্যক্তি জাগরিতাবস্থায় বিচরণ করিতে করিতে দশ দিকে অবস্থিত যে সমস্ত অণ্ডজ, স্বেদজ প্রাণিগণকে অর্থাৎ কার্য্যকারণ সংঘাতসমূহকে সর্ব্বদা দর্শন করেন, সে সমস্ত জাগ্রৎ পুরুষের চিত্তের দৃশ্য হওয়ায় তাহারা সেই জাগ্রৎ পুরুষের চিত্ত হইতে পৃথক্ রূপে অবস্থান করে না; সেইরূপ জাগ্রৎ পুরুষের এই চিত্তও সেই জাগ্রৎ পুরুষের দৃশ্য হওয়ায় সেই জাগ্রৎ পুরুষ হইতে পৃথক্ হইয়া বিদ্যমান থাকে না ॥ ১৮০—৮১ ॥ ৬৫-৬৬।

শাঙ্কর-ভাষ্যম্ঃ—জাগ্রতো দৃশ্যা জীবাঃ তচ্চিত্তাব্যতিরিক্তাঃ, চিত্তেক্ষণীয়-ত্বাৎ স্বপ্নদৃক্-চিত্তেক্ষণীয়জীববৎ। তচ্চ জীবেক্ষণাত্মকং চিত্তং দ্রষ্টুঃ অব্যতিরিক্তং দ্রষ্টৃদৃশ্যত্বাৎ, স্বপ্নচিত্তবৎ। উক্তার্থম্ অন্যৎ ॥ ১৮০—৮১ ॥ ৬৫—৬৬ ॥

ভাষ্যানুবাদঃ—জাগ্রৎ পুরুষের দৃশ্যজীবসমূহ তাঁহার চিত্ত হইতে অতিরিক্ত বা পৃথক্ নহে; যেমন স্বপ্নদর্শীর চিত্তের দৃশ্যসমূহ চিত্ত হইতে পৃথক নয়, ঠিক সেইরূপ। সেই জীব কর্ত্তৃক দৃশ্য চিত্ত ও দ্রষ্টার দৃশ্য হওয়া হেতু স্বপ্নকালীন চিত্তের ন্যায় দ্রষ্টাজীব হইতে পৃথক নহে; শ্লোকদ্বয়ের অবশিষ্ট পদের অর্থ পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে ॥ ১৮০—৮১ ॥ ৬৫—৬৬ ॥

উভে হ্যন্যোন্যদৃশ্যে তে কিং তদস্তীতি চোচ্যতে।
লক্ষণাশূন্যমুভয়ং তন্মতেনৈব গৃহ্যতে ॥ ১৮২ ॥ ৬৭ ॥

অন্বয়ঃ—তে উভে (সেই চিত্ত ও দৃশ্য) হি (নিশ্চয়ই) অন্যোন্যদৃশ্যে (পরস্পর পরস্পরের দৃশ্যে) তৎ অস্তি (তাহা পরমার্থতঃ আছে) ইতি চ কিং উচ্যতে (ইহা কি প্রকারে বলা যাইতে পারে ?) লক্ষণাশূন্যম্ (প্রমাণ রহিত) উভয়ং (চিত্ত এবং দৃশ্য) তন্মতেনৈব (চিত্ত স্বরূপেই) গৃহ্যতে (গৃহীত হইয়া থাকে) ॥ ১৮২ ॥ ৬৭ ॥

অনুবাদঃ—দৃশ্য এবং দর্শন পরস্পর পরস্পরকে অপেক্ষা করিয়াই সিদ্ধিলাভ করে, দৃশ্যসিদ্ধ হইলে দৃশ্যাবচ্ছিন্ন দর্শন ও সিদ্ধ হয়, আবার দর্শন সিদ্ধ হইলে সেই দর্শনাবচ্ছিন্ন দৃশ্যও সিদ্ধিলাভ করে; অন্যোন্যাশ্রয় দোষহেতু দৃশ্য ও দর্শন এই উভয়ই অপ্রমাণিক; সুতরাং পরস্পর অপেক্ষিত চিত্ত ও দৃশ্য এই উভয়ই পরমার্থতঃ আছে, ইহা কিরূপে বলা যাইতে পারে? অতএব উভয়ই কল্পিত। প্রমাণরহিত পরস্পর সাপেক্ষ চিত্ত ও দৃশ্য এই উভয়ই চিত্তরূপে গৃহীত হইয়া থাকে ॥ ১৮২ ॥ ৬৭ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্ঃ—জীবচিত্তে উভে চিত্ত-চৈত্যে তে অন্যোন্যদৃশ্যে ইতরেতরগম্যে। জীবাদিবিষয়াপেক্ষং হি চিত্তং নাম ভবতি। চিত্তাপেক্ষং হি জীবাদিদৃশ্যম্। অতঃ তে অন্যোন্যদৃশ্যে। তস্মাৎ ন কিঞ্চিৎ অস্তীতি চ উচ্যতে—চিত্তং বা চিত্তেক্ষণীয়ং বা। কিং তদস্তীতি বিবেকিনা উচ্যতে। নহি স্বপ্নে হস্তী হস্তিচিত্তং বা বিদ্যতে; তথা ইহাপি বিবেকিনাম্ ইত্যভিপ্রায়ঃ। কথম্? লক্ষণাশূন্যম্, লক্ষ্যতে অনয়েতি লক্ষণা প্রমাণম্, প্রমাণশূন্যম্ উভয়ং চিত্তং চৈত্যং দ্বয়ং যতঃ, তন্মতেনৈব তচ্চিত্ততয়ৈব তদ্ গৃহ্যতে। ন হি ঘটমতিং প্রত্যাখ্যায় ঘটো গৃহ্যতে, নাপি ঘটং প্রত্যাখ্যায় ঘটমতিঃ। ন হি তত্র প্রমাণ-প্রমেয়ভেদঃ শক্যতে কল্পয়িতুম্ ইত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ১৮২ ॥ ৬৭ ॥

ভাষ্যানুবাদঃ—জীব ও চিত্ত অর্থাৎ চিত্ত ও চৈত্য অর্থাৎ দৃশ্য এই উভয়ই পরস্পর পরস্পরের দৃশ্য। জীবাদি বিষয়কে অপেক্ষা করিয়া চিত্ত সিদ্ধিলাভ করে এবং চিত্তকে অপেক্ষা করিয়াই জীবাদি দৃশ্য সিদ্ধ হয়; অতএব সেই চিত্ত ও দৃশ্য পরস্পর পরস্পেরর গ্রাহ্য। সেইহেতু চিত্ত ও দৃশ্য বলিয়া পরমার্থতঃ কিছুই

নাই বলা হইয়া থাকে অর্থাৎ চিত্তও নাই কিংবা চিত্তদৃশ্যও নাই; এইরূপই বিবেকিগণ বলিয়া থাকেন। স্বপ্নদৃষ্ট হস্তী এবং সেই হস্তিপ্রত্যয় বিশিষ্ট চিত্ত অর্থাৎ হস্তীর আকারে পরিণত চিত্ত এই উভয়ই যেরূপ অসৎ, সেইরূপ জাগ্রৎ অবস্থাতেও চিত্ত এবং চিত্তদৃশ্য উভয়ই অসৎ ইহাই বিবেকিগণের অভিপ্রায়। কেন? কারণ চিত্ত ও চৈত্য উভয়ই লক্ষণাশূন্য; যাহা দ্বারা পদার্থ লক্ষিত অর্থাৎ জ্ঞাত হয় তাহা লক্ষণা অর্থাৎ প্রমাণ; চিত্ত ও চিত্তদৃশ্য এই দুই প্রমাণ শূন্য। জাগ্রৎকালীন দৃশ্যসমূহ চিত্তরূপেই গৃহীত বা জ্ঞানগোচর হইয়া থাকে। ঘটজ্ঞানকে পরিত্যাগ করিয়া অর্থাৎ ঘটাকার বুদ্ধি বিজ্ঞানকে প্রত্যাখ্যান করিয়া ঘটকে জানা যায় না, আবার ঘটকে ত্যাগ করিয়া ঘটজ্ঞান হয় না। অভিপ্রায় এই যে ঘটাকার বুদ্ধি বিজ্ঞান এবং ঘট উভয়ই পরস্পর পরস্পরের সাপেক্ষ; সুতরাং এই উভয়ের মধ্যে একটিকে প্রমাণ এবং অপরটিকে তাহার প্রমেয়, এইরূপ প্রমাণ-প্রমেয় ভেদ কল্পনা করিতে পারা যায় না ॥ ১৮২ ॥ ৬৭ ॥

যথা স্বপ্নময়ো জীবো জায়তে ম্রিয়তেঽপি চ।
তথা জীবা অমী সর্ব্বে ভবন্তি ন ভবন্তি চ ॥ ১৮৩ ॥ ৬৮ ॥

অন্বয়ঃ—যথা (যেরূপ) স্বপ্নময়ঃ (স্বপ্নে দৃশ্যমান) জীবঃ (প্রাণিসমূহ) জায়তে (উৎপন্ন হয়) অপি চ ম্রিয়তে (এবং মৃত্যুমুখে পতিত হয়) তথা (সেইরূপ অমী (জাগ্রৎকালীন ঐ) সর্ব্বে জীবাঃ (সমস্ত জীবগণ) ভবন্তি (জন্মে) ন ভবন্তি চ (এবং মরিয়া থাকে) ॥ ১৮৩ ॥ ৬৮ ॥

অনুবাদঃ—যেরূপ স্বপ্নে দৃশ্যমান প্রাণিসমূহ উৎপন্ন হয় এবং মৃত্যুমুখে পতিত হয়, সেইরূপ জাগ্রৎকালীন ঐ সমস্ত জীবগণ জন্মগ্রহণ করে এবং মৃত্যুমুখে পতিত হয় ॥ ১৮৩ ॥ ৬৮ ॥

যথা মায়াময়ো জীবো জায়তে ম্রিয়তেঽপি চ।
তথা জীবা অমী সর্ব্বে ভবন্তি ন ভবন্তি চ ॥ ১৮৪ ॥ ৬৯ ॥

অন্বয় ঃ—যথা (যেরূপ) মায়াময়ঃ (ঐন্দ্রজালিক কৃত মায়াময়) জীবঃ জায়তে (জীব উৎপন্ন হয়) অপি চ ম্রিয়তে (এবং বিনষ্ট হইয়া থাকে) তথা (সেইরূপ) অমী (জাগ্রৎকালীন ঐ) সর্ব্বে জীবাঃ (সমস্ত জীবগণ) ভবন্তি (জন্মে)ন ভবন্তি চ (এবং মরিয়া থাকে) ॥ ১৮৪ ॥ ৬৯ ॥

অনুবাদ ঃ—যেরূপ ঐন্দ্রজালিক কৃত মায়াময় জীব উৎপন্ন হয় এবং বিনষ্ট হইয়া থাকে, সেইরূপ জাগ্রৎকালীন ঐ সব জীবগণ উৎপন্ন হয় এবং বিনাশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥ ১৮৪ ॥ ৬৯ ॥

যথা নির্ম্মিতকো জীবো জায়তে ম্রিয়তেঽপি চ।
তথা জীবা অমী সর্ব্বে ভবন্তি ন ভবন্তি চ ॥ ১৮৫ ॥ ৭০ ॥

অন্বয় ঃ—যথা নির্ম্মিতকঃ (যেরূপ কৃত্রিম) জীবঃ জায়তে অপি চ ম্রিয়তে (জীব জন্মে এবং মরণপ্রাপ্ত হয়) তথা অমী সর্ব্বজীবাঃ ভবন্তি ন ভবন্তি চ (সেইরূপ জাগ্রৎকালীন ঐ সমস্ত জীবগণ জন্মগ্রহণ করে এবং নাশপ্রাপ্ত হয় ॥ ১৮৫ ॥ ৭০ ॥

অনুবাদ ঃ—যেরূপ কৃত্রিম জীব উৎপন্ন হয় এবং মরিয়া যায় সেইরূপ জাগ্রৎকালীন ঐ সমস্ত জীবগণ জন্মগ্রহণ করে এবং নাশপ্রাপ্ত হয় ॥ ১৮৫ ॥ ৭০ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্ ঃ—মায়াময়ো মায়াবিনা যঃ কৃতঃ নির্ম্মিতকো মন্ত্রৌষধ্যাদিভিঃ নিষ্পাদিতঃ স্বপ্নমায়ানির্ম্মিতকা অণ্ডজাদয়ো জীবা যথা জায়ন্তে ম্রিয়ন্তে চ, তথা মনুষ্যাদিলক্ষণা অবিদ্যমানা এব চিত্তবিকল্পনামাত্রা ইত্যর্থঃ ॥ ১৮৩—৮৫ ॥ ৬৮—৭০ ॥

ভাষ্যানুবাদ ঃ—'মায়াময়' অর্থ মায়াবী দ্বারা কৃত, 'নির্ম্মিতকঃ' অর্থ যাহা মন্ত্র-ঔষধাদিদ্বারা নিষ্পাদিত অর্থাৎ কৃত্রিম ; মায়াবীকৃত এবং কৃত্তিম অণ্ডজ প্রভৃতি জীবগণ যেরূপ জন্মগ্রহণ করে এবং মরিয়া যায়, সেইরূপ মনুষ্য প্রভৃতি জীবগণ পরমার্থতঃ নিশ্চয়ই অবিদ্যমান অর্থাৎ অসৎ ; উহারা চিত্তের কল্পনা মাত্র ॥১৮৩—৮৫ ॥ ৬৮—৭০ ॥

ন কশ্চিজ্জায়তে জীবঃ সম্ভবোঽস্য ন বিদ্যতে।
এতৎ তদুত্তমং সত্যং যত্র কিঞ্চিন্ন জায়তে ॥ ১৮৬ ॥ ৭১ ॥

অন্বয় ঃ—কশ্চিৎ জীবঃ (কোন জীবই) ন জায়তে (উৎপন্ন হয় না) অস্য সম্ভবঃ (ইহার উৎপত্তির কারণও) ন বিদ্যতে (নাই) যত্র (যাহাতে) কিঞ্চিৎ ন জায়তে (কিছুই উৎপন্ন হয় না) তৎ (তাহাই) এতৎ উত্তমং সত্যং (এই পারমার্থিক সর্ব্বোৎকৃষ্ট সত্য) ॥ ১৮৬ ॥ ৭১ ॥

অনুবাদ ঃ—কোন জীবই পরমার্থতঃ উৎপন্ন হয় না, এবং তাহার উৎপত্তির কারণও বিদ্যমান নাই। তাহাই পারমার্থিক সত্য—যাহাতে কোন জীবই জন্ম-গ্রহণ করে না ॥ ১৮৬ ॥ ৭১ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্ ঃ—ব্যবহারসত্যবিষয়ে জীবানাং জন্ম-মরণাদিঃ স্বপ্নাদি-জীববৎ ইত্যুক্তম্ ; উত্তমং তু পরমার্থসত্যং ন কশ্চিৎ জায়তে জীব ইতি উক্তার্থম্ অন্যৎ ॥ ১৮৬ ॥ ৭১ ॥

ভাষ্যানুবাদ ঃ—ব্যবহারিকক্ষেত্রে জীবগণের যে জন্ম-মরণাদি ব্যবহার তাহা স্বপ্নদৃষ্ট জীবগণের ন্যায়, ইহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে ; কোন জীবই যে যথার্থত উৎপন্ন হয় না, ইহাই পারমার্থিক সত্য। অন্য অংশের অর্থ পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে ॥ ১৮৬ ॥ ৭১ ॥

চিত্তস্পন্দিতমেবেদং গ্রাহ্যগ্রাহকবদ্দ্বয়ম্।
চিত্তং নির্ব্বিষয়ং নিত্যমসঙ্গং তেন কীর্ত্তিতম্ ॥ ১৮৭ ॥ ৭২ ॥

অন্বয় ঃ—ইদমগ্রাহ্যগ্রাহকবৎ (গ্রাহ্য ও গ্রাহকাত্মক এই পরিদৃশ্যমান) দ্বয়ং (দ্বৈত জগৎ) চিত্তস্পন্দিতম্ এব (চিত্তেরই স্পন্দন মাত্র) চিত্তং (চিত্তও) নির্ব্বিষয়ং (বিষয় সম্বন্ধ রহিত) তেন (সেই হেতু) নিত্যম্ অসঙ্গং (সর্ব্বদা অসঙ্গ) কীর্ত্তিতম্ (কথিত হয়) ॥ ১৮৭ ॥ ৭২ ॥

অনুবাদ ঃ—বুদ্ধিবিজ্ঞান অর্থাৎ যত কিছু বৃত্তিজ্ঞান তৎসমস্তই কল্পিত বিষয়োপহিতরূপে হইয়া থাকে ; সেই বৃত্তিজ্ঞান অর্থাৎ বিষয়াকারে পরিণামপ্রাপ্ত

চিত্ত চৈতন্যস্বরূপ দ্রষ্টার দৃশ্য হওয়া হেতু দ্রষ্টা ব্যতীত তাহার কোন সত্তা নাই ; সুতরাং চিত্তবিজ্ঞান নির্ব্বিষয় হওয়া হেতু উহা আত্মাই। জ্ঞাতৃ-জ্ঞেয়াত্মক পরিদৃশ্যমান এই দ্বৈত জগৎ কেবল চিত্তেরই স্ফুরণ মাত্র ; চিত্তও নির্ব্বিষয় হওয়া হেতু উহা পরমার্থতঃ আত্মস্বরূপই, সেই হেতু চিত্ত সর্ব্বদাই অসঙ্গ বলিয়া কথিত হইয়া থাকে ।। ১৮৭ ।। ৭২ ।।

শাঙ্কর-ভাষ্যম্ ঃ—সর্ব্বং গ্রাহ্য-গ্রাহকবৎ চিত্তস্পন্দিতমেব দ্বয়ম্। চিত্তং পরমার্থত আত্মৈবেতি নির্ব্বিষয়ম্, তেন নির্ব্বিষয়ত্বেন নিত্যম্ অসঙ্গং কীর্ত্তিতম্ "অসঙ্গো হ্যয়ং পুরুষঃ" ইতি শ্রুতেঃ। সবিষয়স্য হি বিষয়ে সঙ্গঃ ; নির্ব্বিষয়ত্বাৎ চিত্তম্ অসঙ্গম্ ইত্যর্থঃ ।। ১৮৭ ।। ৭২ ।।

ভাষ্যানুবাদ ঃ—গ্রাহ্যগ্রাহক ভাবাপন্ন সমস্ত দ্বৈত জগৎ চিত্তেরই স্পন্দনমাত্র, চিত্তও পরমার্থত আত্মাই, অতএব উহা নির্ব্বিষয় ; সেই হেতু উহা নিত্যসঙ্গ বলিয়া কথিত হয়। শ্রুতিও বলেন "এই পুরুষ নিশ্চয় অসঙ্গ।" বিষয়ের সহিত বর্ত্তমান পদার্থের বিষয়ের সহিত সম্বন্ধ হইয়া থাকে, চিত্ত নির্ব্বিষয় বলিয়া বিষয়-সম্বন্ধ শূন্য হওয়ায় উহা অসঙ্গ ।। ১৮৭ ।। ৭২ ।।

যোঽস্তি কল্পিতসংবৃত্যা পরমার্থেন নাস্ত্যসৌ।
পরতন্ত্রাভিসংবৃত্যা স্যান্নাস্তি পরমার্থতঃ ॥ ১৮৮ ॥ ৭৩ ॥

অন্বয় ঃ—যঃ (যে পদার্থ) কল্পিতসংবৃত্যা (অবিদ্যা কল্পিত কেবল ব্যবহার বশতই) অস্তি (সত্তা লাভ করে অর্থাৎ সত্যবৎ প্রতীয়মান হয়) অসৌ (সেই পদার্থ) পরমার্থেন (পরমার্থতঃ) ন অস্তি (বিদ্যমান নাই) পরতন্ত্রাভিসংবৃত্যা (অপরাপর শাস্ত্র ব্যবহানুসারেও যাহা কল্পিত) স্যাৎ (হয়) পরমার্থতঃ নাস্তি (তাহা পরমার্থতঃ নাই) ॥ ১৮৮ ॥ ৭৩ ॥

অনুবাদ ঃ—যে .পদার্থ অবিদ্যাকল্পিত কেবল লোকব্যবহার বশতই সত্তা লাভ করিয়া প্রতীয়মান হয়, তাহা পরমার্থতঃ বিদ্যমান নাই ; অপরাপর শাস্ত্রাদি ব্যবহারানুসারেও যাহা কল্পিত হয়, তাহাও প্রকৃতপক্ষে নাই। চিত্তের বিষয়

নাই বলিয়া চিত্তকে পূর্ব্বে অসঙ্গ বলা হইয়াছে। বৈশেষিক প্রকৃতি দার্শনিকগণ দ্রব্যাদি পদার্থসমূহ স্বীকার করায় চিত্তের নির্ব্বিষয়ত্ব হেতু অসঙ্গত্ব সিদ্ধ হয় না। এই শঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন—ব্যবহারের অনুরোধে স্বীকৃত ঐ সব পদার্থ পরমার্থতঃ সত্য নহে, কিন্তু অবিদ্যা কল্পিত হইয়া ঐরূপ প্রতিভাত হয় মাত্র; সুতরাং চিত্তের অসঙ্গত্ব প্রামাণিক ॥ ১৮৮ ॥ ৭৩ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্ঃ—ননু নির্ব্বিষয়ত্বেন চেৎ অসঙ্গত্বম্, চিত্তস্য ন নিঃসঙ্গতা ভবতি; যস্মাৎ শাস্তা শাস্ত্রং শিষ্যশ্চ ইত্যেবমাদেঃ বিষয়স্য বিদ্যমানত্বাৎ। নৈষ দোষঃ, কস্মাৎ? যঃ পদার্থঃ শাস্ত্রাদিঃ বিদ্যতে, সকল্পিতসংবৃত্যা, কল্পিতা চ সা, পরমার্থপ্রতিপত্ত্যুপায়ত্বেন সংবৃতিশ্চ সা, তয়া যঃ অস্তি, পরমার্থেন নাস্ত্যসৌ ন বিদ্যতে। "জ্ঞাতে দ্বৈতং ন বিদ্যতে" ইত্যুক্তম্। যশ্চ পরতন্ত্রাভিসংবৃত্যা পরশাস্ত্র-ব্যবহারেণ স্যাৎ পদার্থঃ, স পরমার্থতো নিরূপ্যমাণো নাস্ত্যেব। তেন যুক্তম্ উক্তম্ "অসঙ্গং তেন কীর্ত্তিতম্" ইতি ॥ ১৮৮ ॥ ৭৩ ॥

ভাষ্যানুবাদ ঃ—যদি নির্ব্বিষয়ত্ব হেতু অর্থাৎ বিষয়ের অভাব বশতই চিত্তের অসঙ্গত্ব বলা হয়, তাহা হইলে ত চিত্তের অসঙ্গতা হইতে পারে না; কারণ, চিত্তের বিষয়রূপে শাস্ত্র আচার্য্য ও শিষ্য প্রভৃতি বিদ্যমান রহিয়াছে, ইহা দোষাবহ নহে। কেন? শাস্ত্রাদি যে পদার্থ চিত্তের বিষয়রূপে বিদ্যমান রহিয়াছে বলিতেছ, উহা অবিদ্যা দ্বারা কল্পিত ব্যবহার মাত্র; পরমার্থতত্ত্বের উপলব্ধির জন্য যাহা উপায়-রূপে কল্পিত হইয়াছে, ব্যবহারানুরোধে সত্যবৎ প্রতীয়মান সেই পদার্থ পরমার্থতঃ বিদ্যমান নাই। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, তত্ত্বজ্ঞান হইলে দ্বৈত থাকে না; অপরাপর শাস্ত্রের ব্যবহারানুরোধে যে পদার্থ সত্তা লাভ করিয়া প্রতীত হয়, তত্ত্ব-দৃষ্টি অবলম্বনপূর্ব্বক বিচার করিলে তাহাও অসৎ হইয়া যায়। সেই হেতু "চিত্ত অসঙ্গ" এই কথা যে উক্ত হইয়াছে, উহা যুক্তিযুক্তই হইয়াছে ॥ ১৮৮ ॥ ৭৩ ॥

অজঃ কল্পিতসংবৃত্যা পরমার্থেন নাপ্যজঃ।
পরতন্ত্রাভিনিষ্পত্ত্যা সংবৃত্যা জায়তে তু সঃ ॥ ১৮৯ ॥ ৭৪ ॥

অন্বয়ঃ—কল্পিতসংবৃত্যা (অবিদ্যা কল্পিত ব্যবহারানুরোধেই) অজঃ (উৎপত্তিহীন) পরমার্থেন (প্রকৃত পক্ষে) অজোঽপি ন (অজও নহে) সঃ (সেই অজ) তু (কিন্তু) পরতন্ত্রাভিনিষ্পত্ত্যা (অপরাপর শাস্ত্রোক্ত সিদ্ধান্তানুসারে) সংবৃত্যা (অবিদ্যাবশতই) জায়তে (উৎপন্ন হয়) ॥ ১৮৯ ॥ ৭৪ ॥

অনুবাদঃ—অবিদ্যা কল্পিত ব্যবহারানুরোধেই আত্মাকে অজ বলা হইয়া থাকে, প্রকৃত পক্ষে আত্মা অজও নহে। অপরাপর শাস্ত্রোক্ত সিদ্ধান্তানুসারে সেই অজ আত্মা আবার অবিদ্যাবশতঃ জন্মগ্রহণ করে এইরূপ কথিত হয় ॥ ১৮৯ ॥ ৭৪ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্ঃ—ননু শাস্ত্রাদীনাং সংবৃতিত্বে অজ ইতীয়মপি কল্পনা-সংবৃতিঃ স্যাৎ। সত্যমেবম্ ; শাস্ত্রাদিকল্পিতসংবৃত্যা এব অজ ইত্যুচ্যতে। পরমার্থেন নাপ্যজঃ, যস্মাৎ পরতন্ত্রাভিনিষ্পত্ত্যা পরশাস্ত্রসিদ্ধিমপেক্ষ্য যঃ অজ ইত্যুক্তঃ, স সংবৃত্যা জায়তে। অতঃ অজ ইতীয়মপি কল্পনা পরমার্থবিষয়ে নৈব ক্রমত ইত্যর্থঃ ॥ ১৮৯ ॥ ৭৪ ॥

ভাষ্যানুবাদঃ—আচ্ছা, শাস্ত্র প্রভৃতি যদি অবিদ্যা কল্পিত হয়, তাহা হইলে "আত্মা অজ" এই প্রকার কল্পনাও অবিদ্যাত্মক বলিতে হইবে ! হ্যাঁ, ইহা সত্য, অর্থাৎ আত্মা অজ এইরূপ ব্যবহার অবিদ্যা কল্পিত ; পরিণামবাদী ভ্রান্তিবশতঃ আত্মার জন্ম স্বীকার করেন, উহা নিষেধ করিবার জন্যই অজ্ঞান কল্পিত শাস্ত্র-ব্যবহার অনুসারেই আত্মাকে অজ বলা হইয়া থাকে, তত্ত্বদৃষ্টিতে আত্মা অজও নহেন ; কারণ, কৈবল্য অবস্থায় 'আত্মা অজ' এইরূপ নাম ব্যবহার যুক্তিসঙ্গত হয় না ; কারণ, বাক্য ও মনের অতীত কৈবল্যস্বরূপ আত্মা অব্যবহার্য্য। অপরাপর শাস্ত্রের সিদ্ধান্তকে অপেক্ষা করিয়া যে আত্মাকে অজ বলা হইয়া থাকে, সেই আত্মা পরিণামবাদীর সিদ্ধান্ত মতে অজ্ঞানবশতই উৎপন্ন হয়। অতএব পরমার্থতত্ত্ব বিষয়ে 'আত্মা অজ' এই কল্পনা আসিতেই পারে না ॥ ১৮৯ ॥ ৭৪ ॥

অভূতাভিনিবেশোঽস্তি দ্বয়ং তত্র ন বিদ্যতে।
দ্বয়াভাবং স বুদ্ধ্বৈব নির্নিমিত্তো ন জায়তে ॥ ১৯০ ॥ ৭৫ ॥

অন্বয়ঃ—অভূতাভিনিবেশঃ (অসত্য পদার্থে আগ্রহ মাত্র) অস্তি (আছে) তত্র (সেই আগ্রহ মাত্র) দ্বয়ং (দ্বৈত) ন বিদ্যতে (নাই) দ্বয়াভাবং (দ্বৈতের অভাব) বুদ্ধা এব (উপলব্ধি করিয়া) নির্নিমিত্তঃ (যিনি দ্বৈতাভিনিবেশ রহিত) সঃ (তিনি) ন জায়তে (জন্মগ্রহণ করেন না) ॥ ১৯০ ॥৭৫ ॥

অনুবাদ ঃ—অসত্য পদার্থে আগ্রহমাত্রই আছে ; কিন্তু সেই আগ্রহ মাত্রেই দ্বৈতসিদ্ধ হয় না, যিনি দ্বৈতাভাব উপলব্ধি করিয়া দ্বৈতাভিনিবেশ রহিত হইয়াছেন, তিনি জন্মগ্রহণ করেন না। কল্পিতশাস্ত্রাদি জনিত জ্ঞান যদি মিথ্যা হয়, তাহা হইলে সেই মিথ্যাজ্ঞান কখনই অপুনরাবৃত্তি বা মোক্ষরূপ ফলের সাধন হইতে পারে না। এই শঙ্কা নিরসনের জন্য বলিতেছেন—যদি সংসার বলিয়া কোন দ্বিতীয় সত্য বস্তু থাকিত, তাহা হইলে সেই সত্য সংসারের নিবৃত্তি জন্য সাধন ও সত্য হইত ; কিন্তু দ্বৈতের একটা মিথ্যা অভিনিবেশ আছে মাত্র ; সুতরাং সাধন বা দ্বৈত নিবারণের উপায়ও মিথ্যা ; কিন্তু উহা মিথ্যা হইলেও সেই মিথ্যা সাধন জনিত জ্ঞান বস্তু নিষ্ঠ অর্থাৎ ব্রহ্মনিষ্ঠ হওয়ার অপুনরাবৃত্তিরূপ মোক্ষ সিদ্ধ হইয়া থাকে ॥ ১৯০ ॥ ৭৫ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্ঃ—যস্মাদসদ্‌বিষয়ঃ তস্মাৎ অসত্যভূতে দ্বৈতে অভিনিবেশঃ অস্তি কেবলম্। অভিনিবেশঃ আগ্রহমাত্রম্, দ্বয়ং তত্র ন বিদ্যতে। মিথ্যাভিনিবেশমাত্রঞ্চ জন্মনঃ কারণং যস্মাৎ তস্মাৎ, দ্বয়াভাবং বুদ্ধা নির্নিমিত্তো নিবৃত্তমিথ্যাদ্বয়াভিনিবেশো যঃ স ন জায়তে ॥ ১৯০ ॥ ৭৫ ॥

ভাষ্যানুবাদ ঃ—যেহেতু অভিনিবেশের বিষয় অসৎ, সেইহেতু অসৎস্বরূপ দ্বৈতে কেবল একটা অভিনিবেশ আছে মাত্র। অভিনিবেশ অর্থ আগ্রহমাত্র; সেই আগ্রহে দ্বৈত নাই। যেহেতু মিথ্যা অভিনিবেশমাত্রই জন্মের কারণ, সেইহেতু যিনি দ্বৈতভাব উপলব্ধি করিয়া মিথ্যা দ্বৈতরূপ অভিনিবেশ পরিত্যাগ করিয়া থাকেন, তিনি আর জন্মগ্রহণ করেন না ॥ ১৯০ ॥ ৭৫ ॥

যদা ন লভতে হেতূনুত্তমাধমমধ্যমান্।
তদা ন জায়তে চিত্তং হেত্বভাবে ফলং কুতঃ ॥ ১৯১ ॥ ৭৬ ॥

অন্বয় ঃ—যদা চিত্তং (যে সময়ে চিত্ত) উত্তমাধমমধ্যমান্ (উত্তম, মধ্যম এবং অধম এই তিন প্রকার) হেতূন্ (হেতু অর্থাৎ কারণসমূহ) ন লভতে (প্রাপ্ত হয় না অর্থাৎ দর্শন করে না) তদা (তখন) চিত্তং ন জায়তে (চিত্ত উৎপন্ন হয় না) হেত্বভাবে (হেতুর অর্থাৎ কারণের অভাবে) ফলং (কার্য্য) কুতঃ (কি প্রকারে হইবে) ॥ ১৯১ ॥ ৭৬ ॥

অনুবাদ ঃ—নির্নিমিত্ত চিত্ত উৎপন্ন হয় না, ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে; তাহাই এক্ষণে বিশদরূপে বলিতেছেন—চিত্ত যখন উত্তম, মধ্যম ও অধম এই তিন প্রকার কারণ বা হেতু দর্শন করে না অর্থাৎ সর্ব্বপ্রকার কল্পনা এবং তৃষ্ণা-রহিত হয়, তখন চিত্ত উৎপন্ন হয় না। উৎপত্তির কারণের অভাবে কার্য্য কি প্রকারে হইবে ॥ ১৯১ ॥ ৭৬ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্ ঃ—জাত্যাশ্রমবিহিতা আশীর্ব্বর্জ্জিতৈঃ অনুষ্ঠীয়মানা ধর্ম্মা দেবত্বাদিপ্রাপ্তিহেতব উত্তমাঃ কেবলাথ্যধর্ম্মাঃ; অধর্ম্ম-ব্যমিশ্র মনুষ্যত্বাদি-প্রাপ্ত্যর্থা মধ্যমাঃ। তির্য্যগাদিপ্রাপ্তিনিমিত্তা অধর্ম্মলক্ষণাঃ প্রবৃত্তিবিশেষাশ্চ অধমাঃ। তান্ উত্তমমধ্যমাধমান্ অবিদ্যাপরিকল্পিতান্ যদা একমেবাদ্বিতীয়ম্ আত্মতত্ত্বং সর্ব্ব-কল্পনাবর্জ্জিতং জানন্ ন লভতে ন পশ্যতি, যথা বালৈঃ দৃশ্যমানং গগনে মলং বিবেকী ন পশ্যতি, তদ্বৎ, তদা ন জায়তে ন উৎপদ্যতে চিত্তং দেবাদ্যাকারৈঃ উত্তমাধম-মধ্যমফলরূপেণ। ন হি অসতি হেতৌ ফলম্ উৎপদ্যতে বীজাদ্য-ভাবে ইব শস্যাদি ॥ ১৯১ ॥ ৭৬ ॥

ভাষ্যানুবাদ ঃ—নিষ্কাম ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক অনুষ্ঠীয়মান দেবত্বাদি প্রাপ্তির হেতুভূত জাতি ও আশ্রম বিহিত ধর্ম্মসমূহ 'কেবল' নামক ধর্ম্ম অর্থাৎ নিরবচ্ছিন্ন 'উত্তম'; মনুষ্যত্বাদি প্রাপ্তির কারণ স্বরূপ অধর্ম্ম মিশ্রিত ধর্ম্মসমূহ 'মধ্যম'; এবং পশুপক্ষিপ্রভৃতি তির্য্যক্ যোনি প্রাপক অধর্ম্মাত্মক বিশেষ বিশেষ প্রবৃত্তিসমূহই 'অধম'। মুমুক্ষু সাধক যখন সর্ব্বপ্রকার কল্পনারহিত, এক, অদ্বিতীয় আত্মতত্ত্ব উপলব্ধি করিয়া, অবিদ্যা পরিকল্পিত সেই উত্তম, মধ্যম এবং অধম হেতুসমূহ দর্শন করেন না, যেমন বালকগণ কর্ত্তৃক দৃশ্যমান গগনের মলিনতা, বিবেকিগণ দর্শন

করেন না, ঠিক সেইরূপ। তখন চিত্ত দেবাদি আকারে উত্তম, মধ্যম ও অধম ফলরূপে উৎপন্ন হয় না। বীজাদির অভাবে যেরূপ শস্য প্রভৃতি উৎপন্ন হয় না, সেইরূপ হেতুর অভাবে ফল অর্থাৎ কার্য্যও উৎপন্ন হয় না॥ ১৯১ ॥ ৭৬॥

অনিমিত্তস্য চিত্তস্য সানুৎপত্তিঃ সমাদ্বয়াঃ।
অজাতস্যৈব সর্ব্বস্য চিত্তদৃশ্যং হি তদ্ যতঃ॥ ১৯২ ॥ ৭৭ ॥

অন্বয় ঃ—অনিমিত্তস্য (নিমিত্তরহিত অর্থাৎ উৎপত্তির কারণ রহিত) অজাতস্য (অনুৎপন্ন নিত্যসিদ্ধ সর্ব্বস্য চিত্তস্য (সমস্ত চিত্তের) যা অনুৎপত্তিঃ (যে জন্মরাহিত্য) সা অদ্বয়া (সেই অনুৎপত্তি নির্ব্বিশেষ অদ্বিতীয়) সমা (নিত্যা) যতঃ (যেহেতু) তৎ (সেই দ্বৈত) চিত্তদৃশ্যং হি (নিশ্চয়ই চিত্তদৃশ্য) ॥ ১৯২ ॥ ৭৭ ॥

অনুবাদ ঃ—উৎপত্তিকারণবর্জ্জিত, নিত্যসিদ্ধ, অনুৎপন্ন সমস্ত চিত্তেরই যে জন্মরাহিত্য তাহা নির্ব্বিশেষ, অদ্বিতীয় নিত্য ব্রহ্মই। পরিপূর্ণস্বভাব নিত্যসিদ্ধ স্ফুরণের উৎপত্তি অসম্ভব হেতু এবং দ্বৈত চিত্তদৃশ্য বলিয়া দ্বৈতেরও পারমার্থিক উৎপত্তি সম্ভব নয়। চিত্ত এবং চিত্তদৃশ্যের উৎপত্তি কল্পনা ভ্রমমূলক। শুক্তিতে যে সময় রজত দৃষ্ট হয়, সে সময়েও শুক্তি রজত হইয়া যায় না; সেইরূপ চিত্ত ও দৃশ্য এই দ্বৈতের কল্পনাকালেও সংবিৎ অর্থাৎ জ্ঞান নির্ব্বিশেষ, অদ্বিতীয়, স্বাভাবিক ব্রহ্মস্বরূপ পরিত্যাগ করে না॥ ১৯২ ॥ ৭৭ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্ ঃ—হেত্বাভাবে চিত্তং ন উৎপদ্যতে ইতি হি উক্তম্। সা পুনঃ অনুৎপত্তি চিত্তস্য কীদৃশীতি উচ্যতে—পরনার্থদর্শনেন নিরস্তধর্ম্মাধর্ম্মখ্যোৎপত্তি-নিমিত্তস্য অনিমিত্তস্য চিত্তস্যেতি যা মোক্ষাখ্যা অনুৎপত্তিঃ, সা সর্ব্বদা সর্ব্বাবস্থাসু সমা নির্ব্বিশেষা অদ্বয়া চ; পূর্ব্বমপি অজাতস্যৈব অনুৎপন্নস্য চিত্তস্য সর্ব্বস্য অদ্বয়স্য ইত্যর্থঃ। যস্মাৎ প্রাগপি বিজ্ঞানাৎ চিত্তং দৃশ্যং তদ্দ্বয়ং জন্ম চ; তস্মাৎ অজাতস্য সর্ব্বস্য সর্ব্বদা চিত্তস্য সমা অদ্বয়ৈব অনুৎপত্তিঃ ন পুনঃ কদাচিদ্ভবতি, কদাচিৎ বা ন ভবতি। সর্ব্বদা একরূপ এব ইত্যর্থঃ॥ ১৯২ ॥ ৭৭ ॥

ভাষ্যানুবাদঃ—পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, কারণের অভাবে চিত্ত নিশ্চয়ই উৎপন্ন হয় না। চিত্তের সেই অনুৎপত্তি কি প্রকার? তাহা বলা হইতেছে—পরমার্থতত্ত্বের অর্থাৎ নির্গুণ নির্ব্বিশেষ পরমানন্দবোধস্বরূপ পরব্রহ্মের সাক্ষাৎ উপলব্ধি হেতু চিত্তের উৎপত্তির কারণভূত ধর্ম্মাধর্ম্ম সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হওয়ায়, কারণবর্জ্জিত সেই চিত্তের 'মোক্ষ' নামক যে অনুৎপত্তি তাহা সর্ব্বদা সমস্ত অবস্থাতেই একরূপ অর্থাৎ নির্ব্বিশেষ এবং অদ্বিতীয়। পূর্ব্বেও অর্থাৎ ব্রহ্ম-জ্ঞানের পূর্ব্বেও মোক্ষস্বরূপ অনুৎপন্ন সমস্ত চিত্তেরই অদ্বিতীয়তা স্বাভাবিক অর্থাৎ নিত্যসিদ্ধ। যেহেতু ব্রহ্মজ্ঞানের পূর্ব্বেও চৈতন্যস্বরূপ চিত্তের প্রতিবিম্বরূপ চিত্ত দৃশ্য এবং সেই দৃশ্যের উৎপত্তি উভয়ই চিত্তাখ্যবিম্বসদৃশ ব্রহ্মরূপই ভ্রমবশতই দৃশ্য ও তাহার উৎপত্তি কল্পিত হয় মাত্র; সেই হেতু অনুৎপন্ন সমস্ত চিত্তই এক-রূপ এবং অদ্বিতীয় অর্থাৎ কখন হয়, কখন হয় না এরূপ নহে, সর্ব্বদাই এক-রূপই ॥ ১৯২ ॥ ৭৭ ॥

বুদ্ধানিমিত্ততাং সত্যাং হেতুং পৃথগনাপ্নুবন্।
বীতশোকং তথাকামমভয়ং পদমশ্নুতে ॥ ১৯৩ ॥ ৭৮ ॥

অন্বয়ঃ—অনিমিত্ততাং (কারণাভাবকে) সত্যাং (পরমার্থসত্যরূপ) বুদ্ধ্বা (অবগত হইয়া) পৃথক্ হেতুম্ (অন্য কোন কারণ) অনাপ্নুবন্ (প্রাপ্ত না হইয়া অর্থাৎ দর্শন না করিয়া) বীতশোকং (শোকরহিত) অকামং (কামনা-রহিত) তথা (এবং) অভয়ং (সংসারভয়বর্জ্জিত) পদং (ব্রহ্মপদ) অশ্নুতে (প্রাপ্ত হয়) ॥ ১৯৩ ॥ ৭৮ ॥

অনুবাদঃ—সমস্ত দ্বৈত সর্পরজ্জুবৎ কল্পিত হওয়ায় দ্বৈতের পারমার্থিক উৎপত্তির কোন কারণ নাই, ইত্যাদি পূর্ব্বোক্ত যুক্তি অনুসারে জন্মাদি উৎ-পত্তির কারণের অভাবকে সত্য বলিয়া অবগত হইয়া অর্থাৎ দ্বৈতের অভাবের দ্বারা উপলক্ষিত অনাদি, অনন্ত সত্তাকে পরমার্থস্বরূপ উপলব্ধি করিয়া দেবাদি-লোকপ্রাপ্তির অন্য কোন কারণ দর্শন না করিয়া ব্রহ্মবিদ্ যতি শোকরহিত,

কাম এবং সংসারভয়বর্জ্জিত ব্রহ্মপদ ভোগ করেন অর্থাৎ পুনরায় আর জন্মগ্রহণ করেন না ॥ ১৯৩ ॥ ৭৮ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্ ঃ—যথোক্তেন ন্যায়েন জন্মনিমিত্তস্য দ্বয়স্য অভাবাৎ অনিমিত্ততাঞ্চ সত্যাং পরমার্থরূপাং বুদ্ধ্বা হেতুং ধর্ম্মাদিকারণং দেবাদিযোনিপ্রাপ্তয়ে পৃথগনাপ্নুবন্ অনুপাদদানঃ ত্যক্তবাহ্যৈষণঃ সন্ কামশোকাদিবর্জ্জিতম্ অবিদ্যাদিরহিতম্ অভয়ং পদমশ্নুতে, পুনঃ ন জায়তে ইত্যর্থঃ ॥ ১৯৩ ॥ ৭৮ ॥

ভাষ্যানুবাদ ঃ—পূর্ব্বোক্ত যুক্তি অনুসারে জন্মাদির কারণ দ্বৈতের অভাবহেতু অনিমিত্ততাকে অর্থাৎ দ্বৈতের অভাবকে পারমার্থিক সত্যরূপে উপলব্ধি করিয়া দেবাদি যোনিপ্রাপ্তির কারণভূত ধর্ম্ম প্রভৃতি অন্য কোন কারণ দর্শন না করিয়া বাহ্য বিষয়বাসনা পরিত্যাগপূর্ব্বক ব্রহ্মবিদ্ যতি কাম ও শোকাদিবর্জ্জিত এবং অবিদ্যাদি দোষরহিত অভয়পদ ভোগ করেন অর্থাৎ পুনরায় জন্মগ্রহণ করেন না ॥ ১৯৩ ॥ ৭৮ ॥

অভূতাভিনিবেশাদ্ধি সদৃশে তৎ প্রবর্ত্ততে ।
বস্ত্বভাবং স বুদ্ধৈব নিঃসঙ্গং বিনিবর্ত্ততে ॥ ১৯৪ ॥ ৭৯ ॥

অন্বয় ঃ—অভূতাভিনিবেশাৎ (অসৎ বস্তুতে অভিনিবেশবশতঃ) হি (নিশ্চয়ই) সদৃশে (তদনুরূপ অসৎ পদার্থে) তৎ (চিত্ত) প্রবর্ত্ততে (ব্যাপৃত হয়) সঃ (বিদ্বান্ ব্যক্তি) বস্ত্বভাবং (দ্বৈতভাব) বুদ্ধ্বা এব (নিশ্চয়রূপে অবগত হইয়া) নিঃসঙ্গং (বাহ্য বিষয়ে আসক্তিহীন হইয়া) বিনিবর্ত্ততে (অসৎ পদার্থের অভিনিবেশ হইতে বিনিবৃত্ত হন) ॥ ১৯৪ ॥ ৭৯ ॥

অনুবাদ ঃ—অসৎ বস্তুতে অভিনিবেশবশতই তদনুরূপ অসৎ পদার্থ চিত্ত ব্যাপৃত হয়। যখন বিদ্বান্ পুরুষ অজ্ঞান কল্পিত দ্বৈতের অভাব উপলব্ধি করেন, তখন তিনি বাহ্য বিষয়ে আসক্তিহীন হইয়া অসৎ পদার্থের অভিনিবেশ হইতে বিনিবৃত্ত হন ॥ ১৯৪ ॥ ৭৯ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্ ঃ—যস্মাৎ অভূতাভিনিবেশাৎ অসতি দ্বয়ে দ্বয়াস্তিত্বনিশ্চয়ঃ

অভূতাভিনিবেশঃ তস্মাৎ অবিদ্যাব্যামোহরূপাৎ হি সদৃশে তদনুরূপে তচ্চিত্তং প্রবর্ত্ততে। তস্য দ্বয়স্য বস্তুনঃ অভাবং যদা বুদ্ধবান্, তদা তস্মাৎ নিঃসঙ্গং নিরপেক্ষং সৎ বিনিবর্ত্ততে অভূতাভিনিবেশবিষয়াৎ ॥ ১৯৪ ॥ ৭৯ ॥

ভাষ্যানুবাদ ঃ—যেহেতু অভূতাভিনিবেশ নিবন্ধন অর্থাৎ দ্বৈত অসৎ হইলেও তাহার অস্তিত্ব বিষয়ে যে নিশ্চয়তা তাহাই 'অভিনিবেশ', সেই অবিদ্যা ব্যামোহরূপ অভিনিবেশবশতই অভিনিবেশের অনুরূপ পদার্থে চিত্ত ব্যাপৃত হয়। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি যখন সেই দ্বৈতের অভাব বা অসত্তা অবগত হন, তখন সেই অভিনিবেশ হইতে নিরপেক্ষ হইয়া অর্থাৎ অসৎ বিষয়ের অপেক্ষা না করিয়া, সেই অসৎ বিষয়ক অভিনিবেশ হইতে সম্পূর্ণরূপে নিবৃত্ত হন ॥১৯৪ ॥ ৭৯ ॥

নিবৃত্তস্যাপ্রবৃত্তস্য নিশ্চলা হি তদা স্থিতিঃ।
বিষয়ঃ স হি বুদ্ধানাং তৎ সাম্যমজমদ্বয়ম্ ॥ ১৯৫ ॥ ৮০ ॥

অন্বয় ঃ—তদা (সেই সময়) নিবৃত্তস্য (দ্বৈত বিষয় হইতে বিনিবৃত্ত) অপ্রবৃত্তস্য (বিষয়ে অপ্রবৃত্ত) হি (নিশ্চয়ই) নিশ্চলা (চাঞ্চল্যরহিতভাবে) স্থিতিঃ (অবস্থান) হি (যেহেতু) বুদ্ধানাং (তত্ত্বদর্শিগণের) সঃ (সেই পরমাত্মা) বিষয়ঃ (প্রতীতিগ্রাহ্য) তৎ (সেই পূর্ব্বোক্ত) সাম্যং (নির্ব্বিশেষ) অজং (উৎপত্তি-বিনাশহীন) অদ্বয়ম্ (অদ্বিতীয়) ॥ ১৯৫ ॥ ৮০ ॥

অনুবাদ ঃ—সেই সময় দ্বৈত হইতে বিনিবৃত্ত এবং বাহ্যবিষয়সমূহে অপ্রবৃত্ত চিত্ত নিশ্চলভাবে অবস্থান করে। যেহেতু সেই নির্ব্বিশেষ, অজ, অদ্বিতীয় পরব্রহ্মই তত্ত্বদর্শিগণের প্রতীতির একমাত্র বিষয় হইয়া থাকেন। একমাত্র ব্রহ্মবিদ্‌গম্য অশেষ কল্পনাতীত মোক্ষের অভয়স্বরূপ সিদ্ধ হইল ॥ ১৯৫ ॥ ৮০ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্ ঃ—নিবৃত্তস্য দ্বৈতবিষয়াৎ, বিষয়ান্তরে চ অপ্রবৃত্তস্য অভাব-দর্শনেন চিত্তস্য নিশ্চলা চলনবর্জ্জিতা ব্রহ্মস্বরূপৈব তদা স্থিতিঃ যা এষা ব্রহ্মস্বরূপা

স্থিতিঃ চিত্তস্য অদ্বয়বিজ্ঞানৈকরসঘনলক্ষণা। স হি যস্মাৎ বিষয়ঃ গোচরঃ পরমার্থ-দর্শিনাং বুদ্ধানাম্, তস্মাৎ তৎ সাম্যং পরং নির্ব্বিশেষম্ অজম্ অদ্বয়ঞ্চ ॥ ১৯৫ ॥ ৮০ ॥

ভাষ্যানুবাদ ঃ—সেই সময়ে দ্বৈত হইতে বিনিবৃত্ত হওয়ায় দ্বৈতের অভাব-দর্শন হেতু বিষয়ান্তরে অপ্রবৃত্ত চিত্তে নিশ্চল ব্রহ্মরূপেই স্থিতি হয়, চিত্তের এই যে ব্রহ্মস্বরূপে স্থিতি তাহাই অদ্বিতীয়, একরস, চৈতন্যঘন ব্রহ্মভাব। যেহেতু পরমার্থদর্শী জ্ঞানিগণের তাহাই প্রতীতির একমাত্র বিষয় হইয়া থাকে, সেই হেতু উহা নির্ব্বিশেষ, অজ, অদ্বিতীয়, সম, পরব্রহ্ম ॥ ১৯৬ ॥ ৮০ ॥

অজমনিদ্রমস্বপ্নং প্রভাতং ভবতি স্বয়ম্।
সকৃদ্‌বিভাতো হ্যেবৈষ ধর্ম্মো ধাতুস্বভাবতঃ ॥ ১৯৬ ॥ ৮১ ॥

অন্বয় ঃ—অজম্ (উৎপত্তিহীন) অনিদ্রম্ (নিদ্রারূপ অজ্ঞানরহিত) অস্বপ্নং অজ্ঞানের কার্যরূপ স্বপ্নরহিত) স্বয়ং প্রভাতং (সূর্য্যাদি নিরপেক্ষ স্বপ্রকাশ) ভবতি (প্রকাশ পাইতে থাকেন) হি (যেহেতু) এষঃ ধর্ম্মঃ (এই আত্মা) ধাতু স্বভাবতঃ (স্বভাবতই) সকৃৎ বিভাতঃ (সর্ব্বদা প্রকাশমান) ॥ ১৯৬ ॥ ৮১ ॥

অনুবাদ ঃ—তত্ত্বদর্শিগণের একমাত্র প্রতীতির বিষয় যে অভয়স্বরূপ মোক্ষ পূর্ব্ব শ্লোকে উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহাই পুনরায় বিশদরূপ প্রদর্শন করিতেছেন— অজ্ঞানকল্পিত নিখিল দ্বৈত জগতের ধারণ বা আধার হেতু চৈতন্যস্বরূপ আত্মা ধর্ম্ম নামে অভিহিত হন। সুষুপ্তি অবস্থায় সমাধি প্রভৃতিতে সমস্তই আত্মাতে লীন হইয়া যায় বলিয়া আত্মা ধাতু নামে কথিত হন। ইন্দ্রিয়াদি সমস্ত জ্ঞানের সাধন সুষুপ্তি অবস্থায় উপসংহৃত হইলেও আত্মা সাক্ষিরূপে প্রকাশ পান বলিয়া তিনি স্বয়ং জ্যোতি। পূর্ব্বোক্ত কারণে চৈতন্যমাত্র স্বরূপ আত্মা জন্মরহিত অজ্ঞানরূপ নিদ্রাবর্জ্জিত, অজ্ঞানের কার্য্যে স্বপ্নাদির সহিত সম্বন্ধ লেশশূন্য এবং স্বয়ং প্রকাশ ; যেহেতু এই আত্মা স্বভাবতই সর্ব্বদা প্রকাশমান ॥ ১৯৬ ॥ ৮১ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্ ঃ—পুনরপি কীদৃশশ্চ অসৌ বুদ্ধানাং বিষয় ইত্যাহ— স্বয়মেব তৎ প্রভাতং ভবতি ন আদিত্যাদপেক্ষম্, স্বয়ং জ্যোতিঃস্বভাবম্ ইত্যর্থঃ।

সকৃৎ বিভাতঃ সদৈব বিভাতঃ ইত্যেতৎ। এষ এবংলক্ষণ আত্মাখ্যো ধর্ম্মো ধাতু-স্বভাবতো বস্তুস্বভাবত ইত্যর্থঃ ॥ ১৯৬ ॥ ৮১ ॥

ভাষ্যানুবাদ ঃ—মোক্ষাবস্থায় জ্ঞানিগণের একমাত্র প্রতীতির বিষয় সেই বস্তুটি কি? তাহা পুনরায় প্রদর্শিত হইতেছে—সেই বস্তুটি স্বয়ং প্রকাশ; তাঁহার প্রকাশ আদিত্য প্রভৃতি জ্যোতিষ্কগণের প্রকাশকে অপেক্ষা করে না, তাহা স্বভাবতই স্বয়ং জ্যোতি। "সকৃৎ বিভাতঃ" অর্থাৎ সর্ব্বদা প্রকাশমান। এইরূপ লক্ষণবিশিষ্ট আত্মা নামক ধর্ম্ম স্বভাবতই প্রকাশমান ॥ ১৯৬ ॥ ৮১ ॥

সুখমাব্রিয়তে নিত্যং দুঃখং বিব্রিয়তে সদা।
যস্য কস্য চ ধর্ম্মস্য গ্রহেণ ভগবানসৌ ॥ ১৯৭ ॥ ৮২ ॥

অন্বয় ঃ—যস্য কস্য চ (যে কোন বিষয়ের) গ্রহেণ (গ্রহণের আগ্রহ দ্বারা) অসৌ ভগবান্ (সেই স্বপ্রকাশ চৈতন্যস্বরূপ আত্মা) সদা আব্রিয়তে (সর্ব্বদা আবৃত হন) সুখং (অনায়াসেই) দুঃখং (অতি কষ্টে) বিব্রিয়তে (প্রকাশিত হন অর্থাৎ প্রতীতির গোচর হন) ॥ ১৯৭ ॥ ৮২ ॥

অনুবাদ ঃ—যে কোন বাহ্য বিষয়ে আগ্রহাতিশয় হইলে, সেই স্বপ্রকাশ চৈতন্যস্বরূপ আত্মা সেই অভিনিবেশের দ্বারা অনায়াসেই সর্ব্বদা আবৃত হইয়া থাকেন। আত্মজ্ঞান অতি দুর্ল্লভ বলিয়া অতি কষ্টে সেই আত্মা প্রতীতি গোচর হইয়া থাকেন। মিথ্যা অভিনিবেশের দ্বারা আত্মস্বরূপানন্দ সর্ব্বদাই আবৃত থাকে এবং অসৎ হইলেও দুঃখই সর্ব্বদা প্রকাশিত হয়, সেইহেতু শ্রুতি এবং আচার্য্যগণের দ্বারা আত্মতত্ত্ব উপদিষ্ট হইলেও স্পষ্টরূপে প্রতীতি গোচর হয় না ॥ ১৯৭ ॥ ৮২ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্ ঃ—এবং বহুশ উচ্যমানমপি পরমার্থতত্ত্বং কস্মাৎ লৌকিকৈঃ ন গৃহ্যতে ইতি উচ্যতে—যস্মাৎ যস্য কস্যচিৎ দ্বয়বস্তুনো ধর্ম্মস্য গ্রহেণ গ্রহণাবেশেন মিথ্যাভিনিবিষ্টতয়া সুখম্ আব্রিয়তে অনায়াসেন আচ্ছাদ্যতে ইত্যর্থঃ। দ্বয়োপ-লব্ধিনিমিত্তং হি তত্রাবরণং ন যত্নান্তরম্ অপেক্ষতে। দুঃখঞ্চ বিব্রিয়তে প্রকটী-

ক্রিয়তে, পরমার্থজ্ঞানস্ত দুর্ল্লভত্বাৎ। ভগবান্ অসৌ আত্মা অদ্বয়ো দেব ইত্যর্থঃ। অতো বেদান্তৈঃ আচার্য্যৈশ্চ বহুশঃ উচ্যমানেঽপি নৈব জ্ঞাতুং শক্য ইত্যর্থঃ, "আশ্চর্য্যো বক্তা কুশলোঽস্য লব্ধা" ইতি শ্রুতেঃ ॥ ১৯৭ ॥ ৮২ ॥

ভাষ্যানুবাদ ঃ—পরমার্থতত্ত্ব এইরূপে বহু প্রকারে উপদিষ্ট হইলেও সাধারণ লোক উহা অবগত হইতে পারে না কেন? তাহা বলা হইতেছে—যেহেতু যে কোন দ্বৈতবস্তুর গ্রহণাভিনিবেশ অর্থাৎ মিথ্যা আগ্রহবশতঃ এই পরমার্থতত্ত্ব অনায়াসে আবৃত হইয়া যায়। দ্বৈতবস্তুর উপলব্ধি নিমিত্তই সেই পরমার্থ আত্ম-তত্ত্বে আবরণ আসিয়া পড়ে, অন্য কোন প্রকার প্রযত্নের অপেক্ষা করে না; পরমার্থ জ্ঞান অতিশয় দুর্ল্লভ বলিয়া সেই আত্মতত্ত্ব অতি কষ্টে প্রতীতিগোচর হয়। "ভগবানসৌ" সেই ভগবান্ এই পদের অর্থ—স্বপ্রকাশ চৈতন্যস্বরূপ, অদ্বিতীয় আত্মা। এইহেতু বেদান্তশাস্ত্রসমূহ এবং আচার্য্যগণ কর্ত্তৃক বহু প্রকারে উপদিষ্ট হইলেও এই আত্মতত্ত্বকে সাধারণ লোকে জানিতে সমর্থ হয় না। শ্রুতি বলেন—এই আত্মতত্ত্বের উপদেষ্টা আশ্চর্য্য অর্থাৎ বিরল এবং আত্মতত্ত্বের জ্ঞাতা অত্যন্ত নিপুণ বা দক্ষ ॥ ১৯৭ ॥ ৮২ ॥

অস্তি নাস্ত্যস্তি নাস্তীতি নাস্তি নাস্তীতি বা পুনঃ।
চলস্থিরোভয়াভাবৈরাবৃণোত্যেব বালিশঃ ॥ ১৯৮ ॥ ৮৩ ॥

অন্বয় ঃ—বালিশঃ (অজ্ঞ জন) অস্তি, নাস্তি, অস্তি-নাস্তি ইতি নাস্তি নাস্তি ইতি, বা (আত্মা আছে, আত্মা নাই, আত্মা আছেও বটে, আত্মা নাইও বটে, আত্মা নিশ্চয়ই নাই ইত্যাদি প্রকারে) পুনঃ (আবার) চলস্থিরোভয়াভাবৈঃ (চল অর্থাৎ বিকারী অনিত্য, স্থির অর্থাৎ নিত্য, অবিকারী এবং উভয়াত্মক অর্থাৎ নিত্যও বটে, অনিত্যও বটে, চেতনও বটে, অচেতনও বটে এবং অভাব-রূপ ইত্যাদি প্রকারে) আবৃণোতি এব (নিশ্চয় আত্মাকে আবৃত করে) ॥ ১৯৮ ॥ ৮৩ ॥

অনুবাদ ঃ—অজ্ঞ ব্যক্তি আত্মা আছে, আত্মা নাই, আত্মা আছেও বটে

নাইও বটে, আত্মা নিশ্চয়ই নাই, ইত্যাদি প্রকারে, আবার আত্মা বিকারী, অনিত্য, নিত্য, অবিকারী, আত্মা উভয়াত্মক অর্থাৎ চেতনও বটে, অচেতনও বটে এবং অভাবরূপ ইত্যাদি বহুভাবে আত্মাকে আবরিত করে। [বৈশেষিক আত্মার অস্তিত্ববাদী, কিন্তু দেহাদি হইতে ভিন্ন সেই আত্মা তলস্বভাব অর্থাৎ পরিণামশীল ; বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধ বলেন—বুদ্ধি ব্যতীত আত্মা বলিয়া কোন নিত্য বস্তু নাই ; বিজ্ঞান বা বুদ্ধিই আত্মা এবং তাহা ক্ষণিক হওয়ায় স্থির অর্থাৎ একরূপ। দিগম্বর জৈনগণ বলেন—আত্মা দেহাতিরিক্ত হইলেও দেহ পরিমাণ হওয়ায়, দেহের বিনাশে আত্মার বিনাশ হয়, সেইজন্য আত্মা 'অস্তি-নাস্তি' শূন্যবাদী বৌদ্ধ মতে আত্মা বলিয়া কিছু নাই, সবই শূন্য ; এই চারি প্রকার মতবাদিগণ তাহাদের অভিনিবেশ দ্বারা নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্তস্বভাব আত্মাকে আবরণ করিয়া থাকেন।] ॥ ১৯৮ ॥ ৮৩ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্ ঃ—অস্তি নাস্তীত্যাদি সূক্ষ্মবিষয়া অপি পণ্ডিতানাং গ্রহা ভগবতঃ পরমাত্মন আবরণা এব ; কিমুত মূঢ়জনানাং বুদ্ধিলক্ষণা ইত্যেবমর্থং প্রদর্শয়ন্নাহ—অস্তীতি। অস্ত্যাত্মেতি কশ্চিৎ বাদী প্রতিপদ্যতে। নাস্তীতি অপরো বৈনাশিকঃ। অস্তি নাস্তীতি অপরঃ অর্দ্ধবৈনাশিকঃ সদসদ্বাদী দিগ্‌বাসাঃ। নাস্তি নাস্তীতি অত্যন্তশূন্যবাদী।

অত্র অস্তিভাবঃ চলঃ ঘটাদ্যনিত্যবিলক্ষণত্বাৎ। নাস্তিভাবঃ স্থিরঃ, সদা বিশেষত্বাৎ। উভয়ং চলস্থিরবিষয়ত্বাৎ সদসদ্ভাবঃ। অভাবঃ অত্যন্তাভাবঃ। প্রকারচতুষ্টয়স্যাপি তৈঃ এতৈঃ চলস্থিরোভয়াভাবৈঃ সদসদাদিবাদী সর্ব্বেঽপি ভগবন্তম্ আবৃণোত্যেব বালিশঃ অবিবেকী। যদ্যপি পণ্ডিতো বালিশ এব পরমার্থতত্ত্বানববোধাৎ, কিমু স্বভাবমূঢ়ো জন ইত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ১৯৮ ॥ ৮৩ ॥

ভাষ্যানুবাদ ঃ—যখন পণ্ডিতগণের 'অস্তি নাস্তি' ইত্যাদি সূক্ষ্মবিষয়ক অভিনিবেশসমূহ ভগবান্ পরমাত্মার আবরণই হইয়া থাকে, তখন মূঢ় জনদিগের বুদ্ধির আগ্রহ বা অভিনিবেশ যে পরমাত্মার আবরণস্বরূপ হইবে তাহাতে আর বলিবার কি আছে? এই বিষয়ই প্রদর্শন করিয়া বলিতেছেন—কোন মতবাদী

"আত্মা আছেন" এইরূপ স্বীকার করেন, অপর বাদী বৈনাশিক বৌদ্ধ বলেন—"আত্মা নাই", অন্য অর্দ্ধ বৈনাশিক বৌদ্ধ বলেন—"আত্মা আছেন বটে, নাইও বটে" এই মতটি সদসদ্ দিগম্বরদিগের মত। অত্যন্ত শূন্যবাদী বৌদ্ধ বলেন—"আত্মা নাই, আত্মা নাই।"

উক্ত মতবাদসমূহের মধ্যে "অস্তি ভাবটি চল'; কারণ, উহা ঘটাদি অনিত্য পদার্থ হইতে বিলক্ষণ, সুতরাং পরিণামশীল। সর্ব্বদা একরূপ বলিয়া অর্থাৎ অবিশেষ বলিয়া নাস্তি ভাবটি স্থির, সদসদ্ ভাবটি চল ও স্থির এই উভয়াত্মক; অভাব অর্থ অত্যন্ত অভাব। পূর্ব্বোক্ত চারি প্রকার মতাবলম্বী বিবেকহীন, সদসদ্‌বাদী সকলেই এই চল, স্থির, অভাব ও উভয়াত্মক ভাবসমূহ দ্বারা পরমাত্মাকে আবৃত করিয়া থাকেন। পরমার্থ তত্ত্বজ্ঞানের অভাবহেতু পণ্ডিতগণও মূর্খ পদবাচ্য হন, তাহা হইলে স্বভাবতঃ অজ্ঞ ব্যক্তিদিগের বিষয়ে বলিবার আর কি আছে? ॥ ১৯৮ ॥ ৮৩ ॥

কোট্যশ্চতস্র এতাস্তু গ্রহৈর্যাসাং সদাবৃতঃ।
ভগবানাভিরস্পৃষ্টো যেন দৃষ্টঃ স সর্ব্বদৃক্ ॥ ১৯৯ ॥ ৮৪ ॥

অন্বয়ঃ—এতা (পূর্ব্বোক্ত এই) চতস্রঃ (চারি প্রকার) কোট্যঃ (পক্ষসমূহ) যাসাং (যে পক্ষসমূহের) গ্রহৈঃ (আগ্রহ বা অভিনিবেশসমূহ দ্বারা) ভগবান্ (স্বপ্রকাশ চৈতন্যস্বরূপ আত্মা) সদা আবৃতঃ (সর্ব্বদা আচ্ছাদিত হইয়া থাকেন) যেন (যে তত্ত্বদর্শী দ্বারা) আভিঃ (এই অস্তি-নাস্তি মতবাদসমূহ দ্বারা) অস্পৃষ্টঃ (অসংস্পৃষ্ট অর্থাৎ অন্তাদি বিকল্পরহিত) দৃষ্টঃ (জ্ঞাত) স সর্ব্বদৃক্ (তিনি সর্ব্বজ্ঞ) ॥ ১৯৯ ॥ ৮৪ ॥

অনুবাদঃ—পূর্ব্বোক্ত এই চারি প্রকার পক্ষ বিদ্যমান আছে, যাহাদের আগ্রহ বা অভিনিবেশের দ্বারা স্বপ্রকাশ চৈতন্যস্বরূপ আত্মা সর্ব্বদা আবৃত হইয়া থাকেন। যে তত্ত্বদর্শী পুরুষ এই স্বয়ংপ্রকাশ আত্মাকে উক্ত চারি প্রকার বিকল্পসমূহ দ্বারা অসংস্পৃষ্টরূপে অবগত হন অর্থাৎ আত্মা উক্ত চারি প্রকার বিকল্পরহিত এইরূপ উপলব্ধি করেন, তিনিই সর্ব্বদৃক্ অর্থাৎ সর্ব্বজ্ঞ ॥ ১৯৯ ॥ ৮৪ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্ঃ—কীদৃক্ পুনঃ পরমার্থতত্ত্বম্, যদববোধাৎ অবালিশঃ পণ্ডিতো ভবতীত্যাহ—কোট্যঃ প্রাবাদুকশাস্ত্রনির্ণয়ান্তা এতা উক্তা অস্তি নাস্তী-ত্যাদ্যাঃ চতস্রঃ, যাসাং কোট্যানাং গ্রহৈঃ গ্রহণৈঃ, উপলব্ধিনিশ্চয়ৈঃ সদা সর্ব্বদা আবৃতঃ আচ্ছাদিতঃ তেষামেব প্রাবাদুকানাং যঃ স ভগবান্ আভিঃ অস্তিনাস্তী-ত্যাদি কোটিভিঃ চতসৃভিরপি অস্পৃষ্টঃ অস্ত্যাদিবিকল্পনাবর্জ্জিত ইত্যেতম্। যেন মুনিনা দৃষ্টো জ্ঞাতো বেদান্তেষু ঔপনিষদঃ পুরুষঃ, স সর্ব্বদৃক্ সর্ব্বজ্ঞঃ পরমার্থ-পণ্ডিত ইত্যর্থঃ ॥ ১৯৯ ॥ ৮৪ ॥

ভাষ্যানুবাদ ঃ—এই পরমার্থতত্ত্ব তাহা হইলে কি প্রকার? যাহার জ্ঞানে মনুষ্য মূর্খত্ববিহীন হইয়া পণ্ডিত হইয়া থাকে, তাহা বলা হইতেছে—প্রাবাদুক-গণের অর্থাৎ অনর্থককারী বর্ত্তৃগণের শাস্ত্রে নির্ণীত "অস্তি নাস্তি" ইত্যাদি পূর্ব্বোক্ত এই যে চারি প্রকার পক্ষ আছে, যে সমস্ত পক্ষের বা মতবাদের উপর অভি-নিবেশ অর্থাৎ নিশ্চিতরূপে গ্রহণ দ্বারা যে স্বপ্রকাশ চৈতন্যস্বরূপ আত্মা সর্ব্বদা আবৃত হইয়া থাকে, বেদান্ত শাস্ত্রসমূহে উপনিষদ্‌বেদ্য পরিপূর্ণস্বভাব সেই আত্মাকে যে বিচারশীল মুনি অনর্থক তর্কপরায়ণ সেই বাবদুকগণের 'অস্তি-নাস্তি' ইত্যাদি এই চতুর্ব্বিধ ভাব দ্বারা অসংস্পৃষ্ট অর্থাৎ অস্তি-নাস্তি প্রভৃতি চতুষ্কোটি বিবর্জ্জিতরূপে জ্ঞাত হন, তিনিই সর্ব্বদৃক্ অর্থাৎ প্রকৃত পণ্ডিত ॥ ১৯৯ ॥ ৮৪ ॥

প্রাপ্য সর্ব্বজ্ঞতাং কৃৎস্নাং ব্রাহ্মণ্যং পদমদ্বয়ম্।
অনাপন্নাদিমধ্যান্তং কিমতঃ পরমীহতে ॥ ২০০ ॥ ৮৫ ॥

অন্বয় ঃ—কৃৎস্নাং (সম্পূর্ণ) সর্ব্বজ্ঞতাম্ (সর্ব্বজ্ঞতা বা সর্ব্ব বিষয় অনুভব করিবার শক্তি) অনাপন্নাদিমধ্যান্তং (আদি, মধ্য ও অন্তরহিত অর্থাৎ উৎপত্তি-স্থিতি-বিনাশহীন) ব্রাহ্মণ্যম্ (ব্রাহ্মণোচিত) অদ্বয়ং (অদ্বিতীয়) পদং (স্থান অর্থাৎ ব্রহ্মপদ) প্রাপ্য (লাভ করিয়া) অতঃপরং (ইহা হইতে উৎকৃষ্ট) কিং (কোন বস্তু) ঈহতে (কামনা করেন বা পাইতে চেষ্টা করেন) ॥ ২০০ ॥ ৮৫ ॥

অনুবাদ ঃ—সেই বিচারশীল মুনি সম্পূর্ণরূপে সর্ব্বজ্ঞতা এবং উৎপত্তি, স্থিতি-বিনাশহীন অদ্বিতীয় ব্রাহ্মণোচিত ব্রহ্মপদ লাভ করিয়া তাহা হইতে উৎকৃষ্ট কোন বস্তু পাইতে চেষ্টা করেন না ॥ ২০০ ॥ ৮৫ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্ ঃ—প্রাপ্যৈতাং যথোক্তাং কৃৎস্নাং সমস্তাং সর্ব্বজ্ঞতাং ব্রাহ্মণ্যং পদং "স ব্রাহ্মণঃ।" "এষ নিত্যো মহিমা ব্রাহ্মণস্য" ইতি শ্রুতেঃ। অনাপন্নাদি-মধ্যান্তম্ আদিমধ্যান্তা উৎপত্তিস্থিতিলয়া অনাপন্না অপ্রাপ্তা যস্য অদ্বয়স্য পদস্য ন বিদ্যন্তে, তৎ অনাপন্নাদিমধ্যন্তং ব্রাহ্মণ্যং পদম্। তদেব প্রাপ্য লব্ধ্বা কিমতঃ পরমস্মাৎ আত্মলাভাৎ ঊর্দ্ধম্ ঈহতে চেষ্টতে, নিষ্প্রয়োজনমিত্যর্থঃ। "নৈব তস্য কৃতেনার্থঃ" ইত্যাদি গীতাস্মৃতেঃ ॥ ২০০ ॥ ৮৫ ॥

ভাষ্যানুবাদ ঃ—পূর্ব্বোক্ত এই সম্পূর্ণ এবং ব্রাহ্মণ্যপদ পাইয়া তিনি প্রকৃত ব্রাহ্মণ হন ; শ্রুতিও বলেন "ব্রাহ্মণের এই মহিমা নিত্য", এই ব্রাহ্মণোচিত ব্রহ্ম-পদ "অনাপন্নাদিমধ্যান্ত" অর্থাৎ যে অদ্বিতীয় পদের উৎপত্তি, স্থিতি ও লয় বিদ্যমান নাই, সেই আদি, মধ্য ও অন্তহীন পদই 'ব্রাহ্মণ্য পদ'। সেই পদ লাভ করিয়া অর্থাৎ আত্মলাভের অনন্তর সেই সর্ব্বজ্ঞ মুনি তাহা হইতে উৎকৃষ্ট আর কোন্ বস্তু পাইতে চেষ্টা করিবেন ? অর্থাৎ চেষ্টা নিষ্প্রয়োজন। গীতাতে শ্রীভগবানও বলিয়াছেন—'সেই আত্মারাম, সর্ব্বজ্ঞ যতির কর্ম্ম দ্বারা প্রাপ্তব্য কিছুই থাকে না' ॥ ২০০ ॥ ৮৫ ॥

বিপ্রাণাং বিনয়ো হ্যেষ শমঃ প্রাকৃত উচ্যতে।
দমঃ প্রকৃতিদান্তত্বাদেবং বিদ্বান্ শমং ব্রজেৎ ॥ ২০১ ॥ ৮৬ ॥

অন্বয় ঃ—বিপ্রাণাং (ব্রাহ্মণদিগের) এষঃ (পূর্ব্বোক্ত এই) বিনয়ঃ (বিনীত ভাব) হি (নিশ্চয়ই) প্রাকৃতঃ (স্বভাবসিদ্ধ) শমঃ (উপশম অর্থাৎ সংসার হইতে বিরতি) উচ্যতে (কথিত হয়) প্রকৃতিদান্তত্বাৎ (স্বভাবতঃ সংযতত্ব হেতু) দমঃ (ইন্দ্রিয় সংযম অর্থাৎ ইন্দ্রিয় ব্যাপার হইতে উপরতি) এবং (এইরূপে) বিদ্বান্ (জানিয়া) শমং (উপশান্তিরূপ ব্রহ্মস্বরূপ) ব্রজেৎ (প্রাপ্ত হন) ॥ ২০১ ॥ ৮৬ ॥

অনুবাদ ঃ—ব্রাহ্মণগণের পূর্ব্বোক্ত এই বিনয়ই নিশ্চয় তাঁহাদের স্বভাব-সিদ্ধ 'শমঃ' বলিয়া কথিত হয়; স্বভাবতঃ সংযতত্ব হেতু ইহাই তাঁহাদের 'দম' অর্থাৎ উপরতি। এইরূপে স্বভাবসিদ্ধ শান্ত ব্রহ্মস্বরূপ অবগত হইয়া বিদ্বান্ ব্যক্তি শম অর্থাৎ চিত্তের স্বাভাবিক উপশান্তি প্রাপ্ত হন ॥ ২০১ ॥ ৮৬ ॥

['যতদিন বাঁচিয়া থাকিবে, ততদিন অগ্নিহোত্র যজ্ঞ করিবে'—'বেদের এই বিধি অবিদ্বানদিগের প্রতি প্রযোজ্য, বিদ্বানদিগের প্রতি নহে, ইহাই পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। ব্রহ্মবিদ্‌গণ বেদবিধির অধীন নহেন, তাহাই এই শ্লোকে প্রদর্শিত হইয়াছে। আত্মারাম ব্রহ্মজ্ঞগণের কোন কর্ত্তব্য নাই।]

শাঙ্কর-ভাষ্যম্ ঃ—বিপ্রাণাং ব্রাহ্মণানাং বিনয়ো বিনীতত্বং স্বাভাবিকং যৎ এতদাত্মস্বরূপেণ অবস্থানম্, এষ বিনয়ঃ শমোঽপ্যেষ এব, প্রাকৃতঃ স্বাভাবিকঃ অকৃতক উচ্যতে। দমোঽপ্যেষ এব প্রকৃতিদান্তত্বাৎ স্বভাবত এব চ উপশান্ত-রূপত্বাৎ ব্রহ্মণঃ। এবং যথোক্তং স্বভাবোপশান্তং ব্রহ্ম বিদ্বান্ শমম্ উপশান্তিং স্বাভাবিকীং ব্রহ্মস্বরূপাং ব্রজেৎ, ব্রহ্মস্বরূপেণ অবতিষ্ঠত ইত্যর্থঃ ॥ ২০১ ॥ ৮৬ ॥

ভাষ্যানুবাদ ঃ—ব্রহ্মবিদ্ ব্রাহ্মণগণের বিনয় বা বিনীত ভাব স্বাভাবিক, যাহা এই আত্মস্বরূপে অবস্থান তাহাই ব্রাহ্মণগণের স্বভাবসিদ্ধ বিনয়। শমও এই বিনয়, এই শমও তাঁহাদের স্বাভাবিক অর্থাৎ অকৃত্রিম বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। দমও এই বিনয়ই; স্বভাবতঃ দমগুণসম্পন্ন ও প্রশান্তরূপ হওয়ায় ব্রহ্মবিদ্ ব্রাহ্মণের এই দম স্বাভাবিক। এইরূপে স্বভাবতঃ উপশান্ত কূটস্থ আত্মতত্ত্ব ব্রহ্মকে উপলব্ধি করিয়া মনুষ্য অনেক বিক্রিয়াশূন্য স্বাভাবিক ব্রহ্মস্বরূপে অবস্থান করেন ॥ ২০১ ॥ ৮৬ ॥

সবস্তু সোপলম্ভঞ্চ দ্বয়ং লৌকিকমিষ্যতে।
অবস্তু সোলম্ভঞ্চ শুদ্ধং লৌকিকমিষ্যতে ॥ ২০২ ॥ ৮৭ ॥

অন্বয় ঃ—সবস্তু (পরিদৃশ্যমান বস্তুর সহিত বিদ্যমান) সোপলম্ভঃ (শব্দাদি বিষয়ক জ্ঞানযুক্ত) দ্বয়ং (দ্বৈত) লৌকিকং (ব্যবহারানুকূল দ্বৈত অর্থাৎ

জাগ্রদবস্থা) ইষ্যতে (স্বীকার করা হয়) চ অবস্তু (এবং যথার্থতঃ অবিদ্যমান বস্তুর সহিত বিদ্যমান) সোপলম্ভং (বিষয়জ্ঞান সহিত বর্ত্তমান) শুদ্ধং (কেবল) লৌকিকং (ব্যবহারানুকূল স্বপ্নাবস্থা) ইষ্যতে (অভিহিত করা হয় বা স্বীকার করা হয়) ॥ ২০২ ॥ ৮৭ ॥

অনুবাদ ঃ—ঘটপটাদি বস্তু এবং সেই বস্তুবিষয়ক জ্ঞান সহ বর্ত্তমান ব্যবহানুকূল অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য প্রাতিভাসিক ও ব্যবহারিক স্থূল দ্বৈত লোকপ্রসিদ্ধ জাগ্রদবস্থা নামে অভিহিত হয় এবং অবস্তু অর্থাৎ বাহ্যেন্দ্রিয় প্রযুক্ত ব্যবহারশূন্য কেবল প্রাতিভাসিক পদার্থ বিষয়ক জ্ঞান সহিত বর্ত্তমান লোকপ্রসিদ্ধ দ্বৈতকে স্বপ্নাবস্থা বলা হয় ॥ ২০২ ॥ ৮৭ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্ ঃ—এবং অন্যোন্যবিরুদ্ধত্বাৎ সংসারকারণ-রাগদ্বেষদোষাস্পাদানি প্রাবাদুকানাং দর্শনানি। অতো মিথ্যাদর্শনানি তানীতি তদ্‌যুক্তিভিঃ এব দর্শয়িত্বা চতুষ্কোটিবর্জ্জিতত্বাৎ রাগাদিদোষানাস্পদং স্বভাবশান্তম্ অদ্বৈতদর্শনমেব সম্যগ্‌দর্শনম্ ইত্যুপসংহৃতম্। অথেদানীং স্বপ্রক্রিয়াপ্রদর্শনার্থ আরম্ভঃ—

সবস্তু সংবৃত্তিসতা বস্তুনা সহ বর্ত্তত ইতি সবস্তু, তথা চ উপলব্ধিঃ উপলম্ভঃ তেন সহ বর্ত্তত ইতি সোপলম্ভঞ্চ শাস্ত্রাদিসর্ব্বব্যবহারাস্পদং গ্রাহ্য-গ্রহণলক্ষণং দ্বয়ং লোকাদনপেতং লৌকিকং জাগরিতম্ ইত্যেতৎ। এবং লক্ষণং জাগরিতম্ ইষ্যতে বেদান্তেষু। অবস্তু সংবৃতেরপ্যভাবাৎ। সোপলম্ভং বস্তুবৎ উপলম্ভনম্ উপলম্ভঃ অসত্যপি বস্তুনি, তেন সহ বর্ত্ততে ইতি সোপলম্ভঞ্চ। শুদ্ধং কেবলং প্রবিভক্তং জাগরিতাং স্থূলাৎ লৌকিকং সর্ব্বপ্রাণিসাধারণত্বাৎ ইষ্যতে স্বপ্ন ইত্যর্থঃ ॥ ২০২ ॥ ৮৭ ॥

ভাষ্যানুবাদ ঃ—শুষ্ক তর্কপরায়ণ পূর্ব্বোক্ত চারি প্রকার মতাবলম্বীদিগের দর্শনশাস্ত্রসমূহ পরস্পর বিরুদ্ধ হওয়ায়, সেই শাস্ত্রসমূহ সংসারের কারণভূত রাগদ্বেষ প্রভৃতি দোষসমূহের আস্পদ, ইহা তাহাদের যুক্তিসমূহ দ্বারাই তৎপ্রণীত দর্শনশাস্ত্রসমূহের মিথ্যাত্ব প্রদর্শন করিয়া অতঃপর চতুষ্কোটি বিনির্মুক্ত রাগদ্বেষাদি দোষরহিত, স্বভাবশান্ত অদ্বৈত দর্শনই যে সম্যগ্‌দর্শন, সেই বিষয়েই

উপসংহার করা হইতেছে। এক্ষণে স্বীয় সিদ্ধান্তশৈলী অদ্বৈত মত স্থাপনের প্রক্রিয়া বা পদ্ধতি প্রদর্শন করিবার জন্য পরবর্ত্তী গ্রন্থ আরব্ধ হইতেছে—

"সবস্তু" অর্থাৎ ইন্দ্রিয়প্রযুক্ত ব্যবহার অর্থাৎ ব্যবহারিক সত্য বস্তুর সহিত যাহা বর্ত্তমান, তাহাই সবস্তু ; সেইরূপ "উপলম্ভ" অর্থাৎ উপলব্ধি বা জ্ঞানের সহিত যাহা বিদ্যমান তাহাই সোপলম্ভ অর্থাৎ শাস্ত্র প্রভৃতি সমস্ত ব্যবহারের বিষয়ীভূত লোকপ্রসিদ্ধ জাগ্রৎ অবস্থা ; বেদান্তশাস্ত্রে এই লক্ষণ-বিশিষ্ট অবস্থা জাগ্রৎ বলিয়া স্বীকৃত হইয়া থাকে অর্থাৎ জ্ঞানলাভের উপায়রূপে বেদান্তশাস্ত্রে ব্যবহারিক সত্তা-বিশিষ্ট জাগ্রৎ অবস্থাকে স্বীকার করা হয়। "অবস্তু" যাহা বাহ্যেন্দ্রিয় প্রযুক্ত ব্যবহার তাহারই নাম সংবৃতি, সেই সংবৃতিরও অভাব হেতু যাহা জাগ্রৎকালীন স্থূল বস্তুরূপে বিদ্যমান থাকে না, তাহাই অবস্তু, "সোপলম্ভ" বস্তু বিদ্যমান না থাকিলেও বস্তুর ন্যায় প্রতিভাসিত পদার্থবিষক জ্ঞানই উপলম্ভ ; সেই উপলম্ভের সহিত যাহা বর্ত্তমান তাহাই সোপলম্ভ। "শুদ্ধ" অর্থ কেবল, অর্থাৎ সর্ব্বপ্রাণি সাধারণ, লোকপ্রসিদ্ধ স্থূল জাগ্রদবস্থা হইতে পৃথক্‌রূপে বর্ত্তমান যাহা তাহাকেই স্বপ্ন বলিয়া স্বীকার করা হয় ॥ ২০২ ॥ ৮৭ ॥

অবস্ত্বনুপলম্ভঞ্চ লোকোত্তরমিতি স্মৃতম্।
জ্ঞানং জ্ঞেয়ঞ্চ বিজ্ঞানং সদা বুদ্ধৈঃ প্রকীর্ত্তিতম্ ॥ ২০৩ ॥ ৮৮ ॥

অন্বয় ঃ—অবস্তু (স্থূল-সূক্ষ্ম বিষয়ভূত বস্তু যেখানে বিদ্যমান নাই তাহা অবস্তু) অনুপলম্ভঞ্চ (এবং বিষয় সহিত ইন্দ্রিয়ের সম্পর্কজনিত কিংবা স্থূল বিষয়াবগাহী বাসনাত্মক উপলম্ভ বা জ্ঞান যেখানে সম্ভব হয় না অর্থাৎ অশেষ বিষয়াবগাহী বাসনাত্মক উপলম্ভ বা জ্ঞান যেখানে সম্ভব হয় না, অর্থাৎ বিশেষ বিজ্ঞানশূন্য) লোকোত্তরম্ (লৌকিক ব্যবহারের অতীত) ইতি স্মৃতম্ (জ্ঞানিগণ কর্ত্তৃক এইরূপে চিন্তিত হইয়াছে) বুদ্ধৈঃ (জ্ঞানিগণ কর্ত্তৃক) সদাজ্ঞান (সর্ব্বদা বিষয়ানুভূতি) জ্ঞেয়ং (জ্ঞেয় বিষয়) বিজ্ঞেয়ঞ্চ (এবং বিশেষরূপে জানিবার যোগ্য তুরীয় পরমার্থতত্ত্ব) প্রকীর্ত্তিতম্ (প্রকৃষ্টরূপে বর্ণিত হইয়াছে) ॥ ২০৩ ॥ ৮৮ ॥

অনুবাদ ঃ—বস্তুরহিত, বস্তুবিষয়ক জ্ঞানবর্জ্জিত, অশেষ-বিশেষ-বিজ্ঞান-শূন্য, লৌকিক ব্যবহারের অতীত যে অবস্থা, তাহাকে জ্ঞানিগণ সুষুপ্তি বলিয়া মনে করেন। জ্ঞানিগণ বিষয়ানুভবরূপ জ্ঞান, জাগ্রৎ-স্বপ্ন এবং সাক্ষিবেদ্য সুষুপ্তি এই অবস্থাত্রয়রূপ জ্ঞেয় এবং বিশেষভাবে আনিবার যোগ্য তুরীয় পরমার্থ তত্ত্ব এই তিন প্রকার বর্ণনা করিয়া থাকেন ॥ ২০৩ ॥ ৮৮ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্ ঃ—অবস্তু অনুপলম্ভঞ্চ গ্রাহ্য-গ্রহণবর্জ্জিতম্ ইত্যেতৎ; লোকোত্তরম্ অতএব লোকাতীতম্। গ্রাহ্যগ্রহণবিষয়ে হি লোকঃ, তদভাবাৎ সর্ব্বপ্রবৃত্তিবীজং সুষুপ্তম্ ইত্যেতৎ। এবং স্মৃতম্ সোপায়ং পরমার্থতত্ত্বম্, লৌকিকম্, শুদ্ধলৌকিকম্, লোকোত্তরং চ ক্রমেণ যেন জ্ঞানেন জ্ঞায়তে, তজ্‌জ্ঞানম্, জ্ঞেয়ম্ এতান্যেব ত্রীণি; এতদ্‌ব্যতিরেকেণ জ্ঞেয়ানুপপত্তেঃ। সর্ব্বপ্রাবাদুক-কল্পিত বস্তুনঃ অত্রৈব অন্তর্ভাবাৎ বিজ্ঞেয়ং যৎ পরমার্থসত্যম্ তুর্য্যাখ্যং অদ্বয়ম্ অজম্, আত্মতত্ত্বম্ ইত্যর্থঃ। সদা সর্ব্বদৈতৎ লৌকিকাদিবিজ্ঞেয়ান্তং বুদ্ধৈঃ পরমার্থদর্শিভিঃ ব্রহ্মবিদ্ভিঃ প্রকীর্ত্তিতম্ ॥ ২০৩ ॥ ৮৮ ॥

ভাষ্যানুবাদঃ—"অবস্তু এবং অনুপলম্ভ" এই দুই পদের অর্থ হইতেছে—গ্রাহ্য-গ্রহণভাবরহিত, অতএব লোকোত্তর অর্থাৎ লৌকিক ব্যবহারের অতীত; কারণ, গ্রাহ্য-গ্রহণভাবের যাহা বিষয় তাই "লোক", সেই গ্রাহ্য-গ্রহণভাবের অভাবহেতু উহা সর্ব্ববিধ প্রবৃত্তির বীজস্বরূপ সুষুপ্তাবস্থা। এইরূপে পরমার্থ-তত্ত্ব এবং তত্ত্বজ্ঞান লাভের উপায়রূপে লৌকিক অর্থাৎ জাগ্রদবস্থা, শুদ্ধলৌকিক অর্থাৎ স্বপ্নাবস্থা এবং লোকোত্তর অর্থাৎ সুষুপ্তাবস্থা জ্ঞানিগণ কর্ত্তৃক বিবেচিত হইয়াছে। যে জ্ঞানের দ্বারা পূর্ব্বোক্ত জাগ্রদাদি অবস্থাত্রয় বিজ্ঞাত হয়, তাহাই জ্ঞান, এবং এই অবস্থাত্রয় হইতেছে জ্ঞেয়; কারণ, এই অবস্থাত্রয় হইতে অতিরিক্ত আর কিছুই জ্ঞেয় নাই; কেননা, সমস্ত বৃথা তর্কপরায়ণ ব্যক্তিগণ দ্বারা পরিকল্পিত সমস্তই এই জাগ্রদাদি অবস্থাত্রয়েরই অন্তর্ভুক্ত। তুরীয়সংজ্ঞক, অদ্বিতীয়, উৎপত্তিরহিত, পরমার্থ সত্য যে আত্মতত্ত্ব তাহাই বিজ্ঞেয় অর্থাৎ বিশেষরূপে জানিবার যোগ্য। পরমার্থদর্শী ব্রহ্মবিদ্‌গণ কর্ত্তৃক সর্ব্বদা সেই

লৌকিক প্রভৃতি হইতে বিজ্ঞেয় আত্মতত্ত্ব পর্য্যন্ত সমস্ত বিষয় প্রকৃষ্টরূপে বর্ণিত হইয়াছে ॥ ২০৩ ॥ ৮৮ ॥

জ্ঞানে চ ত্রিবিধে জ্ঞেয়ে ক্রমেণ বিদিতে স্বয়ম্।
সর্ব্বজ্ঞতা হি সর্ব্বত্র ভবতীহ মহাধিয়ঃ ॥ ২০৪ ॥ ৮৯ ॥

অন্বয় ঃ—ত্রিবিধে জ্ঞেয়ে (জাগ্রদাদি অবস্থাত্রয়রূপ জ্ঞেয় বিষয়) জ্ঞানে চ (এবং তত্তৎ বিষয়ক জ্ঞান) ক্রমেণ (ক্রমশঃ) বিদিতে (পরিজ্ঞাত হইলে) মহাধিয়ঃ (সেই আত্মজ্ঞ পুরুষের) স্বয়ং (আপনা হইতেই) ইহ (এই সংসারে) সর্ব্বত্র (সর্ব্ব বিষয়ে) সর্ব্বজ্ঞতা হি ভবতি (নিশ্চয়ই সর্ব্বজ্ঞতা হয়) ॥ ২০৪ ॥ ৮৯ ॥

অনুবাদ ঃ—জাগ্রদাদি অবস্থাত্রয়রূপ জ্ঞেয় বিষয়ও তত্তৎ বিষয়ক জ্ঞান এবং উক্ত অবস্থাত্রয় ও লৌকিকাদি জ্ঞানের সহিত সম্পূর্ণ সম্বন্ধশূন্য তুরীয় সংজ্ঞক আত্মতত্ত্ব ক্রমশঃ পরিজ্ঞাত হইলে সেই আত্মজ্ঞ পুরুষের আপনা হইতেই এই দেহে, এই জন্মেই নিশ্চয়ই সর্ব্ব বিষয়ে সর্ব্বজ্ঞতা হইয়া থাকে ॥ ২০৪॥ ৮৯ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্ ঃ—জ্ঞানে চ লৌকিকাদির্বিষয়ে জ্ঞেয়ে চ লৌকিকাদৌ ত্রিবিধে, পূর্ব্বং লৌকিকং স্থূলম্, তদভাবেন পশ্চাৎ শুদ্ধং লৌকিকম্, তদভাবেন লোকোত্তরমিত্যেবং ক্রমেণ স্থানত্রয়াভাবেন পরমার্থসতে তূর্য্যে অদ্বয়ে অজে অভয়ে বিদিতে স্বয়মেব আত্মস্বরূপমেব সর্ব্বজ্ঞতা—সর্ব্বশ্চাসৌ জ্ঞশ্চ সর্ব্বজ্ঞঃ তদ্ভাবঃ সর্ব্বজ্ঞতা ইহ অস্মিন্ লোকে ভবতি মহাধিয়ো মহাবুদ্ধেঃ। সর্ব্বলোকাতিশয়বস্তুবিষয়বুদ্ধিত্বাৎ এবংবিদঃ সর্ব্বত্র সর্ব্বদা ভবতি। সকৃদ্‌বিদিতে স্বরূপে ব্যভিচারাভাবাৎ ইত্যর্থঃ। ন হি পরমার্থবিদো জ্ঞানোদ্ভবাভিভবৌ স্তঃ যথা অন্যেষাং প্রাবাদুকানাম্ ॥ ২০৪ ॥ ৮৯ ॥

ভাষ্যানুবাদ ঃ—লৌকিকাদি বিষয়ে জ্ঞান এবং ত্রিবিধ লৌকিকাদি জ্ঞেয় বিষয় বিদিত হইলে, অর্থাৎ প্রথমে লৌকিক স্থূল বিষয়, পশ্চাৎ সেই স্থূল বিষয়ের অভাবহেতু অস্থূল স্বপ্নকালীন কেবল লৌকিক বিষয় ; তদনন্তর স্থূল-

সূক্ষ্ম বিষয়ের অভাবহেতু লোকব্যবহারাতীত সুষুপ্ত, এইরূপ ক্রমানুসারে পূর্ব্বোক্ত অবস্থাত্রয়ের অভাবহেতু জাগ্রদাদি অবস্থাত্রয় বর্জ্জিত তূর্য্যসংজ্ঞক, অদ্বিতীয়, অজ, অভয়, পরমার্থ সত্য বিদিত হইলে, তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন সেই বিদ্বান্ ব্যক্তির আপনা হইতেই এই সংসারে সর্ব্বজ্ঞতা অর্থাৎ আত্মস্বরূপই লাভ হয়; সর্ব্বজ্ঞতা অর্থ যিনি সর্ব্বস্বরূপ এবং জ্ঞস্বরূপ অর্থাৎ সর্ব্বাত্মক ও সর্ব্ববিৎ, তাহার ভাব তৎস্বরূপতাই 'সর্ব্বজ্ঞতা'। সর্ব্বলোকের অতীত বস্তুবিষয়িণী বুদ্ধি থাকা-হেতু এই' প্রকার লক্ষণবিশিষ্ট আত্মজ্ঞ পুরুষের সর্ব্বদা, সর্ব্বত্র সর্ব্বজ্ঞতা হইয়া থাকে; কারণ, আত্মস্বরূপ একবার সাক্ষাৎ বিদিত হইলে সেই তত্ত্বজ্ঞানের কখনও ব্যভিচার হয় না। শুষ্ক তর্কপরায়ণ ব্যক্তিগণের জ্ঞানের ন্যায় পরমার্থ-তত্ত্ববিৎ পুরুষের জ্ঞানের উৎপত্তি ও বিনাশ হয় না ॥ ২০৪ ॥ ৮৯ ॥

হেয়-জ্ঞেয়াপ্য-পাক্যানি বিজ্ঞেয়ান্যগ্রযাণতঃ।
তেষামন্যত্র বিজ্ঞেয়াদুপলম্ভস্ত্রিষু স্মৃতঃ ॥ ২০৫ ॥ ৯০ ॥

অন্বয়ঃ—অগ্রযাণতঃ (প্রথমে) হেয়-জ্ঞেয়াপ্য-পাক্যানি (হেয় অর্থাৎ ত্যাগ করিবার যোগ্য, জাগ্রদাদি অবস্থাত্রয়, জ্ঞেয় অর্থাৎ অস্তি নাস্তি ইত্যাদি চতুষ্কোটি বিনির্মুক্ত পরমার্থতত্ত্ব, 'আপ্য' অর্থাৎ পাইবার যোগ্য, পুত্রৈষণাদি এষণাত্রয় পরিত্যাগ পূর্ব্বক অদ্বিতীয় বস্তুবিষয়ক বিচারজনিত বেদান্ত বাক্যের তাৎপর্য্য, জ্ঞানরূপ পাণ্ডিত্য অর্থাৎ শ্রবণ, "বাল্যং" অর্থাৎ দম্ভ অহঙ্কারাদিরাহিত্য বা আত্মানুসন্ধানরূপ মনন, "মৌনং" অর্থাৎ নিদিধ্যাসন, পূর্ব্বোক্ত এই পাণ্ডিত্য বাল্য ও মৌন অর্থাৎ শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন, এইগুলি হইতেছে আপ্য অর্থাৎ অর্জ্জন করিবার যোগ্য বস্তু, 'পাক্য' অর্থাৎ রাগ-দ্বেষ-মোহ প্রভৃতি কষায় বা সংস্কারসমূহ বিজ্ঞেয়ানি (বিশেষরূপে জানিতে হইবে) তেষাং বিজ্ঞেয়াৎ অন্যত্র ত্রিষু (পূর্ব্বোক্ত হেয়াদির মধ্যে তুরীয় আত্মতত্ত্ব ব্যতীত অন্য তিনটিতে) উপলম্ভঃ (যে জ্ঞান তাহা অবিদ্যা; কল্পনা মাত্র) স্মৃতঃ (আত্মজ্ঞগণ এইরূপ স্থির করিয়াছেন) ॥ ২০৫ ॥ ৯০ ॥

অনুবাদ ঃ—প্রথমে মুমুক্ষু ব্যক্তির হেয়, জ্ঞেয়, আপ্য এবং পাক্য বিষয়সমূহ বিশেষরূপে জানিতে হইবে; পূর্ব্বোক্ত হেয়াদির মধ্যে বিজ্ঞেয় পরমাত্মা ব্যতীত অন্য তিন বিষয়ে যে জ্ঞান, তাহা অবিদ্যা কল্পনা মাত্র, ব্রহ্মবিদ্‌গণের ইহাই সিদ্ধান্ত অর্থাৎ হেয়, প্রাপ্য ও পাক্য এই তিনটি বিষয়ের কোন পরমার্থ সত্তা নাই, উহারা অজ্ঞান কল্পিত প্রাতিভাসিক সত্তা বিশিষ্ট ॥ ২০৫ ॥ ৯০ ॥

[রাগদ্বেষাদি কষায় বহু, তন্মধ্যে যেগুলি ফল দিতে আরম্ভ করিয়াছে, সেগুলি ভোগের দ্বারা ক্ষয় প্রাপ্ত হইবে, যেগুলি ফলোন্মুখ সেগুলিকে বিবেক, বিচার ও বৈরাগ্য দ্বারা বিনষ্ট করিতে হইবে, ইহাই পাক্য শব্দের অর্থ।]

শাঙ্কর-ভাষ্যম্ ঃ—লৌকিকাদীনাম্ ক্রমেণ জ্ঞেয়ত্বেণ নির্দ্দেশাৎ অস্তি-ত্বাশঙ্কা পরমার্থতো মাভূৎ, ইত্যাহ—হেয়ানি চ লৌকিকাদীনি ত্রীণি জাগরিত-স্বপ্ন-সুষুপ্তানি আত্মনি অসত্ত্বেন রজ্জ্বাং সর্পবৎ হাতব্যানীত্যর্থঃ। জ্ঞেয়মিহ চতুষ্কোটিবর্জ্জিতং পরমার্থতত্ত্বম্। আপ্যানি—আপ্তব্যানি ত্যক্তবাহ্যৈষণাত্রয়েণ ভিক্ষুণা পাণ্ডিত্য-বাল্য-মৌনাখ্যানি সাধনানি। পাক্যানি—রাগদ্বেষমোহাদয়ো দোষাঃ কষায়াখ্যানি পক্তব্যানি। সর্ব্বাণ্যেতানি হেয়জ্ঞেয়াপ্যপাকানি বিজ্ঞেয়ানি ভিক্ষুণা উপায়ত্বেন ইত্যর্থঃ। অগ্রযাণতঃ প্রথমতঃ। তেষাং হেয়াদীনাম্ অন্যত্র বিজ্ঞেয়াৎ পরমার্থসত্যং বিজ্ঞেয়ং ব্রহ্মৈকং বর্জ্জয়িত্বা; উপলম্ভনম্ উপলম্ভঃ অবিদ্যাকল্পনামাত্রম্। হেয়াপ্যপাক্যেষু ত্রিষ্বপি স্মৃতো ব্রহ্মবিদ্ভি ন পরমার্থ-সত্যতা ত্রয়াণামিত্যর্থঃ ॥ ২০৫ ॥ ৯০ ॥

ভাষ্যানুবাদ ঃ—লৌকিক, শুদ্ধলৌকিক, লোকোত্তর এই তিন পদবাচ্য পূর্ব্বোক্ত জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি—এই অবস্থাত্রয়ের ক্রমশঃ জ্ঞেয়ত্ব নির্দ্দেশহেতু তাহাদের পারমার্থিক অস্তিত্বের আশঙ্কা যাহাতে না হয়, সেইজন্য বলিতেছেন—লৌকিকাদি অর্থাৎ জাগরিত, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই অবস্থাত্রয় আত্মাতে প্রকৃত-পক্ষে বিদ্যমান না থাকিলেও রজ্জুতে সর্পের ন্যায় কল্পিত হইয়া থাকে; সেই-হেতু পূর্ব্বোক্ত অবস্থাত্রয় হেয় অর্থাৎ পরিত্যাগের যোগ্য। "অস্তি, নাস্তি" ইত্যাদি চতুষ্কোটিবিনির্মুক্ত পরমার্থতত্ত্বই এখানে 'জ্ঞেয়' পদবাচ্য। প্রাপ্তির

যোগ্য পদার্থই 'আপ্য' অর্থাৎ মুমুক্ষু সন্ন্যাসীর পক্ষে পুত্রৈষণা, বিত্তৈষণা, লোকৈষণা এই এষণাত্রয় পরিত্যাগপূর্ব্বক পাণ্ডিত্য, বাল্য এবং মৌন অর্থাৎ তত্ত্ব-বিচার, মনন এবং নিদিধ্যাসনরূপ মুক্তির সাধনসমূহ আশ্রয় করা কর্ত্তব্য। "পাক্যানি" অর্থ কষায়সঞ্জক রাগ, দ্বেষ, মোহ প্রভৃতি দোষসমূহ যাহা ফলোন্মুখ হইয়াছে, এই দোষসমূহই পাক্য। এই সব হেয়, জ্ঞেয়, আপ্য ও পাক্য মুমুক্ষু ভিক্ষু কর্তৃক তত্ত্বজ্ঞান লাভের উপায়রূপে গ্রহণীয়। চতুষ্কোটিবিনির্মুক্ত বিজ্ঞেয় পরমার্থ সত্য এক ব্রহ্ম ব্যতীত অপর হেয় প্রভৃতির যে উপলম্ভ বা প্রতীতি তাহা অবিদ্যা কল্পনামাত্র। হেয়, আপ্য, পাক্য এই তিন বিষয়েই ব্রহ্মবিদ্‌গণ এইরূপ সিদ্ধান্তই করিয়াছেন। তাৎপর্য্য এই যে, উক্ত হেয়াদি তিনটির কোন পারমার্থিক সত্যতা নাই, উহারা অজ্ঞানকল্পিত ॥ ২০৫ ॥ ৯০ ॥

প্রকৃত্যাকাশবজ্‌জ্ঞেয়াঃ সর্ব্বে ধর্ম্মা অনাদয়ঃ।
বিদ্যতে ন হি নানাত্বং তেষাং কচন কিঞ্চন ॥ ২০৬ ॥ ৯১ ॥

অন্বয়ঃ—সর্ব্বে ধর্ম্মাঃ (ধর্ম্মপদবাচ্য সমস্ত আত্মা) প্রকৃত্যা (স্বভাবতঃ) আকাশবৎ (আকাশসদৃশ নির্লেপ ও সর্ব্বব্যাপী) কচন (কোথায়ও) কিঞ্চন (কিছুমাত্র) নানাত্বং (ভেদ) ন হি বিদ্যতে (বিদ্যমান নাই) ॥ ২০৬ ॥ ৯১ ॥

অনুবাদঃ—ধর্ম্মসংজ্ঞক সমস্ত আত্মাই স্বরূপতঃ আকাশসদৃশ নির্লেপ এবং সর্ব্বব্যাপী ও নিত্য। সেই সমস্ত আত্মার কুত্রাপি বিন্দুমাত্রও ভেদ নিশ্চয়ই বিদ্যমান নাই ॥ ২০৬ ॥ ৯১ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্‌ঃ—পরমার্থতস্তু প্রকৃত্যা স্বভাবতঃ আকাশবৎ আকাশতুল্যাঃ সূক্ষ্মনিরঞ্জনসর্ব্বগতত্বৈঃ সর্ব্বে ধর্ম্মা আত্মানো জ্ঞেয়া মুমুক্ষুভিঃ অনাদয়ো নিত্যাঃ। বহুবচনকৃতভেদাশঙ্কাং নিরাকুর্ব্বন্নাহ—কচন কচিদপি কিঞ্চন কিঞ্চিৎ অণুমাত্রমপি তেষাং ন বিদ্যতে নানাত্বমিতি ॥ ২০৬ ॥ ৯১ ॥

ভাষ্যানুবাদঃ—প্রকৃতপক্ষে কিন্তু ধর্ম্মপদবাচ্য সমস্ত আত্মাই স্বভাবতঃ আকাশতুল্য সূক্ষ্ম, নিরঞ্জন, সর্ব্বব্যাপী ও নিত্য; মুমুক্ষু সাধকগণ আত্মাকে

এইরূপ বলিয়া জানিবেন। "ধর্ম্মাঃ" এই বহুবচনের প্রয়োগ থাকায় লোকের মনে আত্মার নানাত্ব বা ভেদশঙ্কা হইতে পারে, সেই হেতু ভেদশঙ্কা নিরসন-পূর্ব্বক বলিতেছেন—"ক্বচন" অর্থাৎ দেশ, কাল, অবস্থা কোথায়ও, "কিঞ্চন" অর্থাৎ অণুমাত্রও, কার্য্যকারণভাবে কিংবা অংশাংশিভাবে তাহাদের নানাত্ব বা ভেদ বিদ্যমান নাই ॥ ২০৬ ॥ ৯১ ॥

আদিবুদ্ধাঃ প্রকৃত্যৈব সর্ব্বে ধর্ম্মাঃ সুনিশ্চিতাঃ।
যস্যৈবং ভবতি ক্ষান্তিঃ সোঽমৃতত্বায় কল্পতে ॥ ২০৭ ॥ ৯২ ॥

অন্বয় ঃ—সর্ব্বে ধর্ম্মাঃ (সমস্ত আত্মাই) প্রকৃত্যা এব (স্বভাবতই) আদি-বুদ্ধাঃ (প্রথম হইতেই বোধস্বরূপ অর্থাৎ নিত্যবুদ্ধ) সুনিশ্চিতাঃ (নিত্য নিশ্চিত স্বভাব) যস্য (যে মুমুক্ষু পুরুষের) ক্ষান্তিঃ (আত্মজ্ঞানোৎপাদন বিষয়ে প্রযত্ন নিবৃত্তি) ভবতি (হয়) সঃ (তিনি) অমৃতত্বায় (অমৃতস্বরূপ মোক্ষলাভে) কল্পতে (সমর্থ হন) ॥ ২০৭ ॥ ৯২ ॥

অনুবাদ ঃ—পূর্ব্বোক্ত শ্লোকে আত্মাকে জ্ঞেয় বলা হইয়াছে, প্রকৃতপক্ষে আত্মাতে জ্ঞেয়ত্ব শব্দের প্রয়োগ সম্ভবপর নয় ; কারণ, সমস্ত আত্মাই স্বভাবতই নিত্যবুদ্ধ এবং "আত্মা এইরূপ, আত্মা এইরূপ নহে" আত্মার সত্তা সম্বন্ধে পূর্ব্বোক্তরূপ সন্দেহ না থাকায়, আত্মা নিত্য সুনিশ্চিত স্বরূপ, তাঁহার স্বপ্রকাশ চৈতন্যস্বরূপের কখন ব্যভিচার হয় না। যে মুমুক্ষু পুরুষের পূর্ব্বোক্ত প্রকারে "আত্মা" সম্বন্ধে নিরপেক্ষ সুনিশ্চিত জ্ঞান হয় এবং সেই জ্ঞানহেতু আত্ম-জ্ঞানোৎপাদনে যাঁহার প্রযত্ন-নিবৃত্তি হয়, তিনি অমৃতস্বরূপ মোক্ষলাভে সমর্থ হন ॥ ২০৭ ॥ ৯২ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্ ঃ—জ্ঞেয়তাপি ধর্ম্মাণাংসংবৃত্যৈব, ন পরমার্থত ইত্যাহ—যস্মাদাদৌ বুদ্ধা আদিবুদ্ধাঃ প্রকৃত্যৈব স্বভাবত এব, যথা নিত্যপ্রকাশস্বরূপঃ সবিতা, এবং নিত্যবোধস্বরূপা ইত্যর্থঃ। সর্ব্বে ধর্ম্মাঃ সর্ব্ব আত্মানঃ। ন চ তেষাং নিশ্চয়ঃ কর্ত্তব্যঃ নিত্যনিশ্চিতস্বরূপা ইত্যর্থঃ। ন সন্দিহ্যমানস্বরূপা এবং

নৈবং বা ইতি। যস্য মুমুক্ষোঃ এবং যথোক্তপ্রকারেণ সর্ব্বদা বোধনিশ্চয়-নিরপেক্ষতা আত্মার্থং পরার্থং বা। যথা সবিতা নিত্যং প্রকাশান্তরনিরপেক্ষঃ স্বার্থং পরার্থং বা ইত্যেবং ভবতি ক্ষান্তির্ব্বোধকর্ত্তব্যতানিরপেক্ষতা সর্ব্বদা স্বাত্মনি, সোঽমৃতত্বায় অমৃতভাবায় কল্পতে মোক্ষায় সমর্থো ভবতীত্যর্থঃ ॥ ২০৭ ॥ ৯২ ॥

ভাষ্যানুবাদঃ—আত্মার যে জ্ঞেয় বিষয়, তাহা ব্যবহারিক মাত্র, পারমার্থিক নহে। এই অভিপ্রায় অনুসারে আচার্য্য শঙ্কর বলিতেছেন যে, যেহেতু স্বভাবতই আদিবুদ্ধ প্রথম হইতেই বুদ্ধ। সূর্য্য যেমন স্বাভাবিকভাবেই নিত্য প্রকাশমান, সকল ধর্ম্ম অর্থাৎ সকল আত্মাই ঠিক সেইরূপ নিত্যজ্ঞান-স্বরূপ। আর সেই আত্মা সকলের ঐরূপ স্বরূপ নিশ্চয় করিতে হইবে, তাহা নহে; কারণ, তাহারা স্বরূপতই নিত্যনিশ্চিত। অর্থাৎ ইহা এরূপ অথবা কি অন্যরূপ এইরূপ সন্দেহযুক্ত নহে। সূর্য্য যেমন অন্য কোন প্রকাশ নিরপেক্ষ হইয়া স্বতই প্রকাশমান, সেইরূপ যে মুমুক্ষু ব্যক্তির নিকট স্বার্থই হউক অথবা পরার্থই হউক, আত্মার যথাযথরূপ প্রকাশ সম্পাদনে ক্ষান্তি অর্থাৎ জ্ঞানোৎ-পাদনের জন্য অপেক্ষার অভাব থাকে, সেই ব্যক্তিই অমৃতত্ব অথবা মুক্তি লাভ করিতে সমর্থ হন ॥ ২০৭ ॥ ৯২ ॥

আদিশান্তা হ্যনুৎপন্নাঃ প্রকৃত্যৈব সুনির্বৃতাঃ।
সর্ব্বে ধর্ম্মাঃ সমাভিন্না অজং সাম্যং বিশারদম্ ॥ ২০৮ ॥ ৯৩ ॥

অন্বয়ঃ—সর্ব্বে ধর্ম্মাঃ (সমস্ত আত্মাই) প্রকৃত্যা এব (স্বভাবতই) আদি-শান্তাঃ (নিত্য শান্ত) হি অনুৎপন্নাঃ (নিশ্চয়ই উৎপত্তিরহিত) সুনির্বৃতাঃ (নিত্য মুক্ত স্বভাব) সমাঃ (সমান) অভিন্নাঃ (ভেদরহিত) অজং (উৎপত্তি-হীন) সাম্যং (সমস্বভাব) বিশারদম্ (বিশুদ্ধ) ॥ ২০৮ ॥ ৯৩ ॥

অনুবাদঃ—সমস্ত আত্মা স্বভাবতই নিত্যশান্ত, উৎপত্তিরহিত এবং নিত্য-মুক্ত স্বভাব যেহেতু আত্মতত্ত্ব স্বভাবতঃ অজ এবং বিশুদ্ধ, সেই হেতু সংসার দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তিরূপ শান্তি কিংবা পরমানন্দস্বরূপ ‘মোক্ষ’ কর্ম্মের দ্বারা

প্রাপ্তব্য বস্তু নহে। কারণ, কর্ম্মের দ্বারা যাহা প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহা অনিত্য। আত্মস্বরূপ মোক্ষ নিত্য বলিয়া উহা কর্ম্মের দ্বারা প্রাপ্তব্য নহে। ব্রহ্মবিদ্যা দ্বারা আত্মবিষয়ক অজ্ঞানই দূর করা কর্ত্তব্য ॥ ২০৮ ॥ ৯৩ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্ঃ—তথা নাপি শান্তিকর্ত্তব্যতা আত্মনীত্যাহ—যস্মাৎ আদিশান্তা নিত্যমেব শান্তা অনুৎপন্না অজাশ্চ প্রকৃত্যৈব সুনির্বৃতাঃ সুষ্ঠু উপরতস্বভাবা নিত্যমুক্তস্বভাবা ইত্যর্থঃ। সর্ব্বে ধর্ম্মাঃ সমাশ্চ অভিন্নাশ্চ সমাভিন্নাঃ, অজং সাম্যং বিশারদং বিশুদ্ধমাত্মতত্ত্বং যস্মাৎ, তস্মাৎ শান্তিঃ মোক্ষো বা নাস্তি কর্ত্তব্য ইত্যর্থঃ। ন হি নিত্যৈকস্বভাবস্য কৃতং কিঞ্চিদর্থবৎ স্যাৎ ॥ ২০৮ ॥ ৯৩ ॥

ভাষ্যানুবাদঃ—যেহেতু আত্মা নিত্যই শান্তস্বভাব সেই হেতু আত্মাতে শান্তিও কোনপ্রকার কর্ম্ম দ্বারা করা যাইতে পারে না; আত্মাসমূহ স্বভাবতই অনুৎপন্ন অর্থাৎ উৎপত্তিহীন এবং সুনির্বৃত্ত অর্থাৎ সম্পূর্ণরূপে উপরত স্বভাব বা নিত্যমুক্ত স্বভাব; সমস্ত আত্মাই সমান অর্থাৎ ভেদরহিত এবং অভিন্ন বা একই বস্তু। যেহেতু আত্মতত্ত্ব বিশুদ্ধ, সাম্য অর্থাৎ বৈষম্যরহিত এবং উৎপত্তিহান, সেইহেতু শান্তি ও মোক্ষ বিষয়ে আত্মার কোন কর্ত্তব্যতা নাই; কৃতকমাত্রই অনিত্য হওয়া হেতু, নিত্য একই স্বভাব বস্তুর সম্বন্ধে কোনকিছু কৃত হইলেও তাহা অর্থবৎ অর্থাৎ সার্থক হয় না ॥ ২০৮ ॥ ৯৩ ॥

বৈশারদ্যন্তু বৈ নাস্তি ভেদে বিচরতাং সদা।
ভেদনিম্নাঃ পৃথগ্‌বাদাস্তস্মাৎ তে কৃপণাঃ স্মৃতাঃ ॥ ২০৯ ॥ ৯৪ ॥

অন্বয়ঃ—সদা (সর্ব্বদা) ভেদে বিচরতাং (অজ্ঞানকল্পিত ভেদমার্গে বর্ত্তমান দ্বৈতবাদিগণের) তু (কিন্তু) বৈশারদ্যং (আত্মার নিত্য বিশুদ্ধস্বভাব) ন বৈ অস্তি (নিশ্চয়ই নাই) তস্মাৎ (সেই হেতু) ভেদ নিম্নাঃ (সংসারাসক্ত) পৃথগ্‌বাদাঃ (দ্বৈতের সত্যত্ববাদী) তে (সেই ভেদবাদিগণ) কৃপণাঃ (ক্ষুদ্র চিত্ত) স্মৃতাঃ (তত্ত্বদর্শিগণ কর্ত্তৃক এইরূপ স্থিরীকৃত হইয়াছে) ॥ ২০৯ ॥ ৯৪ ॥

অনুবাদ ঃ—সর্ব্বদা অজ্ঞান-কল্পিত ভেদমার্গে বর্ত্তমান দ্বৈতবাদিগণের চিত্তে আত্মার নিত্য বিশুদ্ধস্বভাব প্রতিভাও নিশ্চয়ই প্রতিভাত হয় না; সেই-হেতু সংসারাসক্ত দ্বৈতের সত্যত্ববাদী, ভেদদর্শী দ্বৈতবাদিগণ ক্ষুদ্র চিত্ত, তত্ত্বদর্শি-গণ কর্ত্তৃক এইরূপ স্থিরীকৃত হইয়াছে ।। ২০৯ ।। ৯৪ ।।

শাঙ্কর-ভাষ্যম্ ঃ—যে যথোক্তং পরমার্থতত্ত্বং প্রতিপন্নাঃ, তে এব অকৃপণা লোকে; কৃপণাস্তু অন্যে ইত্যাহ—যস্মাৎ ভেদনিম্না ভেদানুযায়িনঃ সংসারানুগা ইত্যর্থঃ। কে? পৃথগ্‌বাদাঃ পৃথক্ নানাবস্তু ইত্যেবং বদনং যেষাং তে পৃথগ্‌বাদা দ্বৈতিন ইত্যর্থঃ। তস্মাৎ তে কৃপণাঃ ক্ষুদ্রাঃ স্মৃতাঃ, যস্মাৎ বৈশারদ্যং বিশুদ্ধিঃ, তৎ নাস্তি তেষাং ভেদে বিচরতাং দ্বৈতমার্গে অবিদ্যাকল্পিতে সর্ব্বদা বর্ত্তমানানাম্ ইত্যর্থঃ। অতো যুক্তমেব তেষাং কার্পণ্যম্ ইত্যভিপ্রায়ঃ ।। ২০৯ ।। ৯৪ ।।

ভাষ্যানুবাদ ঃ—যাঁহারা পূর্ব্বোক্ত পরমার্থতত্ত্ব সাক্ষাৎ উপলব্ধি করিয়াছেন, তাঁহারাই কেবল জগতে কৃপণ নহেন; তাঁহাদের ব্যতীত অপর সকলেই কৃপণ; ইহাই প্রদর্শন করিবার জন্য বলিতেছেন—যেহেতু ভেদনিম্ন বা ভেদ-প্রবণ অর্থাৎ সংসারাসক্ত; কাহারা? যাহারা পৃথগ্‌বাদ অর্থাৎ যাহার সত্য-বস্তু আছে এইরূপ বলাই যাহাদের স্বভাব তাহারাই পৃথগ্‌বাদপদবাচ্য অর্থাৎ দ্বৈতবাদিগণ; সেই হেতু তাহারা কৃপণ অর্থাৎ ক্ষুদ্র বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে; যেহেতু সর্ব্বদা অবিদ্যাকল্পিত দ্বৈতমার্গে বর্ত্তমান, তাহাদের নিকট আত্মার স্বভাবসিদ্ধ বিশুদ্ধি বা নির্ম্মলতা প্রকাশ পায় না, সেই হেতু তাহাদের 'কার্পণ্য' যুক্তিযুক্তই; ইহাই এই শ্লোকের অভিপ্রায় ।। ২০৯ ।। ৯৪ ।।

অজে সাম্যে তু যে কেচিদ্ভবিষ্যন্তি সুনিশ্চিতাঃ।
তে হি লোকে মহাজ্ঞানাস্তচ্চ লোকো ন গাহতে ॥ ২১০ ॥ ৯৫ ॥

অন্বয় ঃ—যে তু কেচিৎ (যাঁহারাই) অজে সাম্যে (উৎপত্তি বৈষম্যহীন পরমার্থতত্ত্বে) সুনিশ্চিতাঃ (নিঃসন্দিগ্ধ জ্ঞানসম্পন্ন) ভবিষ্যন্তি (হইবেন)

তে হি (তাঁহারাই) লোকে (জগতে) মহাজ্ঞানাঃ (প্রকৃত তত্ত্বদর্শী) লোকঃ (সাধারণ বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি) তৎ চ (তাঁহাদের সেই তত্ত্বজ্ঞান) ন গাহতে (গ্রহণ করে না) ॥ ২১০ ॥ ৯৫ ॥

অনুবাদ ঃ—যাঁহাদের অজ, বৈষম্যহীন কূটস্থ পরমার্থতত্ত্ববিষয়ে অসম্ভাবনা ও বিপরীত ভাবনাবিহীন, নিশ্চয় বা নির্দ্ধারণরূপ বিজ্ঞান উদিত হয়, তাঁহারাই জগতে মহানুভব বা প্রকৃত তত্ত্বদর্শী ; সাধারণ লোক তাঁহাদের সেই তত্ত্বজ্ঞান গ্রহণ করে না ।। ২১০ ॥ ৯৫ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্ ঃ—যদিদং পরমার্থতত্ত্বম্, অমহাত্মভিঃ অপণ্ডিতৈঃ বেদান্ত-বহিঃষ্ঠৈঃ ক্ষুদ্রৈঃ অল্পপ্রজ্ঞৈঃ অনবগাহ্যম্ ইত্যাহ—অজে সাম্যে পরমার্থতত্ত্বে এবমেবেতি যে কেচিৎ স্ত্র্যাদয়ঃ অপি সুনিশ্চিতা ভবিষ্যন্তি চেৎ, তে এব হি লোকে মহাজ্ঞানা নিরতিশয়-তত্ত্ববিষয়কজ্ঞানা ইত্যর্থঃ। তচ্চ তেষাং বর্ত্ম তেষাং বিদিতং পরমার্থতত্ত্বং সামান্যবুদ্ধিঃ অন্যো লোকো ন গাহতে ন অবতরতি —ন বিষয়ীকরোতীত্যর্থঃ। "সর্ব্বভূতাত্মভূতস্য সমৈকার্থং প্রপশ্যতঃ। দেবা অপি মার্গে মুহ্যন্তপদস্য পদৈষিণঃ। শকুনীনামিবাকাশে গতির্নৈবোপলভ্যতে" ইত্যাদি স্মরণাৎ ॥ ২১০ ॥ ৯৫ ॥

ভাষ্যানুবাদ ঃ—যাঁহারা মহানুভব এবং পণ্ডিত নহেন, যাহারা বেদান্ত-বিমুখ সেই ক্ষুদ্রচিত্ত অল্পপ্রজ্ঞ ব্যক্তিগণের পক্ষে এই পরমার্থতত্ত্ব অত্যন্ত দুরবগাহ, ইহাই এক্ষণে বলা হইতেছে—উৎপত্তিহীন বৈষম্যরহিত পরমার্থতত্ত্ব বিষয়ে "পরমার্থতত্ত্ব এইরূপই" এই প্রকার যাঁহাদের দৃঢ় নিশ্চয় হয়, তাঁহারাই জগতে শ্রেষ্ঠতম তত্ত্বজ্ঞানী। তাঁহাদের বিদিত সেই পরমার্থতত্ত্ব অল্পপ্রজ্ঞ ব্যক্তির বুদ্ধিগোচর হয় না। স্মৃতিশাস্ত্রে এইরূপ উক্ত আছে—আব্রহ্মস্তম্ভ পর্য্যন্ত সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা এবং নিরুপচরিত স্বরূপহেতু পরম প্রেমাস্পদ বলিয়া যিনি সর্ব্বভূতের হিত বা পরম মঙ্গলস্বরূপ পরব্রহ্ম যে বিদ্বান্ ব্যক্তি সেই পরব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হইয়াছেন, সেই পদ অভিলাষী দেবগণও অলৌকিক জ্ঞান-সম্পন্ন হইলেও সেই তত্ত্বজ্ঞানী বিদ্বান্ ব্যক্তির অবলম্বিত পথে মোহপ্রাপ্ত হন ;

কারণ পরিপূর্ণ স্বভাব ব্রহ্মস্বরূপ বিদ্বান ব্যক্তির কোন গন্তব্য পথ বা স্থান নাই। আকাশে অতি ঊর্দ্ধে বিচরণকারী পক্ষীদিগের গতি যেরূপ উপলব্ধি করা যায় না, সেইরূপ ব্রহ্মভাবপ্রাপ্ত বিদ্বান্ ব্যক্তিরও গতি বুদ্ধিদ্বারা উপলব্ধি করা যায় না ॥ ২১০ ॥ ৯৫ ॥

অজেষজমসংক্রান্তং ধর্ম্মেষু জ্ঞানমিষ্যতে।
যতো ন ক্রমতে জ্ঞানমসঙ্গং তেন কীর্ত্তিতম্ ॥ ২১১ ॥ ৯৬ ॥

অন্বয়ঃ—অজেষু (জন্মরহিত) ধর্ম্মেষু (চিৎ-প্রতিবিম্ব জীবাত্মাসমূহে) জ্ঞানং (বিম্বকল্প স্বপ্রকাশ চৈতন্যস্বরূপ কূটস্থ ব্রহ্ম) অজম্ (নিত্য) অসংক্রান্তং (বিষয় সম্পর্করহিত) ইষ্যতে (স্বীকৃত হইয়া থাকে) যতঃ (যেহেতু) জ্ঞানং (কূটস্থ চৈতন্যস্বরূপ ব্রহ্ম) ন ক্রমতে (বিষয়ান্তরের সহিত সংশ্লিষ্ট হন না) তেন (সেই হেতু) অসঙ্গং (নির্লেপ) কীর্ত্তিতম্ (কথিত হন) ॥ ২১১ ॥ ৯৬ ॥

অনুবাদঃ—পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে নিত্য, বৈষম্যরহিত, চৈতন্যস্বরূপ ব্রহ্ম হইতেছেন প্রমেয়, সেই ব্রহ্মবিষয়ক নিশ্চয়বান্ পুরুষ প্রমতো এবং ব্রহ্মবিষয়ক নিশ্চয় জ্ঞান হইতেছে প্রমাণ। ব্রহ্ম যদি প্রমাণের বিষয় হন, তাহাকে বস্তু পরিচ্ছেদ হওয়ায় ব্রহ্মজ্ঞান কি প্রকারে মহাজ্ঞান হইতে পারে এবং ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের মহাজ্ঞানত্বই বা কিরূপে সিদ্ধ হয়? এই আশঙ্কার উত্তরে বলা হইতেছে জন্মরহিত, চিৎপ্রতিবিম্ব জীবাত্মাসমূহে বিম্বকল্প, স্বপ্রকাশ চৈতন্য-স্বরূপ; কূটস্থ ব্রহ্ম নিত্য এবং বিষয়সম্পর্ক রহিত বলিয়া স্বীকৃত হইয়া থাকেন। যেহেতু কূটস্থ চৈতন্যস্বরূপ ব্রহ্ম বিষয়ান্তরের সহিত সংশ্লিষ্ট হন না, সেই হেতু তিনি অসঙ্গ বলিয়া কথিত হন ॥ ২১১ ॥ ৯৬ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্ঃ—কথং মহাজ্ঞানত্বমিত্যাহ—অজেষু অনুৎপন্নেষু অচলেষু ধর্ম্মেষু আত্মসু অজম্ অচঞ্চলম্ জ্ঞানম্ ইষ্যতে, সবিতরীব ঔষ্ণ্যং প্রকাশশ্চ যতঃ, তস্মাদসংক্রান্তম্ অর্থান্তরে জ্ঞানম্ অজম্ ইষ্যতে। যস্মাৎ ন ক্রমতে

অর্থান্তরে জ্ঞানম্, তেন কারণেন অসঙ্গং তৎ কীর্ত্তিতম্ আকাশকল্পম্ ইত্যুক্তম্ ॥ ২১১ ॥ ৯৬ ॥

ভাষ্যানুবাদ ঃ—মহাজ্ঞানত্ব কি প্রকারে হইয়া থাকে তাহা বলা হইতেছে—যেহেতু অনুৎপন্ন অর্থাৎ জন্মরহিত, অচল নিষ্ক্রিয় নির্ব্বিকার আত্মা-সমূহে জ্ঞানকেও সূর্য্যের উষ্ণতা ও প্রকাশের ন্যায়, অজ ও অচল বলিয়া স্বীকার করা হইয়া থাকে, সেই হেতু বিষয়ান্তরে অসংক্রান্ত সেই জ্ঞান অজ অর্থাৎ নিত্য বলিয়া স্বীকৃত হয়। যেহেতু জ্ঞান অন্য বিষয়ে গমন করে না অর্থাৎ বিষয়ান্তরের সহিত সংশিষ্ট হয় না, সেই হেতু সেই জ্ঞান আকাশের ন্যায় অসঙ্গ বলিয়া কথিত হইয়া থাকে ॥ ২১১ ॥ ৯৬ ॥

অণুমাত্রেঽপি বৈধর্ম্ম্যে জায়মানেঽবিপশ্চিতঃ।
অসঙ্গতা সদা নাস্তি কিমুতাবরণচ্যুতিঃ ॥ ২১২ ॥ ৯৭ ॥

অন্বয় ঃ—অবিপশ্চিতঃ (অবিবেকীর মতে) অণুমাত্রে অপি (অল্পমাত্রও) বৈধর্ম্ম্যে (বৈলক্ষণ্য) জায়মানে (উৎপন্ন হইলে) সদা অসঙ্গতো (স্বভাবসিদ্ধ নিত্য নির্লিপ্ততা) নাস্তি (থাকে না) কিমুত আবরণচ্যুতিঃ (অজ্ঞানরূপ আবরণের নাশ বিষয়ে বলিবার আর কি আছে ?) ॥ ২১২ ॥ ৯৭ ॥

অনুবাদ ঃ—কূটস্থ 'সত্য' জ্ঞান অনন্তস্বরূপ ব্রহ্মই পরমার্থতত্ত্ব ; সুতরাং অদ্বৈত মতে অসঙ্গতা অর্থাৎ বিষয়ের সহিত নির্লিপ্ততা জ্ঞানের স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম। অদ্বৈতবাদী ব্যতীত অপরবাদিগণের মতে 'জ্ঞান' সবিষয় ; সুতরাং তাঁহাদের মতে জ্ঞানের অসঙ্গতা সিদ্ধ হয় না। অজ্ঞান দৃষ্টিতে কোন পদার্থেরই বাস্তব জন্ম স্বীকার করিলে, জ্ঞান সেই সত্য বস্তুবিষয়ক হওয়ায় জ্ঞানের অসঙ্গতা সিদ্ধ হয় না ; সেই হেতু বলিতেছেন—অবিবেকিগণের মতে চৈতন্যস্বরূপ আত্মাতে বিন্দুমাত্র বৈলক্ষণ্য উৎপন্ন হইলেই যখন আত্মার স্বভাবসিদ্ধ অসঙ্গতার হানি হয়, তখন আত্মবিষয়ক অজ্ঞান আবরণের নাশ সম্বন্ধে বলিবার আর কি আছে ? অর্থাৎ অজ্ঞান-আবরণ ধ্বংস সিদ্ধ হয় না ॥ ২১২ ॥ ৯৭ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্ ঃ—ইতোঽন্যেষাং বাদিনামণুমাত্রে অল্পেঽপি বৈধর্ম্ম্যে বস্তুনি বহিরন্তর্ব্বা জায়মানে উৎপদ্যমানে অবিপশ্চিতোঽবিবেকিনঃ অসঙ্গতা অসঙ্গত্বং যদা নাস্তি, কিমুত বক্তব্যম্ আবরণচ্যুতিঃ বন্ধনাশো নাস্তীতি ॥ ২১২ ॥ ৯৭ ॥

ভাষ্যানুবাদ ঃ—অদ্বৈতবাদিগণের মত ব্যতীত অপরবাদিগণের মতে আত্মবস্তুতে অভ্যন্তরে কিংবা বাহিরে অল্পমাত্র বৈলক্ষণ্য উৎপন্ন হইলেই, যখন সেই অবিবেকিগণের মতে নিত্য অসঙ্গত থাকে না, তখন 'আবরণ-চ্যুতি' অর্থাৎ বন্ধনের নাশ যে হয় না, সে সম্বন্ধে আর বলিবার কি আছে ? ॥ ২১২ ॥ ৯৭ ॥

অলব্ধাবরণাঃ সর্ব্বে ধর্ম্মাঃ প্রকৃতিনির্ম্মলাঃ ।
আদৌ বুদ্ধাস্তথা মুক্তাঃ বুধ্যন্ত ইতি নায়কাঃ ॥ ২১৩ ॥ ৯৮ ॥

অন্বয় ঃ—সর্ব্বে ধর্ম্মাঃ (সমস্ত আত্মাই) অলব্ধাবরণাঃ (সর্ব্বদাই বন্ধন-রহিত) প্রকৃতি নির্ম্মলাঃ (স্বভাবতই বিশুদ্ধ) আদৌ বুদ্ধাঃ (প্রথম হইতেই জ্ঞানস্বরূপ) তথা মুক্তাঃ (সেইরূপ মুক্তস্বভাব) ইতি (এইরূপে) নায়কাঃ (তত্ত্বদর্শিগণ) বুধ্যন্ত (অবগত হন অর্থাৎ জানেন) ॥ ২১৩ ॥ ৯৮ ॥

অনুবাদ ঃ—অজ্ঞদিগের অজ্ঞান দৃষ্টিতেই অজ্ঞান আবরণ কল্পিত হয় ; কিন্তু তত্ত্বদৃষ্টিতে অজ্ঞান আবরণ নাই ; সেইজন্য বলিতেছেন—সমস্ত আত্মাই সর্ব্বদা বন্ধনরহিত, স্বভাবতঃ বিশুদ্ধ এবং নিত্য-বুদ্ধ-মুক্তস্বভাব। তত্ত্বদর্শি অদ্বৈতবাদিগণ আত্মতত্ত্ব সম্বন্ধে এইরূপ জানেন ॥ ২১৩ ॥ ৯৮ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্ ঃ—তেষামাবরণচ্যুতিঃ নাস্তীতি ব্রুবতাং স্বসিদ্ধান্তে অভ্যুপগতং তর্হি ধর্ম্মাণাম্ আবরণম্ ন ইত্যুচ্যতে—অলব্ধাবরণাঃ অলব্ধম্ অপ্রাপ্তম্ আবরণম্ অবিদ্যাদিবন্ধনং যেষাং, তে ধর্ম্মা অলব্ধাবরণা বন্ধনরহিতা ইত্যর্থঃ। প্রকৃতিনির্ম্মলাঃ স্বভাবশুদ্ধাঃ আদৌ বুদ্ধাঃ তথা মুক্তাঃ, যস্মাৎ নিত্যশুদ্ধ-বুদ্ধমুক্তস্বভাবাঃ। যদ্যেবম্ কথং তর্হি বুধ্যন্তে ইত্যুচ্যতে—নায়কাঃ স্বামিনঃ সমর্থা বুদ্ধাঃ বোধশক্তিমৎস্বভাবা ইত্যর্থঃ। যথা নিত্যপ্রকাশস্বরূপোঽপি সন্

সবিতা প্রকাশতে ইত্যুচ্যতে, যথা বা নিত্যনিবৃত্তগতয়োঽপি 'নিত্যমেব শৈলাঃ তিষ্ঠন্তি' ইত্যুচ্যতে, ‧তদ্বৎ ॥ ২১৩ ॥ ৯৮ ॥

ভাষ্যানুবাদ ঃ—অদ্বৈতবাদিগণ ব্যতীত অপরবাদিগণের মতে 'আবরণ-চ্যুতি' অর্থাৎ অজ্ঞানাবরণ ধ্বংস হয় না বলায়, স্বীয় সিদ্ধান্তে অর্থাৎ অদ্বৈত-মতেও তাহা হইলে আত্মার আবরণ অঙ্গীকার করা হয়, এই শঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন—না, তাহা হয় না। কারণ, সেই সমস্ত আত্মাই বন্ধনরহিত, যাহারা কখনও অবিদ্যাদি বন্ধন প্রাপ্ত হয় নাই, তাহারাই "অলব্ধাবরণ" অর্থাৎ স্বভাবতই বন্ধনরহিত ; "প্রকৃতিনির্ম্মলাঃ" অর্থাৎ স্বভাবতই শুদ্ধ, সেইরূপ প্রথম হইতেই মুক্ত ; যেহেতু আত্মাসমূহ নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত-স্বভাব, সেই-হেতু তাহারা অবিদ্যাদি বন্ধনরহিত। আত্মাসমূহ যদি এইরূপই হয়, তাহা হইলে 'আত্মা উপলব্ধি করেন' এইরূপে আত্মার জ্ঞান ক্রিয়ার কর্ত্তৃত্ব কিরূপে বলা হয়? প্রকৃতি ও প্রত্যয় হইতে জানা যায় ক্রিয়া এবং কর্ত্তা মুখ্যই হইয়া থাকে, কখন গৌণ হয় না ; সুতরাং আত্মা যখন তত্ত্বজ্ঞান উপলব্ধি করেন বলা হয়, তখন আত্মা কি প্রকারে জ্ঞানস্বরূপ হইতে পারেন? এই আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন—"নায়কাঃ" অর্থাৎ সমস্ত আত্মাই স্বামী বা সমর্থ বা বুদ্ধ অর্থাৎ স্বভাবতই বোধশক্তিসম্পন্ন। যেমন, সূর্য্য নিত্য প্রকাশস্বরূপ হইলেও, "সূর্য্য প্রকাশ পাইতেছে" এইরূপ বলা হইয়া থাকে, কিংবা যেরূপ পর্ব্বতসমূহ নিত্য গতিহীন হইলেও "পর্ব্বতসমূহ সর্ব্বদা অবস্থান করিতেছে" এইরূপ বলা হইয়া থাকে, "আত্মা উপলব্ধি করেন" এই বাক্যও ঠিক সেইরূপ অর্থাৎ আত্মার জ্ঞান-কর্ত্তৃত্ব মুখ্য নহে, উহা আরোপিত মাত্র ॥ ২১৩ ॥ ৯৮ ॥

ক্রমতে ন হি বুদ্ধস্য জ্ঞানং ধর্ম্মেষু তায়িনঃ।
সর্ব্বে ধর্ম্মাস্তথা জ্ঞানং নৈতদ্ বুদ্ধেন ভাষিতম্ ॥ ২১৪ ॥ ৯৯ ॥

অন্বয় ঃ—বুদ্ধস্য (পরমার্থদর্শীর) জ্ঞানং (জ্ঞান) ধর্ম্মেষু (বিষয়সমূহে) ন হি ক্রমতে (নিশ্চয়ই সংক্রামিত অর্থাৎ লিপ্ত হয় না) তথা (সেইরূপ) সর্ব্বে ধর্ম্মাঃ

(সমস্ত আত্মাই) তায়িনঃ (অখণ্ড, নিরন্তর) জ্ঞানং (জ্ঞান) এতৎ (ইহা) বুদ্ধেন (বুদ্ধদেব কর্ত্তৃক) ন ভাষিতম্ (কথিত হয় নাই) ॥ ২১৪ ॥ ৯৯ ॥

অনুবাদ ঃ—পরমার্থদর্শীর জ্ঞানসমূহে নিশ্চয়ই সংক্রামিত হয় না। সেই-রূপ সমস্ত আত্মাই অখণ্ড নিরন্তর, আকাশবৎ সর্ব্ববিধ পরিচ্ছেদরহিত এবং জ্ঞান ও নিরন্তর ও বিষয়সম্পর্কবিহীন। একমাত্র উপনিষৎগম্য, জ্ঞাতৃ-জ্ঞেয়-জ্ঞানস্বরূপ ভেদবর্জ্জিত এই চৈতন্যমাত্রস্বরূপ ব্রহ্মতত্ত্ব বুদ্ধদেব কর্ত্তৃক কথিত হয় নাই, অর্থাৎ ইহা বৌদ্ধ-সিদ্ধান্ত নহে, ইহা একমাত্র অদ্বৈত বেদান্ত-সিদ্ধান্ত ॥ ২১৪ ॥ ৯৯ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্ ঃ—যস্মাৎ ন হি ক্রমতে বুদ্ধস্য পরমার্থদর্শিনো জ্ঞানং বিষয়ান্তরেষু ধর্ম্মেষু ধর্ম্মসংস্থং সবিতরি ইব প্রভা। তায়িনঃ—তায়োঽস্যাস্তীতি তায়ী, তস্য সন্তানবতো নিরন্তরস্য আকাশকল্পস্য ইত্যর্থঃ। পূজাবতো বা প্রজ্ঞাবতো বা। সর্ব্বে ধর্ম্মা আত্মানোঽপি তথা জ্ঞানাদেব আকাশকল্পত্বাৎ ন ক্রমন্তে ক্বচিদপি অর্থান্তর ইত্যর্থঃ। যদাদৌ উপন্যস্তং "জ্ঞানেন আকাশকল্পেন" ইত্যাদি, তদিদমাকাশকল্পস্য তায়িনো বুদ্ধস্য তদনন্যত্বাৎ আকাশকল্পং জ্ঞানং ন ক্রমতে ক্বচিদপ্যর্থান্তরে। তথা ধর্ম্মা ইতি আকাশমিব অচলমবিক্রিয়ং নিরবয়বং নিত্যমদ্বিতীয়ম্ অসঙ্গমদৃশ্যম্ অগ্রাহ্যম্ অশনায়াদ্যতীতং ব্রহ্মাত্মতত্ত্বম্ "ন হি দ্রষ্টুর্দৃষ্টের্বিপরিলোপো বিদ্যতে" ইতি শ্রুতেঃ। জ্ঞান-জ্ঞেয়-জ্ঞাতৃ-ভেদরহিতং পরমার্থতত্ত্বমদ্বয়মেতৎ ন বুদ্ধেন ভাষিতম্।

যদ্যপি বাহ্যার্থনিরাকরণং জ্ঞানমাত্রকল্পনা চাদ্বয়বস্তুসামীপ্যম্ উক্তম্। ইদন্তু পরমার্থতত্ত্বম্ অদ্বৈতং বেদান্তেষ্বেব বিজ্ঞেয়মিত্যর্থঃ ॥ ২১৪ ॥ ৯৯ ॥

ভাষ্যানুবাদ ঃ—যেহেতু পরমার্থদর্শী তত্ত্বজ্ঞ পুরুষের জ্ঞান অপর বিষয় সমূহে সংক্রামিত বা লিপ্ত হয় না, সূর্য্যের প্রভার ন্যায় উহা আত্মাতেই অবস্থিত থাকে, সেই হেতু আত্মার বোদ্ধৃত্ব অর্থাৎ জ্ঞানক্রিয়ার কর্ত্তৃত্ব সম্ভব হয় না। "তায়িনঃ" অর্থ যাহার তায় অর্থাৎ সন্ততভাব আছে, তাহাকে তায়ী বলে; অবিচ্ছিন্ন, অখণ্ড, পরিচ্ছেদরহিত যে বস্তু তাহা তায়ী, সেই আকাশসদৃশ সর্ব্ব-

বিধ পরিচ্ছেদরহিত, অখণ্ড নিরন্তরস্বভাব বুদ্ধ বা পরমার্থদর্শীর জ্ঞান আত্ম-সংস্থ বলিয়া বিষয়ান্তরে লিপ্ত হয় না, অথবা "তায়ী" অর্থ পূজনীয় বা প্রকৃষ্ট জ্ঞানবান্। পূজনীয় বা প্রকৃষ্ট জ্ঞানবান পরমার্থদর্শীর জ্ঞান যেরূপ বিষয়-সম্পর্করহিত, সেইরূপ সমস্ত আত্মাই পূর্ব্বোক্ত জ্ঞানের ন্যায় আকাশসদৃশ নির্লেপ হওয়ায় কোনও বিষয়ে সংক্রামিত হয় না। পূর্ব্বে "জ্ঞানেন আকাশ-কল্পেন" ইত্যাদি বাক্য দ্বারা যাহা উপন্যস্ত হইয়াছে, সেই জ্ঞানই আকাশকল্প, তায়ী, বুদ্ধ বা পরমার্থদর্শীর জ্ঞান, উহা হইতে সেই জ্ঞান ভিন্ন নহে; সুতরাং 'আকাশকল্প' এই জ্ঞান কখনও কোন বিষয়ে সংক্রামিত বা লিপ্ত হয় না, আত্মাসমূহও সেইরূপ। ব্রহ্মাত্মতত্ত্ব আকাশের ন্যায় অচল, অবিক্রিয়, নিরবয়ব, নিত্য, অদ্বিতীয়, অসঙ্গ অর্থাৎ নির্লেপ, অদৃশ্য অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের অগোচর অগ্রাহ্য অর্থাং মনোবুদ্ধির অবিষয়ীভূত এবং ক্ষুধা পিপাসাদির অতীত। "নহি দ্রষ্টুর্দৃষ্টের্বিপরিলোপো বিদ্যতে" দ্রষ্টৃস্বরূপ আত্মার জ্ঞানের কখনও বিলোপ হয় না; কারণ, জ্ঞানস্বরূপ আত্মা অবিনাশী শ্রুতির এই বাক্য পূর্ব্বোক্ত ব্রহ্মাত্ম-তত্ত্ব বিষয়ে প্রমাণ। জ্ঞান-জ্ঞেয়-জ্ঞাতৃ ভেদরহিত পরমার্থস্বরূপ এই অদ্বৈত-তত্ত্ব বুদ্ধদেব কর্ত্তৃক কথিত হয় নাই। বৌদ্ধমতে বাহ্যবিষয়ের অস্তিত্ব খণ্ডনপূর্ব্বক একমাত্র জ্ঞানের সত্তা স্থাপিত হওয়ায় যদিও উহা অদ্বিতীয় ব্রহ্মাত্মতত্ত্বের অত্যন্ত সমীপবর্ত্তী বলিয়া কথিত হইয়াছে, তথাপি সর্ব্ববিধ ভেদশূন্য, পরিপূর্ণস্বভাব চৈতন্যমাত্রস্বরূপ এই পরমার্থ অদ্বৈততত্ত্ব একমাত্র বেদান্তগম্য অর্থাৎ বেদান্ত শাস্ত্রসমূহেই এই অদ্বৈততত্ত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে, ইহাই বিশেষরূপে জানিতে হইবে॥ ২১৪ ॥ ৯৯ ॥

দুর্দ্দর্শমতিগম্ভীরমজং সাম্যং বিশারদম্।
বুদ্ধ্বা পদমনানাত্বং নমস্কুর্ম্মো যথাবলম্॥ ২১৫ ॥ ১০০ ॥

ইতি শ্রীগৌড়পাদাচার্য্যকৃতা মাণ্ডুক্যোপনিষৎকারিকা সম্পূর্ণাঃ।
ওঁ তৎসৎ। শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ॥

অন্বয় ঃ—দুর্দ্দর্শম্ (দুর্ব্বিজ্ঞেয়) অতিগম্ভীরং (দুরবগাহ) অজং (জন্মাদি-রহিত) সাম্যং (সমস্বভাব অর্থাৎ একরস) বিশারদম্ (বিশুদ্ধ) অনানাত্ব (ভেদরহিত) পদং (পরমার্থতত্ত্ব) বুদ্ধ্বা (সাক্ষাৎ উপলব্ধি করিয়া) যথাবলম্ (যথাশক্তি) নমস্কুর্ম্মঃ (নমস্কার করিতেছি) ॥ ২১৫ ॥ ১০০ ॥

অনুবাদ ঃ—দুর্ব্বিজ্ঞেয়, দুরবগাহ, জন্মাদিরহিত, একরস, বিশুদ্ধ, ভেদ-রহিত পরমার্থতত্ত্ব সাক্ষাৎ উপলব্ধি করিয়া আমি যথাশক্তি নমস্কার করিতেছি ॥ ২১৫ ॥ ১০০ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্ ঃ—শাস্ত্রসমাপ্তৌ পরমার্থতত্ত্বস্তুত্যর্থং নমস্কার উচ্যতে। দুর্দ্দর্শং দুঃখেন দর্শনমস্যেতি দুর্দ্দর্শম্। অস্তি নাস্তীতি চতুষ্কোটিবর্জ্জিতত্বাৎ দুর্ব্বিজ্ঞেয়মিত্যর্থঃ। অতএব অতিগম্ভীরং দুষ্প্রবেশং মহাসমুদ্রবৎ অকৃতপ্রজ্ঞৈঃ। অজং সাম্যং বিশারদম্। ঈদৃক্ পদমনানাত্বং নানাত্ববর্জ্জিতং বুদ্ধ্বা অবগম্য তদ্ভূতাঃ সন্তো নমস্কুর্ম্মঃ তস্মৈ পদায়। অব্যবহার্য্যমপি ব্যবহারগোচরতা-মাপাদ্য যথাবলং যথাশক্তীত্যর্থঃ ॥ ২১৫ ॥ ১০০ ॥

ভাষ্যানুবাদ ঃ—আগমাদি প্রকরণ চতুষ্টয়বিশিষ্ট এই মাণ্ডূক্যোপনিষৎ কারিকারূপ শাস্ত্রের সমাপ্তি হওয়ায় পরমার্থতত্ত্বের স্তুতির জন্য নমস্কার কথিত হইতেছে—"দুর্দ্দর্শম্" দুঃখে যাহার দর্শন হয় তাহাই দুর্দ্দর্শ, অস্তি, নাস্তি ইত্যাদি চতুষ্কোটি বর্জ্জিত হওয়ায়, প্রত্যক্ষাদি প্রমাণগম্য নয় বলিয়া দুর্ব্বিজ্ঞেয়; অতএব "অতিগম্ভীর" অর্থাৎ অল্প-প্রজ্ঞ ব্যক্তিগণের পক্ষে মহাসমুদ্র প্রবেশের ন্যায় দুষ্প্রবেশ্য অর্থাৎ দুরবগাহ, 'অজ' উৎপত্তিরহিত, 'সাম্য' সমস্বভাব, 'বিশারদম্' বিশুদ্ধ, 'ঈদৃশপদকে' অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত লক্ষণবিশিষ্ট পরমার্থতত্ত্বকে, 'অনানাত্বম্' নানাত্ববর্জ্জিত অর্থাৎ ভেদরহিতরূপে "বুদ্ধ্বা" অবগত হইয়া অর্থাৎ সেই কূটস্থ নির্ব্বিশেষ, সর্ব্বসম্বন্ধরহিত এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হইয়া সেই পরমার্থতত্ত্বকে নমস্কার করি। পরব্রহ্ম ব্যবহারের অযোগ্য হইলেও যথাশক্তি অর্থাৎ মায়াশক্তি অবলম্বনপূর্ব্বক কাল্পনিক নানাত্বকে অনুসরণ করিয়া ব্যবহারের গোচরীভূত সেই পরমার্থতত্ত্বের উদ্দেশে যথাশক্তি নমস্কার করি ॥ ২১৫ ॥ ১০০ ॥

(ভাষ্যকারকৃতনমস্কারঃ)

অজমপি জনিযোগাৎ প্রাপদৈশ্বর্য্যযোগা-
দগতি চ গতিমত্তাং প্রাপদেকং হ্যনেকম্।
বিবিধবিষয়ধর্ম্মগ্রাহি মুগ্ধেক্ষণানাং
প্রণতভয়বিহন্তৃ ব্রহ্ম যত্তন্নতোঽস্মি ॥ ১ ॥
প্রজ্ঞা বৈশাখবেধ-ক্ষুভিতজলনিধের্ব্বেদনাম্নোঽন্তরস্থং
ভূতান্যালোক্য মগ্নান্যবিরতজনন-গ্রাহঘোরে সমুদ্রে।
কারুণ্যাদুদ্দধারামৃতমিদমমরৈর্দুর্লভং ভূতহেতো-
র্যস্তং পূজ্যাভিপূজ্যং পরমগুরুমমুং পাদপাতৈর্নতোঽস্মি ॥ ২ ॥
যৎ প্রজ্ঞালোকভাসা প্রতিহতিমগমৎ স্বান্ত-মোহান্ধকারো
মজ্জোন্মজ্জচ্চ ঘোরে হ্যসকৃদুপজনোদন্বতি ত্রাসনে মে।
যৎপাদাবাশ্রিতানাং শ্রুতিশমবিনয়প্রাপ্তিরগ্র্যা হ্যমোঘা
তৎপাদৌ পাবনীয়ৌ ভবভয়বিনুদৌ সর্ব্বভাবৈর্নমস্যে ॥ ৩ ॥

ইতি শ্রীগোবিন্দভগবৎপূজ্যপাদশিষ্যস্য পরমহংস-পরিব্রাজকাচার্য্যস্য শ্রীশঙ্করভগবতঃ কৃতৌ গৌড়পাদীয়কারিকা বিবরণে অলাতশান্ত্যাখ্যং চতুর্থং প্রকরণং সমাপ্তম্॥

মাণ্ডূক্যোপনিষৎ-কারিকাভাষ্যং সমাপ্তম্॥

ভগবান ভাষ্যকার পরমার্থতত্ত্ব স্মরণপূর্ব্বক এক্ষণে মঙ্গলাচরণ করিতেছেন।

অন্বয়ঃ—যৎ ব্রহ্ম (উপনিষৎসমূহে প্রসিদ্ধ, সর্ব্ববিধ পরিচ্ছেদরহিত যে ব্রহ্ম) ঐশ্বর্য্যযোগাৎ (তদীয় অনির্ব্বাচ্য মায়াশক্তি এবং তাহার বৈভবরূপ আকাশাদি কার্য্যের সহিত সম্বন্ধহেতু) অজমপি (জন্মাদি সর্ব্ব বিকাররহিত হইয়াও) জনিযোগং (জন্মসম্বন্ধ) প্রাপৎ (প্রাপ্ত হইয়াছেন) অগতি চ

(কূটস্থত্ব এবং বিভুত্ব হেতু গতি বর্জ্জিত হইলেও) গতিমত্তাং (গতি বা গমনশীলতা) প্রাপৎ (প্রাপ্ত হইয়াছেন) একং হি (এক অদ্বিতীয় হইয়াও) মুগ্ধেক্ষণানাম্ (বিষয়াসক্ত চিত্ত অবিবেকী ব্যক্তিগণের নিকট) বিবিধবিষয়ধর্ম্মগ্রাহি (শব্দস্পর্শাদি বিবিধ বিষয় ও তাহার ধর্ম্মের গ্রহীতা রূপে) অনেকং (বহু) [অথবা, বিবিধবিষয় ধর্ম্মগ্রাহিমুগ্ধেক্ষণানাং (বিবিধ বিষয় এবং তাহার ধর্ম্মে আসক্ত চিত্ত হওয়ায় যাহাদের দৃষ্টি বা বুদ্ধি বিবেক রহিত হইয়াছে সেই অবিবেকী বিষয়াসক্ত মনুষ্যগণের নিকট যে এক অদ্বিতীয় ব্রহ্ম বহুর ন্যায় প্রতীত হন)] প্রণতভয়বিহন্তৃ (যিনি তাঁহার শরণাগত ভক্তদিগের সংসার ভয়ের নিবারক) তদ্‌ব্রহ্ম (সেই ব্রহ্মকে) নতোঽস্মি (নমস্কার করি) ॥ ১ ॥

অনুবাদ ঃ—উপনিষৎ সমূহে প্রসিদ্ধ, সর্ব্ববিধ পরিচ্ছেদ রহিত যে ব্রহ্ম তদীয় অনির্ব্বাচ্য মায়াশক্তি এবং তাঁহার বৈভবরূপ আকাশাদি কার্য্যের সহিত সম্বন্ধহেতু জন্মাদি সর্ব্ব বিকার রহিত হইয়াও জন্ম সম্বন্ধ প্রাপ্ত হইয়াছেন, কূটস্থত্ব এবং বিভূত্ব হেতু গতি বর্জ্জিত হইলেও যিনি গতি বা গমনশীলতা প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং এক অদ্বিতীয় হইয়াও বিষয়াসক্ত চিত্ত অবিবেকী ব্যক্তিগণের নিকট শব্দ-স্পর্শাদি বিবিধ বিষয় ও তাহার ধর্ম্মের গ্রহীতা রূপে প্রতিভাত হইতেছেন, অথবা— "বিবিধ-বিষয়ধর্ম্মগ্রাহি মুগ্ধেক্ষণানাম্" এইটি সমস্ত পদ ইহার অর্থ হইতেছে— বিবিধ-বিষয়ের ধর্ম্মসমূহে আসক্ত চিত্ত হওয়ায় যাহাদের ঈক্ষণ অর্থাৎ বুদ্ধি বিপর্য্যস্ত অর্থাৎ বিবেকরহিত হইয়া গিয়াছে, সেই বিষয়াসক্ত অবিবেকিগণের দৃষ্টিতে যিনি সর্ব্ববিধ ভেদরহিত এক অদ্বিতীয় হইয়াও বহুরূপে প্রতীত হন, সেই ব্রহ্মকে আমি নমস্কার করি ॥ ১ ॥

ভগবান্ ভাষ্যকার এক্ষণে পূজ্যপাদ গৌড়পাদাচার্য্যকৃত কারিকার প্রণয়নের কারণ প্রদর্শনপূর্ব্বক পরমগুরু, বেদজ্ঞ, গৌড়পাদাচার্য্যকে প্রণাম করিতেছেন।

অন্বয় ঃ—যঃ (যিনি) অবিরতজনন-গ্রাহঘোরে সমুদ্রে (অবিরত জন্ম-জন্মান্তররূপ হিংস্র জলজন্তুসঙ্কুল ভয়ঙ্কর ভবসাগরে) মগ্নানি (নিমজ্জিত) ভূতানি (জীবগণকে) আলোক্য (দর্শন করিয়া) কারুণ্যাৎ (দয়াপরবশ হইয়া) ভূত-

হিতোঃ (জীবগণের কল্যাণের জন্য) প্রজ্ঞাবৈশাখবেধক্ষুভিতজলনিধেঃ (মেধা সম্পন্ন নির্ম্মল বুদ্ধিরূপ মন্থনদণ্ডের নিক্ষেপ দ্বারা আলোড়িত জলনিধির) বেদ-নাম্নঃ (বেদ নামক) অন্তরস্থং (মধ্যস্থ) ইদম্ (এই পরমার্থতত্ত্ব জ্ঞানরূপ) অমরৈঃ দুর্লভং (দেবদুর্লভ) অমৃতম্ (অমৃত) উদ্দধার (উদ্ধার করিয়াছেন) পূজাভিপূজ্যং (পূজনীয়গণেরও পূজ্য) তম্ অমুং পরমগুরুং (সেই পরম গুরুকে) পাদপাতৈঃ (চরণে পতিত হইয়া) নতোঽস্মি (নমস্কার করিতেছি) ॥ ২ ॥

অনুবাদ ঃ—যিনি অবিরত জন্মজন্মান্তররূপ হিংস্র জলজন্তু-সঙ্কুল ভয়ঙ্কর ভবসাগর-নিমজ্জিত জীবগণকে অবলোকনপূর্ব্বক দয়াপরবশ হইয়া জীবগণের কল্যাণের নিমিত্ত মেধাসম্পন্ন, নির্ম্মল বুদ্ধিরূপ মন্থনদণ্ড নিক্ষেপ দ্বারা আলোড়িত বেদ নামক জলনিধির অভ্যন্তরস্থ দেবদুর্লভ, পরমার্থতত্ত্ব জ্ঞানরূপ এই অমৃত উদ্ধার করিয়া জীবগণকে রক্ষা করিয়াছেন; পূজনীয়গণেরও পূজ্য সেই পরম গুরুকে চরণে পতিত হইয়া আমি নমস্কার করিতেছি ॥ ২ ॥

ভগবান্ ভাষ্যকার পরম গুরুকে নমস্কারের অনন্তর ব্রহ্মবিদ্যা প্রাপ্তি বিষয়ে গুরুভক্তিই যে অন্তরঙ্গ সাধন, তাহা প্রদর্শনপূর্ব্বক স্বীয় গুরুর চরণকমলে নমস্কার করিতেছেন।

অন্বয় ঃ—স্বান্ত মোহান্ধকারঃ (স্বীয় অন্তঃকরণস্থিত অবিবেক ও তাহার কারণভূত অজ্ঞানরূপ অন্ধকার) যৎপ্রজ্ঞালোকভাসা (যাঁহার নির্ম্মল আত্মজ্ঞান-রূপ আলোকের দীপ্তি দ্বারা) প্রতিহতিং (বিনাশ) অগমৎ (প্রাপ্ত হইয়াছে) ঘোরে (ভয়ঙ্কর) মে (আমার) ত্রাসনে (ভয়োৎপাদক) উপজনোদন্বতি (দেবতির্য্যগাদি নানা যোনিতে যে এই উপজন অর্থাৎ নানাবিধ দেহসমূহরূপ উদন্বান অর্থাৎ উদধি বা সমুদ্র সেই জননমরণসঙ্কুল সংসারসাগরে) অসকৃৎ (পুনঃ পুনঃ) মজ্জোন্মজ্জৎ (পূর্ব্বোক্ত সেই অনাদি অজ্ঞান অবস্থা বিশেষে কখন মজ্জৎ অর্থাৎ অনভিব্যক্ত, কখন উন্মজ্জৎ অর্থাৎ অভিব্যক্ত এইরূপে পরিবর্ত্তিত হয়) যৎপাদৌ (যাঁহার চরণযুগল) আশ্রিতানাম্ (শরণাগত ব্যক্তিগণের) অমোঘা (অব্যর্থ, সফল) অগ্র্যা (সর্ব্বোত্তম) শ্রুতি-শম-বিনয়-প্রাপ্তিঃ (শ্রুতি

অর্থাৎ শ্রবণাদি বিচার ও ধ্যানজনিত জ্ঞান, শম অর্থাৎ শান্তি বা ইন্দ্রিয়গণের উপরতি, বিনয় অর্থাৎ অনৌদ্ধত্য বা সৎস্বভাব প্রাপ্ত) পাবনীয়ৌ (পবিত্রকারী) ভবভয়বিদুদৌ (সংসারভয়নিবারক) তদ্‌পাদৌ (তাঁহার চরণযুগলকে) সর্ব্বভাবৈঃ (কায়মনোবাক্য দ্বারা) নমস্তে (নমস্কার করি)॥ ৩॥

অনুবাদঃ—যাঁহার নির্ম্মল আত্মজ্ঞানরূপ আলোকের দীপ্তিদ্বারা আমার অন্তঃকরণস্থিত অবিবেক ও তাহার কারণভূত অজ্ঞানরূপ অন্ধকার বিনাশপ্রাপ্ত হইয়াছে; আমার ভয়োৎপাদক দেবতির্য্যগাদি নানা যোনিতে যে এই উপজন অর্থাৎ নানাবিধ দেহসমূহরূপ উদন্বান্ অর্থাৎ সমুদ্র, সেই জন্ম-মরণ-সঙ্কুল সংসার-সাগরে পূর্ব্বোক্ত সেই অনাদি অজ্ঞান পুনঃ পুনঃ অবস্থাবিশেষে কখন অনভিব্যক্ত, কখন অভিব্যক্ত এইরূপে পরিবর্ত্তিত হয়; যাঁহার চরণযুগলে শরণাগত ব্যক্তিগণের অব্যর্থ ও সর্ব্বোত্তম শ্রবণাদি বিচার, ধ্যান-জনিত জ্ঞান, ইন্দ্রিয়সংযম এবং সৎস্বভাব প্রাপ্তি হয়, আমি তাঁহার সেই পবিত্রকারী সংসার ভয়নিবারক চরণযুগলকে কায়মনোবাক্য দ্বারা নমস্কার করি॥ ৩॥

মাণ্ডূক্যোপনিষদের গৌড়পাদীয় কারিকা-ভাষ্য সমাপ্ত।